INDEX

DATE | PAGE

THURSDAY, THE 13TH SEPTEMBER, 1984

FRIDAY, THE 14TH SEPTEMBER, 1984

MONDAY, THE 17TH SEPTEMBER, 1984

Calling Attention " is to be read of Pages 25,27,29,31,33,35,37,39,45

PROCEEDINGS OF THE TUIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 13th September, 1984.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. on Thursday, the 13th September, 1984.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 (ten) Ministers and 43 Members.

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কিছু বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তরের সময়ের পরে আপনার বক্তব্য রাখবেন। (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে যথেষ্ট সময় আছে। তখন বলতে পারবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল জি. বি, হাসপাতাল সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ অসত্য ভাষণ এবং সেটা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। (গণ্ডোগোল)

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে কৈলাশহর ও উদয়পুরে নূতন আকাশবাণী কেন্দ্র খোলার জন্য কেন্দ্রীয়

সরকারের সংগে রাজ্য সরকারের কোন আলোচনা হয়েছিল কিনা ;

২। হয়ে থাকিলে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের মতামত কি, এবং

৩। না হয়ে থাকিলে উক্ত ২টি বিভাগে আকাশবাণী কেন্দ্র খোলার ও বর্ত্তমান আগরতলার চালু কেন্দ্রটির শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে রাজ্য সরকার যোগাযোগ করবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তথ্য মন্ত্রীদের সপ্তদশ সম্মেলন (৪ থেকে ৬ জুলাই ১৯৮৩ ইং) এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ত্রিপুরার কৈলাশহর ও বিলোনীয়া মহকুমায় বেতার কেন্দ্র খোলা হবে এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :—সার্প্লিমেন্টারী। (গণ্ডগোলের জন্য কিছুই শোনা যায়নি।)

শ্রীঅনিল সরকার—(গণ্ডগোলের জন্য কিছুই শোনা যায়নি)।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আধ ঘণ্টার জন্য হাউস মুলতুবী করে দিন। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬।

প্রশ্ন

১ ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত মালবাহী ও যাত্রীবাহী রেল চলাচল কবে নাগাদ শুরু করা যাবে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক কোন সম্ভাব্য সময় রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন কি ?

২। জানিয়ে থাকলে তাহা কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আগামী ১৯৮৬ সাল নাগাদ।,

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী। (গোলমালের জন্য শোনা যায় নি)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— (গোলমালের জন্য শোনা যায়নি)

[এই সময়ে সমস্ত কংগ্রেস (আই)-এর সদস্যরা ওয়াক আউট করেন]

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের এবং সেই প্রস্তাবিত রেলপথ ভায়া মাণিকভাণ্ডার অথবা ভায়া ডলুবাড়ী বা আমবাসা কোন্ গ্রাম দিয়ে সম্প্রসারণের কথা ভাবেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—প্রশ্নটা ছিল কুমারঘাট পর্যন্ত। কুমারঘাট পর্যন্ত ১৯৮৬ইংতে আসবে। তার পরের পোরশনটা তাঁরা সার্ভে সুরু করে এ, এ রোড দিয়ে। মাঝখানে একটা প্রস্তাব হয়েছিল মাণিকভাণ্ডার দিয়ে চেবরীর কাছ দিয়ে রেললাইন আনা যায় কিনা। আমরা রাজ্য সরকার থেকে অনুমোদন করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করলেন এটা ঠিক হবে না। আমরা এখনও ইন্সিট করছি এখানে যেন মাণিকভাণ্ডার দিয়ে আসে। এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কিছু জানান নি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—এই যে কুমারঘাট পর্যন্ত রেলপথের কাজ চলছে, এর মধ্যে অধিকাংশ ব্রীজ বা কালভার্টের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাকীটা মনে হচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাবে কিনা ব্রীজের উপরের কাজ এবং তার উপর পাথর ফেলা এবং লাইন বসানো এই সব কাজগুলি ত্বরান্বিত করার কথা রাজ্যসরকার রেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কয়েক মাস আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে জানা হয় যে, যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন সেই পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে না। যদিও এটা অফিসিয়ালী নয়। কিন্তু এটাই হলো আসল ঘটনা।

শ্রীমাণিক সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিশ্চয় অবগত আছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্যন্ত কোন শিল্প সংস্থা গড়ে না উঠার একমাত্র কারণই হল যোগাযোগ বা পরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং রেল-লাইন সম্প্রসারণের মাধ্যমেই ত্রিপুরাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প সমৃদ্ধির সহায়ক। অথচ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাবিত রেল-লাইন সম্প্রসারণের যে নূতন এলাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তাকে অকার্যকর করে এবং রেল-মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এলাইনমেন্ট যা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল, তাকে অবিলম্বে কার্য্যকরী না করে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিকে আরও

বিলম্বিত করা যায়, এরকম কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ত্রিপুরা রাজ্যে রেল-লাইন সম্প্রসারণের পিছনে রয়েছে কিনা, মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই রেল-লাইন সম্প্রসারণ বিষয়টা যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু আমি এই হাউসের সামনে কিছু তথ্য উপস্থিত করছি। আমরা বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে মন্ত্রী পর্য্যায়ের বিভিন্ন সম্মেলনে আমাদের এই রাজ্যে রেল-লাইন সম্প্রসারণের কাজটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসছি। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণও গত ডিসেম্বর মাসে যে ত্রিপুরা বনধ্ পালন করেছিল, তাতে ত্রিপুরাতে অবিলম্বে রেল-লাইন সম্প্রসারণের দাবীও ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে পেচারথল পর্যন্ত রেলের কাজটা আগামী বছর-এর মধ্যে শেষ করে দিবেন এবং এরপর যে পথটা রয়েছে, তা শেষ করতে আরও দুই বছর সময় লাগবে। তবে এখানে একটা কথা হচ্ছে, সেটা হল এই অঞ্চলে রেল-সম্প্রসারণের জন্য রেল-মন্ত্রণালয় যে পরিমাণ টাকা বরাদ্ধ করেছিলেন, সেই টাকা এই অঞ্চলে খরচ করা হয়নি। সেই টাকাটা কেন্দ্রীয় রেল-মন্ত্রী অন্য জায়গায় খরচ করে ফেলেছেন। যেমন আপনারাও পত্র পত্রিকায় দেখেছেন যে মালদহের মত একটা অঞ্চলে রেলওয়ের বিভিন্ন ধরণের কাজ কর্ম করা হয়েছে। এমন কি কলকাতায় যে চক্র রেল হচ্ছে, তার জন্যও প্রচুর টাকা খরচ করা হচ্ছে। অথচ আমরা এই রাজ্যের মানুষ এই রেল-লাইনের অভাবে কি আর্থিক, কি শিল্প, কি ব্যবসা বাণিজ্য, সব দিক থেকেই অনেক দিন ধরে পিছিয়ে আছি, এখানে রেল-লাইন তাড়াতাড়ি সম্প্রসারণ করার দরকার। এদিকে কোন নজর নেই, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। তারপর নতুন এলাইনমেনটের যে কথা বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে এটা ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির আপত্তি থাকার জন্য সম্ভব নয়। আমি নিজেও এই সম্পর্কে প্রাক্তন রেল-মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, তারা কিছুতেই আমাদের প্রস্তাবিত নতুন এলাইনমেণ্ট মানতে রাজী নন, ডিফেন্সের দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে। তাই আমরা এর জন্য বেশী চাপ সৃষ্টি করি নি, আমরা আগের এলাইমেণ্ট যেটা আসাম-আগরতলা রোডের পাশাপাশি সার্ভে হয়ে গেছে, সেই অনুসারে করতে রাজী হয়েছি এবং আমরা বলেছি যে রেল-লাইন সম্প্রসারণের কাজটা ৭ম পরিকল্পনার মধ্যেই শেষ করতে হবে যাতে আগরতলা পর্যন্ত রেল-লাইন আনা যায়। আমরা মনে করি যদিও এরজন্য অনেক বেশী টাকা খরচ হবে, তাহলেও এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়, সেজন্য আমাদের রাজ্য সরকার মত দিয়েছেন। তাছাড়া আর একটা দিকও রাজ্য সরকার বিবেচনা করছেন, সেটা হচ্ছে যে এলাকা দিয়ে রেল-লাইনটা আসবে, তা ট্রাইবেল অধ্যুষিত একটা বিরাট এলাকা এবং সেই এলাকার যাতে প্রয়োজনীয় ডেভেলাপমেণ্ট হয়,

তার জন্য রেল মিনিষ্ট্রি বিশেষ সাহায্য করবেন। অতএব, এই পথে সময় বেশী লাগলেও, এবং টাকা বেশী লাগলেও সেটা যাতে ৭ম পরিকল্পনার মধ্যে শেষ করা যায়, তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার থেকে সব সময়ে প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ও শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। ইহা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি যে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে অধিকাংশ সময় টেলিফোন যোগাযোগ অচল থাকে ;

২। যদি জানা থাকে, তাহলে এই অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে টেলিফোন অচল হয়ে যাওয়ায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এটা শুধু আগরতলাতেই নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে অনেক জরুরী কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন. তাহলে তার ফল কি হয়েছে এবং তাতে আমাদের কোন উপকার হবে কিনা, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, এই টেলিফোন অকেজো হওয়ার ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুবই উদবেগের ও জরুরীভাবে এই সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার, এমন কি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বহুবার যোগাযোগ করেছি, কিন্তু ফল তেমন কিছু পাই নি। যা হউক, আমরা এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছি, তা মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি। ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর ও তেলিয়ামূড়া অঞ্চলের টেলিফোন লাইনের তামার তার প্রায়ঃশই চুরি যাওয়ার দরুণ উল্লেখিত স্থানের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যহত হয় বলিয়া পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ হইতে জানা যায়। জানুয়ারী ১৯৮৩ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সময় পর্যন্ত ১৮৪টি টেলিফোনের

তামার তার চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই তার চুরির সাথে জড়িত দুস্কৃতিকারীগণকে ধরিয়া যথাবিহিত শাস্তি এবং চুরির ঘটনা বন্ধ করিবার জন্য স্থানীয় পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ-এর নজরে আনয়ন করেন এবং প্রত্যেক ঘটনাই স্থানীয় থানাতে নথীবদ্ধ করা হয়। উর্ধতম পুলিশ কর্তৃপক্ষকেও অনুরোধ করা হয়েছে যেন অনতিবিলম্বে এই চুরি বন্ধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৯৮৩ ইং-এর ভয়াবহ বন্যায় ত্রিপুরার বহুস্থানে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সাব-ডিভিশন ও ব্লকগুলির সাথে অতি জরুরী কারণেও যোগাযোগ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এমন কি সদরের বহু স্থানের সাথেও যোগাযোগ করা যায় নাই। টেলিফোন যোগাযোগের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৩ ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক ব্যক্তিগত পত্রে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীগ্যাডগিল মহোদয়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে পুন: স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান এবং ইহাও অনুরোধ করেন যে এই কাজের তদারকি করার জন্য কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রীয় পরিদর্শক যেন পাঠানো হয়। তদউত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগ্যাডগিল ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইং জানান যে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এতদ্ ব্যতিত গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালেও ত্রিপুরায় যখন আন্ত্রিক রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং উগ্রপন্থীদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সংগঠিত হইতেছিল, এই সময়ে যখন টেলিকমিউনিকেশানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল, তখনও টেলিফোনের মাধ্যমে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় প্রতিবিধানের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগাডগিল মহোদয়ের নিকট ৫ই মে ১৯৮৪ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী মহোদয় এক জরুরী বেতার বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। তদ্ উত্তরে শ্রীগ্যাডগিল মহোদয় ২৭শে আগষ্ট ১৯৮৪ ইং তারিখে জানাইয়াছেন যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তিনি যথাযথ নির্দেশ দিয়াছেন যাতে সত্বর টেলিফোন স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃ স্থাপিত হয়।

উপরোক্ত কারণে এবং ১৯৮৪ সনের ত্রিপুরার ব্যাপক বন্যা পরিস্থিতীর পরিপ্রেক্ষিতে তৎসহ এম, এ, আর, আর, স্কীম চালু করিবার জন্য পি, এণ্ড টি, কর্তৃপক্ষকে ১৬টি স্থানের মধ্যে ১১টির জমি সনাক্ত করা হয় এবং বাকী ৫টির সংস্থানও অনতিবিলম্বে হস্তান্তরিত করা হইবে বলিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার ২৯শে আগষ্ট ১৯৮৪ ইং তারিখের চিঠিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগ্যাডগীল মহাশয়কে অবগত করান।

এই পত্রে তিনি আরও অনুরোধ জানান যে টেলিকমিউনিকেশান সিস্টেমের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত কাজগুলি যাহাতে ত্বরান্বিত হয় :—

১। আগরতলা—কৈলাসহর এবং উদয়পুর-এর স্বয়ংক্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থা চালু করা।

২। আগরতলায় এস, টি, ডি, সুযোগ চালু করা।

৩। মহকুমা শহরগুলির সহিত আগরতলা ইউ, এইচ, এফ যোগাযোগ প্রবর্তন।

৪। ত্রিপুরার সর্বত্র নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান।

উক্ত পত্রের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই এখন পর্যন্ত অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই।

1. M. A. R. R—Multi Access Radio Relay System
(i. e. Radio Telephone.)

2. UHF—Ultra High Frequency.

3. STD—Subscriber Trunk Dialing.

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, টেলিফোন অনেকক্ষণ ধরে রাখার পরেও কেউ রিসিভ করে না। এবং আমার ব্যক্তিগত টেলিফোনের কথা জানাচ্ছি যে সেটি মাসে ১০ দিনও ঠিকভাবে সার্ভিস দেয় না। আমরা কার কাছে জানাব?—এখানে কোন এডমিনিষ্ট্রেশান বলতে কিছু আছে কিনা আমরা বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই দপ্তরকে চাংগা করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বার বার এই বিষয়ে লিখেছেন স্পেসিফিক সাজেশান দিয়েছেন. জায়গা দিয়েছেন, এস্যুরেনস দিয়েছেন, তারপরও কিছুই হচ্ছে না।

শ্রীমানিক সরকার :—স্যার, এটা ঠিক যে এই সমস্যা শুধু আগরতলাই নয় এই টেলিফোন সমস্যা সারা ভারতবর্ষেরই সমস্যা। তবু ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চাইতে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ এবং রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এই বিধানসভার তরফ থেকে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিশেষ দপ্তরটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা সম্ভব নয়।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ২১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ২১।

প্রশ্ন

১। টি, আর, টি, সিতে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২। গত এক বছরে (১৯৮৩ ইং সনে) কয়টি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ধরা হয়েছে ?

৩। ১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত দুর্নীতির সাথে যুক্ত কোন কর্মচারী বা অফিসারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

টি, আর, টি, সিতে দুর্নীতি দমনের জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ২টা দুর্নীতি দমন শাখা স্থাপন করিযাছেন।

a) Security & Vigilance শাখা এপ্রিল ১৯৮২ ইং সন হইতে।

b) Enforcement Wing নভেম্বর ১৯৮৩ ইং সন হইতে।

এই শাখাগুলি যথাযথ ভাবে দুর্নীতি দমনের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে।

গত এক বছরে ১৯৮৩ ইং জানুয়ারী—ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ২২টি দুর্নীতির ঘটনা ধরা হইয়াছে।

হ্যাঁ।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি টি, আর. টি, সি-র একজনকণ্ডাক-টার, দুর্জয় দেব—তার চাকরী নাই তবু সে কমলপুর লাইনে যায় এবং যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে সেই পয়সা টি, আর, টি, সিতে জমা দেয় কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যা'র, এই ব্যাপারে যখন নাম দিয়ে বলা হয়েছে তখন আমি ইনকোয়ারী করব।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি গত ১৮, ৮, ৮৪ ইং তারিখে কৈলাসহর থেকে আগরতলায় যে টি, আর, টি, সির গাড়ীটি আসছিল সেই গাড়ীতে কোন কণ্ডাকটার ছিল না। একটি ছেলে দরজার কাছে বসে পয়সা সংগ্রহ করছিল এবং সে কোন টিকিট দেয় নাই। আমি আগরতলায় এসে ৪-৩০ মিনিটের সময় এ. জি. এম.-র নিকট জানি-য়েছি—সেই পয়সা টি. আর. টি. সি-র অফিসে জমা পড়ছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার এখানে নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে ১৮. ৮. ৮৪ ইং তারিখ দিয়ে জানান হয়েছে, সেই ঘটনাটি আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, টি. আর. টি. সি.-র দূর পাল্লার বাসগুলি নির্দিষ্ট সময়ে যাতে ছাড়ে এবং রাস্তায় বার বার বাস থামিয়ে যাত্রী তুলে গাড়ীর যাত্রীদের হয়রানি করার যে ঘটনা ঘটে চলছে সেগুলি বন্ধ করার জন্য সরকার থেকে চেষ্টা হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এইগুলি আমাদের জানা আছে যে বাসগুলি রাস্তায় বার বার থামানোর ফলে যাত্রীদের অসুবিধা হয়। আমরা এই সব কারণগুলি দূর করার জন্য চেষ্টা করছি। যদিও এখনও সম্পূর্ণ দূর করতে পারি নাই, তবে ভবিষ্যতে দূর করা হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দূর-পাল্লার গাড়ীগুলি যখন রাস্তায় পেসেঞ্জার নেয় বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে বিশালগড় থেকে আসার সময়, যেহেতু বিশালগড় থেকে আগরতলা আসার ভাড়া অন্যান্য গাড়ীতে এক টাকা এবং টি. আর. টি. সি-র ভাড়া এক টাকা থেকে বেশী। কিন্তু বিশালগড় থেকে পেসেঞ্জার তুলে এক টাকা করেই তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, কিন্তু তাদের কোন টিকিট দেওয়া হয় না এবং এই রকমভাবে ত্রিপুরায় বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—রোড সাইডে পেসেঞ্জার উঠানোর জন্য কোন নিষেধ নাই, তবে আননেসেসারী যাতে ডিলে না হয় সেজন্য তাদের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে। এবং ভাড়ার ব্যাপারে ভাড়া নিয়ে টিকিট দেয় কিনা সেই সব দেখার জন্য আমাদের এনফোর্সমেন্ট শাখা আছে। তারা গত ১০ মাসে ১১৪০টি গাড়ী চেক করে ৮,৪৩৫ জন পেসেঞ্জার থেকে ভাড়া আদায় করেছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মন :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা সারা ত্রিপুরাতেই এটা লক্ষ্য করছি টি. আর. টি. সি.-র বাসগুলিতে সাধারণত ৪৮ জন যাত্রীর বসার সীট থাকে, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি গাড়ীর ভিতরে তো মানুষ দাঁড়িয়ে যায়ই তার উপর গাড়ীর ছাদে বসে মানুষ অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করে। কিছুদিন আগে টাকারজলার একটি ঘটনার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছিলেন এই ধরণের ঘটনা আর হবে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এটা বন্ধ হচ্ছে না। কাজেই এইগুলি বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কতগুলি জায়গা আছে, যে সব এলাকায় খুব ভীড় হয় এতে দূর-পাল্লার যাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনাকে চেক দেওয়া যায়। তবে সবটাই এখনই বন্ধ করা যাবে না।

শ্রীভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, বটতলা টি. আর. টি. সি-র থেকে নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী ছাড়বে, ট্রিপ রেডি এমন সময় জানিয়ে দেওয়া হয় যে, গাড়ী যাবে না। তাতে যাত্রীদের প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ

দেখা যায়. খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে গাড়ী ঠিক আছে। গাড়ীর কনডাকটর বা অন্য কোন স্টাফ ঠিক সময় মত রিপোর্ট করে নাই সেইজন্য ট্রিপটা কেনসেল করে দেওয়া হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? এবং এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু বটতলা নয়, কৃষ্ণনগরেও এরকম হয় যে সিডিউলড্ টাইমে সার্ভিস কেন্সেল হয়ে যায়। ড্রাইভার হয়তো দেখল যে গাড়ীটা মেরামত হয় নি বা হয়তো ড্রাইভার যেতে পারছে না, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে, এই রকম ঘটনা ঘটে। এরকম কেইসে আমরা নিজেরা ইনটার্ভেন করি বা অফিসাররা ইন্টারভেন করে থাকেন। এই অবস্থার যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার,. এরকমও দেখা যায়, বটতলা থেকে গাড়ী ছেড়ে দিল এবং জুট মিলের কাছাকাছি গিয়ে দেখল যে গাড়ীর চাকায় পাম্প নাই। ওখান থেকে গাড়ীটা ফিরে এল। গাড়ী ছাড়ার আগে এগুলি চেক করে ছাড়া হয় না কেন? আরেকবার সমস্ত আগরতলা টাউন ঘুরে যেতে হয়েছে গাড়ী পাম্প দেওয়ার জন্য। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার যাত্রীদের স্বার্থে কার্যাকরী ব্যবস্থা নেবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ এনেছেন সেটা আংশিক সত্য. এরকম কোন কোন সময় হয়। আমরা চেষ্টা করছি গাড়ীগুলি যাতে আরও ভালভাবে চেক আপ এবং মেরামত করা হয়। ডিসিপ্লিনটা যাতে ভালভাবে ফলো করা হয় তার চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সাপ্লিমেণ্টারী নয়, দুটা পয়েন্ট আমি আলোচনা করছি। এখানে বলা হয়েছিল যে একটা প্রশ্নের উপর তিনটার বেশী সাপ্লিমেণ্টারী করা যাবে না। রোলিং পার্টির সদস্যরাই দেখছি এটা ভায়োলেশন করে যাচ্ছেন। অবশ্য এই প্রশ্নটাতে পাবলিক ইনটারেস্ট জড়িত আছে। কিন্তু টি, আর, টি, সি সম্পর্কে আমাদের আরও বেশী অভিজ্ঞতা আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার যদি এ সম্পর্কে সার্বিক সমস্যা সমাধানে যত্নবান হন তাহলে মনে হয় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মি: স্পীকার :— এটা ঠিক যে, অনেকগুলি সাপ্লিমেণ্টারী হয়েছে। প্রশ্নটা খুবই ইমপর্টেন্ট সেইজন্য অ্যালাউ করেছি। ভায়লেট করার কোন ইচ্ছা ছিল না।

শ্রীমাণিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে টি,

আর, টি, সি. থেকে প্লাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটিকে জানানো হয়েছিল যে টি, আর, টি, সি-তে যে লস হচ্ছে, যাত্রী সাধারণের যে অসুবিধা হচ্ছে এই সমস্ত কিছু গভীরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ফাইনডিং উইদ্ সাজেশন তারা দিয়েছেন। তাকে ভিত্তি করে কি রিমেডী নেওয়া যায় সেই ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বললেন সেই ব্যাপারে ম্যাটেরিয়েলস আমার কাছে নেই। তবে আমি খবর নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৩। ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :— স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন ভূমিহীনকে কি পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, এবং

২। বর্তমান বৎসরে কতজন ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে,

৩। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই মহকুমার ধলাবিল গ্রামের চূড়ান্ত সার্ভে শেষ করে কতকগুলি পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল,

৪। সত্য হলে উক্ত প্রস্তাবে উল্লিখিত সমস্ত পরিবারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কি,

৫। যদি না হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ এবং কবে নাগাদ সকলকে বন্দোবস্ত দেয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ৭,২৯০ জন ভূমিহীনকে ৬,৪০০ একর জমির বন্দোবস্ত ১৯৮৩-৮৪ সালে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, ৩,০৩৫ জন গৃহহীনকে ৮৫০ একর বাস্তু জমি এবং ৬,১৯৬ জন ভূমিহীন এবং গৃহহীনকে ৯,১৫২ একর বাস্তু ও কৃষি ভূমি দেওয়া হইয়াছে।

২। বর্তমান বৎসরে ৪ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এছাড়া আরও ৬ হাজার গৃহহীন ও ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। হ্যাঁ, ১৩৩ পরিবার।

৪। ১৩২ পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

৫। অবশিষ্ট একটি ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি সংশোধন ক্রমে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—ধলাবিল গ্রামে ১৩৩ পরিবারের বেশী, প্রায় ১৭৪ টি পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য খোয়াই থেকে বলা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৩২ জন বন্দোবস্ত পেলেও ফরেষ্ট দপ্তর থেকে তাদের জায়গা দিতে তাল-বাহনা করছে এই বলে, এখানে ফরেষ্টের গাছ রয়েছে। কাজেই কি কারণে তারা এখনও বন্দোবস্ত পাচ্ছে না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—এই তথ্য আমার জানা নাই। তবে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন ফরেষ্ট দপ্তরের গাছ ইত্যাদি আছে বলে এলটমেণ্ট পাচ্ছে না তা আমি অনুসন্ধান করে দেখব। যদি সত্য হয়, তাহলে ফরেষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব। আইন মোতাবেক যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় সে ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—তেলিয়ামুড়া গাঁও সভার অন্তর্গত দশমীঘাটে কিছু মোটর শ্রমিক ও কিছু রিক্সা শ্রমিক এই দশমীঘাটে এলটমেণ্ট পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। দুই বৎসর আগে এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলাম। সেখানে প্রস্তাবও হয়েছিল, সার্ভে করে এইসব মোটর শ্রমিক ও রিক্সা শ্রমিকদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। কিন্তু সেটা আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা যদিও এই প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তবুও ঘটনাটা আমার জানা আছে বলে জানাচ্ছি। ঐ দশমীঘাটের চরে ৭০ থেকে ৭৫টি পরিবার আছে। কিছু সংখ্যক মোটর শ্রমিক ও রিক্সা-শ্রমিক এই জায়গায় বন্দোবস্ত চান এবং বি, ডি, সি, থেকেও এদের বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য, এবং কিছু সহায় সম্বল-হীনা মহিলাদের দেওয়ার জন্যও প্রস্তাব এসেছিল। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা সার্ভে করি। বেশ কিছু সংখ্যক লোক সেই চরে বসে আছেন। আমরা তাদের কাউকে এলটমেণ্ট দিই নি। আমরা গত বছর গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে নোটিশ দিয়েছি সবার কাছে, যারা ঐ জায়গায় বসে আছেন তারা কতটুকু জায়গা নিয়েছেন. বাইরে তাদের জায়গা আছে কিনা, কিংবা ব্যবসা আছে কিনা। তাতে আমরা দেখতে পেলাম. ১৪। ১৫টি পরিবার প্রচুর জমি নিয়ে বসে আছে। তাছাড়া, এই এলাকার বাইরেও তাদের প্রচুর জমি এবং ব্যবসা আছে। আমরা ঐ ১৪। ১৫টি পরিবারকে জানিয়ে দিয়েছি, আইন মোতাবেক তারা এলটমেণ্ট পাওয়ার উপযোগী নয়। তাদের আমরা জায়গা ছেড়ে দিতে বলেছি। সেই জায়গা পেলে পরেই যারা পাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচিত হবে এবং বি. ডি, সি, থেকে বলবে তাদের মধ্যে বিলিবণ্টন করা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—যেহেতু এ প্রশ্ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কত পরিবারকে পুনর্বাসন

দেওয়া হয়েছে সেই জন্য আমি জানতে চাই; কৈলাসহরে লালছড়া গ্রামে ১৯৬৪ সালে ৫০০ টাকা স্কীমের কিছু জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আপনারা জানেন, তখন অনেকটা আকাশের উপর, বাতাসের উপর পুনর্বাসন দেওয়া হত। সেই লালছড়া গ্রামে ১৭টি পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ল্যাণ্ড রেকর্ড দেওয়া হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৈলাসহরের এস, ডি, ও অফিস থেকে তাদের এলটমেণ্ট দেওয়ার জন্য সরকারকে জানান হয়েছিল। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এ ব্যাপারে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীখগেন দাস ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন এনেছেন এ রকম ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক আছে। আমাদের নজরে এসেছে, কংগ্রেস আমলে এলটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু জমি দেওয়া হয় নি। মাননীয় সদস্য যা জানতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই, এ ব্যাপারে সরকার অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতরনীমোহন সিন্‌হা
শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।
শ্রীমতিলাল সরকার।
শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা
শ্রীমতী গীতা চৌধুরী
শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস
শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

মি. স্পীকার :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

শ্রীখগেন দাস ঃ— মি: স্পীকার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ ইং সনের মে মাসের প্রবল বন্যায় কত লোকের প্রাণ হানি হয়েছে তাহার সংখ্যা, (বিভাগ ভিত্তিক)

২। বন্যা ত্রাণে রাজ্য বরাদ্দ হইতে এ পর্যান্ত কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে,

৩। যে সমস্ত লোকের প্রাণহানি হয়েছে তাদের পরিবার বর্গকে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ হাজার টাকা এবং ৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে কিনা,

৪। অনুদান দেওয়া হয়ে থাকলে অনুদান প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা,

৫। বন্যাত্রাণে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কত আর্থিক সাহায্য এবং খাদ্য-শস্য পাওয়া গিয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৮৪ ইং সনের মে মাসে ৪২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তার মধ্যে,

ধর্মনগর	১৩ জন
কৈলাসহর	১১ ,,
কমলপুর	২ ,,
খোয়াই	৩ ,,
সদর বিভাগ	৪ ,,
উদয়পুর	১ ,,
অমরপুর	৮ ,,
	মোট ৪২ জন

এছাড়াও, এই প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও আমি এখানে জানাচ্ছি, জুন মাসের বন্যায় সোনামুড়া ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

২। আজ পর্য্যন্ত ১৭, ৯২, ১৭৫, ৭১ টাকা সাহায্য ও পুনর্বাসন বাবত খরচ হয়েছে। কৃষি ও অন্যান্য দপ্তরের খরচ এখানে ধরা হয় নাই।

৩। হ্যাঁ, মহাশয়।

৪। ২৭টি পরিবার।

৫। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬৮৭ ৬৫ লক্ষ ও ১৯৮৫-৮৬ সালে ৬৯ লক্ষ টাকা সীমা ধার্য্য করেছেন। তার মধ্যে ৭৫ পারসেন্ট টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য; ইহা ছাড়া ১০০০ মেট্রিক টন চাউল অগ্রিম বরাদ্দ দিয়াছেন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বন্যায় জীবন হানি এবং সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে পরিবেশন করেছেন তাতে বন্যার ভয়াবহতা, বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বন্যা যে মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল সেটা প্রমান হয়ে যায়। বন্যায় ভয়াবহতা অনুসারে ত্রান ও পূর্নবাসন দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, আমাদের যে স্কেল আছে এবং মেশীনারি আছে তার মাধ্যমে

আমরা টাকা দিচ্ছি এবং দেওয়া হয়েছে। বন্যায় যদি এক পরিবারের একজন বা একাধিক ব্যাক্তি মারা যায়, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দিচ্ছেন এক হাজার টাকা। আর রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন এক পরিবারের যদি একজন মারা যায় তাহলে ৫ হাজার টাকা এবং একাধিক ব্যাক্তি মারা গেলে ১০ হাজার টাকা সাহায্য আমরা সে পরিবারকে দেব। সম্পূর্ণ বাড়ী ধ্বসে গেলে আমরা দিচ্ছি ১ হাজার টাকা, আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হলে ২০০ টাকা সাহায্য দিচ্ছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের স্কেল হলো সম্পূর্ণ বাড়ী ধ্বসে গেলে ২০০ টাকা এবং আংশিক ক্ষতি গ্রস্ত হলে ১০০ টাকা। এছাড়া রিলিফ ক্যাম্পে যারা আছে আমাদের স্কেল অনুসারে মাথাপিছু দেড় টাকা এবং সমস্ত পরিবারকে গড়ে সাত টাকা দিচ্ছি। বন্যায় মুভেবল প্রপারটি যেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে তার জন্য প্রতি পরিবারকে আমরা ১৫০ টাকা করে দিচ্ছি। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন স্কেল নেই। গরু, মহিষ নষ্ট হয়ে গেলে আমরা ৫০ পার্সেন্ট সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি। আমাদের স্কেল এবং তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্ট অনুসারে আমরা সাহায্য দিচ্ছি এবং এর মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলেছি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আমাদের সাহায্য দেওয়ার কাজ এখনও চলছে এবং কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই মাননীয় সদস্যদের নিকট তথ্যটা পুরাপুরি ভাবে তোলা দরকার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে কিছু তথ্য দিয়েছেন, এই সংগে আমি আরও বলছি—যাদের দোকান ঘর নষ্ট হয়ে যায়, তাদের আমরা ৩০০ টাকা করে সাহায্য দিচ্ছি। বইপত্র নষ্ট হয়ে গেলে ৫০ টাকা, গরু বাছুর ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলে ম্যাক্সিমাম্ ৫০০ টাকা, যাদের অন্যান্য পার্টস নষ্ট হয়েছে তাদের ৫০ টাকা, জুমের ফসল যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের ২০০ টাকা। এছাড়া যারা ক্যাম্পে ছিলেন তাদের ক্যাশ ডোল প্রত্যেককে দেড় টাকা এবং একটি পরিবারকে সর্বোচ্চ সাড়ে সাত টাকা দেওয়া হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্যদের আমি জানাতে চাই যে, মাঝখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য এসেসমেন্টের কাজে অনেক দেরী হয়েছে, তাই রিলিফের কাজ এখনও চলছে। আমরা আশা করছি ৫/৭ দিনের মধ্যে রিলিফের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর মধ্যে বড় যে ব্যয়িত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে রাস্তাঘাট মেরামত করা, ভাঙ্গাঘর মেরামত করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, কৃষি জমিতে বালু সরানোর কাজ করা ইত্যাদি কাজের জন্য আমাদের টাকা বরাদ্ধ করা আছে এবং এই কাজগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি তার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত মে মাসের ভয়াবহ বন্যায় বিশালগড় গাঁওসভার অন্তর্গত গোপীনগর গাঁওসভা সবচেয়ে বেশী এফেকটেড। উক্ত গাঁওসভার দেবেন্দ্র দেবনাথ, মনমোহন শর্মা, বেনীমাধব দেবনাথ এবং গোলাঘাটি গাঁওসভার অন্তর্গত গয়ারাম

গাঁওসভার ৪টি পরিবারের বাড়ীঘর বন্যার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা এখনও পর্যন্ত কোন সাহায্য পায়নি। সুতরাং এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার তদন্ত করা হবে কিনা এবং অবিলম্বে তাদের সাহায্য দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, আমরা এই প্রভিশানটা রেখেছি যে যদি কেউ সাহায্য না পেয়ে থাকেন তাহলে তারা এসেসমেন্ট অফিসারের কাছে নাম দেবেন এবং কি কি ক্ষতি হয়েছে তাও বলবেন, তারপর আমরা তদন্তকারী অফিসার পাঠিয়ে তদন্ত করে দেখব এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানিয়েছেন যে বন্যায় এক পরিবারের এক ব্যক্তি নিহত হলে ৫ হাজার টাকা এবং একাধিক ব্যাক্তি নিহত হলে ১০ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং ২৭ পরিবারকে এই ধরণের সাহায্য দেওয়া হয়েছে। বন্যায় ৪২ জনের যে প্রাণহানি হয়েছে, সে সংখ্যা এই ২৭টি পরিবারের মধ্যে কাভার হয়েছে কিনা এবং মোট কত টাকা খরচ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :—স্যার, একপরিবারের মধ্যে একাধিক ব্যাক্তির প্রাণহানি হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা উত্তর ত্রিপুরায় ৪টি পরিবার, পশ্চিম ত্রিপুরায় ২টি পরিবার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরাতে একটি পরিবার। আমরা ২৭টি পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এই স্কীম অনুসারে দিয়েছি। এছাড়া ৮৪ইং সনের জুন মাসে বন্যায় সোনামুড়াতে যে ১২ জন মারা গেছেন তাতে ৪টি পরিবার ইনভল্‌ভড, তাদেরও আমরা এই স্কেল অনুসারে ৫ এবং ১০ হাজার টাকা করে সাহায্য দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A" & "B")

REFERENCE PERIOD

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৮ই আগষ্ট শান্তিরবাজার সুভাষ কলোনীতে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার হকার শ্রীপরিমল শীলের উপর হামলা সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্য আপনি দাঁড়িয়ে আপনার বিষয়টি উল্লেখ করুন। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত, তাই বিষয়টি উত্থাপনের আর অনুমতি দেওয়া গেল না।

আমি মাননীয়-সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্যকে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :—স্যার, আমার রেফারেন্স পিরিয়ডের বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৮শে আগষ্ট উদয়পুর মাতার বাড়ীতে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন স্থানে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী ও সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা শ্রমিক ইউনিয়নের একটি নূতন বাসে আরোহী পূণ্যার্থীরা আক্রান্ত ও আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই সম্পর্কে ১৭ই সেপ্টেম্বর আমি হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দেব।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সাহা এবং শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদারের নিকট থেকে রেফারেন্স পিরিয়ডের একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়বস্তু হলো :—

"বিগত ২৪/৮/৮৪ ইং তারিখ বিশালগড় থানার অন্তর্গত বড়জলা গ্রামে সি. পি. এম. নেতা শ্রীব্রজগোপাল ভৌমিকের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক সবশ্রী মনীন্দ্র অধিকারী, সুকুমার অধিকারী, রাখাল দাস. সন্তোষ সরকার, সমীর দেব, গোবিন্দ দেবনাথ, ললিত অধিকারী প্রভৃতির বাড়ীতে লুটপাট এবং নারী নির্য্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সাহা ও সুধীররঞ্জন মজুমদারকে অনুরোধ করছি উনাদের নোটিশটি দাঁড়িয়ে উত্থাপন করার জন্য।

মাননীয় সদস্যরা যেহেতু অনুপস্থিত তাই বিষয়টি উত্থাপনের আর অনুমতি দেওয়া গেল না।

গত ১১/৯/৮৪ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো:—

"গত ৩০শে আগষ্ট ১৯৮৩ইং তুলামুড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ডাকাতি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—জনস্বার্থে উদয়পুর থানার অন্তর্গত তুলামুড়া গ্রামে একটি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি শাখা স্থাপন করা হয়।

গত ৩১-৮-৮৪ ইং মানে ৩১ তারিখ শেষরাত্রে আনুমানিক ২ হইতে ২-৩০ মিঃ মধ্যে ১০।১৫ জনের একটি ডাকাত দল দেশী বন্দুক দা, রড সহ সজ্জিত হইয়া প্রথমে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মী শম্ভু সরকারকে তার বাসগৃহ হইতে ঘুম থেকে ডাকিয়া উঠাইয়া তাহার নিকট হইতে গ্রামীন ব্যাঙ্কের চাবি বন্দুক দেখাইয়া নিয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাকাত দলটি শ্রীশম্ভু সরকারের হাতে পায়ে দড়ি দ্বারা ঐস্থানে বাঁধিয়া রাখেন। ঐখানে অবস্থানরত অপর আরেকজন ব্যাঙ্ক কর্মীকেও বাঁধিয়া রাখিয়া অপর ব্যাঙ্ককর্মী শ্রীআশীষ দেববর্মাকে ডাকাত দলটি তাদের সঙ্গে করিয়া ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শ্রীদিলীপ সাহা যে বাড়ীতে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকেন ঐ বাড়ীতে যান। ডাকাত দলটি বন্দুক দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে ব্যাঙ্কের চাবি নেন এবং তৎপর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দিলীপ সাহা তাঁর স্ত্রী ও অপর ব্যাঙ্ক কর্মী শ্রীআশীষ দেববর্মা সহ গ্রামীণ ব্যাঙ্কটি যেখানে অবস্থিত সেখানে আসেন। ডাকাত দলটি পূর্ব্বেই ব্যাঙ্কের দরজা খুলিয়াছিল। ডাকাত দলের মধ্যে তিন জন আশীষ দেববর্মাকে ভয়ভীতি দেখাইয়া ভিতরে রক্ষিত ক্যাশ বাকস ও যে বাকসে গ্রামের লোকদের রক্ষিত সোনার অলঙ্কারাদি আছে সেই বাক্সটি খুলিতে বাধ্য করেন। শ্রীআশীষ দেববর্মা যখন টাকা রাখার বাক্স ও অলঙ্কার রাখার বাক্সটি খুলেন, রামদা, সজ্জিত তিনজন ডাকাত তাদের নিকট থাকা ঝোলা ব্যাগে ঐ সমস্ত টাকা ও গচ্ছিত রাখা সোনার অলঙ্কার ভরিয়া নেয়। ডাকাত দলটি ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা পয়সা ও সোনার অলঙ্কার ব্যাগে নিয়া ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শ্রীদিলীপ সাহা, তাহার স্ত্রী এবং ব্যাঙ্ক কর্মী শ্রীআশীষ দেববর্মাকে পুনরায় ব্যাঙ্ক কর্মী শ্রীশম্ভু সরকার যে বাড়ীতে থাকেন ঐ বাড়ীতে আসেন এবং এরপর ডাকাত দলটি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, তাহার স্ত্রী ও শ্রীআশীষ দেববর্মাকে ঘরের ভিতরে ঢুকাইয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। তারপর ডাকাত দলটি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। পালাইবার সময় ডাকাত দল তাদের বন্দুক হইতে কোন গুলি ছুড়ে নাই। ডাকাত দলটি প্রথমে শ্রীশম্ভু সরকার, শ্রীরাধামোহন সিং ও শ্রীআশীষ দেববর্মা যে ঘরে থাকিতেন ঐ ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই ব্যাঙ্ক কর্মী শ্রীরাধামোহন সিংহের নিকট হইতে একটি হাত ঘড়ি ও একটি উলের জাম্পার লুট করেন। ডাকাত দল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত টাকার অংক আনুমানিক ১৪ হাজার এবং গ্রামের লোক কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা সোনার অলংকারের আনুমানিক ওজন সাড়ে পাঁচ হাজার গ্রাম। যাহার আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ১ শত ৪ টাকা হইবে।

উক্ত ঘটনা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শ্রীদিলীপ সাহার এহাজার মূলে উদয়পুর থানায় দণ্ড বিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় ৩১ (৮) ৮৪ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয়।

পুলিশ তদন্তকালীন নিম্নোক্ত ছয় ব্যক্তিকে সন্দেহ ক্রমে ১. ৯. ৮৪ ইং তারিখে গ্রেপ্তার

করেন এবং ২. ৯. ৮৪ ইং তারিখে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

১।	শ্রীধীরেন্দ্র ভৌমিক	সাং	তুলামুড়া।
২।	শ্রীধীরেন্দ্র ভৌমিক	”	পোলমুড়া।
৩।	শ্রীমুরারী জমাতিয়া	”	ঐ
৪।	শ্রীনন্দ মারাক	”	কাকড়াবন
৫।	শ্রীনবীন চন্দ্র নোয়াতিয়া	”	ঐ
৬।	শ্রীমনমোহন জমাতিয়া	”	তৈচ্ছু

আদালত হইতে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেপাজতে আনা হয়। ৫ দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাহাদিগকে পুনরায় ৬. ৯. ৮৪ ইং তারিখে আদালতে হাজির করা হয়। শ্রীধীরেন্দ্র ভৌমিক ছাড়া বাকী পাঁচ জনকে প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা হয়।

এই মোকদ্দমায় পুলিশ আরও ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন এবং আদলতে প্রেরণ করেন।

	ধৃত ব্যক্তিদের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ	চালান দেওয়ার তারিখ
১।	শ্রীগৌর দেববর্মা	৩. ৯. ৮৪ ইং	৪. ৯. ৮৪ ইং
২।	শ্রীগৌর দেববর্মা সাং যশমুড়া	ঐ	ঐ
৩।	শ্রীদিলীপ দেববর্মা	ঐ	ঐ
৪।	শ্রী শ্রীধর বৈদ্য	৮. ৯. ৮৪	৯. ৯. ৮৪ ইং

ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ১ হইতে ৩নং ব্যক্তি বর্ত্তমানে জেল হাজতে আবদ্ধ আছেন এবং শ্রী শ্রীধর বৈদ্যকে মোকদ্দমার তথ্য উদ্‌ঘাটনে আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেপাজতে পাঁচ দিনের জন্য ৯. ৯. ৮৪ ইং হইতে অদ্যাবধি আছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাহাকে ১৪. ৯. ৮৪ ইং তারিখে কোর্টে প্রেরণ করার কথা আছে।

পুলিশ তদন্তকালে বিভিন্ন স্থানে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি-গণের বাড়ী তল্লাসী করেন। পুলিশ তল্লাসী কালীন তৈচ্ছুগ্রামে শ্রীমনীন্দ্র মুড়াসিংএর বাড়ী হইতে ১৪. ৮ গ্রাম সোনার নেকলেস উদ্ধার করেন। সোনার নেকলেসের মূল্য আনুমানিক তিন হাজার টাকা। এছাড়া ঐ বাড়ী হইতে একটি উল সূতা তৈরী জাম্পারও উদ্ধার করা হয় যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০ টাকা।

পুলিশ ব্যাঙ্ক হইতে লুণ্ঠীত টাকা ও সোনার অলঙ্কার উদ্ধারের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু লুণ্ঠিত অর্থের উদ্ধারের সংবাদ বা লুণ্ঠিত সোনার অলংকারের উদ্ধারের আর কোন সংবাদ নাই।

লুণ্ঠিত সোনার নেকলেস ও অপহৃত উল সূতার জাম্পার সন্দেহে পুলিশ যে মনীন্দ্র মুড়াসিং-এর বাড়ী তল্লাসী করেন, ঐ মনীন্দ্র মড়াসিং বর্তমানে পলাতক আছেন। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।

মিঃ স্পীকার :—আজ আর একটি বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ১৫ই আগষ্ট দেশের ৩৮-তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে দঃ ত্রিপুরার উদয়পুরে জেলাশাসক অফিস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় কতিপয় কংগ্রেস (ই) নামধারী ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, জাতীয় অনুষ্ঠানের অবমাননা এবং ত্রিপুরার মাননীয় কারা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ প্রকাশ করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—গত ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৪ ইং স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উদয়পুর জেলা শাসক অফিস প্রাঙ্গনে সকাল ৮টায় মাননীয় কারা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মহোদয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণান্তে মন্ত্রী মহোদয় "ইন-কিলাব জিন্দাবাদ" বলেন। সেই সময় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত কতিপয় কংগ্রেস (আই) সমর্থক আপত্তি জানায় এবং অনুমান ৪/৫ মিনিট যাবত "বন্দে মাতরম" ধ্বনি দিতে থাকেন। মন্ত্রী মহোদয় তাহার ভাষণ শেষ করিয়া যথাসময়ে অনুষ্ঠানস্থল হইতে চলিয়া যান।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছে তাদের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস (আই) কর্মী শংকর দাস প্রমুখ ছিল। এরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এই কাজ করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইটাত পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে কিছু লোক গোলমাল করার জন্য গিয়াছিল।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় প্রথম ভগৎ সিং উচ্চারণ করেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই ধরনের ঘটনা খুবই নিন্দনীয় এবং এই ধরনের ঘটনা আর যাতে ঘটতে না পারে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইটা বিতর্কের অবকাশ নেই যে "ইন-ক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি ভারতবর্ষের কোটি কোটি শ্রমজীবি মানুষের ধ্বনি। প্রশ্ন এইটা নয়, স্বাধীনতা দিবসের মত পবিত্র দিবসে যারা এই ধরণের ঘটনা ঘটায় সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকারের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ১০ই আগষ্ট ১৯৮৪ইং কটিকরার থানাধীন নেপালটিলা গ্রামে মুয়াদার্লং উগ্রপন্থীদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

বিধুভূষণ মালাকার যাতে হাউসে উপস্থিত নাই, তাই নোটিশটির উত্থাপনের সম্মতি দেওয়া গেল না।

আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ২২শে আগষ্ট ১৯৮৪ ইং রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্তার অফিস কক্ষে ত্রিপুরা শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী মোর্চ্চার প্রতিনিধিদের উপর কতিপয় দুষ্কৃতকারীর হামলার ঘটনা সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য যেহেতু হাউসে উপস্থিত নাই, সেহেতু প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দেওয়া গেল না।

আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাসের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ২রা জুন ৮৪ ইং বিলোনীয়া বিভাগের গাবতলী গ্রামের মৎস্যজীবি ইউনিয়নের কর্মী অবিনাস দাস কং (ই) কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত ও গুরুতর আহত হয়ে ৪ঠা জুন জি,বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি কবে পর্য্যন্ত দেবেন তার তারিখ জানিয়ে দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

নোটিশের বিষয়বস্তু হল "গত ৩০শে আগষ্ট কৈলাশহরের মাণিকপুর বাজারে উপজাতি যুব সমিতির গোপন সেল টি. এন. ভি. সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ, লুটতরাজ ও বাবুল ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে খুন করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ৩০-৮-৮৪ইং সংখ্যায় মাণিকপুর গ্রামের শ্রীনরোত্তম চাক্‌মা, শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী চাক্‌মা, রাজীর গ্রামের শ্রীধর্মকুমার রোয়াজা, মালিধরের রেশনসপের শ্রীফণীজয় রিয়াং, চক্‌রেছা জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক শ্রীনবীন দেববর্মা, মাণিকপুর উপজাতি বিশ্রামাগারের রক্ষক হেমন্ত দেববর্মা, হাজিরায় জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক শ্রীদুর্যোধন দেববর্মা, অভিমন্যু কারবারী পাড়ার জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক শ্রীসত্যজয় রিয়াং, রাজীর স্কুলের শিক্ষক শ্রীঅনিল চাক্‌মা, ধরজকুমার পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক প্রহ্লাদ দেববর্মা, হাজিরায় পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক শ্রীচাক্‌মাধর ত্রিপুরা মাণিকপুর বাজারে অবস্থিত শ্রীকানু চক্রবর্ত্তীর চায়ের দোকানে ছিলেন। ঐ সময় এই চায়ের দোকানের বাহিরে রামকুমার জে. বি স্কুলের শিক্ষক শ্রীজাহির মিঞা খাদিম, রবিকুমার পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক শ্রীজ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী ও মানিকপুরের শ্রীসুচিত্র সেন চাক্‌মা বসিয়া নিজেদের মধ্যে গল্প করিতেছিলেন। এমন সময় সন্ধ্যা অনুমান ৬-৩০ মিঃ সময় সহসা জলপাই রং-এর পোষাক পরিহিত টি. এন, ভি. দলের ৬ (ছয়) জনের সশস্ত্র একটি উগ্রপন্থী দল রাইফেল, বেয়নেট, টাক্‌কাল ও দা সহ শ্রীকানু চক্রবর্ত্তীর চায়ের দোকানে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে দুইজন উগ্রপন্থী কাঠালছড়া গ্রামের মোয়াকা ডার্লং-এর খোঁজে শ্রীচক্রবর্ত্তীর চায়ের দোকানে প্রবেশ করেন উগ্রপন্থী দলটি চায়ের দোকানে উপস্থিত ব্যাক্তিদের নিকট প্রথমে কিছু কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে এবং হাতের ঘড়ি কাড়িয়া লয়। উগ্রপন্থীরা তৎপর শ্রীজাহির মিঞা খাদিম ও শ্রীজ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তীকে চায়ের দোকান হইতে টানিয়া বাহিরে আনেন। উগ্রপন্থী দলের মধ্যে কয়েকজন ঐ বাজারের অপর ব্যবসায়ী শ্রীবাবুল ভট্টাচার্য্য, শ্রীদীপাল মিত্রকেও তাদের দোকান হইতে জোর-পূর্বক কানু চক্রবর্ত্তীর চায়ের দোকানের নিকট আনেন। এই অবস্থায় বাজারের অপরাপর ব্যবসায়ীরা প্রাণভয়ে আত্মগোপন করেন উগ্রপন্থীরা তাদের রাইফেলের সঙ্গীন, টাক্কাল ও দা দ্বারা শ্রীকানু চক্রবর্ত্তী, শ্রীজাহির মিঞা খাদিম, শ্রীজোতির্ময় চক্রবর্ত্তী, শ্রীবাবুল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদীপাল মিত্রকে আঘাত করিয়া মারাত্মকভাবে জখম করে। শ্রীবাবুল ভট্টাচার্য আহত অবস্থায় পলাইবার চেষ্টা করিয়াও শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। উগ্রপন্থী দলটি শ্রীভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া ফেলেন এবং দ্বিতীয়বার আবার তাহাকে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করে। ইত্যবসরে উগ্রপন্থীদলের কয়েকজন মাণিকপুর বাজারের অপরাপর ব্যবসায়ীদের মালপত্র লুট করিয়া নেয় যাহার আনুমানিক মুল্য ১৭,৬০৮ টাকা।

উগ্রপন্থী দলটি ঘটনার পর পূর্বদিকে পলাইয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ রামকুমার জে.বি-স্কুলের শিক্ষক শ্রীজাহির মিঞা খাদিমের

লিখিত অভিযোগক্রমে ছামনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৫(১) ধারার অনুস্মৃতিতে ৩(৮)৮৪নং মামলা নথিভুক্ত হয়।

আহত শিক্ষক শ্রীজাহির মিঞা খাদিম, শিক্ষক শ্রীজ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী, চায়ের দোকানের মালিক শ্রীবাবুল ভট্টাচার্য্য, শ্রীকানু চক্রবর্ত্তী, শ্রীদীপাল মিত্রকে পুলিশ চিকিৎসার্থে ছামনু প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে গুরুতর জখম অবস্থায় পাঠান। উক্ত আহতদের মধ্যে মানিকপুর বাজারে চায়ের দোকানের মালিক শ্রীবাবুল ভট্টাচার্য্যের জখম অত্যন্ত গুরুতর বিধায় ছামনু প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে কৈলাশহর মহকুমার হাসপাতালে ৩১. ৮. ৮৪ ইং তারিখে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু স্থানান্তরিত করাকালীন পথিমধ্যে বাবুল ভট্টাচার্য্য মারা যান। অপর আহত ব্যক্তিরা ক্রমশ আরোগ্যের দিকে।

পুলিশ উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তার করার জন্য ঐ এলাকায় ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় জোর অপারেশন করেন। এখন পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

উগ্রপন্থীরা ঘটনাস্থল হইতে চলিয়া যাইবার সময় বাংলা ও ইংরাজীতে লেখা চার প্রকারের ১৬টি পোষ্টার ফেলিয়া যায়।

শ্রীকালী কুমার দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, ঘটনার দিন কানু চক্রবর্ত্তীর দোকান থেকে কারা কারা সুচিত্রা সেন চাকমাকে ডেকে বাহিরে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে আলাপ করার পরই সেখানে এই ঘটনাটি ঘটে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্যটি আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই তথ্য আমি এখন দিতে পারছি না।

শ্রীতরনীমোহন সিন্‌হা :— ২৯শে আগষ্ট ১৯৮৪-এর রাত্রে লবনছড়া গাঁওসভার সদস্য ও টি, ইউ, জে, এস-এর নেতা পুষ্পরাম রিয়াং চৌধুরীর বাড়ীতে কিনাধন চাকমা ও সাধন চাকমা সেদিন খাওয়া দাওয়া করে এবং রাত্রিতে সেখানে থাকে। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি এর আগে আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় সদস্যকে সংশোধন করে দিচ্ছি যে, সেদিন সুচিত্রাসেন চাকমা সেখানে ছিলেন। মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য জানতে চেয়েছেন সে তথ্য আমার কাছে নাই এ ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে, নিশ্চয়ই এই সব তথ্য তদন্তকারী অফিসার বিচার করে দেখবেন।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্যটা আছে কি না যে, এই ঘটনার পূর্বদিন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নারায়ণ রূপিনী সেখানে সরকারী কাজে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা সেখানে রাত্রি যাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাদের নিরাপত্তার খাতিরে পুলিশের তরফ থেকে তাদেরকে সেখানে না থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। তখন তারা সেখানে আর রাত্রি যাপন করেননি। সেই অবস্থায় পুলিশ কেন সেই বাজারের সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার

ব্যবস্থা করলেন না। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইটা এ বাজারের প্রশ্ন নয়। তার আগের দিন সেখানে একটা জনসভায় ওনারা গিয়েছিলেন এবং আমাদের যারা মন্ত্রী ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তারা যে কোন জায়গায় গিয়ে থাকতে পারেন না। পুলিশ পাহারারত অবস্থায়ও তারা যে কোন জায়গায় গিয়ে থাকতে পারেন না। কারণ তারা আক্রান্ত হতে পারেন এবং যেখানে টি. এন. ভি.-র উপদ্রব আছে। মাননীয় সদস্য যে কোন জায়গায় গিয়ে থাকতে পারেন, তার জন্য কোন পাহারার দরকার হয় না। কিন্তু নারায়ণ রূপিনীও সেই মন্ত্রী যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের যে জায়গায় কোন পুলিশ সিকিউরিটির ব্যবস্থা নাই সেখানে গিয়ে থাকা সম্ভব নয়। এইটা শুধু সেই জায়গায় প্রশ্ন নয় যে-কোন জায়গায় গিয়ে আমাদের যদি যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আমরা থাকতে পারি না।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই ঘটনার সময় সেখানে অভিরাম ত্রিপুরা ছিলেন কি না, যানে এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, স্থানীয় লোক ছিল। আমি সেখানে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খবর নিতে চেষ্টা করেছি এবং তাতে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে স্থানীয় লোক তাদেরকে সাহায্য করেছেন। তবে অভিরাম ত্রিপুরা করেছেন কিনা আমার জানা নাই। কারণ তিনি বাংলা দেশে থাকেন, কাজেই পুলিশ খবর নেবেন যে তিনি সেখান থেকে এসে ত্রিপুরায় এইটা করেছেন কি না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এই মানিকপুরের কাছে এর আগে একটা ঘটনায় ৫ জন বি. এস, এফ, নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সব জায়গায় যেমন খানছড়া, ছামনু, সুখেন্দু বাজার ও মাণিকপুর বাজারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করার ব্যবস্থা করতে পুলিশ ফোর্স ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন মাণিকপুর বাজারে পুলিশী ব্যবস্থা করা হল না, যেখানে মাণিকপুরে আগে একটা আউট-পোষ্ট ছিল এবং সেখানে পুলিশ থাকত। মাত্র কয়েক মাস আগে সেখান থেকে কেন ফোর্সগুলি সরিয়ে নেওয়া হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করা দরকার. বার বার কয়েকটা সিকিউরিটি ফোর্স আক্রান্ত হওয়ার পর তারা ছোট ছোট গ্রুপে অপারেশনে যেতে পারে না, সেই সি. আর, পি, ই হোক আর টি. এ, পি, ই, হোক। সেজন্য তাদেরকে ছোট একটা গ্রুপের সঙ্গে আর একটা গ্রুপকে মিলিয়ে বড় গ্রুপ করতে হচ্ছে। এইভাবে যদি বড় গ্রুপ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে কতগুলি ফোর্স তুলে এনে বড় গ্রুপ করতে হয়। শুধু মাণিকপুর বাজারই নয়, এছাড়াও অনেকগুলি জায়গা থেকে আমাদেরকে ফোর্স তুলে নিতে হয়েছে। অনেক জায়গা থেকে আমাদের কাছে দাবী আসছে যে কেন ফোর্স তুলে নিলাম, আবার সেখানে ফোর্স বসাতে হবে। আমাদের কাছে যথেষ্ট ফোর্স না থাকায় আমরা মাণিকপুরে ফোর্স করতে পারিনি, সেখান থেকেও দাবী এসেছিল। এইটা ঠিক নয় মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেখানে সিকিউরিটি জন্য একটা আলাদা বাড়ী করা হয়েছে, সেখানে একটা ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস ছিল সেটাকে ওরা ব্যবহার করত। আবার কালকে সেখানে সিকিউরিটি ফোর্স দিয়েছি, তারপর খানছড়াতেও আমরা

বি. এস. এফ রেখেছি যদি সম্ভব হয় তাহলে সেই সব জায়গায় আবার আমরা সিকিউরিটি ফোর্স'গুলি দেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে. মাণিকপুর বাজারে আক্রমণের সময় যে সমস্ত পোষ্টার লাগানো ছিল তার মধ্যে রিফিউজি সরকার বলে নির্দিষ্টভাবে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে এবং এই আক্রমণটা একটা সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক একটা দাঙ্গা বাঁধানোর ষড়যন্ত্র করেই এইটা করা হয়েছিল বলে সরকার মনে করেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি বলেছি ১৬টা পোষ্টার সেখানে পাওয়া গেছে। টি, এন, ভি,-র এস দেববর্মার সই দেওয়া ২৬.৮.৮৪ ইংতে, যে পোষ্টারগুলি পাওয়া গেছে তাতে কিছু ইংরাজী ও কিছু বাংলায় লেখা ছিল। মাননীয় সদস্যরা যখন আছেন এখানে আমি এগুলি পড়ে শুনাচ্ছি যে পোষ্টারগুলি ফেলে গিয়েছিল তাতে যা লেখা ছিল তা আমি পরিবেশন করছি। তারমধ্যে ইংরেজীতে যা ছিল তা আমি প্রথমে উপস্থাপন করছি।

1. Refugee go back from Tripura.
2. Tripura land is only for tribals.
3 There is no place for outsiders.
4. Our arms struggle against only .for refugees.
5. Down down refugee Govt.
6. We want freedom.
7. T. N. V. Govt. long live.
8, N. E. arms struggle long live.
9. Khailithan arms struggle long live.

Sd/-S. Devbarma
26. 8. 84

তারপরে বাংলাতে যে পোষ্টারগুলি ফেলে গেছে, সেগুলি হল নিম্নরূপ :—

১। শ্রীচুনিলাল কলই ও তার সহকর্মীদের যাবৎজীবন কারাদণ্ডের প্রতিশোধ হবে শুধু রক্তে আর রক্তে।

২। ছলে বলে কৌশলে বে-আইনী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ও তার সহকর্মীদের রক্ত চাই- রক্ত চাই।

৩। উপনিবেশীকবাদের প্রতিনিধি নৃপেন চক্রবর্ত্তীর মাথা চাই-মাথা চাই।

টি. এন. ভি-র নামে সই করেছে,

এস. দেববর্মা,

২৬-৮-৮৪

তারপরে আরেকটা যেটা সেটা হল :—

১। বিদেশীর হাতে বন্দী নয় ভ্রেবেলের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই হবে বীরের ধর্ম।

২। যাবৎজীবন অতি সামান্য মৃত্যু আমাদের গ্রহণীয়।

৩। প্রতিশোধ নেওয়া হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

৪। বিদেশীরা যদি আমাদের রক্ত নিয়ে খেলা করতে পারে তবে আমরা পারব না কেন? রক্তে রাঙ্গা হউক এই ত্রিপুরার মাটি সৃষ্টি হোক অতীতের এই ত্রিপুরার মাটি পূর্ণতীর্থে আধুনিক এই ত্রিপুরার সাক্ষী হোক অতীতের ইতিহাস।

ইতিহাস যুগের চক্রে সৃষ্টি হোক পূর্ণ ইতিহাস। ইতিহাস তুমি চলো লেখার নিষ্ঠুর গতিতে। প্রকাশ কর তোমার রূপ লাবণ্য ও মহিমায়।

সেখানেও টি.এন.ভির নামে সই করেছে

এস. দেববর্মা, ২৬-৮-৮৪।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ-এর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজকে একটি বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত ছিলেন। নোটিশটি এনেছিলেন মাননীয় বিধায়ক শ্রীকেশব মজুমদার। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ৭ই আগষ্ট বিলোনীয়া বিভাগের শান্তির বাজারে সি. পি. আই (এম) নেতা ও লাউগাং গাঁও পঞ্চায়েৎ প্রধান মানিক মজুমদারের উপর খুন করার উদ্দেশ্য কং (ই) দুর্বৃত্তদের আক্রমণ ও তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করা সম্পর্কে"।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখন হসপিটাল থেকে এসেছি সে লোকটা মারা গেছে। এই অবস্থায় এসেমব্লি চলতে পারে কি? মাননীয় স্পীকার স্যার আমি মনে করি আজকের দিনের জন্য বিধানসভা মূলতবি করা হউক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা একদম অসত্য।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে মারা গেছে তারজন্য আমরা দুঃখিত।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালকে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা প্রত্যাহার করে নিন। যেদিন ঘটনা হয়েছে সেদিন মাননীয় মুখমন্ত্রী সেখানে গিয়েছেন। তিনি কি করে আগে থেকে খবর পেয়েছেন জানিনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই হাউজ থেকে বলতে পারি যদি কোন ক্রুটি হয়ে থাকে তাহলে সরকার তদন্ত করে দেখবেন। যদি সত্যি সত্যি কোন ক্রুটি হয়ে থাকে তাহলে সেটা তদন্ত অত্যন্ত দু:খজনক। হসপিটালে যদি কোন ক্রটি হয়ে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তদন্ত করে দেখলেই শেষ হয়ে যায়না। ঘটনাটা যা ঘটেছে সেটা আমরা আলোচনা করতে চাইছি যে তিনি দেখেছেন কি দেখেননি। সেদিন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন ঘটনার পরে। সঙ্গে সঙ্গে কি করে যে তিনি খবর পেলেন আমরা বুঝতে পারছি না। তবে সেখানে গিয়ে তিনি শুধু ডেড বডি হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন অথচ যারা ওণ্ডেড হয়ে পড়ে আছে তাদের দিকে দেখলেন না। হসপিটালে নেওয়ার আগে অলরেডি সে ডেড।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ওনার বক্তব্য এ টু জেড লাইজ। আপনি কি এসেম্‌ব্লিতে এসব করতে এসেছেন?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, লাইজ হলে লাইজ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি কি লাইজ তথ্য দিতে এসেছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, এই ঘটনার একজন ম্যাজিষ্ট্রেট্ দিয়ে তদন্ত করানো হবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মি: স্পীকার স্যার, আমরা এটা মানব না। তা হলে একটি হাউস কমিটি অর্থাৎ হাউসের সর্ব দল থেকে সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করে তার উপর তদন্ত ভার দিতে নতুবা একজন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়ে তদন্ত করাতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন এটা একজন ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়ে তদন্ত করা হবে।

(সদস্যরা একযোগে টেবিল চাপড়াতে থাকেন এবং চিৎকার করতে থাকেন)।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ আপনারা শান্ত হোন। সভার কাজ চলতে দিন। আজ মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয় কর্তৃক আনিত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ৭ই আগষ্ট বিলোনীয়া বিভাগের শান্তিরবাজারে সি, পি, আই, (এম) নেতা ও লাউগাং গাঁও পঞ্চায়েত প্রধান মানিক মজুমদারের উপর খুন করার উদ্দেশ্যে কং (ই) দুর্বৃত্তদের আক্রমণ ও তাকে মারাত্মকভাবে আহত করা সম্পর্কে"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী মহাশয়কে উক্ত নোটিশের উপর উঁনার বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, যুব কং (ই) কর্তৃক আহুত ত্রিপুরা বন্ধের দিন গত ৭/৮/৮৪ ইং বেলা অনুমানিক ১১ টা ১৫ মিনিট সময় কতিপয় যুব কং (ই) কর্মী সর্ব্বশ্রী স্বপন দেবনাথ, মনোজ বনিক, দীপক মজুমদার ও আরও ১৫/২০ জন বাঁশের দণ্ডে কংগ্রেসের পতাকা হাতে শান্তিরবাজার ডাক বাংলার দিক হইতে নামিয়া আসেন এবং ঐ স্থানে কৃষি বিভাগের সেক্টার অফিসের দরজা জানালা ও বেড়াতে পতাকা যুক্ত লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে থাকেন। তাঁহারা এই অফিসের কর্মী শ্রীমতী গীতা দেবনাথ ও শ্রীগিরিজা দাসকে লাঠির আঘাতে আহত করেন। এই সময় সেইখানে উপস্থিত শ্রীরসময় দাস ও আরও কয়েকজন সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক ঐরূপ কাজের প্রতিবাদ করেন।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর স্থানীয় সি, পি, আই (এম) নেতা শ্রীমানিক মজুমদার ও আরও ৮/১০ জন সি, পি, আই (এম) সমর্থক শান্তির বাজারের দিকে রওয়ানা হইয়া বেলা অনুমান ১১ টা ৪৫ মিঃ সময় শান্তির বাজারে পৌছা মাত্র স্থানীয় 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকা বিক্রেতা শ্রীঅরুণ সুরকে তাহার দোকানের সামনে জনৈক শ্রীনিখিল দাস লাঠি দিয়ে আঘাত করিতেছেন দেখিতে পান। শ্রীমানিক মজুমদার শ্রীতারুণ সুরকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। ঐ সময় শ্রীকালী-শংকর মজুমদার কং (ই) সমর্থক কাঠের ফাইল দিয়া শ্রীমানিক মজুমদারের মাথায় আঘাত করেন। শ্রীমানিক মজুমদার মাটিতে পড়িয়া যান। তখন সর্ব্বশ্রী স্বপন দেবনাথ, তপন দেবনাথ, অমল মজুমদার, জগন্নাথ মজুমদার, দীকে মজুমদার, মনোজ বনিক, স্বরাজ সরকার ও আরও ৮/১০ জন কং (ই) কর্মী কাঠের ফাইল ও লাঠি দ্বারা শ্রীমানিক মজুমদারকে ও তার সঙ্গী শ্রীরসময় দাসকে ও আরো কতিপয় সি, পি, আই (এম) কর্মীদের মারপিট করেন। আহতদের মধ্যে শ্রীমানিক মজুমদারের আঘাত গুরুতর বিধায় তিনি অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া থাকেন।

কতিপয় যুব কং (ই) কর্মী সেখানে উপস্থিত সি. পি. আই (এম) কর্মীদের লক্ষ্য করিয়া ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকেন। ঐ স্থানে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী যুব কং (ই) কর্মীদের থামাইতে চেষ্টা করেন। ইটের আঘাতে কর্তব্যরত আরক্ষা বাহিনীর পুলিশ কর্মী এ. এস. আই, শ্রীকুমুদ কান্তি দাস আহত হন। আহত শ্রীমানিক মজুমদার ও শ্রীঅরুণ শূরকে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয় এবং সেইখান হইতে পরে তাহাদের চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

উক্ত ঘটনায় বাইখোরা থানাধীন লাউগাং সাকিনের মৃত রুহিনী কুমার দাসের পুত্র শ্রীরসময় দাসের জবানবন্দীমূলে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দঃ বিঃ ১৪৮/১৪৯/৩৫৩/৩২৬ ধারার অনুসৃতিতে ৭ (৮) ৮৪ নং মামলা নথিভুক্ত হয়।

তদন্তকালীন নিম্ন উক্ত ২০ জন ব্যক্তিকে গত ৮/৮/৮৪ ইং এবং ১০/৮/৮৪ ইং তারিখ পুলিশ গ্রেপ্তার করেন এবং তাহাদের বিলোনীয়া আদালতে প্রেরণ করা হয়।

১। শ্রীপরিতোষ মজুমদার, সাং শান্তির বাজার, (২) শ্রীকালিশংকর মজুমদার, সাং রাধাকিশোরগঞ্জ, (৩) শ্রীস্বপন দেবনাথ, সাং শান্তির বাজার, (৪) শ্রীদীপক মজুমদার সাং সুভাষ কলোনী। (৫) শ্রীমনোজ বণিক, সাং রাধা কিশোরগঞ্জ, (৬) শ্রীস্বরাজ সরকার, সাং রাধাকিশোর গঞ্জ, (৭) শ্রীনিখিল দাস, সাং রাধাকিশোর গঞ্জ, (৮) শ্রীমাণিক হাজারী সাং রাধাকিশোর গঞ্জ, (৯)শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, সাং রাধাকিশোরগঞ্জ। (১০) শ্রীঅশোক বিশ্বাস, সাং রাধাকিশোরগঞ্জ, (১১) শ্রীবাচ্চু রায়, সাং রাধাকিশোরগঞ্জ (১২) শ্রীপ্রিয়লাল দাস সাং রাধাকিশোরগঞ্জ, (১৩) শ্রীনিত্যানন্দ রায় সাং সুভাষ কলোনী, (১৪) শ্রীতপন ভট্টাচার্য্য, সাং শান্তির বাজার, (১৫) শ্রীসুভাষ দাস সাং সুভাষ কলোনী, (১৬) শ্রীরাজেন্দ্র দেবনাথ, সাং সুভাষ কলোনী। (১৭) শ্রীআশীষ মজুমদার, সাং সুভাষ কলোনী, (১৮) শ্রীগৌতম সাহা, সাং সুভাষ কলোনী, (১৯) শ্রীবাবুল চৌধুরী, সাং সুভাষ কলোনী, (২০) শ্রীঅনিল দেবনাথ, সাং শান্তির বাজার।

আহত শ্রীমানিক মজুমদার এখনো জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। শ্রীঅরুণ শুরকে ১৯/৮/৮৪ ইং তারিখে চিকিৎসার পর জি, বি, হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

উক্ত ঘটনায় এই দুইজন বাদে আরো চারজন সি, পি, আই (এম) সমর্থক আহত হইয়াছিলেন। তাহাদের নাম ১] শ্রীপরিমল দাস, সাং শান্তির বাজার, ২] শ্রীরসরাজ দাস, সাং শান্তির বাজার, ৩] শ্রীমৃনাল মহাজন, সাং শান্তির বাজার, ৪] শ্রীশিমূল সাহা, সাং শান্তির বাজার। এই চারজনের চিকিৎসাই শান্তির বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে করা হয়। ধৃত আসামীর সকলেই ২০/৮/৮৪ ইং তারিখ জামিনে ছাড়া পান।

উক্ত মোকদ্দমাটির গুরুত্ব বিবেচনায় মোকদ্দমার তদন্ত আরক্ষা বিভাগের গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে অর্পিত হয় এবং গোয়েন্দা দপ্তর উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত চালাইয়া যাইতেছেন।

(বিরোধী দলের সদস্যরা একযোগে টেবিল চাপড়াইতে থাকেন এবং চিৎকার করতে থাকেন।)

অতঃপর

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আজ বেলা দুইট. পর্য্যন্ত মুলতবী রইলো।

॥ বিরতির পর বেলা ২ ঘটিকায় ॥

মিঃ স্পীকার :—আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার এবং শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর খোয়াই—আগরতলা বাসরুটে (সুবলসিং) উগ্রপন্থী হামলা ও পুলিশ অফিসার ও অন্যান্য যাত্রীদের খুন ও আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা পয়েন্ট আছে, সিম্পল একটা পয়েন্ট। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে আজকের অধিবেশন চলা কালীন সময়ে ১২-২০ থেকে ১২-৪০ মিনিটের মধ্যে একজন অফিসার খাকী পোষাক পরে বিধান-সভার গ্যালারীতে অবস্থান করেন। আমার মনে হয় এটা বিধানসভার কনভেনশান বা আইন বিরোধী।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, নিশ্চয়ই আমি এটা দেখবো।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—আর একটা পয়েন্ট আছে। আজকে যে সুরেন্দ্র ড্রাইভার মারা গেল সেই সম্পর্কে কংগ্রেস (আই) টি, ইউ, জে, এস, নির্দলীয়দের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি. এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে বলে অভিযোগ হয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার আশ্বাস দিয়ে জনমনে আস্থা এবং হাসপাতালে চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষের যে সমস্ত অভিযোগ সেটা দূর করার জন্য সুযোগ দিবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই সম্পর্কে আমি হাউসের পক্ষ থেকে বলেছি যে আমরা সমবেতভাবে এই মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। চিকিৎসার কোন বিভ্রাট হয়েছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখার জন্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এর কোন জুডিসিয়াল এনকোয়ারী হয় না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—আমাদের দাবী কিন্তু জুডিসিয়াল এনকোয়ারী। কাজেই আমাদের এই দাবী না মানার জন্য আমরা ওয়াক আউট করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—আমরাও এই দাবী না মানার জন্য প্রতিবাদ স্বরূপ ওয়াক আউট করছি।

শ্রীজওহর সাহা :—আমরাও এর প্রতিবাদের ওয়াক আউট করছি।

[টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেস (ই, ও দুইজন নির্দ্দল সদস্যদের বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ]

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৫-৯-৮৪ইং তারিখ সকাল অনুমান ৭-১৫ মিনিটের সময় আগরতলা বনমালীপুর সাকিনের শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিকের টি, আর, এল, —৪৯১নং বাস গাড়ীটি আগরতলা ষ্ট্যাণ্ড হইতে অনুমান ৪০/৫০ জন যাত্রীসহ খোয়াই অভিমুখে রওয়ানা হয়। উক্ত বাসটি সিধাই কালাছড়া রাস্তা দিয়া খোয়াই যাতায়াত করে। বেলা অনুমান ৯-১৫ মিনিটের সময় উক্ত বাসটি যাত্রীসহ সিধাই থানা হইতে ২২ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে সিধাই কলাছড়া রাস্তার উপরে বালুটিলা নামীয় নির্জন স্থানে পৌছিলে হঠাৎ রাস্তার পূর্বদিক হইতে ৩/৪টি গুলির আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ দিক হইতে গাড়ীর উপরে উপর্যুপরি গুলি বর্ষণ আরম্ভ হয়। উপর্যুপরি গুলির আক্রমণে গাড়ীটি রাস্তার উপরে থেমে যায়; প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ৮/১০ জন জলপাই রংয়ের পোষাক পরিহিত উপজাতি যুবক রাইফেল ও পিস্তল হাতে গাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলে। তত্পর তাহাদের আদেশমতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া গাড়ী হইতে সমস্ত যাত্রীদিগকে একে একে নামানো হয়। যাত্রীদের গাড়ী হইতে নামাইয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা-পয়সা-ঘড়ি, সোনার গহনা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ-পত্র দুষ্কৃতকারীরা কাড়িয়া নেয়। তারপর ঐদলের ৩/৪জন উপজাতি যুবক গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া অন্যান্য মূল্যবান মালামাল বাহির করিয়া নেয়। তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীর সামনের সিটে আগুন লাগাইয়া দেয়। উপরিউক্ত দুষ্কৃতকারীরা অনুমান ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া ঘটনাস্থল ত্যাগ করিয়া উত্তর-পূর্বদিকে পালাইয়া যায়। যাইবার পূর্বে তাহারা ভীত যাত্রীদের চিৎকার না করার জন্য এবং আগুন না নিভানোর জন্য শাসাইয়া যায়। দুষ্কৃতকারীদের এলোপাথারী গুলি চালানোর ফলে দুইজন সরকারী কর্মচারী ও একজন মনিপুরী মহিলা ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। একজন বাসযাত্রী শ্রীবীরেন্দ্র দেববর্মা, কনষ্টেবল, এস, এস, এফ, (পশ্চিম ত্রিপুরা) বাইজল বাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে মারা যান এবং আরও ৯ (নয়) জন লোক রক্তাক্ত জখম-প্রাপ্ত হন।

ঘটনার খবর ৫/৯/৮৪ ইং বেলা ১৫-২৫ মিঃ এর সময় সিধাই থানার কলাগাছিয়া সাকিনের শ্রীবিধান রায়ের নিকট হইতে জানিতে পারিয়া ১৩৮ নং রোজ নামচাভুক্ত করা হয়। সংগে সংগে সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক থানার সংগীয় স্টাফ সহ ঘটনাস্থল রওয়ানা হন এবং ঐ দিনই বেলা ১১-১৫ মিনিটে ঘটনা স্থলে পৌছান। সিধাই থানার খবরের ভিত্তিতে পরে আগরতলা হইতে পদস্থ অফিসারগণ ঘটনাস্থলে যান। ঘটনাস্থলে সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক গাড়ীর কণ্ডাকটর শ্রীতরুণ ভৌমিক—পিতা-শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক, সাং বনমালীপুর, থানা পূর্ব আগরতলা জবানবন্দীমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৭/৩৯৬/৪২৭ এবং ভারতীয় অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে সিধাই থানায় ১(৯)৮৪নং মোকদ্দমা রুজু করতঃ তদন্ত শুরু করেন। গুলির আঘাতে আঘাত-প্রাপ্ত জখমিদের সঙ্গে সঙ্গে সিধাই থানাধীন মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে প্রাথমিক

চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। কয়েকজন জখমী খোয়াই থানাধীন বাইজালবাড়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। উক্ত ঘটনায় দুষ্কৃতকারীদের এলোপাথারী গুলির আঘাতে নিম্নবর্ণিত মোট চারজন যাত্রী নিহত হন। তাদের নাম :—

১। মিহির চক্রবর্তী (৩২) এ. এস, আই, (এস-বি) ক্যাম্প খোয়াই।
পিতা—শ্রীকামাখ্যা চক্রবর্তী, সাং—ঈশানপুর, থানা—সিধাই।

২। রাধা রাণী দত্ত (২৫) পিতা শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত, সাং—গৌড়নগর, থানা—খোয়াই।

৩। অনুকূল দেববর্মা (২৭), কৃষি দপ্তরের ইন্সপেক্টার, পিতা শ্রীচন্দ্রাই দেববর্মা, সাং—সিপাইপাড়া, থানা—পূর্ব আগরতলা।

৪। বীরেন্দ্র কুমার দেববর্মা (২৮) কনষ্টেবল (এস, এস, এফ.) পিতা মৃত—রাজকুমার দেববর্মা, সাং—বাইজালবাড়ী, থানা সিধাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—নিম্নে বর্ণিত ৯ জন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হন। বাইজালবাড়ী এবং মোহনপুর হাসপাতাল হইতে পরে চিকিৎসার জন্য জি. বি, হাসপাতালে প্রেরিত হন :—

১। শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, পিতা মৃত করুণাময় ভট্টাচার্য, সাং মোহনপুর, থানা সিধাই (এগ্রি ইন্‌সপেক্টার, খোয়াই)

২। শ্রীশুকদেব দেববর্মা, পিতা, মৃত বেত্‌খ্যা রাম দেববর্মা, সাং হাতকাটা, থানা খোয়াই

৩। শ্রীচন্দ্র শেখর বণিক, পিতা মৃত সদানন্দ বণিক, সাং চরগ্নকি, থানা খোয়াই।

৪। শ্রীকৃষ্ণ বিহারী দত্ত, পিতা শ্রীতিলক দত্ত, সাং জামিরঘাট, থানা সিধাই।

৫। শ্রীঅখিল দেববর্মা, পিতা গজেন্দ্র দেববর্মা, সাং কম্বুকচড়া, থানা খোয়াই।

৬। শ্রীসুরেন্দ্র ভৌমিক, (গাড়ী চালক), পিতা রাখাল নারায়ণ ভৌমিক, উত্তর যোগেন্দ্রনগর, থানা পূর্ব আগরতলা।

৭। শ্রীগৌতম গাঙ্গুলি (বালক) পিতা শ্রীঅঞ্জন আঙ্গুলী, সাং খোয়াই, থানা খোয়াই।

৮। শ্রীধীরেন্দ্র পোদ্দার, পিতা শ্রীহরেন্দ্র পোদ্দার, সাং ভাটি সাতডুবিয়া, থানা সিধাই (এগ্রিঃ এ্যাক্সটেশ্বান অফিসার)।

৯। শ্রীমতি অনিতা চক্রবর্ত্তী, পিতা শ্রীপবিত্র চক্রবর্ত্তী, সাং সোনারাম, থানা সিধাই।

উপরোক্ত আহতদের মধ্যে সর্বশ্রী শরবীন্দ ভট্টাচার্য্য, শুকদেব দেববর্মা, চন্দ্র শেখর বণিক, কৃষ্ণবিহারী

দত্ত, অখিল দেববর্মা, সুরেন্দ্র ভৌমিক, গৌতম গাঙ্গুলি ও ধীরেন্দ্র পোদ্দারকে পরে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে আনা হয়। জি. বি, হাসপাতাল হইতে শ্রীচন্দ্র শেখর বণিক ও শ্রীঅখিল দেববর্মা চিকিৎসার পর ছাড়া পান। অন্যান্যরা আরোগ্যের পথে।

সশস্ত্র উপজাতি দুষ্কৃতিকারীরা যাত্রীদের নিকট হইতে নগদ ১১.৯১০ টাকা. হাতঘড়ি ৮টা, সোনার গহনা অনুমান সাড়ে তিন ভরি মোট অনুমাণ ত্রিশ হাজার টাকার মালামাল নিয়া যায়। অগ্নিসংযোগের ফলে গাড়ীটির সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরে উক্ত গাড়ীটি সিধাই থানায় আনা হয়। গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ৩,০০০ টাকার মত হইবে।

তদন্তে জানা যায় ১০/১২ জন উগ্রপন্থী উপজাতি যুবক যারা জলপাই রং-এর পোষাক পরিহিত ও বারান্দাওয়ালা টুপি পরিয়া রাইফেল ও পিস্তল সহ ৫/৯/৮৪ ইং গাড়ীটিকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া গুলি বর্ষণে যাত্রীদের হতাহত করে। তারা টি, এন্, ভি, দলের অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত দুষ্কৃতিকারীরা অনুমান ২৪/২৫ রাউণ্ড গুলি ছুড়ে। ঘটনাস্থলে দুইটি ব্যবহৃত গুলির খোল পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দুষ্কৃতিকারীদের পলায়নের পথ অনুসরণ করিয়া সি, আর, পি,/এফ, আর, এ, সি এবং স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতকারীদের জন্য তল্লাসী করা হয়। দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাসী চলছে এবং পুলিশ তদন্তও চলছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের যে সুরেন্দ্র ভৌমিক, গাড়ীর চালক, আজ সকালে হাসপাতালে মারা গিয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করিতেছেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—অন এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, যে স্থানে এই ঘটনাটা ঘটলো, তার খুব পাশাপাশি প্রায় ১ কিলোমিটারের মধ্যে ছনখলাতে একটা আর, এ, সি, ক্যাম্প ছিল এবং মাননীয় মন্ত্রীও বলেছেন যে সেখানে উগ্রপন্থীরা ১৪ থেকে ২৫ রাউণ্ড গুলি ছুড়েছেন এবং এই গুলির শব্দ ১ কিলোমিটার যেখানে আর, এ, সি, ক্যাম্প আছে, সেখান থেকে শোনা যাওয়ার কথা এবং গুলির শব্দ শুনে যদি ক্যাম্প থেকে আর, এ, সি, বাহিনী ঘটনাস্থলে যেতো, তা হলে উগ্রপন্থীদের সাথে মোকাবিলা করা যেতো। কারণ উগ্রপন্থীরা এই ঘটনা ঘটার পরেও সেখানে যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে, তাদের তল্লাসী করে তাদের জিনিষ-পত্র লুঠপাট করতে কিছু সময় নিয়েছে এবং তারপর যে গাড়ীটাকে আক্রমণ করেছিল, সেটাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ফলে যথেষ্ট সময় উগ্রপন্থীরা ঐ স্থানে অবস্থান করেছিল। কাজেই এত কাছাকাছি একটা আর. এ, সি, ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও কেন তারা ঘটনা স্থলে গিয়ে উগ্রপন্থীদের

মোকাবিলা করলো না, তার কোন কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা ঠিক যে সেখানে কাকাকাছি একটা আর, এ, সি, ক্যাম্প ছিল এবং সেই ক্যাম্পে কতজন লোক ছিল, তা আমার জানা নাই। সাধারণতঃ এসব ক্যাম্পে বেশী লোক থাকার কথা নয়, কাজেই এই অবস্থায় যদি কম সংখ্যক লোক ক্যাম্প ছেড়ে উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করতে যায় তাহলে বিপদের আশংকাই বেশী থাকে, যদি সেই ক্ষেত্রে উগ্রপন্থীদের সংখ্যা বেশী হয়। যা হউক, আমি বিষয়টা অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পাশাপাশি ছনখলাতেই শুধু আর, এ, সি, ক্যাম্প আছে, তা নয়, একটু এগিয়ে গেলে সুবলসিং এবং জমাইতাবাড়ী এই দুইটি স্থানেও আর, এ, সি, ক্যাম্প আছে এবং এগুলির মধ্যে দূরত্বও খুব একটা বেশী কিছু নয়। কাজেই ছনখলার আর, এ, সি, ক্যাম্প থেকে এদের সংগে যোগাযোগ করে যদি সব ক্যাম্প থেকে কিছু কিছু সশস্ত্র লোক ঘটনাস্থলে ছুটে যেত, তাহলে ঐ সব উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করা সম্ভব হত। কারণ উগ্রপন্থীরা এই ঘটনা ঘটার পরেও সেই স্থানে বেশী কিছু সময় অবস্থান করেছিল যাত্রীদের মালামাল লুঠতরাজ করার জন্য। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা ঠিক যে পাশাপাশি বেশ কয়েকটা আউটপোষ্ট রয়েছে এবং সেই আউট-পোষ্টে বাহিনীর লোক কি পরিমাণ ছিল এবং তাদের পক্ষে ঘটনাস্থলে ছুটে আসা সম্ভব ছিল কিনা ইত্যাদি বিষয় আমাকে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। তবে, এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র যেখানে যেখানে আর, এ, সি,/সি, আর, পি, অথবা আমাদের পুলিশ বাহিনী আছে, সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছি যে যাতে টহলধারী জোরদার করা হয়।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, সুবল-সিং এ এই হামলা হয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে খোয়াই শহর এলাকায় কংগ্রেস (আই)-এর দুষ্কৃতকারীরা সেখানকার উপজাতিদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই ধরনের কোন ঘটনার কথা আমার জানা নাই।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই খোয়াই শহরের কংগ্রেস (আই) ছাত্র ইউনিয়নের কিছু দুস্কৃতকারী সুভাষ পার্ক এলাকায় হাসপাতালে গিয়ে উপজাতি ডাঃ সত্য দেববর্মাকে আক্রমণ করে এবং সেখানে রঞ্জিত দেব আমাদের পার্টির একজন না থাকলে, তাকে মেরেই ফেলত, সে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিসে কোন ক্রমে আশ্রয় নেয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই ধরনের ঘটনা শুধু উত্তেজনাই সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি

বাড়িয়ে তুলে। কাজেই এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য আমরা সকল অংশের মানুষের সহযোগীতা কামনা করি এবং আশা করি সকল অংশের মানুষ আমাদের এ ডাকে সাড়া দেবেন।

অনেক উস্কানী সত্ত্বেও আমরা ট্রাইবেল এবং বাংগালীদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করতে পেরেছি। আর। '৮০র জুনের দাংগার অভিজ্ঞতা সামনে রেখে আমরা যাতে এই সব দুষ্কৃত-কারীদের যাতে জনবিচ্ছিন্ন করতে পারি, সেজন্য সকল অংশের মানুষের কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ঐদিন যে ঘটনা ঘটেছে সেদিন যদি দুইজন ট্রাইবেল মারা না যেত তাহলে '৮০র জুনের দাংগার রূপ নিতে পারত এই ব্যাপারটি জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি।

VOTING ON THE DEMADS FOR EXCEES
GRANTS FOR THE YEAR—1980-81

Mr. Speaker :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল-১৯৮০-৮১ ইং আর্থিক সনের একসেস গ্রান্টস-এর দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা।'

আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যেহেতু আলোচনার স্কোপ খুব সীমিত, কারণ এটা পি. এ. সি-র রিপোর্ট অনুযায়ী এসেছে এবং আপনারা আপনাদের আলোচনা একসেস গ্র্যান্টের উপর সীমাবদ্ধ রাখবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এটাতো পি. এ. সি-র রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এসেছে কাজেই আলোচনার প্রয়োজন নাই।

মিঃ স্পিকার :— তাহলে এটা আমি ভোটে দিয়ে দিচ্ছি। The motion is taken as moved. Now, question before the House is the a sum not exceeding Rs. 8,58,66,078/- excluding charged expenditure of Rs. 27,10,81,011/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes in respect of demands for excess grants for the expenditure incurred in relation to

the State of Tripura for the financial Year ended on 31st March, 1981. namely :—

Demand No.	Services & Purposes	Sums (Rs.)
1.	Social Security & Welfare	53,225/-
2.	Council of Ministers	15.977/-
5.	Other Taxes & Duties on Commodities & Serfices	1,47,304/-
9.	Other Administrative Services (Guest Houses, Govt. Hostels etc.)	60,642/-
9.	Other Social & Community Services (Celebration of Republic Day)	2,668/-
11	Other Transport and Communication Services (Wireless Planning and Co-ordination).	53,310/-
12.	Other Administrative Services	5,35,136/-
13.	Stationary & printing	6,95,113/-
13.	Pension & Other Retirement Benefits	19.17,972/-
14.	Public Works	2, 61, 02, 553/-
14.	Education	2, 83, 986/-
15.	Public Works (Collecting of Housing & Building statistics)	693/-
15.	Urban Development (Notified Areas)	19,92,500/-
16.	Education	1,18,94,209/-
18.	Medical	26,15,776/-
20.	Roads & Bridges	1,52,421/-
21.	Information & Publicity	23,897/-
21.	Tourism	2,076/-
22.	Other Administrative Services	1,40,000/-
22.	Other General Economic Services (Improvement of Important Markets)	1,22,905/-

25.	Miscellaneous General Services (Payment of Allowances to the Families & Dependants of theEx-Rulers)	5,933/-
30.	Special & Backward Areas (N. E. C. Schemes for Animal Husbandry & Diary Development)	4,00,966/-
30.	Animal Husbandry	3,05,179/-
55.	Minor Irrigation	5,92,305/-
35.	Water & power Development Services	24,445/-
35.	Power Projects	66,78,821/-
36.	Capital Outlay on Education Art and Culture	9,71,262/-
36.	Capital Outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply	29,81, 978/-
36.	Capital Outlay on Animal Husbandry	6,23,019/-
38.	Capital Outlay on Housing (Subsidised Industrial Housing Scheme)	1,76,000/-
41.	Capital Outlay on Agriculture	9,81,946/-
43.	Capital Outlay on Minor Irrigation Soil Conservation & Areas Development	42,12,418/-
43.	Capital Outlay on power Projects	2,10,96,178/-
46.	Loans for Other Social and Community Services	1,515/-
48.	Loans for Social Security and Welfare	1,750/-

Grand Total :—8,58,66,078/-

(It was put to voice vote and passed.)

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 5 of 1984)". উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভার উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Appropriation (No, 3) Bill, 1984 (Tripura Bill No, 5 of 1984)" এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল, "The Tripura Appropriation (No, 3) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 5 of 1984) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(তারপর মোশানটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচি হল—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮৪ ইং) বিবেচনা পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ সব ১৯৮৪ ইং) বিবেচনা করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল ১৯৮৪ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮৪) পাশ করা হউক।"

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১নং হতে ৩নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(তারপর এই প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের সিডিউলটি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত সিডিউলটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(তারপর এই প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং উক্ত সিডিউলটি এই বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামতে প্রশ্ন হল "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ সচ ১৯৮৪) পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল ১৯৮৪ইং (ত্রিপুরা) বিল নং ৫ অব ১৯৮৪) পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৩) বিল ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮৪ইং) পাশ করা হউক।"

(তারপর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা ষ্ট্যাট রাইফেলস্ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮৪ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮৪ইং) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দি ত্রিপুরা ষ্ট্যাট রাইফেলস্ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮৪ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮৩ইং) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"দি ত্রিপুরা ষ্ট্যাট রাইফেলস (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮৪ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮৪ইং) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।"

(তারপর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি যে বিলের কপিগুলি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে আনার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—ডিসকাশন অ্যাণ্ড ভোটিং অন প্রাইভেট মেম্বার্স মোশন। গতকল্য মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় নিম্নলিখিত মোশনটি এবং উহার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব সভায় উথ্থাপন করেছিলেন ও উহার উপর আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। মোশনটির বিষয়বস্তু ছিল—"Allocation of fund by the 8th Finance Commission for Tripura be taken into consideration," এবং সংশোধিত মোশনটি হল :—"Allocation of fund by the 8th Finance Commission for Tirpura be taken into considertion and this House urges upon the Central Govt to implement the recommendation of the 8th Finance Commission from lst April, 1984 and that out of the amount allocated for Tripura for five years from 1984-85 the ammount of about Rs. 30 crores allocated for 1984-85 be released to the State Govt, of Tripura during the current Financial yaar 1984-85." আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার মোশনটি হাউসে উথ্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকল্য একটি সংশোধনী এনেছিলাম এবং আজ আরেকটি এনেছি। তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সংশোধিত অবস্থায় মোশনটি হল "Allocation of fund by the 8th Finance Commission for Tripura be taken into consideration and this House urges upon the Central Govt. to implement the recommendatian of the 8th Finance Commission from Ist April, 1984 and that out of the amount allocated for Tripura for five years from 1984-85 the amount of about Rs, 30 crores allocated for 1984-85 be released to the State Govt. of Tripura during the current Financial year 1984."

মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটথ্ ফাইনেন্স কমিশন রাজ্যের জন্য যে টাকা অ্যালটমেন্ট করেছেন তা রাজ্য সরকার যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক কম। রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন

১১৬৫'৮১ কোটি টাকা। তার অনেক টাকাই ছাঁটাই করে দিয়েছেন। যেখানে রাজ্যে শতকরা ৮০-৮২ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে, জলসেচের ব্যবস্থা হচ্ছে না, টীলা জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না এবং এখনও ৩০ হাজার জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষা করছে। এখনও রাজ্যে ২২ লক্ষের মধ্যে ৮২ হাজার শিক্ষিত বেকার এই রাজ্য সব দিক থেকে পশ্চাতপদ। ইনডাষ্ট্রি নাই, রেল রাস্তা নাই। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য সরকারকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এটা কি সম্ভব ? বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ইমলিমেণ্টেশন হচ্ছে না। এ ডি সি টাকার অভাবে কাজ করতে পারছে না। ষষ্ঠ তফসিল কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা দেখছি রাজ্য সরকার রাজ্য থেকে অর্থসংগ্রহ করতে পারছে না। কর থেকে রাজ্যগুলি যে আয় পেত তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিক্রয় কর ও আবগারী শুলকের উপরও কেন্দ্রীয় সরকার হাত বাড়িয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় কোষাগারে সমস্ত সম্পদ জমা হচ্ছে। এইটথ্ ফাইনেন্স কমিশন রাজ্যগুলিকে পাঁচ বৎসরের জন্য টাকা বনটন করে থাকেন।

৮ম অর্থ কমিশন গঠন করা হলো। ৮ম অর্থনৈতিক কমিশন তাঁদের কাজও শুরু করলেন। সময় বাড়ান হল। বাড়িয়ে বাড়িয়ে অন্তবর্ত্তী রিপোর্ট সাবমিট করলেন। ফার্ষ্ট ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ ইং অন্তবর্ত্তী রিপোর্ট সাবমিট করেন। ৩০শে এপ্রিল, ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। সেই সময় পার্লামেণ্ট চলছে। কমিশনের রিপোর্ট এবং তার উপরে সরকার কি ভাবছেন. কিংবা সরকার কি করতে পারবেন তা এমন সময়ে প্রেস করা হলো, যখন পার্লামেণ্টের সদস্যরা সুযোগ পাচ্ছেন না আলোচনা করার জন্য। ছাটাই করে কমিশন যে টাকা দিয়েছিলেন তা ১৯৮৪-৮৫ সালের আর্থিক বছরে পাওয়া যাবে না অর্থকমিশন যে সুপারিশ করেছেন, সে অর্থও দেওয়া হবে না। কেন দেওয়া হবে না ? বলেছেন, বাজেট তৈরী হয়ে গেছে। কেন্দ্রের বাজেটও তৈরী হয়ে গেছে, রাজ্যেরও বাজেট তৈরী হয়ে গেছে। কাজে কাজেই এখন অর্থ বরাদ্দ করলে সারা দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে যাবে। এটা কি ঠিক কথা ? স্যার, পার্লামেণ্টে আমরা দেখি, বছরে কয়েক বারই সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট আসছে। কেন ? না, বাজেটে যে বরাদ্ধ রাখা হয়েছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেছে বলে। এষ্টিমেট কমিটি এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছে। আমরা রাজ্য এষ্টিমেট কমিটিও দেখেছি, যে এষ্টিমেট বাজেটে ধরা হয় তা ঠিক থাকে না। সমানে পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্ধ কেবল বাড়ছে। কাজেই এটা কোন যুক্তি নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাজনৈতিক। কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরের জন্য সব টাকা রেখে দিচ্ছেন। ১৯৮৪-৮৫ সালেও ৩০ কোটি টাকারও কম বেশী হতে পারে, আমরা সরকারী প্রতিনিধির কাছে শুনেছি বিভিন্ন

সময়ে, ৩০ কোটি টাকা অর্থ কমিশন বরাদ্দ করেছেন। এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছে করেই এই টাকা রাজ্য সরকারগুলিকে দিচ্ছেন না। ৮ম কমিশনের সুপারিশগুলি এই বছরের মধ্যে ইম্‌প্লিমেণ্টেশান করতে হবে তার উল্লেখ আছে। সে সুপারিশগুলির ইম্‌প্লিমেণ্টেশান যদি এখনই শুরু না করেন, তাহলে ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, প্রশাসনিক যে কাজ-কর্ম করছেন সাংবিধানিক অধিকারগত সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তাতে প্রচণ্ড সংকট সৃষ্টি হবে সংকট সৃষ্টি হবে বেকারী দূরীকরণে, সংকট সৃষ্টি হবে পরিকল্পনামূলক কাজে,সংকট সৃষ্টি হবে অ্যাগ্রিকালচারেল লেবারদের জন্য যে কাজ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কারণ, এই সব অ্যাগ্রিকালচারেল লেবাররা সারা বছর কাজ পায় না। বছরের কিছু সময় মাত্র তাদের কাজ থাকে। আমি আমার এই মোশানে উল্লেখ করতে চাইছি, অবিলম্বে ৮ম অর্থ কমিশনের রিকমেণ্ডেশান অনুযায়ী টাকা দিয়ে দেওয়া হউক। সবগুলি সুপারিশই যাতে কার্য্যকরী করা হয় এবং সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করে ত্রিপুরা সরকারকে সহযোগিতা করা হউক, যাতে ত্রিপুরার জনগণ আর অর্থনৈতিক সংকটের চাপে আবদ্ধ না হয়ে পড়ে। এইটুকু বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কেহ আলোচনা করতে চাইলে করতে পারেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ হয়েছে বলে মনে করি। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই যে কর ব্যবস্থা এবং তার বণ্টন ব্যবস্থা তা স্বাভাবিকভাবে খুবই জটিল ভারতীয় সংবিধানের ২৮০ ধারায় ভারতের রাষ্ট্রপতিকে অর্থ কমিশন গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতাবলে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বছর পর পর একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন। কমিশন ২টি রিপোর্ট সাবমিট করেন। একটি অন্তবর্ত্তীকালীন রিপোর্ট, অন্যটি চূড়ান্ত রিপোর্ট। সেই রিপোর্টে মূল আয়ের কত অংশ রাজ্য পাবে, কত অংশ কেন্দ্র পাবে তা কমিশন ঠিক করে দেন। সেই সঙ্গে ঘাটতি রাজ্যগুলি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণে সহায়তার যে প্রশ্ন আছে সেটা ঠিক করে দেন। এটা সাংবিধানিক বিষয়। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম, বিভিন্ন সময়ে সারা ভারতের মধ্যে কদলীয় শাসন ব্যবস্থা চলছে। আমরা আরো দেখেছি, এই অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন মন্ত্রীকেই করা হয় কিংবা নিজের দলের লোককে। তাছাড়া, সদস্যগণ ও তাঁদের নিজস্ব লোকই হয়ে থাকেন। যার ফলে এটা এক-কেন্দ্রিক হয়ে যায়। এত সব সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করে থাকি, ফিন্যান্স কমিশন যে সব রিকমেণ্ডেশন করে থাকেন তাও প্রায়শঃ কার্য্যকরী হয় না। সিকস্‌থ ফিন্যান্স কমিশন, সেভেন্থ ফিন্যান্স কমিশনে আমরা একই ব্যাপার

দেখেছি। শুধু যে পশ্চিম বঙ্গকিংবা ত্রিপুরার ব্যাপারেই তা করা হয় এটা কিন্তু ঠিক নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যেও করা হয়েছে। যার জন্যে কেরালা এক সময়ে প্রতিবাদ করেছে. প্রতিবাদ করেছে রাজস্থান। অন্যান্য রাজ্যও করেছে। এ বছরে আমরা দেখি, অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির জন্য যে রিকমেণ্ডেশন করেছেন সেটায় দেখলাম, ১৯৮৪-৮৫ সালে যে বরাদ্দ করেছেন তা এই বছরে দেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দিলেন একটি কথা বলে। কথাটি হচ্ছে, কেন্দ্রের বাজেট তৈরী হয়ে গেছে। সাথে সাথে রাজ্যের বাজেটও তৈরী হয়েছে বলে। এটা হতে পারে না। এটা যুক্তিপূর্ণ হতে পারে না। মাননীয় সদস্য সমরবাবু বলেছেন, আমরাও জানি, পার্লামেণ্ট বা বিধানসভায় অ্যাক্সেস্ গ্র্যাণ্ট হয়। কাজেই সেখানে জটিলতার প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া ৩/৪ মাস চলে গেলেও আরো ৮/৯ মাস রয়ে গেছে। সে সময়ে কাজ করুন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংবিধানে বলা আছে ২৮০ ধারায়, যদি কমিশনের রিকমেণ্ডেশনকে ভায়লেট করা হয়, তাহলে সংবিধানকে ভায়লেট করা হবে। এই সম্পর্কে আমরা দেখছি, পশ্চিমবঙ্গে সরকার আজকে সুপ্রীম কোর্টে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। আমাদেরকেও বলছেন যে এই রাজ্য ৩০ কোটি টাকার মত কম পাবে। এই রাজ্যের চেহারাটা কি ? পর পর কয়েকটি বন্যা এ রাজ্যে হয়ে গেছে। কোন রাজ্যে যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে তাহলে সে রাজ্যে যে ক্ষতি হবে, তার ক্ষতিপূরণ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতি হয়েছে ২০ কোটি টাকার মত, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিলেন মাত্র ১৪ কোটি টাকা। সেই বিধংসী বন্যায় কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে, ৪২ জনের মত প্রাণহানি হয়েছে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বরাদ্দ ছাটাই করে দিলেন। স্যার, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী প্রনব মুখার্জীকে চিঠি দিলেন যে রাজ্যগুলির উপর আপনারা অত্যাচার করছেন কেন ? আপনারা আপনাদের খেয়ালখুশী মত টাকা বরাদ্দ করলেতো চলবে না। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বঞ্চনার প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষ মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। আজকে সেণ্ট্রাল ষ্টেট রিলেশান নিয়ে সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভবের ফলে সারা দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। তাদের সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎসাহিত করবে। স্বাধীনতার ৩৭ বৎসর পরেও আজকে জাতীয় সংহতি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার তার এককেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করছেন না, সমস্ত ক্ষমতা তারা কুক্ষিগত করে রাখতে চাইছেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষে কর আদায় করার যে ব্যবস্থা রয়েছে. তাতে কেন্দ্রীয় করের সিংহভাগ আদায় করে থাকেন, রাজ্যগুলি সামান্য কিছু আদায় করে থাকেন।

রাজ্যগুলিই সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি থাকেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি সমস্যাই ফেস টু ফেস মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তো তাদের কোন সমস্যাই আসেন না। ১৯৩৫ইং সালে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে যে কর ব্যবস্থা ছিল, সেই কর-আইন অনুযায়ী আমাদের দেশে এখনও কর আদায়ীকরণ হচ্ছে। যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির লক্ষ্য ছিল শোষণ করে সমস্ত অর্থ স্বদেশে নিয়ে যাওয়া, সেই কর ব্যবস্থাই পরিচালিত হচ্ছে আমাদের দেশে। আমরা দেখছি যে, কমিশনগুলি গঠন করা হয়, তাদের রিকমেণ্ডেশানকে কোন মর্যাদা না দিয়ে সমস্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করতে চাইছেন। এই বছর সারা দেশে ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ২ হাজার কোটি টাকা। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় উনার বক্তব্যে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ ৬৩ কোটি টাকার মত হারাবে। প্রতিটি রাজ্যই কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই যে ঘাটতিগুলি হবে সেগুলি কি কোন রাজ্যের পক্ষে মেটানো সম্ভব? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে বাজেট করা হয় এমন কি রাজ্যের জন্য যে বার্ষিক বাজেট করা হয় সেই বাজেটেই রাজ্যগুলির উন্নতির প্রতিফলন ঘটে থাকে। কাজেই ত্রিপুরার মত একটা পশ্চাদপদ রাজ্যে, যেখানে আয়ের কোন উৎস নেই, যেখানে শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যেখানে শতকরা ২৯ ভাগ ট্রাইবেল ও ১৫ ভাগ সিডুয়েল কাষ্ট পশ্চাদপদ রয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এই এককেন্দ্রিক মনোভাব তো তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর বিরাট প্রভাব ফেলবে। আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যারা দেশকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবইতো তাদের উৎসাহিত করবে। ফিনান্স কমিশনের রিকমণ্ডেশানগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার অসাংবিধানিক কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অগণতান্ত্রিক কার্যাকলাপকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। রাজ্যগুলির দুরবস্থা দুরীকরণে তাদের নিজ নিজ দাবী মত কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করবেন এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় আজকে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী স্যার, এখানে দুটো ভাবে আলোচনা করতে হয়। একটা হলো এইট্থ ফিনান্স কমিশনের রিকমণ্ডেশান এবং কেন্দ্রীয় সরকার এটা কিভাবে গ্রহণ করলেন। প্রথমতঃ আমরা দেখব কমিশানের রিকমণ্ডেশানের কি চেহারা গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি, যে সমস্যা, এখানে কোন কলকারখানা নেই, আয়ের কোন উৎস নেই, বনজ সম্পত্তি থেকে সামান্য কিছু আয় হয়, মানুষের জীবিকা

নির্বাহের সামান্যতম সংস্থান এখানে নেই। সবচেয়ে বড় কথা এ রাজ্যের একটা বৃহৎ অংশের লোক বিগত কংগ্রেসী শাসনে উপেক্ষিত ছিল, তাদের কথা তারা কোন দিনই ভাবেন নি। সেই উপেক্ষিত মানুষদের জন্য আগামী পাঁচ বছরে কি করা যায়, তাদের জন্য যাতে কিছু সম্পদ সৃষ্টি করা যায় এই সমস্ত বিবেচনা করে রাজ্য সরকার ৮ম অর্থ কমিশনের নিকট ৮৫ কোটি টাকার মতো চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিশন ৫০ শতাংশের মত বরাদ্দ ছেটে দিয়েছেন। অথচ যে ১১টি ঘাটতি অঞ্চল আছে তার মধ্যে ত্রিপুরা একটি। পশ্চিমবঙ্গও তার মধ্যে আছে। পশ্চিমবঙ্গেরও তো কিছু আয় আছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারাটা কি? এখানেতো আয়ের কোন উৎস নেই, এ রাজ্যকে স্পেশাল কেটাগোরী ষ্টেট হিসাবে ধরা হয়। রাজ্যগুলিতো ভারতবর্ষের বাইরে নয়। এইভাবে রাজ্যগুলির চাহিদামত বরাদ্ধ ছেটে দিলে, তাদের অবস্থাতো আরও অবনতির দিকে চলে যাবে। ভারতবর্ষের সংবিধানে বিধান আছে—ভারতবর্ষের সম্পদ আহরণের যে উৎস আছে, সেগুলির মধ্যে আয়কর ও বিক্রয়কর এই দুইটা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত উৎস থেকে আয় সগ্রহ করার অধিকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। এইভাবে অন্যান্য বিষয় থেকে কেন্দ্রীয় কোষাগারের মধ্যে অর্থ সঞ্চিত হয়। যে সব রাজ্যে আয়ের কোন উৎস নেই, যারা আয় করতে পারেন না, নানা ভাবে শিল্প ইত্যাদি থেকে আয় সমস্ত কিছু কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হয় তার জন্যই সংবিধানে এই বিধান আছে। কেন্দ্রীয় কোষাগারের যে সঞ্চিত সম্পদ সেই সম্পদকে কি ভাবে বণ্টন করা হবে, বণ্টন-বিধির নির্দেশ কি করে হবে ইত্যাদি ঠিক করার জন্য দেওয়া হয়েছে সংবিধানের বিধান অর্থ কমিশন ইত্যাদি করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সেই অর্থ কমিশন গঠন করে থাকেন, এটা একটা সংবিধানিক অধিকার। এবং তার যে রিকমানডেশ্যান থাকে সেই রিকমানডেশ্যানে যখন খুশী কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে কাটছাট করতে পারবেন না। এটাও সংবিধান সম্মত নয়। তাছাড়া সংবিধান যারা রচনা করেছেন তাঁরা একটা চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে করে থাকেন এবং যেখানে সামগ্রিক সম্পদ একটা রাষ্ট্রের সামগ্রিক সম্পদকে পরিবেশিত করা হচ্ছে রাজ্যগুলি সেখানে পাচ্ছে না। যদি এই বণ্টন ব্যবস্থা সমান না হয় তাহলে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রেব বিরোধ বাড়বে। অর্থ কমিশন যদি নিরপেক্ষভাবে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে বিচার-বিবেচনা করেন তাহলে আজকে যে প্রশ্ন উঠেছে সেটা উঠতো না। রাজ্য এবং কেন্দ্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক, অর্থ নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে এটা শুধু অকংগ্রেসী সরকার পরিচালিত রাজ্যের ব্যাপার নয়। কংগ্রেসী সরকার পরিচালিত রাজ্যগুলির অবস্থা কি হচ্ছে? যখন নাকি আমরা দেখছি জগন্নাথ মিশ্রের সরকার অর্থ কমিশনের কাছে পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন

রাজ্যগুলির জন্য আমাদের আরও বেশী অর্থ দিতে হবে, কাজেই এই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই সব সমস্যা যখন সৃষ্টি হচ্ছে রাজ্য সরকার গিয়ে যখন আরও বেশী অর্থ অর্থ-কমিশনের কাছে চাইছেন, কিন্তু সেটা তাঁরা পাচ্ছেন না। কারণ রাজ্যগুলির জন্য তাঁরা তো নিরপেক্ষভাবে বিচার তো করছেনই না। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য আজকে যা চাওয়া হয়েছে কতগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা কেন্দ্রীয় সরকারও বলেছেন, আমরা তার জন্য এই বিধানসভা থেকে অভিনন্দনও জানিয়েছি এই ৬ষ্ঠ তপশীল ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করার জন্য। এটার উদ্দেশ্য কি? এখানে যারা ট্রাইবেল আছে যারা কখনও স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবার সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকারী থেকে বলেন নি, কিন্তু তাদের জন্য বামফ্রণ্ট সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন, কারণ সমস্ত দিক থেকে তারা পিছনে পড়ে আছে, সুতরাং সেই পিছনে পড়া মানুষের জন্য আমরা যে অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল করেছি, এই অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল এরিয়ার মধ্যে আমাদের দেশের দরিদ্র উপজাতিরা বসবাস করে। তাই তাদের জন্য রাজ্য সরকার থেকে দাবী করা হয়েছে ওখানে রাস্তাঘাট করে তাদের চলাফেরার সুযোগ-সুবিধার জন্য একটা ব্যবস্থা করা। তাছাড়া এই অঞ্চলে যারা আছে তাদের জন্য কিছু বাড়ী-ঘর ইত্যাদি তৈরী করার জন্য রাজ্য সরকার ১৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার এই পশ্চাৎপদ জাতির জন্য ৮০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন পাঁচ বছরের জন্য, এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। এই পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য কিছু করা দরকার। তাদের জন্য সরকার ভাবছেন পাঁচ বছরে কি করবেন, সেটা চিন্তা ভাবনা করে দেখছেন। তাছাড়া সামাজিক সমস্যা, সমাজের মান উন্নয়নের প্রশ্ন আছে এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কমিশনের কাছে ১১৮ কোটি, ৬৭ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন আর সেই জায়গায় পাঁচ বছরের জন্য মিলেছে ১৪ কোটি, ৫ লক্ষ টাকা। এই সমস্ত রিকমানডেশানগুলি একটার পর একটা যদি আমরা উত্থাপন করি তাহলে দেখবো আমরা যতটা জানতে পেরেছি, যতটা দেখেছি রাজ্যগুলি বঞ্চিত হচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে এইভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ বছর কমিয়ে চার বছর করেছেন, এক বছর বাদ দিয়েছেন তার জন্য ৩০ কোটি টাকা পাওয়া গেল না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখেছি উত্থাপন করা হয়েছে, কংগ্রেসের নেতাদের বিভিন্ন গাল-গল্প আমরা শুনেছি রিকমানডেশ্যান দিতে দেরী হয়ে গেছে, দেরী হওয়ার ফলে এই অবস্থা হয়েছে, সরকার ঠিক সময় মতো সেগুলি আনতে পারেন নি, তার জন্য টাকা-পয়সা দেওয়া গেল না। এবারের বাজেটের আগেই হয়ে গেছে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ধরণের একটা বাজেট তৈরী হওয়ার পর রিকমানডেশ্যান দেওয়া এটা আমরাতো এই প্রথম দেখছি না। বরঞ্চ এখানে বলা যায় ১৯৭৬ সালে যখন দ্বিতীয় পে কমিশন গঠিত হয় সেই অর্থ-কমিশনের সুপারিশ দেওয়ার

কথা ছিল মার্চ মাসে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রিপোর্টগুলি পেশ করবেন যাতে মার্চ মাসের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে যে বাজেট তৈরী করবেন সেই বাজেট–এ থাকবে। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পে-কমিশন হয় সেই দ্বিতীয় পে-কমিশনে আমরা দেখ নি তার একটা অন্তর্বর্ত্তী রিপোর্ট পেশ করেছিলেন নভেম্বর মাসে। চূড়ান্ত যে রিপোর্ট সেটা ১৯৫৬ সালে পেশ করেন নি, ১৯৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রিপোর্টটা পেশ করেছিলেন। কাজেই মার্চের পর সেপ্টেম্বরে গিয়ে এটা করলেন, কিন্তু সেখানে তো আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখনি পার্লামেণ্টে দাড়িয়ে প্রতিবাদ করতে। পঞ্চম অর্থ কমিশনের সময়েতও এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে, পঞ্চম অর্থ কমিশনও অন্তর্বর্ত্তী রিপোর্ট দিয়েছেন ১৯৬৮ সালে অক্টোবর মাসে, কিন্তু চুড়ান্ত রিপোর্ট দিয়েছেন১৯৬৯ সালে ৩১শে জুলাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে মার্চ্চের পর জুলাই মাসে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে তো দেখিনি কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে খারিজ করতে। আর এখানকার বেলায় এটাতো এই অন্তর্বর্ত্তী রিপোর্ট ১৯৮৩ ইং অক্টোবর যেটা দেওয়ার কথা ছিল সময় বাড়ানো হয়েছে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত। এটা এক মাত্র ঘটনা নয় যে পরবর্ত্তী কালে সেখানে বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অর্থ কমিশন রিপোর্ট পেশ করা গেল না। এই যে যুক্তি এই যুক্তি ঠিক নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ত্তমানে যে কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছেন তাঁরা আজকে সমস্যা সৃষ্টি করছেন গোটা ভারতবর্ষে।

রাজ্যগুলিকে শুকিয়ে মারার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গও বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরা ছোট রাজ্যে তার মধ্যে ৩০ কোটি টাকার মত আমাদের রাজ্যে ১ বৎসরের মত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যে সমস্যা প্রচুর। আমাদের রাজ্যে ৩ মাসের মধ্যে ফ্লাড হয়ে গেল, ক্ষতিক্ষস্ত হল। এইটার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাও চাহিদার তুলনায় কম। তার জন্য আমরা দেখি ৮ম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট থেকে দেখতে পাওয়া যায় কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে আরও ১ বৎসর পিছিয়ে দিয়ে। তারজন্য মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এই যে ৩০ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দিয়েছে সেটা সহ যেন কেন্দ্রীয় সরকার দেন। ৩০কোটি টাকা যে কমিয়ে দিয়েছেন সেটা যেন মেনে না নেন। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। ৮ম অর্থ-কমিশন, তার রায় বেরিয়েছে, কেন্দ্রিয় সরকার তার রায়কে গ্রহণ করেছেন কমিশনের

সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে ১ বৎসর দেরীতে। তার ফলে রাজ্যে ৮৪-৮৫ সনে ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের মানুষের স্বার্থে যাতে কেন্দ্রিয় সরকার এইটা না করেন তার জন্য এই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। সেই ৩০ কোটি টাকা আমরা চাই। এইখানে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রেখেছেন। কমিশন গঠন, তার কাজের পরিধি ইত্যাদির মধ্যে আমরা দেখেছি যদিও কমিশন একটি সাংবিধানিক নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশন গঠিত হয়ে থাকে। তথাপি এই কমিশন মূলত কেন্দ্রের যে সরকার সেই সরকারের নীতির সংগে সংগতি রেখে সুপারিশ ঘোষণা করে থাকে। ভারতবর্ষের কেন্দ্রে যে সরকার অধিষ্ঠিত আছে মূলতঃ রাজ্যগুলির যে দাবী, তারা প্রতিনিয়ত তা অবহেলা করে আসছেন। তার মধ্য দিয়ে রাজ্য থেকে যে দাবী করা হয়, ৮ম অর্থ-কমিশনের রিপোর্ট তার ব্যাতিক্রম নয়। আমরা দেখেছি রাজ্য থেকে ১১৬৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল কমিশনের কাছে। কমিশন বরাদ্ধ করলেন ৫৬১'১৮ কোটি টাকা। শুধু কম বরাদ্ধই করেরনি, রাজ্যে যেখানে আয় কম সেখানে আয়কে বেশী করে দেখানো হয়েছে, আর যেখানে ব্যয় বেশী সেখানে ব্যয়কে কম করে দেখানো হয়েছে। এর ফলে আমরা দেখি ৮৪-৮৫ থেকে ৮৮-৮৯ পর্য্যন্ত কর শুল্ক থেকে রাজ্যের পাওনা হবে ৩৫৭'৬৭ কোটি টাকা। আর সহায়ক অনুদান সংবিধানের ২৭৫ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে রাজ্যগুলির যা দেওয়া হয়েছে তাতে পাওয়া যাবে ২০৩.৫১ কোটি টাকা। যা রাজ্য থেকে প্রস্তাবিত অংকের ২৫ শতাংশ মাত্র। রাজস্ব ঘাটতির জন্য সহায়ক অনুদান হিসাবে ৫ বৎসরে ১৮৭'০৫ কোটি টাকা কমিশন বরাদ্ধ করেছেন এবং কেন্দ্রিয় সরকার কমিশনের রায় ১-৪-৮৪-এর বদলে ১-৪-৮৫ চালু করার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেছেন। যার ফলে রাজ্যে ঘাটতি গিয়ে দাঁড়াবে ৩০ কোটি টাকা। ৮৪-৮৫তে সহায়ক অনুদান এর হার ছিল ৪৭ ৮৩ কোটি টাকা কমিশনের অন্তবর্ত্তী রায়ে ৫৩ ০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ করেছেন। কিন্তু অনুন্নত ১১টি রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্তশুল্ক-এর ৫ শতাংশ ৪৫০ কোটি টাকা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৬.৯০ কোটি টাকা বরাদ্ধ থাকবে। আজকে একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে ৩০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ঘোষনার মধ্য দিয়ে আজকে এইটা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার বলেছেন অর্থ কমিশনের নির্ধারিত রায় দেওয়া সত্বেও বিগত দিনগুলিতে অর্থ কমিশনের রায় কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় সরকার তারিখ পরিবর্তন করেননি। এবার নতুন করে করা হল। কংগ্রেস সরকার বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এইভাবে অর্থ নৈতিক যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন তার সাংবিধানিক ক্ষমতার সুবিধা নিয়ে আমরা দেখেছি সুপারিশের মধ্যে বলা হয় ১৮ লক্ষ টাকা বাৎসরিক যে খরচা করা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আজকে এই টাকা অনেক বাড়ানো হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা। এর ৫০ শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার,

৫০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। সেই সংগে বলা অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়ার জন্য যে সাহায্য দেওয়া হবে না, এটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। '৮৪-৮৫ সনে বন্যার খাতে সেখানে ১৬ কোটি টাকা দাবী করা হয়েছিল।

৭ কোটি কয়েক লক্ষ টাকা দেবেন বলে স্বীকার করেছেন। তার ২৫ শতাংশ দেবেন রাজ্য সরকার, বাকী অংশটা দেবেন কেন্দ্র। ৭৫ লক্ষ টাকা যদি বাজেট হয় তাহলে এই ধরণের ভয়াবহ বন্যার মোকাবিলা কিভাবে করা হয়। কিন্তু এই ধরণের রায় তাঁরা দিয়েছেন। এমনিতে বলা হচ্ছে ১১টি অনুন্নত রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা একটি। আমাদের দাবী ছিল বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বা অন্যান্য রাজ্য থেকে যে ঋণ নিয়েছেন তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য। কিন্তু সেটা করা হয় নি। আমরা দেখি সেই ঋণ দিতে হবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ২০টি কিস্তিতে এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে ৩০টি কিস্তিতে। অথচ ২০টি কিস্তি ভারতের অন্যান্য উন্নত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য।
আমরা দেখেছি, এই কমিশন তার যে রায় দিয়েছেন সেই রায় রাজ্যের চাহিদার তুলনায় অনেক কম কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বলি কেন্দ্রীয় সরকারে এই সিদ্ধান্তে সংবিধানের মর্যাদা লঙ্ঘন করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণের লক্ষ্য বামফ্রণ্ট সরকার এবং সেই রাজ্যগুলির জনগণের বিরুদ্ধে। যেখানে অকংগ্রেসী সরকার আছে সেগুলিকে ফেলবার রাজনৈতিক খেলা তারা খেলছেন। বামফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে এই রাজনৈতিক খেলা খেলা যাবে না। সেজন্য তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। জনকল্যাণ-মূলক কাজে যখন সরকার টাকা খরচ করতে চান সেই খরচকে বন্ধ করে দিতে চাইছেন। আমরা দেখেছি বার্ধক্য ভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা এবং বেকারদের জন্য কিছু টাকা চাওয়া হয়েছিল। অর্থ-কমিশন সেই খাতে একটা পয়সাও সুপারিশ করেন নি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সমস্ত খরচ হয়ত বাজে খরচ হতে পারে। কারণ এতে সম্পদ সৃষ্টি হবে না। সেজন্য তাঁরা টাকা দিতে চান না। এবং দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য মিটিং করে বলছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এর বিরুদ্ধে। রাজ্য যেখানে ৩১ কোটি টাকা কর আদায়ের চেষ্টা করছেন সেখানে তাঁরা বলছেন আরও ৭ কোটি টাকা বেশী আয় করতে হবে। এই ধরণের হিসাব মূলত অবাস্তব। এই ধরণের সম্পদ সৃষ্টি এই রাজ্যে আগামী পাঁচ বছরে সম্ভব নয়। কাজেই ঘাটতি বাজেট হবে। এই সমস্ত জিনিষ তাঁরা জেনেশুনেই করছেন।

আমরা দেখেছি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, বেতন এবং মহার্ঘভাতা কেন্দ্রীয় হারে দেওয়ার জন্য যে টাকা বামফ্রণ্ট সরকার ইতিমধ্যেই দিয়েছেন, কমিশন যে টাকা সুপারিশ করেছেন, তাকে চালু রাখতে গেলেই এর চেয়ে বেশী টাকার দরকার পড়বে। অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রেও তাঁরা বলতে

চান যে এটাও তোমাদের করতে হবে। ১/৪/৮৫তে কার্যকরী না করে ১/৪/৮৪ থেকে কার্যকরী করা হোক বলে আমরা দাবী জানাচ্ছি এবং যে টাকা দিয়েছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য এবং তা যাতে দিয়ে দেওয়া হয় সেই দিকেই কেন্দ্রীয় সরকার এগোবেন বলে আমাদের অনুরোধ। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ৮ম অর্থ-কমিশন যে সারা ভারতবর্ষের জন্য এবং ত্রিপুরার জন্য ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তার উপর এই আলোচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই বলতে চাই যে আমাদের সংবিধানে এই ফিনান্স কমিশনটাকে একটা স্বাধীন সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছে যেটা প্ল্যানিং কমিশনের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। অথচ এই দুটি কমিশন একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। একে অপরের অনেকখানি পরিপূরক ভূমিকা গ্রহণ করে। প্ল্যানিং কমিশন যারা কেন্দ্রের শাসকদল তাদের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেখানে রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ করে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই অভিযোগ শুধু আমার নয়, অনেকগুলি রাজ্য থেকে আসছে। যার একমাত্র অর্থ হচ্ছে বিরোধী দলগুলিকে প্ল্যানিং কমিশনের কাছ থেকে ন্যায়-বিচার থেকে বঞ্চিত করা। আজকে সারা দেশে এই বিষয়টা আলোচিত হচ্ছে। আজকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে সেটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য গঠিত হয়েছে তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছেনা। সেজন্য ৮ম কমিশন-এর সিদ্ধান্ত পুরো-পুরি কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকরী করছেন না। প্রশ্নটা আসছে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে এবং এই প্রশ্ন আসছে বলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক আজকে সারা দেশে উঠেছে। সারকারিয়া কমিশনের যে সমস্ত প্রশ্ন ছিল তার জবাবে আমরা বলেছি প্লেনিং কমিশন সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের হাতে না রেখে এরজন্য একটা কমিটি গঠন করে দেওয়া হউক যাতে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব থাকে। প্লেনিং কমিশন আসলেন দেখলেন কিন্তু তারা কিছু করতে পারছেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্লেনিং কমিশনটা কোন্ কাজটা করেন? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ট্যাক্সের অন্যান্য যে সমস্ত রিসোর্স মোভিলাইজ হয় তার দায়িত্ব ফিন্যান্স কমিশন নিচ্ছেন না কেন্দ্র তাদের হাতে ট্যাক্স বসাবার ক্ষমতা রেখে দিয়েছে। রাজ্যে তার কি ক্ষমতা রয়েছে? আমাদের রাজ্যে সেইল ট্যাক্স ছাড়া আর কি রিসোর্স সংগ্রহ করতে পারি? অথচ কেন্দ্র জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে একটা বিরাট অংকের হার তারা তৈরী করছেন। কখনও চালের দাম বাড়াচ্ছেন, কখনও জিনিষপত্রের দাম, কখনও কাগজপত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ থেকে ঋণ আনতে পারেন — সম্পূর্ণরূপে ফিনান্স কমিশনের

দানের উপর রাজ্যগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করছে। তারমধ্যে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের তফাৎ করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন রাজ্য অগ্রসর হয়ে গেছে আবার কোন রাজ্য পিছিয়ে পড়ছে। আবার কোন রাজ্য আগে অগ্রসর ছিল এখন ক্রমে অনগ্রসর হচ্ছে। বিশেষ করে এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর হয়ে গেছে। আর আমাদের মত রাজ্যতো এগোতেই পারছে না। ১৬টা রাজ্যকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এটা সত্যিই দুঃখ-জনক। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে সুপারিশগুলি কে আমি পরে এই হাউজের সামনে রাখছি। ১৯৮৪-৮৫ সালের এক বছরের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার ইমপ্লিমেণ্ট করতে রাজী নন কারণ আগে বাজেট পাশ হয়ে গেছে। এতে নাকি সমস্ত অর্থ নৈতিক অরাজকতা এনে দেবে। এটা একেবারেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলা হয়েছে। এটা কমিশনের দোষ নয়। কমিশন নিজেরা বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তারা নাকি সহযোগিতা পাচ্ছেন না। সেজন্য তাদের রিপোর্ট তৈরী করতে দেরী হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন ২ বার প্লেনিং কমিশন হয়েছে, অথচ এই কমিশনের যে সমস্ত সুপারিশ সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কার্য্যকরী করতে অস্বীকার করেন। এই অস্বীকার করার ফলে আমরা ৩৪ কোটি বা তার কিছু বেশী টাকা থেকে বঞ্চিত হলাম। মাননীয় সদস্য শ্রীচৌধুরী এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন ৮ম অর্থ-কমিশনের কাছে আমরা যা চেয়েছিলাম তার একটা তুলনামূলক বক্তব্য আমি এখানে রাখছি।

৮ম অর্থ-কমিশন ১৯৮৪-৮৫ সন থেকে ১৯৮৮-৮৯ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য ত্রিপুরাকে কেন্দ্র থেকে কর ও শুল্কের প্রাপ্য অংশ প্রদানের মাধ্যমে ৩৫৭'৬৭ কোটি টাকা এবং সংবিধানের ২৭৫ ধারার অধীনে সহায়ক অনুদান হিসেবে ২০৩'৫১ কোটি টাকা, মোট ৫৬১'১৮ কোটি টাকা প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছেন। রাজ্য সরকারের প্রত্যাশিত পরিমাণ থেকে এই অর্থ পরিমাণ অনেক কম। তবুও এই অর্থ-পরিমাণও পুরোপুরি রাজ্য সরকার পাবেন না। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সহায়ক অনুদান কর ও শুল্কের প্রাপ্য অংশ এবং ঋণ সহায়তার ব্যাপারে অর্থ-কমিশনের সুপারিশটি ১লা এপ্রিল ১৯৮৪-এর পরিবর্তে ১লা এপ্রিল ১৯৮৫ থেকে কার্য্যকর করা হবে।

২। ত্রিপুরা সরকার তার স্মারকলিপিতে কর ও শুল্কের পাওনা অংশের হিসেবে না ধরে অষ্টম অর্থ কমিশনের নিকট ১৯৮৪-৮৫ সন থেকে ১৯৮৮-৮৯ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য সহায়ক অনুদান হিসেবে কেন্দ্র থেকে ১১৬৫'৮১ কোটি টাকার দাবী করেছিলেন। যদি কর ও শুল্কের পাওনা অংশ ৩৫৭'৬৭ কোটি টাকা অষ্টম অর্থ-কমিশনের সুপারিশ বলে ধরা হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত স্মারকলিপির ভিত্তিতে সংবিধানের ২৭৫ ধারার অধীনে সহায়ক

অনুদান হিসেবে ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্য্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য ত্রিপুরাকে প্রদেয় হয় অন্ততঃ পক্ষে ৮০৮.১৪ কোটি টাকা। অষ্টম অর্থ-কমিশন ৮০৮.১৪ কোটি টাকার পরিবর্তে সেস্থলে মাত্র ২০৩'৫১ কোটি টাকা সুপারিশ করেছেন (রাজস্ব ঘাটতির জন্য ১৮৭'০৫ কোটি টাকা, মান উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যার জন্য ১৪'৫৯ কোটি টাকা এবং প্রান্তিক অর্থ হিসেবে ১.৮৭ কোটি টাকা) যা পূর্বোক্ত অর্থ পরিমাণের মাত্র ২৫ শতাংশ।

৩। সংবিধানের ২৭৫ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে অষ্টম অর্থ-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮৪-৮৫ সন থেকে ১৯৮৮-৮৯ সন পর্য্যন্ত রাজস্ব ঘাটতির জন্য নীট সহায়ক অনুদান হিসেবে কেন্দ্রের দেয় ১৮৭'০৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অর্থ-কমিশনের নিকট জমা দেওয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী রাজ্য সরকার এর প্রত্যাশিত অর্থ পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। এর কারণ অর্থ কমিশন ত্রিপুরার জন্য অনুদান হিসাব করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত রাজস্ব ব্যায়ের সম্ভাব্য হিসাবের ১১৪৮'৭১ কোটি টাকা (প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য ১১৮'৬৭ কোটি টাকা বাদ দিয়ে) থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ ছাঁটাই করে ৬০৮'০৫ কোটি টাকা এবং শুল্কবিহীন রাজস্ব থেকে আনুমানিক পাওনা ৩১'১৩ কোটি টাকাকে প্রায় ১০০ শতাংশ বাড়িয়ে ৬০'৬৭ কোটি টাকা এবং রাজস্ব কর থেকে আনুমানিক পাওনা ৩১'৩০ কোটি টাকাকে ৩৩ শতাংশেরও বেশী বাড়িয়ে ৪১'৩৯ কোটি টাকা ধরেছেন। রাজস্ব সরকারের আয়ের উৎস্য এতই সংকীর্ণ যে অর্থ কমিশনের শুল্কবিহীন রাজস্বকে ১০০ শতাংশ এবং রাজস্ব করকে ৩৩ শতাংশেরও বেশী বাড়ানোর ক্ষেত্রে অর্থ কমিশনের আকাংখ্যা পরিপুরণ করা হবে খুবই কঠিন।

প্রসঙ্গত: এই অনবরত মুদ্রাস্ফীতির প'রস্থিতিতে অর্থ-কমিশনের নিকট উত্থাপিত সম্ভাব্য ব্যয়-পরিমাণকে ৫০ শতাংশতে আনাও হবে দু:সাধ্য। আর ১০০ শতাংশ করাতো অনেক দূরের কথা।

সংবিধানের ২৭৫ (১) অনুচ্ছেদে সহায়ক অনুদান হিসেবে দেওয়ার জন্য অষ্টম অর্থ-কমিশন কর্ত্তৃক সুপারিশকৃত মোট সহায়ক অনুদান ১৮৭'০৫ কোটি টাকা, সপ্তম অর্থ-কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ১৩৬'৫৭ কোটি টাকা, থেকে মাত্র ৩৭ শতাংশ বেশী। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উপরিলিখিত ১৮৭'০৫ কোটি টাকা. ১৯৮৪-৮৫ সনে ৪৭'৮৩ কোটি টাকা থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী বৎসরগুলিতে কমতে কমতে ১৯৮৮-৮৯ সনে ২০'৫৮ কোটি টাকা দিয়ে শেষ হবে।

তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রিয় সরকার অষ্টম অর্থ-কমিশনের সুপারিশকে ১৯৮৪-৮৫ সনে কার্য্যকর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অষ্টম অর্থ-কমিশন ইহার অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদনে ১৯৮৪-৮৫ সনে সহায়ক অনুদান হিসেবে ৫৩'৩৪ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। এটি কমিশনের চুড়ান্ত সুপারিশ

থেকে ৫'৫১ কোটি টাকার অধিক।

অপরদিকে ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে অষ্টম অর্থ-কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর না হওয়ার অর্থ হবে কেন্দ্রীয় কর ও শুল্কের প্রাপ্য অংশ না পাওয়া। যার মানে রাজ্য সরকারের প্রভূত ক্ষতি হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সম্ভাব্য হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৪-৮৫ সনে ১১টি ঘাটতি রাজ্যের মধ্যে অন্তঃশুল্কের নীট সংগ্রহের শতকরা ৫ ভাগ, প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা তাদের প্রাপ্য অংশ হিসেবে বণ্টনের কথা ছিল। এতে ত্রিপুরার প্রাপ্য অংশ ছিল ১৯৮৪-৮৫ সনের জন্য নির্ধারিত ৮২ শতাংশ হারে প্রায় ৩৬'৯০ কোটি টাকা। যদি চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অন্তবর্তী প্রতিবেদনের ১৯৮৪-৮৫ সনে সহায়ক অনুদান হিসেবে অতিরিক্ত পাওনা ৫'৫১ কোটি টাকা বাদ দেওয়াও হয় তাহলেও ১৯৮৪-৮৫ সনে নিরূপণ করা প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ পরিমাণ হত ৩১ ৩৯ কোটি টাকা। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে শুল্কের হার কম হওয়ার দরুণ অন্তঃশুল্কের নীট সংগ্রহের ৪০ শতাংশের কম হবে। তথাপি এটি হিসাবে ধরেও অষ্টম অর্থ-কমিশনের সুপারিশ কার্যকরি না করার ফলস্বরূপ ত্রিপুরার লোকসানের পরিমাণ কম করে হলেও আনুমানিক ৩০ কোটি টাকা, যেহেতু, ঋণ সহায়তা, মান উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য পাওনা অর্থ পরিমাণ পাওয়া যাবেনা।

৬। অষ্টম অর্থ কমিশন ১৯৮৪-৮৫ সন থেকে ১৯৮৮-৮৯ সন পর্য্যন্ত মান-উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যার জন্য সপ্তম অর্থ-কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩'৬১ কোটি টাকার স্থলে ১৪'৫৯ কোটি টাকার সুপারিশ করেছেন।

রাজ্য সরকার তার স্মারকলিপিতে অষ্টম অর্থ কমিশনের কাছে মান উন্নয়নের জন্য ১১৮'৬৭ কোটি টাকা দাবী করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কমিশনের সুপারিশের পরিমাণ হলো রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত অর্থ পরিমানের ১২ শতাংশ মাত্র।

এই সম্পর্কে এটা উল্লেখ্য যে, রাজ্য সরকার স্মারকলিপিতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় গৃহ নির্মাণ ও ঐ পরিষদ অঞ্চলের ভিতরে যোগাযোগের উন্নতির জন্য ৩০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা অষ্টম অর্থ-কমিশনের নিকট চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিশন সুপারিশ করলেন মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা (রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত অর্থের ২'৫ শতাংশের মত)।

৭। ত্রাণ ব্যাপারে ব্যয়ের জন্য প্রান্তিক অর্থের পরিমাণ বাৎসরিক ১৮ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, যার ৫০ শতাংশ কেন্দ্র কর্তৃক সহায়ক অনুদান হিসেবে প্রদেয় হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেয় প্রান্তিক অর্থ ও ইহার প্রাপ্য অংশ বাড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন মন্তব্য করেছেন যে কেন্দ্রের নিকট থেকে পুনর্বার কোন সহায়তা না চেয়েই রাজ্যগুলোর পক্ষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সহায়তা দেওয়াতে সক্ষম হতে হবে।

কমিশন মন্তব্য করেছেন যে, অগ্নিকাণ্ডে সৃষ্টি দুর্দশাগ্রস্তদের সহায়তাদানের ব্যয়কে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা ব্যয়ের মতোই গণ্য হবে।

৮। অষ্টম অর্থ-কমিশন রাজ্য সরকার কর্তৃক নতুন ব্যয় হিসেবে প্রস্তাবিত অর্থের ৫২'৫৭ কোটি টাকা বাদ দিয়েছেন, যাতে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অর্থ (বার্ধক্যভাতা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের এবং নিঃসম্পর্কিতা বিধবাদিগকে সহায়তা, প্রাক্তন রাজন্যের পরিবারদের ভাতা প্রদান ইত্যাদি) প্রদানের জন্য ১৫'৬৫ কোটি টাকা এবং বেকারদের সহায়তা দানের জন্য ১'৫০ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৯। ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য আয়করের বন্টিত অংশ হস্তান্তরের হার সপ্তম অর্থ-কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ০'২৫৮ শতাংশ এর স্থলে ০'২৬৯ শতাংপ এর সুপারিশ করেছেন।

১০। নীট সংগৃহীত অর্থের ৪০ শতাংশ অন্তশুল্কের উপর ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বন্টনের হার সপ্তম অর্থ-কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ০'৩৭৩ শতাংশ হারের তুলনায় ০'২৯২ শতাংশের সুপারিশ করেছেন।

অষ্টম অর্থ-কমিশন অতিরিক্ত অন্তশুল্কের হস্তান্তরের হার ০'২৮৭ শতাংশ হিসেবে সুপারিশ করেছেন। সপ্তম অর্থ-কমিশন অতিরিক্ত অন্তশুল্কের নীট সংগ্রহের উপর রাজ্য সমূহকে চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিমাণ আলাদা করে দেন নি তবে বিক্রয় করের স্থলে কিছু দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত অন্ত-শুল্কের নীট সংগ্রহের উপর একটি শতকরা ভিত্তিতে অর্থ বন্টনের সুপারিশ করেছিলেন।

১১টি ঘাটতি রাজ্যের একটি হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্য অন্তশুল্কের নীট সংগৃহীত অর্থের ৫ শতাংশের প্রাপ্য অংশ ১৯৮৪-৮৫ সনে ৮'২ শতাংশ হার থেকে শুরু করে ক্রমাগত বেড়ে ১৯৮৮-৮৯ সনে ১২'৯৫৬ শতাংশ পাওয়ার অধিকারী। ধারণা হয়, এই ব্যাপারে বন্টিত অর্থ বৎসরান্তরে ক্রমবর্ধমানতার কারনে, সংবিধানের ২৭৫ (১) অনুচ্ছেদের অধীন গ্রান্ট-ইন-এইড (সহায়ক অর্থ মঞ্জুরী) প্রদানের সুপারিশটিতে ৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখমত ক্রমহ্রাসমান করার সুপারিশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৪-৮৫ সনে এ বাবদ প্রাপ্য অর্থ পাওয়া যাবে না, যদিনা বর্তমান সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়।

১১। অষ্টম অর্থ-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮৪ ৮৫ সন থেকে ১৯৮৮-৮৯ সন পর্যান্ত সময়কালে রাজ্য সরকার ২'৫৭ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা পাওয়ার অধিকারী যারমধ্যে কেবলমাত্র ০'৪০ কোটি টাকা পরিশোধ অব্যাহতি আকারে এবং ২'১৭ কোটি টাকা ঋণের পুনর্ভুক্তির আকারে পাবে।

এই প্রসঙ্গে উলেখ্য যে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ এবং ওভার-ড্রাফ্ট-

সমূহ মিটানো বাদ দিয়ে ৩১শে মার্চ ১৯৮৪ তারিখ অব্দি বকেয়া ঋণসমূহ ২০টি সমান কিস্তিতে পরিশোধনের জন্য একটি ঋণের আকারে গঠিত করা হবে, যদিও উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য সকল রাজ্য সমূহ ঐরূপ ঋণ ৩০টি সমান কিস্তিতে পরিশোধনের অধিকারী। এই ব্যাপারে ত্রিপুরাকে কর্ণাটক ও পাঞ্জাবের মতো সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের হিসাবকালে ৮ম অর্থ-কমিশন মহার্ঘভাতা ছাড়া অন্য কোন ভাতার কথা বিবেচনার মধ্যে আনেন নি।

কমিশন নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় অর্থের হিসাব করেছেন :

১) ১লা এপ্রিল ১৯৮২ সনের পূর্বে জারী করা তথা কার্যকরী হওয়ার আদেশের ভিত্তিতে ঐ তারিখে সঠিকভাবে প্রাপ্ত বেতন ভাতার জন্য আর্থিক বরাদ্দ নির্ণয় করা হবে।

২। জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিপুরণে অদ্যাবধি কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত সীমা পর্য্যন্ত মহার্ঘভাতার অর্থ প্রদানের জন্য বরাদ্ধ নির্ণয় করা হবে। এই ব্যবস্থাদি শিল্প শ্রমিকদের জন্য সর্ব ভারতীয় ক্রেতামূল্য সূচক সংখ্যা (১৯৬২—১০০) এর ১২ মাসিক গড় পড়তা ৮ সংখ্যার বৃদ্ধির নিয়মের সংগে যুক্ত করতে হবে।

৩। বিভিন্ন রাজ্যে প্রাপ্ত বেতন ভাতার হার বা স্তরের বৈষম্য দূর করার জন্য বরাদ্ধ করা হবে। এভাবে যদি কোন রাজ্যে ১লা এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে সঠিক বেতন ভাতার স্তব অনুরুপ সকল রাজ্যের গড় বেতনের ভাতা অপেক্ষা নিম্নতর হয়, তবে ঐ পার্থক্য দুরীকরণের জন্য বরাদ্ধ করা হবে।

১লা এপ্রিল ১৯৮২ তারিখের কেন্দ্রীয় সরকারী ও অন্যান্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন উপরিউক্ত মূল্য সূচকের ২০০ সূচক সংখ্যা অব্দি যুক্ত ছিল। বস্তুতপক্ষে ১লা জনুয়ারী ১৯৭৩ থেকে কেন্দ্রীয় বেতন ক্রমে ২০০ সূচক সংখ্যা অবধি যুক্ত থাকা অবস্থাতেই রয়ে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সনে জারী করা আদেশ অনুসারে ১লা জানুয়ারী ১৯৮২ থেকে প্রাক কার্য্যকারিতা সম্বলিত বেতন ক্রম সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধিত বেতন ক্রমে ৩৩৬ সূচক সংখ্যা অব্দি যুক্ত আছে যেহেতু আদেশটি ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে জারী করা হয়েছে (অর্থাৎ ১লা এপ্রিল ১৯৮২ এর পরে) তাই ৮ম অর্থ-কমিশন নীট রাজস্ব ঘাটতি স্থির করার জন্য ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ সময়কালে ব্যয়ের হিসাবের সময় এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আর্থিক দায়কে হিসাবের মধ্যে আনেন নি। এই নীট রাজস্ব ঘাটতিকেই সহায়ক অনুদান হিসাবে অর্থ কমিশন সুপারিশ করেন। পূর্বে উল্লেখিত নীতির ভিত্তিতে ৮ম অর্থ-কমিশন নিম্নলিখিত ভিত্তি সমূহের উপর রাজ্য সরকারের চাহিদা নির্ণয় করেছেন :

১) ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে আদেশটি জারী করার পূর্বে বহাল থাকা প্রাক-সংশোধিত বেতন ক্রম।

২) মহার্ঘভাতা ও অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা যা উপরের ১নং এ উল্লেখিত প্রাক-সংশোধিত বেতমক্রমের ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য এবং

৩) ১লা এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে সকল রাজ্যের গড় অনুযায়ী বেতন ভাতার স্তর এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে জারী করা আদেশের ভিত্তিতে প্রাক কার্য্যকারীতা সমন্বিত সংশোধনের পূর্বে ১লা এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে সঠিক প্রাপ্তব্য প্রাক-সংশোধিত বেতনক্রমে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতার অনুরূপ-স্তর এই দুই এর ভিতরে অবস্থিত বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

উপোরিক্ত ভিত্তিতে ৮ম অর্থ-কমিশন, ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত সময়কালে রাজ্য সরকারের সম্ভাব্য আর্থিক দায় হিসাবে নিম্নলিখিত অর্থ পরিমাণকে হিসাবের ভিতর স্থান দিয়েছেন।

ক) ২৭.৯৬ কোটি :— ১লা এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে সকল রাজ্যের গড় অনুযায়ী বেতন ভাতার স্তর এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে জারী করা আদেশের ভিত্তিতে প্রাক কার্য্যকারিতা সমন্বিত সংশোধনের পূর্বে এ তারিখে যথার্থই বহাল থাকা প্রাক সংশোধিত বেতন ক্রমে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির অনুরুপ স্তর—এই দুই-এর মধ্যে অবস্থিত বৈষম্য দুরীকরণের জন্য।

খ) ১১২.৭৫ কোটি টাকা :—৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে জারী করা আদেশের ভিত্তিতে প্রাক কার্য্যকারিতা সমন্বিত সংশোধনের পূর্বে ১লা এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে বহাল থাকা প্রাক সংশোধিত বেতনক্রমের ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য মহার্ঘ ভাতার অর্থ প্রদানের জন্য।

পূর্বের উল্লেখ অনুযায়ী ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে জারী করা আদেশের অধীনে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের প্রাপ্তব্য বেতন-ক্রমগুলি মূল্য সূচকের ৩৩৬ সূচক সংখ্যা পর্যন্ত যুক্ত করা হয়েছে, যা ১লা এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে সকল রাজ্যের বেতনক্রমগুলির গড় থেকে অনেক উপরে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে বেতনক্রম সংশোধনের কারণে ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের আর্থিক দায় ২৭.৯৬ কোটি টাকা থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা বেশী।

পাশাপাশি বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের আর্থিক দায় হল ৪৩৬ মূল্য-সূচক যুক্ত বেতনক্রমের ভিত্তিতে মহার্ঘভাতা।

পক্ষান্তরে ৮ম অর্থ কমিশন মহার্ঘভাতার জন্য আর্থিক দায় নিরুপণ করেছেন—প্রাক

সংশোধিত বেতনক্রমের ভিত্তিতে যা ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সংশোধিত হওয়ার পূর্বে ১লা এপ্রিল, ১৯৮২ তারিখে যথার্থ বহাল ছিল। বস্তুতঃ মহার্ঘ ভাতার কেন্দ্রীয় হার হল ২০০ সূচক-সংখ্যা যুক্ত বেতনক্রমের ভিত্তিতে। ফলে কমিশন কর্তৃক দেখানো সূচক-সংখ্যা মহার্ঘভাতা প্রদানের জন্য সরকারের আর্থিক দায় হিসাবে ৮ম অর্থ-কমিশন কর্তৃক হিসাবকৃত ১১২'৭৫ কোটি টাকা পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৩৩৬ মূল্য-সূচক-সংখ্যা অব্দি যুক্ত সংশোধিত বেতনক্রমের উপর রাজ্য সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে মঞ্জুরীকৃত মহার্ঘভাতা ও ও অতিরিক্ত মহার্ঘভাতার ব্যয় কোন ক্রমে মিটানো যেতে পারে। অতিরিক্ত মহার্ঘভাতার পুনরায় কোন কিস্তি প্রদানের জন্য কোন অর্থই অবশিষ্ট থাকে না। অন্যভাবে বলা যায়, ৮ম অর্থ কমিশন কর্তৃক দেখানো মাত্রা পর্যন্ত মহার্ঘভাতা প্রদান ও বেতন সংশোধনের কারণে কমিশনের হিসাবে ধরা রাজ্য সরকারের সামগ্রিক আর্থিক দায়, রাজ্য সরকার কর্তৃক বেতন সংশোধনের দায় এবং ঐ সংশোধিত বেতনক্রমের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে মঞ্জুরীকৃত মহার্ঘভাতার জন্য সামগ্রিক আর্থিক দায় অপেক্ষাও ১৫ কোটি টাকা কম। আর এজন্যই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতার কোন প্রকার পুনঃ বৃদ্ধির জন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না।

Having gone through the report of the Eighth Finance Commission, the Council of Ministers has noted with deep regrets inter-alia that :—

1) In estimating the grants-in-aid payable to Tripura the Expenditure projected by the State Government for the period from 1984-85 to 1988-89 has been reduced by 50 percent while the State Government's projection for non-tax revenue has been increased by about 100 percent, and as a result the grants-in-aid under Article 275 of the Constitution recommended by the Finance Commission is only 25 percent of the amount that would have been admissible on the basis of the amount proposed in the memorandum (Rs. 11'65.81 crores) submitted by the State Government, after deducting therefrom the devalution of Central Taxes and Duties recommended (Rs. 357. 67 crores) by the Commission.

II) as against Rs.30.72 crores proposed by the state Government for construction of buildings for Autonomous District Council and improvement of communications in its areas, only, Rs. 0. 8 crores (2.5 percent) has been provided by the Commission.

III) the provision of Rs.52.57 crores proposed by the state Government for fresh expenditure, which included Rs. 1565 crores for social security payments (old age pension to more persons, assistance to physically handicapped and unattached widows ete.) and Rs. 12.50 crores for assistance to unemployed, has been excluded and

IV) The provision made for increase in emoluments of the employees with referer ce to that on the basis of the orders issued upto lst April, 1982. is less than the amount required even to meet the Expenditure on increases already sanctioned after that date leaving no provision for any further increase.

2. The Council of Ministers also notes with deep concern that the Union Government has decided to implement. the recommendations of the Eighth Finance Commission about devalution of Central taxes and duties, payment of gtants-in-aids under Article 275 of the Constitution and debt relief from lst April, 1985, instead of from lst April, 1984, which may result in loss of more than Rs. 30 crores to the State Government. The Council of Ministers urges the Union Government to immediately revise the decision and implement the recommendations of the Finance Commission in these matters from lst April, 1984. এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান হল। এবং একটা কপি ফিনান্স কমিশনের কাছেও পাঠান হয়েছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী এনেছেন সেটা আপনারা গ্রহণ করবেন। কারণ এই সংশোধনী এবং মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত একই। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(এরপর মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলে

তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নাই)।

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনিত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হল "Allocation of fund by the 8th Finance Commission for Tripura be taken into consideartion and this House urges upon the Central Government to implement the recommendation of the 8th Finance Commission from lst April, 1984 and that out of the amount allocated for Tripura for five years from 1984-85 the amount of about Rs. 30 crores allocated for 1984-85 be released to the State Goverment of Tripura during the current Financial year 1984-85.

(It was put to voice vote and passed)

SHORT DISCUSSION ON MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

শ্রীমতিলাল সরকার : —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিষয়টি আলোচনার জন্য এনেছি সেটি হচ্ছে 'ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে'। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সব দিকেই সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাংলাদেশ-এর সীমান্ত প্রায় সাত ও আট কিলোমিটার। একটি মাত্র রাস্তা আছে যা দিয়ে ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তের নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার প্রশ্ন এসেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত কয়েক মাস ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কিছু অশুভ শক্তি একটা কৃত্রিম উপায়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায় কি না চেষ্টা করে আসছিল। সেই অবস্থায় আমি মনে করি যে সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত বি. এস. এফ, দ্বারা এই রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে বি. এস. এফ. ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার পর্য্যন্ত রয়েছে যেখানে বি. এস. এফ-এর কোন ক্যাম্প নাই, এই রকম জায়গাও আছে। এর উপর ভিত্তি করে সীমান্ত এলাকায় বিশেষ করে এক থেকে দেড় কিলোমিটার এরিয়াতেই ডাকাতি বেশী হচ্ছে এবং বনজ সম্পদও এই রাজ্য থেকে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে এই সীমান্ত এলাকা দিয়ে। এবং এই ডাকাতির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে সিধাই, আমতলী, বিশালগড়, সোনামুড়ার যাত্রাপুর, খোয়াইর আশারামবাড়ী এই সব থানা এলাকায় ডাকাতির ঘটনা বেড়েই চলছে। সেই ডাকাতিগুলি যে সব জায়গায় হচ্ছে এইসব জায়গাগুলি যদি আমরা লক্ষ্য করি তা'হলে দেখা

যাবে যে সেগুলি বি. এস. এফ. ক্যাম্প যেখানে আছে তার এক দেড় কিলোমিটার সীমান্তে। কাজেই এইসব ডাকাতির ঘটনার পরেই তারা বাংলাদেশে চলে যায়। এবং শুধু ডাকাতিই নয়, এইসব এলাকা থেকে বহু বনজ সম্পদও বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য সেই সীমান্ত রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রতিরোধের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করছেন না।

শ্রীমতিলাল সরকার :— খোয়াই—আশারামবাড়ী এই এলাকাতে গাছ শেষ হয়ে গেছে। এমনি করে বন খালি করা হচ্ছে। মনুঘাট থেকে আরম্ভ করে সে দিকের পাহাড়ের বাঁশ পাচার হচ্ছে, কাঠ পাচার হচ্ছে। এগুলি পাচার করে দেওয়ার জন্য সীমান্ত এলাকা মুক্ত করে রাখা হয়েছে। সোনামুড়া কাঁঠালিয়া এলাকার বনজ সম্পদ বাংলাদেশে পাচার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার জন্য প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, সীমান্তে বি. এস. এফ, রাখা হয়েছে এবং তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, এর মধ্যেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেটা আমি তুলে ধরতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। ঈদের দিনে সোনামুড়া থেকে বক্সনগর যাওয়ার পথে মেইন রাস্তার উপর দিয়ে সশস্ত্র হয়ে সেই সংখ্যালঘুরা ঈদের গরু নিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে এক কিলোমিটার, সেখানে কয়েকজন আহত হয়েছে। তারপর দেখছি বি. এস. এফ, কোন ব্যবস্থা নেয় নি। কমলাসাগরে কয়েকমাস আগে সংখ্যালঘু গ্রামে রীতিমত হামলা, একজন কৃষককে মারধোর করা হল। বি. এস. এফ, কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। ওরা বলে যে আমরা রাজ্য সরকারের আওতায় নেই। এই জিনিষটা আমি আই, জি, পি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে নিয়েছিলাম। পরে অবশ্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এইভাবে সীমান্ত এলাকায় খুন, রাহাজানি, ডাকাতি হচ্ছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে বোর্ডারের শৃঙ্খলা দেখবেন। সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেবেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরসাদ একটা হুমকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। সীমান্তে লুটপাট ডাকাতির সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীই দায়ী। ডাকাতিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ডাকাতরা একই ধরণের রাস্তা দিয়ে বাংলাদেশে নেমে যাচ্ছে। অথচ বি. এস, এফ, সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন না। ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও বি, এস, এফ, বাহিনী বেশ প্রশংসা যোগ্য কাজ করছেন কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে তারা গাফিলতি করছেন সেটা তুলে ধরছি। এটা তাদেরও দোষ নয়। কারণ তারা যে সরকারের অধীনে কাজ করছেন সেই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই এমনটা হচ্ছে। সেইজন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই যে সীমান্তে তিন কিলোমিটারের মধ্যে যাতে একটা করে ক্যাম্প থাকে

থাকে এবং ক্যাম্পগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তাদের অর্ধেক ফোর্স তাদের যে দৈনন্দিন দায়িত্ব তারা সেটা পালন করছেন না। মাত্র ৪/৫ জন তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। সেইজন্য আমি এই সভার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তারা যেন স্ব-স্ব ব্যাটেলিয়ান নিয়ে রাজ্যের পুলিশ, পঞ্চায়েত তাদের সংগে পরামর্শ করে পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে সীমান্ত পাহারা দেয়। এবং সীমান্ত যেন সিল করে দেওয়া হয়।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সেকেরকোটের অনেক ভেতরে আজকে ডাকাতি হচ্ছে। যখন সীমান্ত উন্মুক্ত থাকে তখন এই রাজ্যের সমাজ বিরোধীদের সহযোগিতায় ডাকাতি করে। কাজেই সীমান্ত যাতে সীল করে দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করা উচিত। তৎ সঙ্গে আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ২/৪টি কথার উল্লেখ করছি। আমরা জানি, ডাকাতির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন বলেই আমতলীতে নূতন থানা সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই আমতলী থানা কি অবস্থায় আছে ? আমি জানি, ডাকাতি হওয়ার পর খবর দিয়ে, চিঠি দিয়েও ১৫।২০ দিনের মধ্যে একটা এনকোয়ারী হচ্ছে না। আমি এ বিষয়ে পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। জানি না, পরে কি হয়েছে। সেকের-কোটে ডাকাতি হওয়ার পর আমি নিজে থানায় গেছি। কিন্তু সেখানে তখন কেউ নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে দেখি, থানা থেকে জীপে করে বাংলাদেশের মাছ কি করে ধরা যায় সেটা দেখেন। নিশ্চয়ই এটা দেখবেন। খুবই ভাল কাজ। নিরাপত্তার প্রশ্নে রাজ্য পুলিশ যে দায়িত্ববান আছেন তা দেখান উচিত। কিন্তু থানায় কেহ থাকবেন না তা তো হতে পারে না। কাজে কাজেই যে সব থানায় এ রকম চলছে তা বের করে সংস্কার করা উচিত। আমরা দেখেছি, ঈদের দিনের জন্য গরু নিয়ে, চড়িলাম থেকে ৪।৫ জন লোক আসছিল। পুলিশের একটি জীপ গাড়ী টি, আর, পি. ৬০ সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তারা পারমিট দেখানো সত্ত্বেও তাদের মারধোর করে এবং টাকা-পয়সা লুটপাট করে। সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে সেই পুলিশ অফিসার কি কোন সরকারী কাজে গিয়েছিলেন ? যদি সরকারী কাজে গিয়েও থাকেন, তাহলে পারমিট দেখান সত্ত্বেও কেন তাদের মারধোর করা হল, কিংবা টাকা-পয়সা লুটপাট করা হল ? সরকারী কাজের নাম করে যারা এই সব কাজ করছেন, তারা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পরিচিত নন। কিংবা আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ধুয়া যারা তুলেন সেই সব লোকের সাথে কাজ করে চলছেন। এ জিনিসগুলি খতিয়ে দেখার দরকার আছে।

(এট দিস্ ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

আমাকে স্যার, দু'মিনিট সময় দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনা করে বা জনগণের মধ্যে যারা বর্ডার পাহারা দেয় তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, সারাদিন পরিশ্রম করে রাত্রিতে পাহারা দিতে তাদের খুবই পরিশ্রম হয়। পাহারার প্রথম দিকে খুব উৎসাহ থাকলেও পরে ভাটা পড়ে যায়। কাজে কাজেই রাজ্য সরকার থেকে তাদের জন্য কিছু লাইট রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করা যায়

কিনা সে বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এতে তাদের উৎসাহ বাড়বে। তার জন্যই এ কথা এখানে রাখলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমি পুনঃর্বার দাবী রাখতে চাই, সীমান্ত ব্যবস্থাটি খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। তাছাড়া, বি, এস, এফকে সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করলে ভাল হয়। বাংলাদেশ বর্ডার ডাকাত দল ব্যবহার করছে। কাজেই বাংলাদেশের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে, কথা বলে বর্ডার সীল করার কাজে এগিয়ে আসুন। সেই সাথে রাজ্য সরকারের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যদি সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার না থাকে, তাহলে রাজ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন না। কারণ বলা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যের সবটাই বাংলাদেশের বর্ডার। এইসব কারণেই আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখছি, এবং রাজ্য সরকারও যাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে চাপ দেন সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় যে আলোচনার অবতারনা করেছেন তাকে সমর্থন করে ২/৪টি কথা বলছি। প্রথমেই আমাকে বলতে হয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে যে বর্ডার আছে তা ৮৩৯ কিলোমিটার। ত্রিপুরা রাজ্যের এলাকা হচ্ছে ১,১০০ কি. মিটার, তার মধ্যে ৫৩ কি. মি. আসামের সঙ্গে এবং ১০০ মাইল মিজোরামের সঙ্গে। প্রায় তিন দিকেই বাংলাদেশ। এমনি একটি অবস্থায় আমরা ত্রিপুরার মানুষরা বসবাস করছি। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই সীমান্ত জনিত যে সব অপরাধ সংঘটিত হয় সে অপরাধ বিভিন্ন সীমান্ত রাজ্যেও আছে। আমরা কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তে কাটা তারের বেড়া দেবেন, আমাদের সীমান্ত এলাকায় চৌকি বসানো হবে, এবং কোন কোন জায়গায় টাওয়ার প্রতিষ্ঠা করে সেই সব টাওয়ার থেকে লক্ষ্য রাখা হবে যাতে অপরাধ করতে ঢুকতে না পারে। কিন্তু সাথে সাথে আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের আপত্তির ফলে আমাদের সীমান্তে আমরা বেড়া দিতে পারছি না। এটা কি রকম কথা তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। বোধগম্য হচ্ছে না এই কারণে, আমরা আমাদের দেশে বেড়া দেব তাতে বাংলাদেশের আপত্তি থাকার কি কারণ থাকতে পারে? তা ছাড়া, বাংলাদেশের আপত্তি থাকলেই বা আমাদের কেন বন্ধ করে রাখতে হবে? কেন হচ্ছে না তার জন্য অনেক কারণ থাকতে পারে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও জড়িত থাকতে পারেন। এটা অবশ্য আমার সন্দেহ। বাংলাদেশে ঘাটি করে যে সম্পূর্ণ পূর্ব্বাঞ্চলের

মধ্যে গোলমাল চালান হচ্ছে তা সবাই জানে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এসেও গোলমাল করছে। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও সীমান্ত রাজ্যে কোন রাস্তা নেই। যে রাস্তা দিয়ে এখানে বি. এস. এফ-এর গাড়ী চলাচল করতে পারে কিংবা আমাদের আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা যাতায়াত করতে পারেন। এই রকম অবস্থার মধ্যে আমরা আছি। এখানে সীমান্ত দিয়ে সমস্ত কিছু পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাঁশ, কাঠ সমস্ত কিছু পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমার সাব্রুমে টহলদারী দেওয়া হতো। তাতে কি পাচার বন্ধ হয়ে গেছে? তা হয়নি? সমস্ত কিছুই চলে যাচ্ছে। আমাদের বি. এস. এফ. ক্যাম্প কিছু কিছু দূরেই আছে। আগে বলা হত, বি. এস. এফ. ক্যাম্প ঘন ঘন নেই বলেই এই পাচার রোধ করা যাচ্ছে না। গরু চুরি হচ্ছে, কাঠ চুরি হচ্ছে। গত ১১ মাস আগে সাব্রুমের রাজকুমার বসাকের বাড়ী থেকে গরু চুরি হয়ে যায়। ডাকাতরা বাংলাদেশের রায়পুর বি. ডি. আর ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়।

তারপর এখান থেকে যখন বলা হয় যে তাদের ক্যাম্পে গরু আছে, তখন বি. ডি. আর, অস্বীকার করে। তারপর যখন বি. এস. এফ. এবং বি. ডি. আর-এর মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং হল তখন তারা বলল যে ক্যাম্প থেকে গরু চুরি হয়ে গেছে। এরকম ঘটনা একটার পর একটা হচ্ছে। সাব্রুমের কাঁঠালতলী ক্যাম্প থেকে আধা কিলোমিটার দূরে ছোটবিল ক্যাম্পের কাছে ডাকাতি হলো। আমরা দেখেছি সেখানে একটা নয় অনেকগুলি ডাকাতি হয়েছে। ২৬শে আগষ্ট রবিবার দিন রাত্রি ১১ টার সময় বিজয় নগরের বাসিন্দা জগবন্ধু দাসের বাড়ীতে ডাকাতি হলো, সেই দিন সেই এলাকাতে রাত্রি সাড়ে ১১ টার সময় প্রসন্ন ভৌমিক-এর বাড়ীতে ডাকাতি হলো। তারপর সেই এলাকার মধ্যেই ৩০শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার দিন বি. এস. এফের ছোটবিল ক্যাম্প থেকে এক কিলোমিটার দূরে এবং বর্ডার থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে রাত্রি ১১ টার সময় প্রথম অমূল্য দাসের বাড়ীতে এবং পরে সাড়ে ১১ টার সময় জগবন্ধু দাসের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। তারপর ঐ ক্যাম্প থেকে আধা কিলোমিটার দূরে চিত্তরঞ্জন দাস, পিতা অতুল চন্দ্র দাস, তার বাড়ীতে ডাকাতরা দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা টের পেয়ে বি এস. এফ. ক্যাম্পে খবর দেয় যে এখানে ডাকাতি হচ্ছে, তোমরা সাহায্য কর। সেখানে যে খবর দিল তার নাম হচ্ছে দামোদর ভৌমিক, বাড়ী বিজয়নগর। তাকে বি. এস. এফরা বলল যে-তুম ডাকাত হ্যাঁ, তুমকো হাম গুলি করেগা। তাকে সেখানে বসিয়ে রাখল। তারপর যখন গুলির আওয়াজ শুনল, তখন তারা তাকে বলল যে—তুম ভাগো। সে বি. এস. এফকে সাহায্য করার জন্য হাত জোর করে থাকলো। ডাকাতরা ডাকাতি করে চলে গেল রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময়। আর বি. এস. এফ. সেখানে গেল ভোর ৪ টার সময়। আমি সেখানে সকালবেলা গিয়ে দেখি বি, এস, এফ-এর একটা বিরাট বাহিনী ষ্ট্যাণ্ড বাই ডিউটি দিচ্ছে। আমি

বললাম-এখন আর ডিউটি দিয়ে কি হবে ? ওরা বলল যে-বড়া সাহেব আয়েগা, ইসলিয়ে মেরা ডিউটি দেতা হ্যায়। বড় সাহেব আসবেন, তাই তারা ডিউটি দিচ্ছেন। কিন্তু মানুষ মরে গেল, চিত্ত দাস মরে গেল, সেদিকে ওদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এই এক সপ্তাহের মধ্যে কতগুলি ডাকাতি হয়ে গেল। আরও মজার ব্যাপার স্যার, ২৬শে আগষ্ট যেদিন প্রথম ডাকাতি হলো, তার আগের দিন ২৫শে আগষ্ট বাংলাদেশের বি. ডি. আর-এর সংগে আমাদের বি, এস. এফ-এর একটা ফ্ল্যাগ মিটিং হলো। ফ্ল্যাগ মিটিং-এ কি হয়েছে তা আমরা জানিনা। এই বাংলাদেশের ডাকাতদের, আমাদের সন্দেহ হচ্ছে বি. ডি, আরেরাই ডাকাতি করছে। হয়তো আমাদের দেশের কিছু লোক ওদের সংগে জড়িত থাকতে পারে। বি, এস, এফকে খবর দিতে গেলে ওরা বলে-কয়ৌ শালা নেহী অয়েগা। কেউ সাহায্য করতে আসবে না। আমরা বুঝতে পারছিনা ব্যাপারটি কি? একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে আমরা আছি। স্যার, আসামে কোহীমাতে আমরা দেখেছি ৩ কি. মি. অন্তর অন্তর বি. এস. এফ ক্যাম্প আছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বি. এস. এফের ক্যাম্পের দূরত্ব হচ্ছে কোন জায়গায় ৮ কি. মি. কোন জায়গায় ১০ কি, মি, আবার কোন জায়গায় ১৫ কি, মি, । কি করে সমস্যার সমাধান হবে ? শুধু তাই নয় বাংলাদেশী ডাকাতরা এখান থেকে কাঠ চুরি করে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা টের পেয়ে বি, এস, এফ ক্যাম্পে গিয়ে খবর দিলে, গ্রামবাসীদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে, কেন তারা বি, এস, এফকে খবর দিল। যারা খবর দিয়েছে তাদের নাম হচ্ছে রথ্যা ত্রিপুরা, বেচু ত্রিপুরা, পতি কুমার ত্রিপুরা, ওদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে বলছে যে তোমরাই খবর দিয়েছে যে এখান থেকে কাঠ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে এবং এখান থেকে এস, ডি, ও, ডি, এফ, ও রেঞ্জার এবং বি, এস, এফ অফিসাররা গেলেন ভিসিট করতে। সেখানে তারা গিয়ে দেখেন শত শত শাল কাঠের গুড়ি পড়ে আছে, একটার মধ্যেও কোন মার্কা নাই। এই শর্মা সাহেবই বাংলাদেশে সমস্ত পাচার করছেন। বি, এস, এফ যদি এভাবে অন্যায় কাজের সংঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে, আমাদের নিরাপত্তা কিভাবে রক্ষিত হবে আমি বুঝতে পারছি না স্যার। তাই আমি বলছি আমরা শুধু মাত্র বি, এস, এফের উপর নির্ভরশীল হতে পারি না, অবিলম্বে বর্ডার এরিয়াতে কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে যাতে বাংলাদেশীরা সহজে এ রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে। প্রত্যান্ত অঞ্চল সমূহে যে সব মানুষ আছে তাদেরকে রক্ষা করার নিমিত্ত ভারত সরকার যাতে ইতিমধ্যেই কাঁটা তারের বেড়া দেন এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীযাদব মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বর্ডার এরিয়া সম্পর্কে বলতে গেলে একটা বড় সুন্দর ইতিহাস হয়ে যায়। সীমান্তাঞ্চলগুলি পাহারায় নিযুক্ত আছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বি, এস. এফ বাহিনী। এদেশে যাতে কোন বাংলাদেশীর অনুপ্রবেশ না ঘটে, সীমান্তাঞ্চলগুলিতে চোরাকারবারী বন্ধ করার দায়িত্বে তারা নিযুক্ত আছেন। কিন্তু দেখা গেল তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। আমার বাড়ী থেকে দেড় কি. মি. দূরে বি, এস, এফ ক্যাম্প আছে। বি, এস, এফ, ক্যাম্প হওয়ার পর সেখানে কোন দিন ডাকাতি হয়নি। কিন্তু গত ৩/৪ মাসের মধ্যে সেখানে তিনটি ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতি হল বি. এস, এফ ক্যাম্প থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। বি, এস, এফ ক্যাম্পে খবর দিতে গেলে, মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মহোদয় তাঁর ভাষণে বি, এস, এফদের ব্যবহার সম্পর্কে যা বলেছেন, ঠিক তেমনি জবাবই তারা খবরদাতাকে দিয়েছেন। একজন মুসলমান বাড়ীতে ডাকাতি হলো, সেখান থেকে বি. এস, এফ, ক্যাম্প মাত্র ১ কি. মি, দূরে। ডাকাতির খবর ক্যাম্পে দেওয়া হলে তারা বলল-মুসলমান বাড়ীতে টাকা পয়সা এলো কোথা থেকেরে বেটা, যাও ভাগ। এইভাবে ধমক দিয়ে তাদের বিদায় করে দিল। তারপর আমরা দেখেছি এই সীমান্তাঞ্চল দিয়ে বস্তায় বস্তায় মশলাদ্রব্যাদি পাচার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। চোরা কারবারীদের সংগে যদি বি, এস, এফের যোগসাজস না থাকে তাহলে এটা কি করে সম্ভব ?

সমস্ত জিনিষই পাচার করা হয় মাছ থেকে শুরু করে চিড়া, লংকা, তৈল, চাউল, ডাল, অবশ্য বাংলাদেশ থেকেও কিছু কিছু জিনিষ আসে বিশেষ করে মাছ। এই সব আমার নিজের চোখে দেখা তাই বলছি কেন্দ্রীয় সরকারের যদি গোয়েন্দা থাকে তাহলে আহ্বান করবো, আসুন আপনারা এসে দেখুন, যে কোন সময় আসলেই দেখতে পারবেন ইচ্ছা হলে আজকে সন্ধ্যার সময় গেলেও দেখতে পারবেন। একটু আলাদাভাবে থাকলে তাদের আলাপ আলোচনা সমস্ত, কিছু শুনতে পাবেন। গরু চুরি এটা তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, ক্যাম্পের সামনে দিয়ে গরু চুরি করে নিয়ে যায়, আমি নিজে দেখেছি। তাই এই বিধানসভায় আমি বলছি এই বর্ডারগুলি সম্পর্কে বিশেষ করে যারা বর্ডার এরিয়াতে বসবাস করেন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ কখন কি হবে কেউ বলতে পারবেন না, কার বাড়ীতে চুরি হবে, কার বাড়ীতে ডাকাতি হবে বলা মুস্কিল। বিশেষ করে চোরা কারবারী যারা। তারা লক্ষ লক্ষ টাকার মাল পাচার করছেন প্রতি মাসে। এই সমস্ত দেখে শালবাগানে গিয়ে আমি নিজে বলেছি, বলার পর ট্রাফ চেইঞ্জ করে দিয়েছেন, কিন্তু যেইমাত্র ট্রাফ চেইঞ্জ করা হলো তখন ওদের সঙ্গে নূতন ট্রাফদের খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হয়ে যায় কিছুদিন যাবার পর থেকেই। মাননীয় অন্যান্য সদস্যরা যে সমস্ত কথা বলেছেন এই বর্ডার

এরিয়া সম্পর্কে আমিও তাদের সঙ্গে একমত পোষন করছি। তাই আমি আজকে এই হাউসে কেন্দ্রীয় সরকার এই বর্ডার এরিয়াতে যাতে আরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন তার জন্য আবেদন রাখছি। বিশেষ করে রাজ্য সরকার যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই বর্ডার এরিয়া নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন তার জন্য আবেদন রাখছি। কারণ তা না হলে বর্ডার এরিয়ার গ্রামের মানুষ কোন দিন শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না, বিশেষ করে কিছু সংখ্যক লোক স্মাগলিং করে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা। গ্রামে মানুষ গরুর ঘরে শুয়েও গরু রাখতে পারেন না। তাই অনেকে এখন গরু রাখা বন্ধ করে দিয়েছেন। তার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন রাখছি এই সমস্ত কৃষকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে, তা না হলে সেই সমস্ত জমি অনাবাদী থেকে যাবে। সংক্ষিপ্ত আকারে আমার বক্তব্য রেখে এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কারণ এটা অত্যন্ত: গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং আমি গুরুত্ব নিয়েই এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি। আমরা জানি, এই ত্রিপুরা রাজ্য চতুর্দিক থেকে বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত হয়ে আছে এবং এই দেশে এমন একটা শাসক গোষ্ঠী সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সামরিক শাসন চলছে এবং গোটা দেশের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থায় পৌচেছে তার বিস্তার সীমান্তবর্ত্তী রাজ্য ত্রিপুরাতেও এসে তারা বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ হিসাবে দেখছি তাদের আক্রমণের ফলে আমাদের রাজ্য নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের সাথে মদত দিচ্ছে টি, এন, ভি। তারা খুন খারাপি করে বাংলাদেশে চলে যায় তার জন্যই সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। এই সমস্ত জিনিষের সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক চোরাকারবারী অবশ্য যুক্ত আছে। গ্রামে যারা কাঠ পাচার করে তারা নানাভাবে আক্রমণ করার জন্য কিছু কিছু ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা আশারাম বাড়ীতে কাঠ পাচারের চোরাকারবারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অত্যন্ত মূল্যবান কাঠ পাচার হচ্ছে, তাই আমি আজকে এই হাউসে কাঠ পাচার সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করবো আপনারা এটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের সীমান্ত-রক্ষী বাহিনী বি, এস, এফ কোন কোন ক্ষেত্রে তারা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের দায়িত্ব থাকে না।

আমরা দেখেছি অনেক সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। বিধানসভার

নির্বাচনের কয়েকমাস আগে, রাত্রিবেলা গ্রামের মধ্যে একটা বাড়ীতে গরু চুরি হয়, তখন গ্রামবাসীরা বেরিয়ে আসে। তখন বি, এস, এফরা তাদের সাহায্য করে নি। বরং তাদেরকে গালি গালাজ দেয়, তোমরা ত ইনক্লাব কর। তবে কিছু বি, এস, এফ এমন কাজ করলেও সবাই যে খারাপ আমি সে কথা বলছি না। আমরা এখন এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছি। কাজেই আজকে সীমান্ত অঞ্চলে যাতে এইসব দুর্নীতি না ঘটে, চুরি না হয়, পাচার না হয়, তার জন্য আরও সি, আর; পি ব্যাটেলিয়ান দরকার। এই সি, আর, পি, সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এইটা বলা যেতে পারে এই বর্ডার সবচেয়ে দীর্ঘ পশ্চিম ত্রিপুরাতে এবং বেশী ডাকাতি হয়। অন্যান্য জেলাতে বর্ডারের সংখ্যা, ডাকাতের সংখ্যা কম। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এই দায়িত্ব প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের। সেদিক থেকে আমরা মাত্র ৬ ব্যাটেলিয়ান বি, এস, এফ চেয়েছিলাম। যার ফলে উত্তর দিকে ১০০-১০ কিলোমিটার বাদে একটি করে বি, এস এফ ক্যাম্প, আর এই দিকে ১০-১২ কিলোমিটার দূরত্বে একটি করে ক্যাম্প। আমরা অন্তত: ৮ কিলোমিটারের মধ্যে যাতে একটি ক্যাম্প হয় সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। একটা নতুন ব্যাটেলিয়ান দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রধানতঃ পূর্ব সীমান্তের জন্য, যেদিকে সন্ত্রাসবাদীরা, টি,-এন, ভি-রা যাতায়াত করে। কাজেই বর্ডারগুলিতে ডাকাতি হচ্ছে সেখানে খুব একটা বি, এস, এফ শক্তিশালী হবে কিনা, এখানে যে বি, এস, এফ আছে তা দিয়ে শক্তিশালী হবে কিনা সন্দেহ আছে। আরও ২টি বি, এস, এফ ব্যাটেলিয়ান আমরা চেয়েছি। যদি এই দুইটি পেয়ে যাই তাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করার জন্য আরও ৩টি সি, আর, পি, এফ, ইউনিট আমরা চেয়েছি। সেটা যদি পাই তাহলে কিছুটা শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে একমত নই। কোন জায়গায় যদি দুর্নীতি করে থাকে তাহলে অভিযোগ জানাবেন। তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। তাদের সেই কাজে সব গ্রামবাসীদের যারা বিশেষ করে বর্ডারের কাছে থাকেন তাদের সাহায্য করতে হবে। তারা যদি সাহায্য না নেন, তাহলে সেখানে বি, এস, এফের আই, জি, আছেন, ডি, আই, জি আছেন আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যদি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে বি, এস, এফের বিরুদ্ধে। তবে এ যে হোল সব বি. এস, এফকে দোষ দেওয়া উচিত না। মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যারা ডাকাতি করতে আসে তারা সশস্ত্র হয়েই আসে. তাদের দ্বারা বি, এস, এফরা যোগাক্রান্ত হয় না তা না, বি, এস, এফরাও আক্রান্ত হয়। মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে

পারি যে প্রধানতঃ আমরা যেটা চেষ্টা করছি, তার মধ্যে ২-১টি পার্টি আরো যাতে সক্রিয় হয়, তাদের হাতে যে সমস্ত জিনিসপত্র দেওয়ার দরকার সেগুলি রাজ্য সরকার যদি দিতে পারেন সারা ত্রিপুরায় না হলেও পশ্চিম ত্রিপুরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন জায়গায় ব্যাবস্থা নেওয়া দরকার। বিশেষ করে বিশালগড়ে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা খুবই ভাল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই রকম যাতে আরও ৪-৫ টা জায়গায় করা যায় পুলিশ অফিসাররা এইসব কর্মসূচী নেন সেইসব ক্ষেত্রেতে রাজ্য সরকার সব রকম সাহায্য করবেন। ত্রিপুরাতে যেসমস্ত বি, এস, এফ, রয়েছে তারা যাতে মোবাইল হতে পারে সেদিক থেকে আমরা বি. এস. এফ যারা অফিসারস রয়েছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যেসব জায়াগাতে ডাকাতি হচ্ছে সেখানে সেড করার জন্য, সেখানে রাত্রিবেলা গরু বাছুর রাখা যায়। এগুলি করার প্রস্তাব রয়েছে। ফরেষ্ট প্রটাক্‌শান পার্টি আমরা ইতিমধ্যে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি. তাদের যাতে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, অস্ত্র তাদের দেওয়া যায়, তারা বি, এস, এফের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারবে। কোন কোন জায়গাতে ১৪৪ ধারা জারী করে যাতে বাংলাদেশীরা রাত্রি বেলায় যাতায়াত না করতে পারে। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাদের বন্দুক আছে এবং যারা নতুন বন্দুকের লাইসেন্স নিতে চায়. বিশেষ করে যেসব জায়গাতে ডাকাতি হচ্ছে তাদের লাইসেন্স দেব তাদের আত্মরক্ষার জন্য। গাঁও পঞ্চায়েতগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। আপনারা লক্ষ্য করবেন, আমি একটি ফিগার দিচ্ছি আগের তুলনায় অনেক বেশী বাংলাদেশী যাতায়াত করছে। ১৯৮৩তে বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৮৩ জনকে পুশ ব্যাক করানো হয়েছে। এই বৎসরে আমরা দেখেছি জুলাই পর্য্যন্ত এই সংখ্যা ৪৬৩৩। এইভাবে বাংলাদেশী রাজ্যের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। পুশ ব্যাক হয়েছে সেটা ভাল কথা। পঞ্চায়েতের লোকদের সক্রিয় হতে হবে।

১৯৮৩ টু	১৯৮৪ আগষ্ট
২৩	৪৪ ডিটেক্‌টেড
৭০	১৫৬ ক্যাটল লিফটিং হয়েছে
৫২	৯৮ ক্যাটল রিকাভারড

দি নাম্বার অফ বাংলাদেশীস্ ডিটেকটেড অ্যাণ্ড পুশড ব্যাক ১৯৮৩ টু ৮৪ জুলাই ৯৭৮, এবং ৪,৬৩১।

কতগুলি দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। সেগুলি শক্তিশালী করার যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলি বি, এস. এফের আই, জি আছেন, সদস্যরা যেসব অভিযোগের কথা বলেছেন এগুলি তার নজরে আনা যায় কিনা তা আমরা দেখব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামীকাল ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 32
Name of M. L. A :—Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে রাজ্যে কোন্ কোন্ রাস্তায় টি, আর, টি. সি, বাস চালু করার পরিকল্পনা আছে ;

২। খোয়াই-উদনা রোডে টি. আর. টি, সি বাস চালু করার পরিকল্পনা বর্ত্তমান বৎসরে বাস্তবায়িত হবে কি ?

৩। না হলে তার কারণ এবং কবে নাগাদ ঐ রুটে T. R. T. C. বাস চালু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। বর্ত্তমান বৎসরে (ক) আগরতলা—আশারামবাড়ী (সুবল সিং হইয়া) (খ) ধর্মনগর—পানীসাগর (তিলথৈ হইয়া) (গ) আগরতলা—চেলাগাং ও (ঘ) আগরতলা—উদয়পুর (জম্পুইজলা হইয়া) রাস্তায় টি, আর, টি, সি. এর বাস চালু করার পরিকল্পনা আছে, এর মধ্যে আগরতলা—চেলাগাং ও আগরতলা—উদয়পুর (জম্পুইজলা হইয়া) আগরতলা—আশারামবাড়ী রাস্তায় টি, আর, টি, সি-এর বাস সার্ভিস চাল্ করা হইয়াছে। শুধুমাত্র ধর্মনগর—পানীসাগর তিলথৈ রুটে সার্ভিস চালু করা যায়নি। আগরতলা—আশারামবাড়ী রুটে বাস সার্ভিস আপাতত বাচাইবাড়ী পর্য্যন্ত যাইতেছে।

২। খোয়াই থেকে উদনা পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি-র বাস চালু করার পরিকল্পনা আপাতত নাই।

৩। রাস্তা বাস চলাচলের উপযুক্ত হইলে সার্ভিস চালু করার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 38

Name of M.L.A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Name of Minister :— Minister-in charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। ক) ইহা কি সত্য যে খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কর্তৃক বেকার যুবক ও চর্মশিল্পিদের জন্য সেড নির্মাণের উদ্দেশ্যে খোয়াই সুভাষ পার্ক রাস্তার পাশে বহু অর্থ ব্যয়ে ভরাট করা জমিতে রাতারাতি কিছু অব্যবসায়ী ও স্থায়ী দোকানদার জোর করে ঘর তুলে ফেলেছেন ;

খ) সত্য হলে অবৈধ দখলকারী ব্যক্তিদের ঐ জমি থেকে উচ্ছেদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

গ) বর্তমান আর্থিক বৎসরে খোয়াই শহরে কতজন বেকার যুবক ও কতজন চর্মশিল্পীকে ব্যবসায়ের জন্য সেড তৈরী করে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ক) হ্যাঁ।

খ) অবৈধ দখলকারীগণকে উক্ত স্থান হইতে উচ্ছেদ করার জন্য আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

গ) বর্তমান আর্থিক বৎসরে বেকার যুবক ও চর্মশিল্পীদের জন্য সেড তৈরীর পরিকল্পনা আপাতত নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 44

Name of M.L.A :—Shri Monoranjan Majumder

Name of Minister—Minister-in-charge of L. S. G. Department

প্রশ্ন

ক) বিলোনিয়া বাজারের ভিতরকার রাস্তাগুলি ও ড্রেইনগুলি সংস্কার ও মেরামতের কোন

পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

খ) ইহা কি সত্য যে, বিলোনীয়া বাজারে শেড্ তৈরীর প্রাক্কালে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে স্থানচ্যুত করা হয়েছিল ;

গ) সত্য হলে উক্ত সময়ে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ঐ সকল ব্যবসায়ীকে আর্থিক অনুদান সরকার দিয়েছেন কিনা ;

ঘ) না দেওয়া হলে তার কারণ ?

উত্তর

ক) হ্যাঁ, বিলোনীয়া বাজারের ভিতরকার রাস্তাগুলি ও ড্রেইনগুলি সংস্কার ও মেরামতের পরিকল্পনা প্রনয়ণের ও রূপায়ণের দায়িত্ব বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি গ্রহণ করিয়াছে।

খ) শেড্ নির্মাণের প্রয়োজনে সাময়িকভাবে অস্থায়ী চালাঘর হইতে কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অন্যত্র সরানো হইয়াছিল।

গ) হ্যাঁ। যাহাদের দোকানঘর আগুনে পুড়ে গিয়েছিল তাহাদের প্রত্যেককে ক্ষতি পূরণ হিসাবে ২০০ টাকা হারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া শেড নির্মিত হওয়ার পর ঐ সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ১টি করিয়া শেড্ বিলি করা হইয়াছে।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 45

Name of M. L. A. :— Shri Monoranjan Majumder

Name of Minister—Minister-in-charge of L. S. G. Department

প্রশ্ন

ক) বিলোনীয়া আমলাপাড়া ও রামঠাকুর পাড়ার ড্রেইনগুলি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

খ) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ সম্পাদিত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

(ক) এবং (খ)

বিলোনীয়া আমলাপাড়া ও রামঠাকুর পাড়ার কাঁচা ড্রেইনগুলি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি সময় সময় সংস্কার করে থাকেন।

Admitted Starred Question No. 47

Name of the Member :—Shri Monoranjan Majumder

Will the Hon'be Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য পর্যটনের উন্নয়নে সরকার বিগত পাঁচ বছরে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

২। উক্ত কর্মচারী রূপায়ণের কেন্দ্র হইতে লব্ধ অর্থের পরিমাণ কত ?

৩। বহিরাগত পর্যটক এখানে কী কী সুবিধা ভোগ করতে পারেন ?

উত্তর

ক) আগরতলায় একটি ১৬ শয্যাবিশিষ্ট পর্যটক আবাস নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়াও এই আবাসে ৮ শয্যাবিশিষ্ট একটি ডরমিটরিরও ব্যবস্থা আছে।

খ) ডম্বুর জলাশয়ের কাছে এবং যতনবাড়ী দুইটি পর্যটক নিবাস তৈরী করা হয়েছে।

গ) উদয়পুর (মাতাবাড়ী) এবং মেলাঘরে (রাজঘাট) দুটি পর্যটক নিবাস নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঘ) আগরতলায় একটি ইয়ুথ হোষ্টেল নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ শয্যা-বিশিষ্ট ঐ ইয়ুথ হোষ্টেল নির্মাণের কাজ এই বৎসরেই শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

ঙ) ভারত পর্যটন উন্নয়ন নিগম (আই, টি, ডি, সি,) ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে একটি দু-তারা হোটেল নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চ) পর্যটন উন্নয়ণের জন্য ইতিমধ্যেই দু'টি ট্রাভেল সার্কিট চিহ্নিত ও অনুমোদিত হয়েছে। সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে ঐ দু'টি ট্র্যাভেল সার্কিট অন্তর্গত পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়ণে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ছ) রাজ্যের দর্শণীয় স্থানগুলি পরিদর্শনের সুবিধার্থে পর্যটন বিভাগ কনডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য দুইটি লাক্সারী কোচ চালু করা হয়েছে।

জ) মেলাঘরের রুদ্রসাগর সংলগ্ন নীরমহলের সংস্কার এবং সংরক্ষণ সহ রুদ্রসাগরে নৌকা ভ্রমণের বিশেষ সুবিধাদানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝ) রাজ্যের প্রধান প্রধান উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে পর্যটন উৎসব পালনের মাধ্যমে বহির্রাজ্যের পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঞ) রুদ্রসাগরে নৌকা বাইচ্ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য।

ট) রাজ্য ও বহির্রাজ্যের পত্র/পত্রিকার/বেতার দূরদর্শনের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্রের প্রতি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঠ) কলিকাতা ও দিল্লীতে দুইটি তথ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে এই খাতে সরাসরি কেন্দ্র হতে কোন অর্থ রাজ্যকে বরাদ্দ করা হয় নাই।

ক) পর্যটকদের ভ্রমণের সুবিধার্থে স্বল্প ব্যয়ে কণ্ডাক্টেড্ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে।

খ) সিপাহীজলা সহ কয়েকটি স্থানে পর্যটকদের থাকার জন্য বন বিভাগ, পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের বাংলো রয়েছে।

গ) এ ছাড়াও পর্যটকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 54

Name of M. L. A. :—Shri Direndra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) অগরতলা হইতে রাণীর বাজার ও বুড়াখা হইতে এসরাই পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি বা অন্য কোন বাস চলাচলের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

খ) যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ উহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়; এবং

গ) না থাকিলে তাহার কারণ?

২। ক) মোহনপুর হইতে মধুচৌধুরী বাজার পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

খ) যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ উহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়; এবং না থাকিলে তাহার কারণ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহণ মন্ত্রী।

১। ক) আপাততঃ নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) উক্ত রাস্তা বাস চলার পক্ষে উপযুক্ত নহে।

২। ক) না।

খ) উক্ত রাস্তা বাস চলার পক্ষে উপযুক্ত নহে।

Admitted Starred Question No. 76

Name of Member : Shri Sudhir Ranjan Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭৯ সালে আগরতলায় হরিজন ছাত্রদের জন্য একটি বোর্ডিং নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ;

২। সত্য হইলে উক্ত বোর্ডিং হাউস নির্মাণের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। উক্ত নির্মাণকার্য্য হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আনুমানিক ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ কাজ হয়েছে এবং ইটের গাঁথনী বর্তমানে একতলার ছাদ পর্যন্ত এসেছে।

Admitted Starred Question No. 97

Name of the Member : Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে টি. ভি. কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ কোন পর্য্যায়ে আছে রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ;

২। টি. ভি. কেন্দ্রের জন্য রাজ্য সরকার কোথায়ও জায়গা ঠিক করেছেন কিনা;

৩। করে থাকলে কত পরিমাণ জায়গা ঠিক করা হয়েছে এবং উহার মূল্য কত; এবং

৪। না হয়ে থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১। না।

২। হঁ্যা। আগরতলার বাঁধারঘাট এলাকায়।

৩। ৬'৪৫ একর। ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী উক্ত জমির মূল্য নির্ধারণের কাজ চলছে।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 98

Name of the Member : Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in charge of the Infomation, Cultural Affairs and Tourism Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কতটি তথ্যকেন্দ্র ও উপতথ্য কেন্দ্র আছে তার সংখ্যা?

২। এগুলির মধ্যে বর্তমানে কতগুলি চালু অবস্থায় আছে?

৩। নূতন করে তথ্য কেন্দ্র এবং উপতথ্যকেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

৪। থাকলে কোথায় কোথায় এবং কিসের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করা হবে?

উত্তর

১। ৩১টি তথ্য কেন্দ্র ও ৪১৯টি উপ-তথ্য কেন্দ্র আছে।

৩। দপ্তরে পাওয়া খবর অনুযায়ী সবগুলিই চালু আছে।

৩। হঁ্যা।

৪। উপতথ্য কেন্দ্রগুলি হবে গাঁওসভা ভিত্তিক। তথ্য কেন্দ্রগুলি হবে গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায়।

Admitted Starred Question No. 99

Name of M. L. A. : Shri Jawhar Saha

Name of Minister: Minister-in-charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে কবে নাগাদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়,

২। উক্ত এরিয়াগুলিতে নির্বাচন না করার কারণ কি ?

৩। কোন কোন নোটিফায়েড এরিয়াতে মনোনীত কমিটির মেয়াদ কবে নাগাদ শেষ হচ্ছে ?

উত্তর

১। নোটিফায়েড এরিয়া অথারিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এখনো কোন সিদ্ধান্ত বা সময় সূচী সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

২। প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে সরকার মনোনিত সদস্য দ্বারা বর্তমান নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলি গঠন করা হইয়াছে। উক্ত কমিটি গুলির কার্য্যকালের মেয়াদ এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। তাছাড়া নির্ব্বাচনের মাধ্যমে উক্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা সরকারের নাই। তথাপি নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই সরকার প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন, যাহা বিভিন্ন কারণে এখনও বলবৎ করা সম্ভব হয় নাই। নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্দ্ধারন ভোটারলিষ্ট প্রনয়ন ও যথাযথ নির্বাচনী আইন প্রনয়নের প্রয়োজন হইবে। উক্ত বিষয় সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নীরিক্ষার পর নোটিফায়েড এরিয়াতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয় সরকার যথাসময়ে বিবেচনা করিবেন।

৩। ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুর এবং বিলোনিয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথারিটিগুলির কার্য্যকালের মেয়াদ বর্তমান বৎসরের ২৮শে অক্টোবর তারিখে উত্তীর্ণ হইবে। বাকী পাঁচটি নোটিফায়েড এরিয়া অথারিটির বর্তমান কার্য্যকালের মেয়াদ নিম্নবর্ণিত তারিখে উত্তীর্ণ হইবে। সোনামুড়া, সাব্রুম, ও কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথারিটি—৭ই জুলাই ১৯৮৫ইং তারিখে এবং খোয়াই ও অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথারিটি—১১শে জুলাই ১৯৮৫ইং তারিখে।

Admitted Starred Question No. 107

Name of the Member :- Shri Rasik Lal Roy, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

QUESTION

১। ইহা কি সত্য সোনামুড়া রামঠাকুর আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু খাস জমি বন্দোবস্ত

দেওয়ার জন্য প্রায় তিন বৎসর যাবৎ স্থানীয় কিছু লোক সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছেন ;

২। সত্য হইলে উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা এলটমেন্টের কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছে কিনা ?

Answer

Minister In Charge Of The Revenue Department : Revenue Minister.

১। না মহাশয়।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 112

Name of M. L. A :—Srimati Gita Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased of state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ ইং সালের ১১ই জুলাই পর্যন্ত T.R.T C-র অধীনে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত ;

২। বর্তমানে কয়টি বাস ও ট্রাক চালু আছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহণমন্ত্রী।

১। ১১ই জুলাই ১৯৮৪ ইং পর্যন্ত—

ক) T.R T.C -র বাসের সংখ্যা ১৬০টি ও

খ) ট্রাকের সংখ্যা—৭১টি।

২। বর্তমানে ১১৫টি বাস ও ৪৯টি ট্রাক চালু অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question No. 121

Name of Member :— Smt. Gita Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। বৈশ্য কপালী সম্প্রদায়কে তপশীলি জাতিভুক্ত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠাবেন কিনা ?

উত্তর

১। বৈশ্য কপালী সম্প্রদায়কে তপশীলি জাতিভুক্ত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং এখন ও উহা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। উল্লেখ থাকে গত ৪/৮/৮৪ ইং তারিখে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য পুণঃ তাগিদও দেওয়া হইয়াছে।

Admitted starred question No. 142

Name of the member :— Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮৪ ইং সনের জুন মাসের ভয়াবহ বন্যায় কৈলাসহর বিভাগে কত সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ;

২। উক্ত বিভাগের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে কত সংখ্যক লোকের সরকারী সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে ; এবং

৩। ঐ সাহায্যের পরিমাণ কত ?

ANSWER

Minister in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১। জুন মাসে কৈলাসহর মহকুমায় কোন বন্যা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 143

Name of M. L. A : Sayed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ইং সন হইতে ১৯৮৪ সনের জুন মাস পর্যন্ত টি. আর. টি. সি-এর জন্য কত টাকা মূল্যে কতটি বাস, ট্রাক খরিদ করা হইয়াছে ;

২। তন্মধ্যে কতটি বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে ;

৩। উপরোক্ত সময়ে টি, আর, টি, সি,-এর বাস, ট্রাক ও অন্যান্য গাড়ীর Spare Parts, Tyre, Tube ইত্যাদি খরিদ করার জন্য কত টাকা খরচ করিয়াছেন তার আলাদা আলাদা হিসাব ;

৪। বর্তমানে টি, আর, টি, সি,-তে গাড়ী সহ কত টাকার Property আছে ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : পরিবহণ মন্ত্রী

১। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত নিম্নোক্ত মূল্যে বাস, ট্রাক খরিদ করা হইয়াছে :—

	সংখ্যা	মূল্য
১) বাস—	১০৭টি	টাঃ ১,৯৯,৭৮,৩৫০·০০
২) ট্রাক—	২১টি	টাঃ ৩৫,৭৫,০২৪·১০
	মোট—	২,৩৫,২৩,৩৭৪·১০

২। তন্মধ্যে ১০৪টি বাস ও ২২টি ট্রাক চালু অবস্থায় আছে।

৩। উপরোক্ত সময়ে গাড়ীর Spare Parts, Tyres, Tubes ইত্যাদি খরিদ করার

জন্য নিম্নরূপ টাকা খরচ হইয়াছে।

সন	Spare Parts	Tyre and Tube	Remarks
১৯৭৮—৭৯ সনে	১০,৬৫,৬২৪'১৭	১৯,৭২,৮৮০'১৯	
১৯৭৯—৮০ সনে	১৩,৩৬,২৯০'১৭	১৬,৭৬,২৫৮'২৯	
১৯৮০—৮১ সনে	৯,৫৮,৩৯১'১৮	২১.৭৭.৫৫৬.৮৪	
১৯৮১—৮২ সনে	১০,৮৫,৭৩৪'৯২	৩১,০৮,০৫৪'৫২	
১৯৮২—৮৩ সনে	৯.১০,৭০৬'২৫	২৭,৬৬.৬১৩'১৩	
Total—	৫৩,৫৭,৪৪৭'৬৯	১১৭,০১,৩৬১'৯৭	
১৯৮৩—৮৪ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত	হিসাব এখনও অডিটের পরীক্ষাধীন আছে	হিসাব এখনও অডিটের পরীক্ষাধীন আছে	

৪। বর্ত্তমানে T.R.T.C তে গাড়ী সহ অন্যান্য Property-এর মূল্য টা: ৩,৯৫,২৮,৩৪৭'০০। এই হিসাব ১৯৮২ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত দেওয়া সম্ভব হল। ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ ইং সনের Audit Report তৈয়ারী না হওয়ায় '৮৪ ইং সনের জুন পর্য্যন্ত হিসাব দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 151

Name of M L. A.—Syed Basit Ali.

Name of Minister—Minister-in-charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। ক] কৈলাশহর শহর উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কি পরিমাণ অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন ; এবং

খ] উক্ত শহরের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করণের জন্য বিগত ৫ বৎসরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন খাতে অর্পিত টাকার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ক] কৈলাশহর শহর উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে রাজ্য সরকার অদ্যাবধি কোন আর্থিক সাহায্য পায় নাই।

গ] কৈলাশহর শহর উন্নয়ণ ত্বরান্বিত করণের জন্য বিগত ৫ বৎসরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে অর্পিত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগ— ১৩,৯৬,৬১৫·২০— শহর উন্নয়ণ প্রকল্পের জন্য।

পূর্ত, বিভাগ— ১৬,০৮,০০০ ০০—রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য।

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ— ৬৭,৭৯,৫৩১ ০০—কৈলাশহর শহরকে বন্যার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য।

পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—১৫ ০০,০০০ ০০— জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য।

Admitted Starred Question No. 166

Name of the Member :— Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৪ ইং সনের মে মাসের বন্যায় কোন ব্লকে কত টাকার মাছ ও মাছের পোনার ক্ষতি হয়েছে, এবং

২। উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের মধ্যে সরকার থেকে কতজনকে মাছের পোনা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে (ব্লক-ভিত্তিক হিসাব) ?

ANSWER

১। ১৯৮৪ ইং সনের বিগত বন্যার ফলে ত্রিপুরায় মাছ ও মাছের পোনার আনুমানিক ক্ষতির ব্লক-ভিত্তিক মূল্যের মোট পরিমাণ এরূপ :—

ব্লকের নাম	মাছ ও পোনার ক্ষতিবাবদ মূল্যের মোট পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১) কাঞ্চনপুর	১৭·৫০
২) পানিসাগর	৫২·০৩
৩) কুমারঘাট	৩৮·১৬
৪) ছামনু	৩৭·৫৮
৫) সালেমা	৭২·৮৫

ব্লকের নাম	মাছ ও পোনার ক্ষতি-বাবদ মূল্যের মোট পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
৬) খোয়াই	১৪·৫৫
৭) তেলিয়ামুড়া	১২·৪৫
৮) মোহনপুর	৮·৮৪
৯) জিরাণীয়া	১২·১১
১০) বিশালগড়	১৫·০০
১১) টাকারজলা	৩·৬৪
১২) আগরতলা পুর এলাকা (ব্লক বহির্ভূত)	৮·১৩
১৩) মেলাঘর	৮·৩৬
১৪) মাতার বাড়ী	২৬·০০
১৫) বগাফা	৩·৫৭
১৬) রাজনগর	৩·৪৫
১৭) সাতচাঁন্দ	০·৬৭
১৮) অমরপুর	৮·১৬
১৯) ডম্বুরনগর	২·৯০
মোট :—	৩৪৬·৯৫

২। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যত সংখ্যক মৎস্য চাষীকে মাছের চারাপোনা দিয়ে সরকার থেকে এ পর্য্যন্ত সাহায্য করা হয়েছে তার ব্লক-ভিত্তিক হিসাব এরূপ :—

ব্লকের নাম	সাহায্যকৃত মৎস্য-চাষীর সংখ্যা
১) কাঞ্চনপুর	৭৪
২) পাণিসাগর (ধর্মনগর নোটিফায়েড এলাকা সহ)	৬৭৭
৩) কুমারঘাট	৫১৬
৪) ছামনু	—
৫) সালেমা	১০৭
৬) খোয়াই	২৮২

ব্লকের নাম	সাহায্যকৃত মৎস্যচাষীরসংখ্যা
৭) তেলিয়ামুড়া	২০৫
৮) মোহনপুর	৬৯৩
৯) জিরানিয়া	৩৮৩
১০) বিশালগড়	৫৩০
১১) টাকারজলা	৮৪
১২) মেলাঘর	১৫০
১৩) মাতার বাড়ী	২২৬
১৪) বগাফা	১৮৫
১৫) রাজনগর	২২০
১৬) সাতচান্দ	২৪৫
১৭) অমরপুর	৬৮৭
১৮) ডম্বুরনগর	৩৭
	মোট = ৫,৩০১

Admitted Starred question No. 168

Name of the Member : Shri Rasik Lal Roy M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। সোনামুড়া মহকুমায় মেলাঘরে কাজল সিনেমা হলটির লাইসেন্স করে দেওয়া হয়েছিল ; ৩০-৬-৮৪ইং তাং পর্যান্ত সরকার উক্ত সিনেমা হল হইতে কত টাকা টেক্স বা রেভিনিউ পেয়েছেন ;

২। এর পূর্বে যে সিনেমা হলটি সেখানে ছিল তার লাইসেন্স বন্ধ করে দেওয়ার কারণ কি, এবং

৩। উক্ত হলের মালিক থেকে কি পরিমাণ রেভিনিউ সরকার পেয়েছিলেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১। ১৯৮২ সনের ১৭ই জুন অস্থায়ী লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল ;

১৫/৬/১৯৮২ ইং হইতে ৩০/৬/১৯৮৪ সন পর্যান্ত প্রমোদকর ও সিনেমা প্রদর্শনী কর বাবদ মোট টাঃ ৪৭,৯৬৮·৯৫ প. আদায় করা হইয়াছে।

২) মেলাঘরের শ্রীদুর্গা টকিজের পূর্বতন মালিককে সিনেমা আইনানুযায়ী উক্ত সিনেমা হলের উন্নতি বিধানকল্পে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। উপযুক্ত সময় দেওয়া সত্ত্বেও মালিকপক্ষ তাহা কার্য্যকরী না করায় উক্ত শ্রীদুর্গা টকিজের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

৩) ১০/১০/১৯৭৫ইং হইতে ২০/৮/১৯৭৮ইং পর্য্যন্ত প্রমোদকর ও সিনেমা প্রদর্শনী কর বাবদ মোট টাঃ ৫০,৪০২·১৫প. আদায় করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 176

Name of M. L. A. :—Shri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minsister-in-charge of the Transport Departmant be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে ট্রাক গাড়ীর সংখ্যা কত (সরকারী ও বে-সরকারী গাড়ী মিলিয়ে);

২) ১৯৭৮ইং সন থেকে ১৯৮৪ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ট্রাক গাড়ী থেকে পথ কর বাবত কত টাকা আদায় করা হয়েছে, এবং গাড়ী প্রতি বাৎসরিক ঐ করের হার কত ;

৩) ইহা কি সত্য যে অনেক ট্রাক গাড়ী লাইসেন্স রিনিউ না করিয়ে এবং সরকারকে পথ কর না দিয়ে রাস্তায় চালু আছে ;

৪) সত্য হলে তার সংখ্যা এবং উহা প্রতিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী।

১। মোট ৩,১৯৮টি ট্রাক গাড়ী আছে। তন্মধ্যে ক) সরকারী—৬৯৯ ট্রাক, খ) বে-সরকারী—২,৪৯৯টি ট্রাক গাড়ী।

২। ক) ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং ৩০শে জুন পর্যন্ত ট্রাক গাড়ী হইতে পথকর বাবত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ—১,২১,৭৯, ৯৩২·২৫ পয়সা।

খ) গাড়ী প্রতি করের হার নিম্নরূপ ঃ—

১। ৩,০০০ কে, জি, পর্যান্ত রেজিষ্টার্ড লেডেন ওয়েটের প্রতি ট্রাক গাড়ীর জন্য প্রতি বছর দেয় পথকর—৩১৫ টাঃ।

২। ৩,০০০ কে, জি, অতিরিক্ত কিন্তু ৫,৫৬৮ কে,জি, পর্যান্ত রেজিষ্টার্ড লেডেন ওয়েট প্রতি ট্রাক গাড়ীর জন্য প্রতি বছর দেয় পথকর—৫৫২ টাঃ।

৩। ৫,৫৬৮ কে জি-র অতিরিক্ত কিন্তু ৮,৮৬০ কে, জি. পর্যান্ত রেজিষ্টার্ড লেডেন ওয়েটের প্রতি ট্রাক গাড়ীর জন্য প্রতি বছরে দেয় পথকর—৯৪৫ টাঃ।

৪। ৮,৮৬০ কে, জি-র অতিরিক্ত কিন্তু ১২,১১৯ কে, জি, পর্যান্ত রেজিষ্টার্ড লেডেন ওয়েটের প্রতি ট্রাক গাড়ীর জন্য প্রতি বছর পথকর দেয় হার—১৬১২ টাকাঃ।

৩। হ্যাঁ।

৪। ৩০১টির ক্ষেত্রে পথকর পারমিট ভেলিড নাই। এছাড়া বাকী ১১৩টি গাড়ীর পথকর বকেয়া আছে এবং ১৮৯টির ক্ষেত্রে রিনিউ নাই।

আদায়ের নিমিত্ত নোটিশ ইস্যু করা হইয়াছে।

মোটর ভেহিক্যালস্ অফিসের ফিল্ড ষ্টাফ এবং পুলিশ কর্তৃক রাস্তায় গাড়ী চেক্ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No 185.

Name of M. L. A :—Shri Buddha Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে কাঞ্চনমালা বাজার পর্য্যন্ত টাউন বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ;

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। যদি না থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহণমন্ত্রী।

১। বর্তমানে রাজ্য সরকারের এই রুটে টাউন বাস চালাইবার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। আগরতলা থেকে কাঞ্চনমালা বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি টাউন বাস চলার উপযুক্ত নহে।

Admitted Starred Question No. 213

Name of M.L.A :— Smt. Ratna Prava Das.

Will the Hon'be Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা খোয়াই রুটে বর্তমানে টি, আর, টি, সি-এর যে বাসগুলি চালু আছে সে বাসগুলির অধিকাংশ আসনই বসার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে বাসের যে যে আসনগুলি বসার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে সেগুলি পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার টি, আর, টি. সি-এর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিবেন কিনা ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী।

১। হাঁ ; ইহা সত্য যে, আগরতলা—খোয়াই রাস্তায় T.R.T.C-র কোন কোনও বাসের কিছু কিছু আসন খারাপ হইয়া গিয়াছে।

২। হাঁা, কর্তৃপক্ষ এগুলি মেরামত ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 214

Name of the M. L. A. : Smti Ratna Prava Das

Shri Rabindra Deb Barma

Name of Minister in charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

ইহা কি সত্য যে বর্তমানে পৌর করের হার পূর্বের হারের চেয়ে ৫ থেকে ১৫ গুণ বৃদ্ধি

পেয়েছে ;

২। যদি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে কিসের ভিত্তিতে এই কর এত অধিক হারে বৃদ্ধি হয়েছে ?

উত্তর

১। বঙ্গীয় পুর আইনের বিধি অনুযায়ী পুর এলাকায় প্রতিটি হোলডিং এর বার্ষিক ভাড়া মূল্য ১৯৮৪ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে পুন নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান পুর কর পূর্বের কর হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তবে গড়ে আড়াইগুণের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই।

২। বঙ্গীয় পুর আইনের বিধি অনুযায়ী আগরতলা পৌর এলাকার প্রতিটি হোলডিং এর বর্ত্তমান বাড়ী ভাড়ার নীরিখে বার্ষিক ভাড়া মূল্য ১৯৮৪ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে পুন নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। যাহাদের বাড়ীতে পানীয় জলের লাইন নাই তাহাদের ক্ষেত্রে এই বার্ষিক ভাড়া মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ এবং যাহাদের বাড়ীতে পানীয় জলের লাইন আছে তাহাদের ক্ষেত্রে শতকরা ১৪½ ভাগ হারে পুনকর ধার্য্য করা হইয়াছে। তবে করদাতাগণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া পৌর কর্তৃপক্ষ এই বর্দ্ধিত হার হ্রাস করিয়া পুনরায় পুর্বের ন্যায় ১৩½ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত অতি সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন।

পুরকর বৃদ্ধি করার কারণ নিম্নরূপ :—

ক) ১৯৭৪ ইং সনের তুলনায় ১৯৮৪ ইং সনে বাড়ী ভাড়া মূল্য বৃদ্ধি।

খ) অধিকাংশ বাড়ীতে ১৯৭৪ ইং সনের পর থেকে নূতন গৃহ নির্মান।

গ) ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ এবং ১২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এলাকায়, ১৯৭৪ ইং সনে বাড়ীর বার্ষিক ভাড়ার মূল্যের উপর হোলডিং, রাস্তার জল এবং রাস্তার লাইটের জন্য মাত্র শতকরা সাতটাকা (৭%) হারে কর চালু ছিল। ১৯৮৪ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ঐ সব এলাকায় কনসার্ভিন্সী সার্ভিস এর জন্য আরও শতকরা তিন টাকা (৩%) হারে কর চালু করিয়া অন্যান্য এলাকার মত মোট শতকরা দশ টাকা (১০%) কর ধার্য্য করা হয়।

ঘ) ১৯৭৪ ইং ও ১৯৮৪ ইং সনের মধ্যে হোলডিং এর বার্ষিক ভাড়া মূল্য পূর্বে সংশোধন করা হয় নাই, যদিও পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর বার্ষিক ভাড়া মূল্য সংশোধন করার বিধান প্রচলিত আইনে আছে। ফলে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি না হয়ে এক সাথে হোলডিং এর বার্ষিক ভাড়া মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে

Admitted Starred Question No. 219

Name of Member : Shri Rudreshwar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের নিউক্লিয়াস বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত ;

২। কি কি খাতে এবং কি পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ ব্যয়িত হয়ে থাকে ;

৩। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। রাজ্য পরিকল্পনা খাতে মোট ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা এবং বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা খাতে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা। সর্বমোট ৯ (নয়) লক্ষ টাকা।

২। ক) যে সমস্ত ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নহে সেই সব ক্ষেত্রের উন্নয়নার্থে অর্থের যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিউক্লিয়াস বাজেট বরাদ্দ করা হইয়াছে।

খ) নিউক্লিয়াস বাজেট হইতে সমষ্টিগত সম্পদ সৃষ্টি এবং প্রয়োজন ভিত্তিক বিভিন্ন অর্থকরী প্রকল্প যথা :—গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামতি, চিকিৎসা ব্যয়, মামলা খরচ, মৎস্য চাষ, শূকর চাষ, সামাজিক বনায়ন, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পালন, দুগ্ধ সরবরাহ, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, অর্থকরী শষ্যের উন্নয়ন গ্রহণের জন্য জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং বি, ডি, ও কর্তৃক স্ব-স্তরে আর্থিক মঞ্জুরীনামার ভেতর অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে।

৩। বর্তমাণ ১৯৮৪—৮৫ আর্থিক বৎসরে অদ্যাবধি ৯৫ (পঁচানব্বই) হাজার টাকা।

Admitted Starred Question No. 234

Name of M. L. A. : Sri Samir Kr. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to stare :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বর্তমানে টি, আর, টি, সি-এর দূরপাল্লার বাসগুলিতে যাত্রীদের নিকট থেকে ভাড়া

আদায়ের জন্য প্রায়ই কোন কণ্ডাক্টর থাকেনা ;

২। সত্য হইলে দূরপাল্লার বাসগুলিতে নিয়মিত কণ্ডাক্টর রাখার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কিনা ;

৩। ইহাও কি সত্য কণ্ডাক্টর ছাড়া অন্যলোক যাত্রীদের নিকট থেকে ভাড়া আদায় করে থাকে ;

৪। সত্য হইলে উক্ত আদায়কৃত অর্থ কোথায় জমা হয় এবং এর হিসাব কিভাবে রাখা হয় ;

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহণমন্ত্রী

১। আংশিক সত্য।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস-কণ্ডাক্টারের অভাবে যে যে ক্ষেত্রে বাস-কণ্ডাক্টর ছাড়া বাস ছাড়া হয় সে ক্ষেত্রে ড্রাইভার অথবা Vehicle Asst/Mail Asst. (ঐ গাড়ীতে থাকিলে) তাহারা ভাড়া আদায় করিয়া থাকে।

৪। কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখা অফিসে আদায়কৃত টাকা জমা দেওয়া হয়। পদ্ধতি অনুযায়ী জমা টাকার হিসাব রাখা হয়।

Admitted Starred Question No. 235

Name of M.L.A. :— Shri Samir Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ধর্মনগর হইতে চোড়াইবাড়ী, কদমতলা, রাণীবাড়ী ইত্যাদি এলাকায় সিটি বাস (City Bus) হিসাবে টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী।

১। এইরূপ কোঁন পরিকল্পনা নাই।

২ }
৩ } ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩ }

Admitted Starred Question No. 270

Name of Member :—Shri Rabindra Debbarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৮—১৯৮৪-র ৩১শে জুলাই পর্যান্ত কতজন জেলেকে ডুম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

২। ১৯৭৮—১৯৮৪-র ২০শে জুলাই পর্যান্ত ঐ জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য কতজন উপজাতি ও অ-উপজাতি জেলেকে জাল ও নৌকা সরকার হইতে দেওয়া হয়েছে ; এবং

৩। উক্ত জলাশয় হইতে মাছ বিক্রীর ফলে বছরে সরকারের আয় কত ?

উত্তর

১। ১৯৭৮—১৯৭৯ইং থেকে ১৯৮৪ ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য জেলেদের দেওয়া লাইসেন্সের বৎসর-ভিত্তিক হিসাব এরূপ :—

বৎসর	লাইসেন্সের সংখ্যা
১৯৭৮—৭৯	২৮৫
১৯৭৯—৮০	২৯৩
১৯৮০—৮১	৪৬০
১৯৮১—৮২	৩৭৯
১৯৮২—৮৩	৩৮৩
১৯৮৩—৮৪	৩৫২
১৯৮৪—৮৫ (৩১শে জুলাই পর্যান্ত)	২১০

২। ৩৩৭ জন উপজাতি ও ৪৫৭ জন অ-উপজাতি জেলেকে সরকার হইতে জাল, সুতা দেওয়া হইয়াছে।

৪। ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮৩-৮৪ ইং পর্য্যন্ত সময়ে ডম্বুর জলাশয়ের মাছ বিক্রি বাবত গড় বার্ষিক সরকারী আয় ৪,৩৭,২১৩'০০ টাকা।

Admitted Starred Question No. 282

Name of M. L. A :—Shri Lenprasad Malsai,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর হইতে জম্পুইহিলের সাবুযাল পর্য্যন্ত নিয়মিত বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২) থাকিলে তাহা কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী।

১) হাঁা ; কাঞ্চনপুর—জম্পুই রুটে একটি মিনিবাস পারমিটের অফার দেওয়া হইয়াছে ১৯৮২ সনে জম্পুইহিলের জনৈক কে, ডি, লিয়ানা নামক ব্যক্তিকে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No, —298

Name of the Member :—Shri Gopal Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch, Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য তপশীলি জাতি নয় এমন লোক ভুয়া পরিচয়-পত্র দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের

কাছ থেকে তপশীলি জাতির সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে বে-আইনীভাবে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন ;

২) সত্য হইলে সরকার এর প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১) জানা নেই ।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 301

Name of M. L. A :—Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে আজ পর্যন্ত আগরতলা—উদয়পুর, (ভায়া টাকারজলা, জম্পুইজলা ও আঠারবোলা) টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে ;

২। সত্য হলে উক্ত বাস সার্ভিস পুনরায় চালু করার কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ;

৩। করে থাকলে কবে থেকে উক্ত সার্ভিস চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহণ মন্ত্রী।

১। ইহা সত্য নহে যে ১৯৮৪ সনের এপ্রিল মাস হইতে আগরতলা—উদয়পুর (ভায়া টাকারজলা, জম্পুইজলা ও আঠারবোলা) T. R. T. C. বাস সার্ভিস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ২২-৬-৮৪ ইং তারিখ পর্যান্ত এই সার্ভিস চালু ছিল, তারপর এই বাস সার্ভিস ২৩-৬-৮৪ ইং তারিখ হইতে আজ পর্যান্ত বন্ধ আছে।

২। এই রাস্তায় পুনরায় T. R. T. C. বাস সার্ভিস চালু করার জন্য সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন ।

৩। বর্ত্তমানে এই রাস্তা T. R. T. C-র বাস চলাচলের উপযুক্ত নহে। রাস্তা ও ব্রিজ মেরামত করিয়া ভারি গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত হইলে T, R, T, C, সার্ভিস পুনরায় চালু করা হইবে। কারণ গত প্রচণ্ড বর্ষার দরুণ এই রাস্তা এবং ব্রীজও খারাপ হইয়া যায়। রাস্তা ও ব্রীজ সংস্কার করার পর রাস্তা উপযুক্ত হইলে সার্ভিস চালানো হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 302

Name of M.L.A :—Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য টি. এম. ভি. আইনে মোটর মালিকদের নিয়মিত পারমিট দেওয়ার বিধি অনুযায়ী ৩ বৎসর অন্তর নবীকরণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সাময়িক পারমিট ইস্যু করে প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর পুনর্নবীকরণে বাধ্য করে মালিকদের শ্রম ও আর্থিক অসুবিধার সৃষ্টি করা হচ্ছে ; এবং

২। টি. এম. ভি. আইনে পুরাতন গাড়ীর নবীকরণের সুযোগ বাস মালিকদের দেওয়া হচ্ছে না ;

৩। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী।

১। ইহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে, ট্রাকের ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের জন্য এবং জীপ / ট্যাক্সি / টি, আর, টি. সি, বাসের ক্ষেত্রে (অনুমোদিত স্কীম অনুযায়ী) ৩ বৎসরের জন্যও পারমিট রিনিউ হয়। কেবলমাত্র প্রাইভেট বাসের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ রুটগুলি টি, আর, টি, সি-র আওতায় থাকিবে এ বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে একসাথে ৪ মাসের জন্য অস্থায়ী পারমিট দেওয়া হয় এবং ইহা দীর্ঘদিন হতে চলে আসছে।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। উত্তরের অপেক্ষা রাখে না।

Admitted Starred Question No. 303

Name of M. L. A. :— Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭২ ইং সনের মে মাস থেকে উত্তর ত্রিপুরায় বিভিন্ন সড়কে বে-সরকারী বাস সার্ভিস বন্ধ করে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করা হইয়াছিল ;

২। সত্য হলে ঐ রোডগুলিতে পুনরায় বে-সরকারী সংস্থাকে বাস সার্ভিস চালু করার অনুমতি প্রদান করার কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী।

১। হ্যাঁ।

২। যাত্রী সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় যাত্রীদের সুবিধার জন্য সীমিতভাবে বে-সরকারী বাস চালানোর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 304

Name of Member :— Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। Scheduled Castes Development Corporation-এ গত ৩১-৭-৮৪ইং পর্যন্ত কোন বিভাগে কতজন তপশীলি জাতির লোককে সভ্য করা হয়েছে ;

২। সভ্যদের মধ্যে Corporation কি কি সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন ;

৩। ইহা কি সত্য যে Corporation বর্তমানে সভ্য সংগ্রহ স্থগিত রেখেছেন ;

৪। সত্য হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বিগত ৩১-৭ ৮৪ইং পর্যন্ত বিভাগ ভিত্তিক সভ্য সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক)	সদর মহকুমা—	১৮০	জন
খ)	সোনামুড়া মহকুমা—	১১৪	,,
গ)	খোয়াই মহকুমা—	৬১০	,,
ঘ)	উদয়পুর মহকুমা—	১৭৫	,,
ঙ)	অমরপুর মহকুমা—	১৩৬	,,
চ)	সাব্রুম মহকুমা—	৪	,,
ছ)	বিলোনীয়া মহকুমা—	১০৯	,,
জ)	কমলপুর মহকুমা—	১১২	,,
ঝ)	কৈলাশহর মহকুমা—	১৩৮	,,
ঞ)	ধর্মনগর মহকুমা—	১৭০	,,
	মোট :—	১৭৪৮	,,

২। যে-কোন অর্থকরী উদ্যোগ যথা--পশুপালন, মাছের চাষ, ফলের বাগান, হস্ত তাঁত ক্রয়, যে কোন গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র-শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী ক্রয় ইত্যাদি রূপায়ণের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সাহায্যের ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ মার্জিন মানি বা প্রান্তিক অর্থ বাবদ বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা হার সুদে ঋণ হিসেবে তপশীলি জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে—কর্পোরেশনের সদস্যদেরকে সাহায্য দেওয়া হয় এবং আবশ্যকীয় অর্থ সাহায্যের বাকী ৭৫ শতাংশ কর্পোরেশনের উক্ত প্রকল্প রূপায়ণে অংশ গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ঋণ হিসাবে সাহায্য দেয়।

এ ছাড়া কর্পোরেশনের সদস্য তপশীলি জাতিভুক্ত ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যানবাহনের ব্যবসা-কারীর উদ্দেশ্যে ট্রাক/বাস/জীপ/অটোরিক্সা ইত্যাদি ভারী যানবাহন ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে যাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ হিসাবে পেতে পারেন তজ্জন্য কর্পোরেশন ব্যাংক ঋণের ১০ (দশ) শতাংশের জন্য গ্যারান্টার হবে।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 323

Name of Member :—Shri Samir Kr. Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্ত্তমান বৎসরে ভয়াবহ বন্যায় ধর্মনগর মহকুমায় ব্লকগুলিতে সরকারী ও বে-সরকারীভাবে মৎস্য চাসের সর্বমোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কত (ব্লক-ভিত্তিক ও নোটিফাইড্ এরিয়া ভিত্তিক হিসাব);

২। বে-সরকারী ক্ষতিগ্রস্তদের কোন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি ? হয়ে থাকলে কি কি সাহায্য কতগুলি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে ;

৩। ধর্মনগর নোটিফাইড এরিয়াতে উক্ত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে কোন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি ?

৪। না দেওয়া হলে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। ১৯৮৪ ইং সনের বিগত বন্যায় ধর্মনগর মহকুমার ব্লকগুলি ও নোটিফাইড্ এলাকাতে সরকারী ও বে-সরকারী মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার আর্থিক ক্ষতির মোট অনুমিত পরিমাণ এইরূপ :—

অনুমিত আর্থিক ক্ষতি (লক্ষ টাকায়)

	সরকারী ক্ষেত্রে	বে-সরকারী ক্ষেত্রে	মোট
পানিসাগর ব্লক	০·৩২	৪৮·৪৮	৪৮·৮০
ধর্মনগর নোটিফাইড্ এরিয়া	—	৬·৭৭	৬·৭৭
কাঞ্চনপুর ব্লক	—	১৮·২৭	১৮·২৭
মোট—	০·৩২	৭৩·৫২	৭৩·৮৪

২। ধর্মনগর মহকুমায় এ পর্য্যন্ত মোট ৭৫১টি ক্ষতিগ্রস্ত বে-সরকারী পরিবারকে মোট ২,৯০,৫০০ সংখ্যক মাছের চারা-পোনা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 329

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বিধানসভার সদস্যদের বিনামূল্যে ত্রিপুরা গেজেট সরবরাহের বিধি আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তবে সদস্যদের এই সুযোগ দেওয়া হয় কিনা, এবং

৩। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কতজনকে এবং কি কারণে এই সুযোগ দেওয়া হয় না (নাম সহ বিবরণ) ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhanwa Debbarma
Minister, Printing & Stationery Department.

১। ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্যদের বিনামূল্যে গেজেট সরবরাহ করার কোনও বিধি-বদ্ধ বিধান নেই। তবুও বিধানসভা সচিবালয়ের ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং তারিখের পত্র অনুযায়ী বিধানসভা সদস্যদের গেজেট সরবরাহ করা হইয়াছিল।

২। মাঝে ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয় ও Printing & Stationery Department এর মধ্যে এই গেজেটের মূল্য বহন করার ব্যাপারে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তবুও আপাতত সকল M. L. A-দের নিকট গেজেট পাঠান হইতেছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 332

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমার Kongchai Mog S/o Chathoi Mog Vas. Jadulal Podder (Case No. 211/R/78) এবং Chaikafru Mog son of Ugya Mog, Vas Sunil Baran Das (case No, 508/S/76) TLR

Act. 1960 এর 187 ধারা ক্রমে যে Restoration case চলছিল সেগুলির রায় (verdict) কিরূপ ছিল ?

ANSWER

Minister in charge-of the Revenue Department :— Revenue Minister

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 341

Name of M. L. A—Shri Keshab Majumder, M. L. A,

Name of Minister : Minister-in-charge of L. S. G. Department

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বর্ষে সারা রাজ্যের Notified Area Authority গুলো ও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির মোট বাজেট বরাদ্দ কত;

২। Notified Area Authority রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বর্তমান আর্থিক বর্ষে কত বরাদ্দ পেয়েছেন (নোটিফায়েড এরিয়া অথারিটি ভিত্তিক-হিসাব) ;

৩। কোন Notified Area Authority কতজন নিয়মিত কর্মচারী রয়েছে ?

উত্তর

১। বর্তমান ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বর্ষে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ও নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি গুলির মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ এইরূপ—

	পরিকল্পনা খাতে	পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	১৪ ০০ লক্ষ টাকা	৩৭.৬০ লক্ষ টাকা।
২। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি	৩৬.০০ লক্ষ টাকা	২.৯০ লক্ষ টাকা।

এতদ্ব্যতীত, কেন্দ্রীয় মাঝারী ও ক্ষুদ্র শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় উদয়পুর শহর উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় অংশ বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির জন্য ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

২। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিকে রাজ্য সরকার কর্তৃক বর্তমান আর্থিক বর্ষে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

ক) নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, কৈলাশহর ৩,৮৯,০০০ টাকা

খ) নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, ধর্মনগর ৪,৩৭,০০০ টাকা

গ)	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, কমলপুর	৩,৮৮,৫০০ টাকা
ঘ)	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, খোয়াই	৪,১৩,৫০০ টাকা
ঙ)	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, সোনামুড়া	৩,৮৯,০০০ টাকা
চ)	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি উদয়পুর	৩,৮৯,০০০ টাকা
	(কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন	এবং
	পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ বাবত)	১০,০০,০০০ টাকা
ছ)	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, বিলোনিয়া	৪,১৬,৫০০ টাকা
জ)	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, সাব্রুম	৩,৮৮,৫০০ টাকা
ঝ)	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, অমরপুর	৩,৮৯,০০০ টাকা

৩। প্রত্যেক নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য একজন এল, ডি, ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট এবং একজন পিয়ন-কাম-মেসেনজার মোট দুইজন নিয়মিত কর্মচারী আছে। ইহা ছাড়া খোয়াই, বিলোনীয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর ও উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য ১টি ওভারসিয়ার-এর পদ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 350

Name of the Member :— Shri Gopal Ch, Das M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be Pleased to State :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে লাইসেন্স প্রাপ্ত কয়টি ভি. ডি. ও চলচিত্র চলিতেছে,

২। উহা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন বিধি নিষেধ আছে কিনা ;

৩। লাইসেন্স বিহীন কোন ভি. ডি ও. চলচিত্র ত্রিপুরায় পরিচালিত হচ্ছে কিনা ;

৪। পরিচালিত হয়ে থাকলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ;

৫। সরকার কি অবগত আছেন অনেক ভি. ডি. ও-তে গোপন হলিউডের ব্লু-ফিল্ম দেখানো হচ্ছে ;

৬। অবগত থাকলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

ANSWER

১। এখনও কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।

২। হ্যাঁ।

৩। এইরূপ কিছু রিপোর্ট সরকারের গোচরে আছে।

৪। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫। এরূপ কোন রিপোর্ট আপাততঃ সরকারের কাছে নাই।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 360

Name of the Member :— Shri Fayzur Rahman

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্মনগর মহকুমায় ১৯৮৪ইং সনের মে ও জুন মাসের বন্যায় মোট কত টাকার মাছের ক্ষতি হয়েছে ;

২। উক্ত মহকুমায় বন্যার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তির বা সংস্থার মাছের ক্ষতি হয়েছে তাদের জন্য সরকার থেকে কি পরিমাণ মাছের পোনা কতজনকে দেওয়া হয়েছে, এবং

৩। উক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যাদেরকে মাছের পোনা দেওয়া সম্ভব হয় নাই তাদেরকে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

ANSWER

১। ১৯৮৪ইং সনের বিগত বন্যায় ধর্মনগর মহকুমায় মোট অনুমিত ৬৯'৫৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মাছের-পোনা সহ মাছের ক্ষতি হয়েছে।

২। এ পর্যন্ত ২,৯০,৫০০ সংখ্যক চারা-পোনা বিতরণ করা হয়েছে

৩। মাছের পোনার বদলে নগদ টাকা সাহায্য দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

Admitted Starred Question No. 367

Name of M. L. A. :—Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য তপশীলি জাতিভুক্ত দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসাদির জন্য সরকার কর্তৃক আর্থিক

সাহায্য প্রকল্প রয়েছে ;

২। ইহা ও কি সত্য যে বহু দুঃস্থ রোগী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের দরখাস্ত করার পর তাদের বলা হয় টাকার পরিবর্তে ঔষধ দেওয়া হবে ;

৩। ইহা ও কি সত্য কার্যতঃ তাহারা ঔষধ বা আর্থিক সাহায্য কিছুই পাচ্ছেন না এবং ঔষধ খেতে না পেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন ;

৪। সত্য হলে উক্ত ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ;

৫। গত ১ (এক) বৎসরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের অফিসে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত কতজন রোগী দরখাস্ত করেছেন ;

৬। তন্মধ্যে কতজন আজ পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পান নাই ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। সাধারণভাবে শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য নগদে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নগদ টাকা ও ঔষধ দুইই দেওয়া হইয়াছে।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। মোট ৮১ জন।

৬। প্রাসঙ্গিক তথ্যের অভাবে ১২টি দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 375

Name of the Member :—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ১৯৮৪ সালের বিগত বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতি নিরুপণের জন্য কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক দল রাজ্যের কোন কোন জায়গায় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ;

২। উক্ত পর্যবেক্ষক দল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেছেন বলে রাজ্য সরকারের জানা আছে কিনা ;

৩। তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে থাকলে সেই রিপোর্টে বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য পর্যবেক্ষক দল ত্রিপুরা রাজ্যকে কত টাকা আর্থিক সাহার্য্যের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট করেছিলেন এবং ত্রিপুরা সরকারের চাহিদার তুলনায় তাহা কত কম ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদল উত্তর ও পশ্চিম ত্রিপুরার কয়েকটি বন্যা পীড়িত এলাকা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

২। না মহাশয়।

৩। কমিটির সুপারিশ রাজ্য সরকারের জানা নাই। রাজ্য সরকার ১১,০৫.৫৭,০০০ টাকা দাবী করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ৭,৫৬,৬৫,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচের সীমা ধার্য্য করেছেন, এর মধ্যে ৬৯,০০,০০০ টাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদ্রসেচের জন্য ১৯৮৫—৮৬ সালে খরচ করতে হবে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 6

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Name of Minister :— Minister-in-charge of L. S. G. Department

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিকে সরকার থেকে এ যাবৎ কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ; (প্রতিটি নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক এবং আর্থিক বৎসর অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব।) ;

২) সরকারী বরাদ্দকৃত টাকা থেকে শহর উন্নয়নে কোন্ নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কত টাকা ব্যয় করেছেন (বৎসর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব।)

৩) ঐ অর্থ ব্যয়ে কোন আয়ের উৎস তৈরী হয়ে থাকলে তাহার বিবরণ ;

৪) কোন্ নোটিফায়েড এরিয়া গত আর্থিক বৎসরে কত টাকা আয় করেছেন তাহার বৎসর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব ;

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিকে সরকার থেকে এ যাবৎ ১৯৮৩-৮৪ইং সন পর্য্যন্ত যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাহা নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক ও আর্থিক বৎসর ভিত্তিক হিসাবের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

নোটিফায়েড এরিয়ার নাম	আর্থিক বৎসর	স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ পরিকল্পনা খাতে	স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে	রাজ্য স্টেট লটারী	Directorate of Small, Savings, Group Insurance & Institutional	সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর	উপজাতি কল্যাণ দপ্তর	কৃষি দপ্তর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ধর্মনগর	১৯৭৭-৭৮	৫০,০০০						
	১৯৭৮-৭৯	১,০০,০০০						
	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	২,১৬,৭৪৮·৬০	২০,০০০	৬,৫০,০০০			২০,০০০	
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০			৩০,০০০	২০,০০০	
	১৯৮২-৮৩	৩,১১,৭০৮	২৫,০০০					
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৮৮	৩০,০০০		২,১০,০০০			
		১৫,০০,৬৭৭·৬০	১,০৬,১১১					
কৈলাশহর	১৯৭৭-৭৮	৫০,০০০						
	১৯৭৮-৭৯	১,০০,০০০						
	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	২,৬২,৬৮৬·২০	২০,০০০					
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০	৬,৫০,০০০			৩০,০০০	
	১৯৮২-৮৩	৩,১১,৭০৮	২৫,০০০			৩০,০০০		
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৮৮	৩০,০০০		২,১০,০০০			
		১৫,৪৬,৬১৫·২০	১,০৬,১১১					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কমলপুর	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	২,৬২,৩৮৩·৮০	২০,০০০				২০,০০০	
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০	৬,৫০,০০০		৩০,০০০		
	১৯৮২-৮৩	৩,১১,৭০৮	২৫,০০০					
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৮৮	৩০,০০০		২,১০,০০০			
		১০,৭৬,৩১২·৮০	১,০৬,১১১					
খোয়াই	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	২,৬২,৯৭৪·২০	২০,০০০	৬,৫০,০০০			২০,০০০	
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০			৩০,০০০	১৫,০০০	৮৩,০২৫
	১৯৮২-৮৩	৩,১১,৭০৮	২৫,০০০					
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৮৮	৩০,০০০		২,১০,০০০			
		১০,৭৬,৯০৩·২০	১,০৬,১১১					
সোনামুড়া	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	২,৬১,৯৬৬·২০	২০,০০০				২০,০০০	
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০	৫,৫০,০০০		৩০,০০০	২৫,০০০	
	১৯৮২-৮৩	৩,১১,৭০৮	২৫,০০০					
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৮৮	৩০,০০০					
		১০,৭৫,৮৯৫·২০	১,০৬,১১১					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
উদয়পুর	১৯৭৭-৭৮	৫০,০০০						
	১৯৭৮-৭৯	১,০০,০০০						
	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	২,৬৩,১৭৫	২০,০০০					
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০	৬,৫০,০০০			৩০,০০০	
	১৯৮২-৮৩	৩,১১,৭০৮	২৫,০০০			৩০,০০০		
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৮৮	৩০,০০০		১,৪০,০০০			
		১৫,৪৭,১০৪	১,০৬,১১১					
	ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায়							
	১৯৮০-৮১	২০,০০,০০০ (সেন্ট্রাল শেয়ার ৮·০০						
	১৯৮১-৮২	৮,১৮,০০০ লক্ষ টাকা সহ)						
	১৯৮২-৮৩	৩,০০,০০০						
	১৯৮৩-৮৪	১১,০০,০০০	(ঐ)					
		৪২,১৮,০০০						
বিলোনীয়া	১৯৭৮-৭৯	৫০,০০০						
	১৯৭৮-৭৯	১,০০,০০০						
	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	৩,৬৯,৬৯৭·৪০	২০,০০০	৫,৫০,০০০			২০,০০০	৩,৫০,০০০
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০			৩০,০০০		
	১৯৮২-৮৩	৩,১১,৭১১	২৫,০০০		১,৪০,০০০			
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৯৬	৩০,০০০					
		১৬,৫০,৬৩৭.৪০	১,০৬,১১১					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
অমরপুর	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	৩,৪৯,৬২৮·৬০	২০,০০০				২০,০০০	
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০	৫,৫০,০০০		৩০,০০০		
	১৯৮২-৮৩	৫,০৬,৩৩৩	২৫,০০০					
	১৯৮৩-৮৪	৪,৪৮,৮৮৮	৩০,০০০					
		১৭,৩৮,১৮২·৬০	১,০৬,১১১					
সাব্রুম	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০	১১,১১১					
	১৯৮০-৮১	২,৬১,৭৪০	২০,০০০	৫,৫০,০০০		৩০,০০০		
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৩৩৩	২০,০০০					
	১৯৮২-৮৩	৩,১১,৭০৮	২৫,০০০					
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৮৮	৩০,০০০					
		১৩,৯৫,৬৬৯	১,০৬,১১১					

২। সরকারী বরাদ্দকৃত টাকা থেকে শহর উন্নয়নে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি যে টাকা ব্যয় করেছে তাহার নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

নোটিফায়েড এরিয়ার নাম	আর্থিক বৎসর	খরচের হিসাব
ধর্মনগর —	১৯৭৮-৭৯	৭১,৫২৭ ৮৫
	১৯৭৯-৮০	১,০৬,১৫৭ ৪১
	১৯৮০-৮১	১,০১,০০০ ৩৩
	১৯৮১-৮২	১,৬৯,৭৭০ ৯৭
	১৯৮২-৮৩	৩ ১৩,০২৬·৮৫
	১৯৮৩-৮৪	৩ ২৪.৯৯৭ ০০
		১০,৮৯,৫৬০ ৪১
কৈলাশহর—	১৯৭৮-৭৯	৫৯,৫০৭·৩০
	১৯৭৯-৮০	৩৫,৯৭২·৮৫
	১৯৮০-৮১	৫০,৫০৯·০৫
	১৯৮১-৮২	৬,১২,৫৩৭·২৪
	১৯৮২-৮৩	৩,৫৫,৫৬১ ৩৬
	১৯৮৩-৮৪	৩,৭৩,৩৬০·২৮
		১৪,৮৭,৪৪৮·০৮
কমলপুর—	১৯৭৯-৮০	৭৭,৪৫১·৮৩
	১৯৮০-৮১	২৯,৭৫৮ ০৯
	১৯৮১-৮২	১,১৮,১৮২·৯২
	১৯৮২-৮৩	৩,১২,৯৬৮ ২০
	১৯৮৩-৮৪	৬,৩২,৬০৪·৯২
		১১,৭০,৯৬৫ ৯৬
সোনামুড়া—	১৯৭৯-৮০	২৯,২৪৮·৪৫
	১৯৮০-৮১	১,৪২,৩৫০·৩৯
	১৯৮১-৮২	৪,০০,৫৯৫·০১
	১৯৮২-৮৩	৩,৫৩,৯৯১·৬৭
	১৯৮৩-৮৪	২,৩৬,১৯৮·৫৩
		১১,৬২,৩৮৪ ০৫

নোটিফায়েড এরিয়ার নাম	আর্থিক বৎসর	খরচের হিসাব
উদয়পুর—	১৯৭৯-৮০	১,০০,০০০০৩
	১৯৮০-৮১	২৮,৬০৭ ৩৩
	১৯৮১-৮২	৬,৪১,৫০০'৭৫ (কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত
	১৯৮২-৮৩	২৫,৯৫,৮৯৯'৬০ প্রকল্প সহ)
	১৯৮৩-৮৪	১৫,৮৩,৩১৬ ৭০ ঐ
		৪৯,৫৯,৩২৪ ৪১
বিলোনীয়া—	১৯৭৯-৮০	৪০,৪৩১,০০
	১৯৮০-৮১	৪,৪৩,১৬৮'৪৪
	১৯৮১-৮২	৬,০৩,৭৭৩'৯৬
	১৯৮২-৮৩	৩,৩৬,২৯৩ ০০
	১০৮৩-৮৪	৩,৫০,০৭৬ ০০
		১৭,৭৩,৭৪২'৪০
অমরপুর	১৯৭৯—৮০	১,০০,০০০
	১৯৮০—৮১	৩,৪৯,৬১৮ ৮০
	১৯৮১—৮২	৩,৩৩,৩৩৩
	১৯৮২—৮৩	৫,০৬,৩৩৩
	১৯৮৩—৮৪	১,৭৪,০৫৫ ৭০
		১৪,৬৩,৩৫০'৫০
সাব্রুম—	১৯৭৯—৮০	১,০০,০০০
	১৯৮০—৮১	৬০,০০০
	১৯৮১—৮২	৫,৩৩,৩৩৩
	১৯৮২—৮৩	২,৩০,৭৮০
	১৯৮৩—৮৪	২,৬০,০০০
		১১,৮৪,১১৩

৩। সরকারী বরাদ্দকৃত অর্থব্যয়ে যে সকল আয়ের উৎস তৈরী হয়েছে তাহা নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক নিয়ে দেওয়া হইল।

ধর্মনগর—১। চর্মশিল্পী ও বিকলাঙ্গদের জন্য ১৮টি দোকান ঘর তৈরী হয়েছে।

২। একটি সেড তৈরী করা হইয়াছে ও উহা খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডারকে ভাড়া

দেওয়া হইয়াছে।

৩। ধর্মনগর বাজার ইজারা।

কৈলাশহর— ১। Street light বাবদ আদায়কৃত অর্থ।

২। রিক্সা মালিক ও ড্রাইভারদের লাইসেন্স ফি।

৩। পানিচৌকি বাজারের মাশুল আদায়।

কমলপুর— ১। চান্দিমানা মহল বাজারের ইজারাপ্রাপ্ত অর্থ।

২। টেণ্ডার ফর্ম বিক্রয় টাকা।

৩। মিউজিক স্কুলের ছাত্রদের ভর্তি-ফি বাবদ টাকা।

খোয়াই— ১। চর্মশিল্পীদের জন্য ১০টি কোঠাবিশিষ্ট ৩টি দোকান ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে এবং মৎস্য-চাষের জন্য একটি পুকুর নির্মাণ করা হইয়াছে।

সোনামুড়া— ১। বেকার স্টলের ভাড়া।

২। মুক্তাঙ্গন মঞ্চের ভাড়া।

৩। হরিজন ট্রেনিং সেন্টারের বাড়ী ভাড়া।

৪। Duakary Fishery Scheme.

ক) ডিম বিক্রি।

খ) মাছ বিক্রি।

গ) হাঁস বিক্রি।

৫। টেণ্ডার ফর্ম বিক্রি।

৬। কাঁঠাল বিক্রি।

উদয়পুর— এখনও কোন আয় হয় না তবে নব নির্মিত টাউন হল এবং চক বাজার ষ্টল হইতে ভবিষ্যতে আয় হইবে।

বিলোনীয়া— বাজার ষ্টল, বেকার ষ্টল, Community Hall, ভাড়া বাবদ ও ইজারা বাবদ আয় হয়।

অমরপুর— অমরপুর বাজার হইতে প্রাপ্ত ইজারার টাকা।

সাব্রুম— ১। বেকার ষ্টল (৪৬টি)।

২। একটি T. R. T. C. Office ও একটি বাজার।

৪। আর্থিক বৎসরগুলিতে নোটিফায়েড এরিয়াগুলি যে আয় করছে তার বৎসর ভিত্তিক নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

নোটিফায়েড এরিয়ার নাম	আর্থিক বৎসর	আয়ের হিসাব
ধর্মনগর—	১৯৮১-৮২	১,৬০০.০০
	১৯৮২-৮৩	২৫.৩৬২.০০
	১৯৮৩-৮৪	৪৪,৫৫৮.০০
কৈলাশহর—	১৯৭৮-৭৯	৩,৭৬৯.১১
	১৯৭৯-৮০	৫,৮১৭.০০
	১৯৮০-৮১	৪,৯১৪.০০
	১৯৮১-৮২	৯,৮৫৬.২৫
	১৯৮২-৮৩	৯,৯১৭.০০
	১৯৮৩-৮৪	৮,৬১৬.০০
কমলপুর—	১৯৮০-৮১	৩৮৯.০০
	১৯৮১-৮২	১,৫৫৬.০০
	১৯৮২-৮৩	১,৬০৯.০০
	১৯৮৩-৮৪	১,৮৫৫.০০
খোয়াই—	১৯৮২-৮৩	৮৫৪.০০
	১৯৮৩-৮৪	১.৬৯৬.০০
সোনামুড়া	১৯৮১-৮২	৪,১৩৩.৪১
	১৯৮২-৮৩	১৮,১১৪.৮০
	১৯৮৩-৮৪	২২.৫০৪.০০
উদয়পুর—	এখনও কোন আয় নাই।	
বিলোনীয়া—	১৯৮১-৮২	২.০১৯.৮০
	১৯৮২-৮৩	১৪,৮২৮.০০
	১৯৮৩-৮৪	১১,৯২৮.০০

নোটিফায়েড এরিয়ার নাম	আর্থিক বৎসর	আয়ের হিসাব
অমরপুর—	১৯৮১-৮২	৯৫৫.৭৮
	১৯৮২-৮৩	৮২৫.৭৮
	১৯৮৩-৮৪	১,৪৫৫.০০
সাব্রুম—	১৯৮৩-৮৪	৫,৮৫৬.০০

Admitted Unstarred Question No. 18

Name of the Member :—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২ এবং ১৯৮২-৮৩ ইং সনের Sale Tax Assessment কত এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ কত ; (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত আর্থিক বছর গুলিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ইট ভাটার উপর কত টাকা বিক্রয় কর (Sale Tax) ধার্য্য করা হয়েছে এবং তন্মধ্যে কত টাকা আদায় করা হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :— Revenue Minister

১। Sales Tax এ্যাসেসমেন্ট প্রত্যেক ডিলারের জন্য আলাদাভাবে করা হয়। ১৯৮০-৮১ ১৯৮১-৮২ এবং ১৯৮২-৮৩ সনে সব ডিলারের এ্যাসেসমেন্ট না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত বৎসরগুলির মোট এ্যাসেসমেন্ট কত হইবে তাহা বলা সম্ভব নয়। তবে উক্ত বৎসরগুলিতে Sales Tax আদায় নিম্নরূপ :—

বৎসর	আদায়কৃত বিক্রয় কর
১৯৮০-৮১	টা. ১৯৫, ৯৫ লক্ষ
১৯৮১-৮২	টা. ৩০৫, ১৮, লক্ষ
১৯৮২-৮৩	টা, ৩৪৬, ৮৬, লক্ষ

২। পশ্চিম ত্রিপুরাতে ইট বিক্রির উপর ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২, ও ১৯৮২-৮৩ সনে নিম্নলিখিত হারে বিক্রয় কর আদায় করা হয় :—

বৎসর	আদায়কৃত বিক্রয় কর
১৯৮০-৮১	টা. ১৩, ৩৮, ৯১৯.০০
১৯৮১-৮২	টা. ১৪, ২৯, ১৯০.০০
১৯৮২-৮৩	টা. ১৪, ৩২, ৮৯৬.০০

Admitted Unstarred Question No. 24

Name of rhe Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTOIN

১) ১৯৮৩ইং সনের আগষ্ট মাসের বন্যায় অমরপুর মহকুমায় কত পরিবারের পূর্ণ ক্ষতি এবং কত পরিবারের আংশিক ক্ষতি হয়েছে তাহার হিসাব ;

২) তন্মধ্যে অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়ায় ঐরূপ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা কত ;

৩) উক্ত বন্যায় সারা ত্রিপুরায় কত পরিবারের কয়টি গরু, মহিষ ও ছাগল মারা গিয়াছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

৪) ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সকল পরিবারকে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ;

৫। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার কারণ ; এবং

৬। কবে নাগাদ বাকী পরিবারদিগকে ঐ সাহায্য দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১) পূর্ণ ক্ষতি—২,৮৯৭টি পরিবার

আংশিক ক্ষতি—১,৪৪৫টি

২) মোট ৮৬৮টি পরিবার, তার মধ্যে
পূর্ণক্ষতি— ৩২৮টি পরিবার
আংশিক ক্ষতি—১৪০টি ,,

৩) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

	পরিবারের সংখ্যা	গরু	ছাগল	মহিষ
উদয়পুর—	৫৪১	৫৫৭	১.৫৯৩	—
অমরপুর—	৪৯১	৮৮৩	—	—
বিলোনীয়া—	১৫১	৯১	১৮০	—
সাব্রুম—	২০	৪৫	—	—
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—				
সদর— খোয়াই— সোনামুড়া—	২৬৩	২২৮	৫৪৮	—
উত্তর ত্রিপুরা জেলা—				
কমলপুর— কৈলাসহর— ধর্মনগর—	—	১৮১	৪২১	৩৫

৪ } ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।
৫ } কোন নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়।
৬ }

Admitted Unstarred Question No. 25

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। অমরপুর মহকুমার মহকুমা শাসকের মারফতে ১৯৮৪ সালে ১লা এপ্রিল থেকে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত

মোট কত টাকা জি আর বাবত বিলি করা হয়েছে ;

২। কোন্ কোন্ গাঁও সভায় কত টাকা জি. আর. বাবত বিলি করা হয়েছে তাহার হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Minister :

১। মোট ৩১,১৫৫ টাকা বিলি করা হইয়াছে (১লা এপ্রিল হইতে ১৫ই জুন, ১৯৮৪ইং পর্য্যন্ত)।
২। গাঁও সভা ভিত্তিক কোন জি. আর বিলি করা হয় না।

Admitted Unstarred Question No. 32

Name of M. L. A :—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি যে ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হইয়াছিল এবং কবে নাগাদ উক্ত কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ধার্য্য করা হয়েছিল ;

২। অবগত থাকিলে উক্ত কাজের কত শতাংশ অগ্রগতি হইয়াছে ; এবং

৩। উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দিয়েছেন কি ;

৪। যদি কাজ উক্ত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব না হয় তবে তার কারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কিছু জানিয়েছেন কি ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : পরিবহণ মন্ত্রী :

১। ১৯৭৯ ইং সনের নভেম্বর মাস হইতে ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। প্রথমত উক্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ ১৯৮৪ ইং সনে শেষ হইবে বলিয়া রেল কর্তৃপক্ষ (মালিগাঁও) ৮-১২-৮০ ইং সনে পত্রযোগে আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

২। উক্ত সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি ২০ শতাংশ হইয়াছে বলিয়া রেল কর্তৃপক্ষ (মালিগাঁও)

৬-৩-৮৪ তারিখে জানান।

৩। পরবর্ত্তী সময়ে রেল কর্ত্তৃপক্ষ (মালিগাঁও) ৩০-৪-৮৬ তারিখে জানান যে উক্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ আগামী ১৯৮৬ সাল নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া সাময়িকভাবে সময়সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন।

৪। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয় লিখিতভাবে কিছু জানান নাই; মুখ্যমন্ত্রীকে গত ২৬শে আগষ্ট ১৯৮৩ সনে ২২ তম NEC মিটিং-এ রেল কর্ত্তৃপক্ষের কতিপয় অফিসার জানান যে ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ পর্য্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতির জন্যই ব্যাহত হইতেছে।

মুখ্যমন্ত্রী গত ৩০শে আগষ্ট ১৯৮৩ সনে এই বিষয় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী, এ, বি, গনি খান চৌধুরীর গোচরে আনায়ন করিয়া পর্য্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা এবং কাজ তরান্বিত করার অনুরোধ জানান।

Admitted Unstarred Question No. 38

Name of M. L. A. :—Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ক) কোন কোন ব্যক্তি সংগঠন বা পার্টির কাছে টি. আর. টি. সি-র কত টাকা মাল পরিবহণ ও বাস ভাড়া বাবদ পাওনা আছে, তাদের নাম ও পাওনা টাকার পরিমাণ;

খ) এই টাকা আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী

১। ক) মাল পরিবহণ বাবদ টি. আর. টি. সি-র এতৎ সঙ্গীয় লিষ্ট অনুসারে মোট ৩৮,৬৫, ৬০০-২৪ পঃ বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠন বা পার্টির নিকট প্রাপ্য আছে;

খ) এই বকেয়া প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য নিয়মিত-তদ্বির করা হইতেছে।

নাম	মাল পরিবহণ বাবদ TRTC'র পাওনা	মাল ভাড়া বাবদ TRTC এর পাওনা।	মোট পাওনা টাকা।
1.	2.	3.	4.
1. B D O Khowai	—	Rs. 422-55	Rs. 422-55
2 Branch Manager, S B I, Agartala.	Rs. 10,124-00	Rs. 3,130-00	13,254-00
3 D M & Collector, North Tripura	2,624-50	3,819-60	6,444r10
4. D. M & Collector (West)	28,561-50	17,528-00	46,089-50
5. D M. & Collector (South)	1,840-20	6,250-00	8,091-20
6. Chief Executive Officer, A. D. C, Agartala	7.830-00	—	7,830-00
7. Dt. of Industries (Handloom) Agartala	2,722-00	100-00	1,822-00
8. Headmaster, Kamalpur H. S. School	5,537-00	—	5,537-00
9. Dt. Higher Education, Agartala	1,574-55	—	1,574-55
10. Headmaster, U. K. A.	336-00	— (336)	336-00
11. Project Manager. O. N. G. C.	6,320 20	4,827-42	11,147-62
12. Medical Officer V.M & G. B. Hospital	1,09,800-00	—	1,09,800-00
13. Executive Engineer Gumti Elec. Divn.	3,678-25	—	3,678-25
14. S D. O. Kamalpur	44,308-25	—	44,308-25
15. S. D. O, Khowai	7,104-00	252-80	7,356-80
16. S, D, O, Sadar	13,527-50	—	13,527-50
17. S. D. O, Sabroom	9,628-30	—	9,628-30
18, S, D, O, Amarpur	524-30	6,250-00	6,774-30
19. Secretary, S, A, Deptt Govt, of Tripura	22,588-75	—	22,588-75

1		2	3	4
20	S P. West Tripura	1,430-00	42,190-00	43,620-00
21.	S. P (DIB), West Tripura	1,350-00	—	1,350-00
22.	Principal Govt. Women College. Agt.	762-00	—	762-00
23	Dtreetor ST/SC Agt	21,114-00	—	21,114-00
24	Divisional Manager N. F. Railway	200-00	—	200-00
25.	Director, Manpower, Agt.	2,800-00	—	2,800-00
26,	Supdt Infernary Naragingarh	1,440-00	—	1,440-00
27.	Principal, I. T. I. KLS	2,920-00	—	2,920-00
28	Director. Land Records & Settlement Agartala	500-00	500-00	1,000-00
29.	Principal. Govt. Degree College. Udaipur	1,876-00	—	1,876-00
30.	I. G. P. Tripura	2,80.495-22	2,41,866-28	5,22,361-50
31.	Supdt. of Post Office Agartala	14,927-06	—	14,927-06
32.	Addl D. M. (Relief) Agt.	—	5,407-65	5,407-56
33	Asstt. Dt. Animal Husbandry Radhakishorepur (Cattle Firm)	—	650-00	650-00
34.	A. T. T. O. A. Agartala.	—	3,733·57	3,733 57
35.	Agartala Muricipality Administrator	—	840·00	840 00
36.	B D. O. Teliamura.	—	75 00	75 00
37.	B D. O., Mohanpur	—	90·00	90 00
38.	Commandant 91 B. S. F.	—	375·00	375 00
39,	Commandant 8th R. A. C	—	714·00	714·00
40,	Dt. of Agriculture, Agt.	—	1,21,171·69	1,21,171·69

1	2	3	4
41,	Foreman M. B. Unit, KLS	—	249 00	249 00
42,	Dt Food & Civil Supplies Agartala	—	5,67,522.97	5,67,522 97
43,	Conservator of Forest, Tripura	—	7,500.00	7,5oo'oo
44,	Commandant, 89, B. S. F,	—	1,47o,oo	1'47o,oo
45,	Asstt. Engineer. Central Agri Worksshop, Agartala	—	6,56o oo	6,56o.oo
46.	Commandant, 53 Bn. C. R. P. F.	—	18,o.9,5o	18,o19,5o
47,	Project Manager, ICDP, Dharmanagar	—	8oo oo	8 oo,oo
48.	Exe. Engineer, PWD, TLM,	—	18,845,69	18,845.69
49.	Exe. Engineer. Public Health, Engineering Divin. Agartala,	—	1,6o,142,2o	1,6o,142,2o
50	Exe. Engineer, Northern Divin, Dharmanagar	—	13,615,17	13,615.17
51.	Commandant, 726 TPT Column.	—	58,953-38	58,953-38
52.	Exe, Engineer-Elec, Divin, No, 1 Agartala	—	12,5o7 82	12,5o7-82
53.	Ext. Engineer, Electrical Divin. No, III Agartala	—	998-48	998-48
54.	Ext. Engineer, Central Ground Water Board, Gauhati	—	Io3-o4	lo3-o4
55.	Ext Engtneer, Store Divin, Agartala	—	4,1o,941-o3	4,1o,941-o3
56.	Supdt. of Agri, Dharmanagar	—	14,o92-76	14,o92-76
57.	B-D-O Sabroom	—	92o-oo	92o-oo
58.	Supdt. of Agri, Udaipure	—	43,986-58	43,986-58
59.	Supdt, of Agri, Sonamura	—	1,o14-72	1,o14-72
60.	Supdt, Printing & Stationary Department. Agartala	—	1,631-oo	1,631-oo

1	2	3	4
61, Supdt Engineer. Electrical Circle, Agartala	—	7,046-73	7,046-73
62, S-D-O Electrical) P, W, D Teliamura	—	93-35	93-35
63, S. D. O (Elec) PWD Dharmanagar	—	64-65	64-65
64, S-D-O Telegraphs Agt,	—	4,419-oo	4'419-oo
65, Supdt P & T Agt,	—	829-96	829-96
66, B-D-O Rajnagar	—	1,008-oo	1,008-oo
67. B. D. O., Amarpur.	—	3,066.40	3,066.40
68. Director Animal. Husbandry	—	7,903.00	6,903.00
69. D. F. O., Sadar.	—	6,867.00	6,867.00
70. Ex. Engineer, Electrical Divin., Udaipur.	—	283.50	283.50
71. Managing Director, Tripura Jute Mill, Agt.	—	21,446.50	21,446.50
72, T. S. I. C., Agartala.	—	65,396.63	65,396.63
73. Regional Manager, F, C. I., Agt.	—	15,623.02	15, 623.02
74, Tripura Forest Development & Flantation Corptn.	—	4,024.40	4,024,40
75. Regional Manager, I. O. C, Gauhati.	—	64,936.42	64,936,42
76, Shri Debabrata Ghosh, Agt.	—	180.00	180.00
77. Indian Red Cross Society.	—	1,000.00	1,000.00
78. M/S R. K. Ghose & Co.	—	8,151-00	8,151-00

1	2	3	4
79. Tripura Pradesh Congress Committee, Agartala.	—	46,057-50	46,057-50
80. Tripura Govt, Employees Federation.	—	30-00	30-00
81. Tripura Motor Workers, Union, Agartala.	—	5,246-70	5,246-70
82. M/S. Rashu Dutta, Agt.	—	2,400-00	2,400-00
83. M/S. Jagadish Saha, Agt.	—	4,499.46	4.499.46
84. Tripura Yoba Janta, Agt.	—	4.740-00	4,740-00
85. S. D. O., Belonia.	—	132-88	132-88
86. Dy. Director, Animal Husbandry, KLS.	—	800-00	800-00
87. Director. Public Relation & Tourism, Agt.	2,408-00	800-00	800-00
88. Chief Electrical Engineer, Agt.	—	1,980-00	1,980-00
89. S. D. O. (PWD) KLS.	—	105-50	105-50
90. Elective Officer, Village & Khadhi Industries.	—	3,649-00	3,649-00
91. Dist. Tribal Welfare Officer. KLS.	—	600-00	600-00
92. Dt. Panchayet Raj, Agartala.	—	1,200-00	1.200-00
93. Dy. Secy, TPSC, Agt.	—	100-00	100-00
94. Secy, Tripura Board of Secondary Education, Agt.	—	1,850-00	1,850-00
95. Circulation Manager, Dainik Sambad, Agt.	7,478-00	—	7,478-00
96. Circulation Manager Ananda Bazar Patrika,	8.279-00	—	8,279-00

1	2	3.	4
97. Circulation Manager, Dainik Basumati	789-79	—	789-79
98. Agent, Satyayoj/ Ganashakhati,	4,065-00	—	4,065-00
99. Manager, Jagaran Patrika,	212-50	—	212-50
100. Circulation Manager Stateman	4,842-00	—	4,842-00
101. Agent. Jugantar Patrika	3 804-00	—	3,804-00
102. Manager, Manash Patrika	476-00	—	476-00
103. Manager, Dainik Sandyan Patrika	1,116-25	—	1,116-25
104. Circulation Manager, Tripura Darpan	8,911-50	—	8,911-50
105. Agent Bibek Patrika	91-00	—	91-00
106. Circulation Manager, Times of India	65-62	—	65-62
107. Agent Kalantar Patrika	476-15	—	476-15
108. Agent, Az-Kal, Patrika	860-00	—	860-00
109. Circulation Manager Mahabrata Patrika	1,286-00	—	1,286-00
110: Agent, T. C. News Agency	158-00	—	158-00
111. Manager, Pragati Sambad	71-00	—	71-00
112 Agent Mukti Sambad Patrika	13-50	—	13-50
113. Manager Dainik Ganadoot	175-75	—	175-75
114. Editor Gunanad Patrika	4-50	—	4-50
115. Manager, Dainik Ganasambad	316-25	—	316-25
116. Agent Agami Patrika	351-50	—	351-50
117. Manager Chatra Sambad Patrika	1-00	—	1-00
118. Manager, Paribartan Patrika	2-00	—	2-00

	1	2	3	4
119.	Editor, Tripura Samaj	5-00	—	5-00
120.	Editor, Rudribani Patrika	5-25	—	5-25
121.	M nager, Janapad, Patrika	878-00	—	878-00
122	N. F. Railay, Gauhati	—	11,23,415-00	11.23,415-00
	Grand Total :—	Rs. 6,56,010 29	32,09,589·95	38,65,600·24

২য় প্রশ্নোত্তরে:—এই সমস্ত টাকা আদায়ের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 40

Name of the Member :— Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮৪ সালের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা কত ;

২। উক্ত ভূমিহীনদের মধ্যে কতজন সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত, কতজন তপশীল জাতিভুক্ত এবং কতজন তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ;

৩। এদের মধ্যে অমরপুর মহকুমায় কত জন ভূমিহীন আছে (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব) ;

৪। ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার কোন লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করেছেন কিনা ;

৫। না করিলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১। ১৯৭৮ ইং সনের জরীপ অনুসারে রেজিষ্ট্রী যোগ্য ভূমিহীনদের সংখ্যা ৩০,১৪৭ এছাড়াও গৃহহীন এবং ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

গৃহহীন— ১৫,৬০৭

গৃহহীন ও

ভূমিহীন— ৫৭,৯২৬

২।	তপ. জাতি	তপ. উপজাতি	সাধারণ
ভূমিহীন	৬,৩৩৪	৯,৬৩৪	১৪,১৭৯
গৃহহীন	৩,৮৫৬	২,৯০০	৮,৮৫১
ভূমিহীন			
গৃহহীন	৮,০৯৮	৩০,০৩৭	১৯,৭৯১
	১৮,২৮৮	৪১,৫৭১	৪২,৮২১

৩। সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

৪। হ্যাঁ।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

অমরপুর মহকুমায় গাঁওসভা ভিত্তিক ভূমিহীনের তালিকা

গাঁওসভা		সংখ্যা	গাঁওসভা		সংখ্যা
অমরপুর গাঁওসভা		৭০	জাম্বুকছড়া	গাঁওসভা	৫৫
বীরগঞ্জ	”	২৪৩	ধনলেখা	”	৯৮
রাং কাং	”	২১৩	দঃ তৈদু	”	২০২
রাজ কাং	”	১৮০	পাহাড়পুর	”	১০৮
দেববাড়ী	”	৮৪	পঃ মালবাসা	”	২৭৫
বড়মুড়া ” দেবতামুড়া আর এক	”	১২৮	ডালাক	”	২৭৩
			পূঃ মালবাসা	”	৫৮
বামপুর	”	২৩২	পঃ ডুলুমা	”	১২২
রাঙ্গামাটী	”	১৮৩	পূঃ ডুলুমা	”	১১৭
ঘোঙ্গীয়া	”	১৭০	কুর্মাছড়া	”	৮০
পূর্বসরবং	”	১০১	উঃ চেলাগাং	”	১৭২
পশ্চিম সরবং	”	৮৫	দঃ চেলাগাং	”	১৬৬
সোনাছড়া ” কমলাই	”	২৯	উঃ একছড়ি	”	১৯৭
সোনাছড়া	”	২৫২	দঃ একছড়ি	”	৭৪
ছেছুয়া	”	৭৫	পঃ একছড়ি	”	৬৯

অমরপুর মহকুমায় গাঁওসভা ভিত্তিক ভূমিহীনের তালিকা

		পঃ করবুক গাঁওসভা	৮৭
দঃ ছনগং গাঁওসভা	৫২	লাউগাং "	৫৫
একজামছড়া "	১৮০	নূতনবাজার "	৫৪৯
উঃ ছনগং "	২৮	শেবাছড়া "	৪৮১
নেলচি "	৮৯	রামভদ্র "	১৮২
বৈশ্যমণিপাড়া "	৪৪	পূঃ মাণিকা দেওয়ান "	৯১
গামাইছড়া "	১৩১	পঃ মাণিকা দেওয়ান "	১৫৯
আম্পিনগর "	১৮৭	পূঃ করবুক গাঁওসভা	১৮৯
তৈদু "	১০৭		
উঃ তৈদু "	১৩৭	দঃ তৈদু "	১২৪
পঃ তৈছালং "	১২৪	ইছাছড়ি "	২০৬
তৈদুঢেপা "	১৮২	পোতাছড়ি "	১৫২
পূঃ তৈছালং "	৪৪	গণ্ডাছড়া "	২৭৭
হরিপুর "	১২৭	লক্ষীপুর "	২০০
অম্পিছড়া "	২৫	জগবন্ধুপাড়া "	৪২৮
পাঙ্কুছড়া "	৭৭	ভাগীরথ পাড়া "	৬৭
দলপতি পাড়া "	৩৪৭	রতন নগর "	১৮১
সরমা "	৯৫	সরমা "	১৩৮
পোতাছড়া "	৪৫৩	দলপতি পাড়া "	৯৪
রামনগর "	২৬৮	রাইমা "	১৯৭
তৈচাকমা "	৩১৮		

Admitted Unstarred Question No. 54

Name of Member :— Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

QUESTOIN

১। ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪ সালে ডম্বুর জলাশয় হইতে কি পরিমাণ মাছ ধরা

হইয়াছে ; (বড়মাছ ও ছোট মাছ বৎসর-ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। জলাশয়ের ঐ সকল মাছ কোন কোন স্থানে, কাহাদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয় ;

৩। উক্ত সনগুলিতে কত টাকার মাছ বিক্রি করা হইয়াছে ; (সন-ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

৪। ডম্বুর জলাশয়ের মাছ নূতন বাজারে কাহাদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়ে থাকে ;

৫। 'নূতন বাজার মৎসজীবি সমবায় সমিতির" মাধ্যমে উক্ত মাছ নূতন বাজারে বিক্রি না করার কারণ কি ?

ANSWER

১। ডম্বুর জলাশয় থেকে মাছ ধরার বৎসর-ভিত্তিক মোট পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

বৎসর	বড়মাছ (কিলোগ্রামে)	ছোটমাছ (কিলোগ্রামে)	মোট (কিলোগ্রামে)
১৯৮১-৮২	৯,৬৯৪	২,৩৬,৯৪৬	২,৪৬,৬৪০
১৯৮২-৮৩	২,০৬১	৮৮,৮৩৩	৯০,৮৯৪
১৯৮৩-৮৪	১৬,৩৫৯	১,০৮,২০৪	১,২৪,৫৬৩
মোট :—	২৮,১১৪	৪,৩৩,৯৮৩	৪,৬২,০৯৭

২। ঐ মাছ ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিক্রী করা হয় :—

গণ্ডাছড়া, যতনবাড়ী, আগরতলা, তীর্থমুখ, নূতন বাজার।

৩। এপেক্স কর্তৃক বৎসর-ভিত্তিক ডম্বুর জলাশয়ের মাছ বিক্রীর মোট টাকার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	মোট টাকা
১৯৮১-৮২	৮,৯০,৪৯৬-৩৪
১৯৮২-৮৩	৪,১১,১৭৪-১০
১৯৮৩-৮৪	৭,৯০,৬০১-৯০
	২০,৯২,২৭২-৩৪

৪। উক্ত ১৯৮১–৮২ইং থেকে ১৯৮৩-৮৪ইং পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নূতন বাজারে স্থানীয় নূতন বাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে

জন সাধারণের নিকট মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করেন।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 57

Name of the Members :— 1) Shri Subodh Ch. Das
2) Smt. Ratna Prava Das
3) Shri Samir Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ১৯৮৪ সনের মে মাসের বন্যায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কত (মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব);

২) উক্ত বন্যায় কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (ব্লক-ভিত্তিক হিসাব);

৩) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা;

৪) দেওয়া হয়ে থাকিলে ধর্মনগর বিভাগে ঐরূপ সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা (ব্লক-ভিত্তিক হিসাব);

৫। যারা এখনও আর্থিক সাহায্য পায়নি কবে পর্য্যন্ত তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Minister :

১। ১৯৮৪ সালে মে মাসের বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ :—

কমলপুর—	৩৬২-৪৬ লক্ষ টাকা
কৈলাসহর—	৪২২-১৬ ,,
ধর্মনগর—	২৮১-৭৪ ,,
খোয়াই—	২০৮-৫৮ ,,
সোনামুড়া—	৭৭-৩১ ,,
সদর—	৩৬৪-০২ ,,
উদয়পুর—	১২৫-৬৩ ,,
অমরপুর—	৫৯-৫৬ ,,

সাব্রুম— ৫-৮৬ লক্ষ টাকা

বিলোনীয়া— ৬১-২৬ „

ইহা ছাড়া পশুপালন দপ্তরের ক্ষতির পরিমাণ ২২, ২৩, ২৯০ টাকা।

২। ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা
১) মোহনপুর—	১৩৯৬
২) জিরাণীয়া—	১০২৩০
৩) বিশালগড়—	৭৪৬৫
৪) খোয়াই—	৩৫১৫
৫) তেলিয়ামুড়া—	৪৪১১
৬) মেলাঘর—	২২৪০
৭) পাণিসাগর—	৬৫৮৫
৮) কাঞ্চনপুর—	১১০৮
৯) কুমারঘাট—	৫৮৮০
১০) ছামনু—	৭৩১
১১) ছেলেমা—	৫৩৩১
১২) মাতাবাড়ী—	১৪৩৬
১৩) গণ্ডাছড়া, ১৪) অমরপুর	৭৫৫
১৫) বিলোনীয়া, ১৬) রাজনগর	৫৪

৩) হ্যাঁ। এখনও সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

৪) পাণিসাগর ব্লক ২০০৫ পরিবার

কাঞ্চনপুর ব্লক ৩৯ „

৫) সাহায্য দেওয়ার কাজ চলিতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 62

Name of the Member :— Shri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা সরকারের পরিচালনায় রাজ্যের ভিতরে বহিঃ রাজ্যে কয়টি অতিথিশালা আছে

এবং ঐগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ;

২। বর্তমানে উক্ত অতিথিশালাগুলিতে দৈনিক কত লোকের থাকা খাওয়ার সংস্থান আছে ;

৩। উক্ত অতিথিশালাগুলি থেকে প্রতি বছর গড়ে কত টাকা আয় হচ্ছে ?

(বিগত তিন বছরের গড়)

ANSWER

Minister-in-charge-of the Revenue Department :— Revenue Minister

১, ২ ও ৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 68.

Name of the Member :— Shri Samir Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বৎসরে সরকার কতগুলি মস্‌জিদ ও মন্দিরে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন তার বছর ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

২। ইহা কি সত্য কিছু সংখ্যক মস্‌জিদ ও মন্দিরে এখনও আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় নাই ;

৩। সত্য হইলে তার কারণ ;

৪। ধর্মনগর বিভাগের হুরুয়া এবং শনিছড়াতে মণিপুরীদের নাট মন্দিরে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ;

৫। করলে তাহা কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১। ত্রিপুরা সরকার ওয়াকফ বোর্ডকে মস্‌জিদ ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য নিম্নে বর্ণিত টাকা বিভিন্ন সময়ে মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৯৮২—৮৩	১,৮৫,০০০ টাকা
১৯৮৩—৮৪	৪,৬০,০০০ টাকা

এবং

নিম্নলিখিত মন্দিরগুলির জন্য উক্ত সময়ে যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :—

উদয়পুর বুদ্ধ বিহার কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর	১৯৮২—৮৩	৩০,০০০ টাকা
সাধামনি বুদ্ধবিহার কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর	ঐ	১০,০০০ টাকা
জেতাবন বুদ্ধবিহার কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর	ঐ	১০,০০০ টাকা
অজন্তা বুদ্ধবিহার ছামনু, কৈলাসহর	ঐ	১০,০০০ টাকা
শান্তিময় বুদ্ধবিহার ছামনু, কৈলাসহর	ঐ	১০,০০০ টাকা
শাক্ত মন্দির সেংত্রাই		২,৮৯৫ টাকা
দৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ী	১৯৮৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে	৬০ টাকা
গোলাসিং বাড়ী মন্দির অমরপুর	১৯৮৩—৮৪	৫০০ টাকা
রতননগর মন্দির অমরপুর	ঐ	৫০০ টাকা
সরমা মন্দির অমরপুর	ঐ	২,০০০ টাকা
মালবাসা মন্দির অমরপুর	ঐ	৫০০ টাকা
বন্দরঘাট মন্দির অমরপুর	ঐ	৫০০ টাকা
মহাদেব মন্দির বিলোনীয়া	ঐ	১,০০০ টাকা
বুদ্ধ মন্দির বিলোনীয়া	ঐ	১,০০০ টাকা
কালী মন্দির কৈলাসহর	ঐ	২,১৭০ টাকা

২। ঐরূপ কোন রিপোর্ট সরকারের কাছে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। নাট মন্দিরের জন্য সাহায্যের ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 71

Name the of Member :—Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার ব্যক্তিগত গাড়ীর মালিকগণকে নির্ধারিত বিভিন্ন রাস্তায় গাড়ী চলাচলের রোড পারমিট দেওয়া সত্বেও মালিকগণ ঐ সকল নির্ধারিত রাস্তা ছাড়াও অন্য রাস্তায় গাড়ী চালান ;

২। সত্য হইলে উপরোক্ত মালিকগণের বিরুদ্ধে সরকার কোন প্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি ; এবং

৩। নির্ধারিত রাস্তায় পারমিট দেওয়া সত্বেও উক্ত নির্ধারিত রাস্তায় নিয়মিত সার্ভিস দিচ্ছে না এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা (নাম্বার সহ) ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহণ মন্ত্রী

১। ইহা সত্য, অনুমোদিত রাস্তা ছাড়াও অন্য রাস্তায় বাস চালাইতেছে এইরূপ ৫টি বাসের সংবাদ সরকারের গোচরে আছে।

২। তাদের পারমিট কেন বাতিল করা হইবে না সেই বিষয়ে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

৩। নির্ধারিত রাস্তায় পারমিট দেওয়া সত্বেও উক্ত নির্ধারিত রাস্তায় নিয়মিত সার্ভিস দিচ্ছে না, এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা ৫টি -যথা TRS-375, 475, 526, 627 এবং 303।

Admitted Unstarred Question No. 73

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

QUESTION

১। 1st April 1978 হইতে 1st April 1984 পর্যন্ত টি, এল, আর এক্ট, ১৯৬০ এর সেক্সান ১৮৭ ভঙ্গের জন্য কতজন উপজাতি বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরতের আদেশ পাইয়াছেন। তন্মধ্যে কতটি কার্যকরী হয়েছে এবং কতজন স্থগিতাদেশ পেয়েছেন (বিভাগ-ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব);

২। 1st April, 1975 হইতে 1st April, 1977 পর্য্যন্ত উপরোক্ত সংখ্যা কত ছিল (পৃথক-পৃথক হিসাব) ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১, ও ২। নং প্রশ্নের উত্তর—

ভূমি-রাজস্ব ও ভূমি-সংস্কার আইনের ১৮৭ ধারার (৩) (খ) উপ-ধারা মতে যে বৎসর ভূমি হস্তান্তরের আদেশ করা হয় তার পরবর্তী বৎসর হইতে আদেশ কার্য্যকরী হয়। কাজেই কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদেশ জারি করা ও আদেশ কার্য্যকরী করার সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব নয়।

মহকুমার নাম	হস্তান্তরের আদেশের সংখ্যা		আদেশ কার্য্যকরী করার সংখ্যা	
	১/৪/৭৫ইং হইতে ১/৪/৭৭ইং পর্য্যন্ত	১/৪/৭৮ইং হইতে ১/৪/৮৪ইং পর্য্যন্ত	১/৪/৭৫ইং হইতে ১/৪/৭৭ইং পর্য্যন্ত	১/৪/৭৮ ইং হইতে ১/৪/৮৪ইং পর্য্যন্ত
সদর	২৬৫	৭১১	৭৭	৩৯৮
খোয়াই	৪০৮	৩০৭	৯২	৩৯৪
সোনামুড়া	১৭		১৫	৪
কৈলাসহর	১৮	১৮২	১৪	১৭৩

১	২	৩	৪	৫
কমলপুর	৬৮	৩৩২	৪৩	৩৩১
ধর্মনগর	১০৬	১৫৮	৪০	১২৭
উদয়পুর	৮৮	৬১	২০	১১৬
অমরপুর	১৮৪	১০৪	১৪১	১০০
বিলোনীয়া	২০৩	৪৬	৫৬	১২২
সাব্রুম	৯৬	৩০	১৩	১৩৬
	১,৪৫৩	১,৯৩৪	৫১১৭	১,৯০১

বর্ত্তমানে যেসব ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ আছে তাহা এইরূপ :

সদর	১৪
খোয়াই	১৬
কৈলাসহর	১১
কমলপুর	২৫
ধর্ম্মনগর	১
অমরপুর	১১
বিলোনীয়া	৭
	৮৫

Admitted Un-starred Question No. 79

Name of the Members :—1) Shri Jawhar Saha
2) Shri Matilal Sarkar
3) Shri Keshab Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের আর্থিক বৎসরে এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়েছে ;

২। এর মধ্যে কি পরিমাণ মাছের পোনা কত টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে ;

৩। সরকার উক্ত মাছের পোনা বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও মৎস্য-চাষীদের মধ্যে বিতরণ করার

ব্যাপারে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ;

৪। বে-সরকারী উদ্যোগে মাছের পোনা উৎপাদন ও ক্রয়ের ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

৫। থাকিলে তাহা কি ?

ANSWER

৫। ৩১.১৬ লক্ষ চারা-পোনা।

২। কোন চারা-পোনা বিক্রয় করা হয় নাই।

৩। উৎপাদিত চারা-পোনা থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অভাবী মৎস্য-চাষীদের বিনামূল্যে চারা-পোনা বিতরণ করা হচ্ছে।

৪। আপাতত নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 81

Name of the Member :—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রাজ্যের কয়টি শ্রমিক সমবায় সমিতিকে ব্যাঙ্ক মারফৎ বাস-ট্রাক ইত্যাদি ক্রয়ের পারমিট ইস্যু করা হয়েছিল, ঐ সমিতিগুলির নাম ;

২) এই সমিতিগুলির মধ্যে কয়টি তাদের পরিশোধযোগ্য ঋণ কিস্তিতে কিস্তিতে জমা দিয়েছেন ;

৩) কয়টি সমিতি কোন কিস্তিই জমা দেন নি ; এবং

৪) রাজ্য সরকার কয়টির ক্ষেত্রে গ্যারান্টি হয়েছেন ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী।

১) ক) কোন শ্রমিক সমবায় সমিতিকে ট্রাকের পারমিট দেওয়া হয় নাই।

(খ) ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত ২৫টি শ্রমিক সমবায় সমিতিকে বাসের পারমিট দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে সমিতিগুলির নাম দেওয়া হইল :—

১। আগরতলা—সিমনা—ছেচুরিয়া—চাচুবাজার—কল্যাণপুর কো: অপারেটিভ বাস সার্ভিস লি:

২। বিশালগড়—মোটর ওয়ার্কার্স কো:-অপারেটিভ ট্রেন্সপোর্ট সোসাইটি লি:।

৩। মোটর শ্রমিক পরিবহণ সমবায় সমিতি লি:।
মোটর স্ট্যাণ্ড রোড, আগরতলা।

৪। মেলাঘর মোটর শ্রমিক পরিবহণ সমবায় সমিতি লি:

৫। মে: মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:, কৈলাশহর।

৬। মে: বিলোনীয়া মোটর কর্মী সমিতি লি:।

৭। মে: ধর্মনগর মোটর কর্মী সমিতি লি:।

৮। ঐ

৯। মে: ট্রাইবেল পরিবহণ সমবায় সমিতি লি:।

১০। মে: বিশালগড় মোটর ওয়ার্কার্স কো:-অপারেটিভ ট্রেন্সপোর্ট সোসাইটি লি:।

১১। মে: কমলপুর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:, হালাহালি।

১২। মে: বিলোনীয়া মোটর শ্রমিক পরিবহণ সমবায় সমিতি লি:, বিলোনীয়া।

১৩। মে: মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:, কৈলাশহর।

১৪। মে: মহারাণী মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি: উদয়পুর।

১৫। মে: উদয়পুর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:, উদয়পুর।

১৬। মে: সোনামুড়া মোটর শ্রমিক পরিবহণ সমবায় সমিতি লি:।

১৭। মে. টাউন শিবনগর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি: শান্তিপাড়া।

১৮। মে: শকুন্তলা ট্রেন্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:, পুরাতন আর, এম, এস, চৌমুহনী।

১৯। মে: আগরতলা কৃষ্ণনগর শহর পরিবহণ সমবায় সমিতি লি:।

২০। মে: বটতলা মোটর কর্মী সমবায় সমিতি লি:, আগরতলা।

২১। মে: রামপুর ট্রেন্সপোর্ট সমবায় সমিতি লি:, আগরতলা।

২২। মে: আগরতলা শহর পরিবহণ পরিচালক সমবায় সমিতি লি:।

২৩। মে: যুব মোটর শ্রমিক পরিবহণ সমবায় সমিতি লি: রামনগর।

২৪। মে: বাইখোরা মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি: বিলোনীয়া।

২৫। আগরতলা সড়ক পরিবহণ মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:, প্রযত্নে ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, আগরতলা।

২ ও ৩ ঋণ গ্রহীতারা তাদের ঋণের প্রতি কিস্তির টাকা সংশ্লিষ্ট Bank কর্তৃপক্ষকে দিয়ে থাকেন, নির্দিষ্ট কিস্তির টাকা খেলাপ সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই। অতএব এই দপ্তরের এই তথ্য জানা নাই।

৪। ৮ (আট) টি এবং নিম্নে তাদের নাম দেওয়া হইল :—

১) মোটর শ্রমিক পরিবহণ সমবায় সমিতি লিঃ মোটর ষ্ট্যাণ্ড রোড, আগরতলা।

২) মেঃ বিশালগড় মোটর ওয়ার্কাস কো-অপারেটিভ ট্রেন্সপোর্ট সোসাইটি লিঃ।

৩) মেঃ টাউন শিবনগর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ শান্তিপাড়া।

৪) মেঃ শকুন্তলা ট্রেন্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, পুরাতন আর, এম, এস, চৌমুহনী।

৫) মেঃ আগরতলা, কৃষ্ণনগর শহর পরিবহণ সমবায় সমিতি লিঃ।

৬) মেঃ রামপুর ট্রেন্সপোর্ট সমবায় সমিতি লিঃ আগরতলা।

৭) মেঃ আগরতলা শহর পরিবহণ পরিচালক সমবায় সমিতি লিঃ।

৮) মেঃ যুব মোটর শ্রমিক পরিবহণ সমবায় সমিতি লিঃ, রামনগর, আগরতলা।

Admitted Unstarred Question No. :—86

Name of the Member :— Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ক্ষুদ্র প্রকাশনা সংস্থাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ;

২। সুষ্ঠু সংস্কৃতি বিকাশে রাজ্য সরকার কি কি ভূমিকা পালন করছেন ?

উত্তর

১। ক্ষুদ্র প্রকাশনাগুলোকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু প্রকাশন সরকার ক্রয় করে থাকেন। এ ছাড়াও তাদের প্রয়োজন মত ফটো, ব্লক ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

২। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ণ ও বিকাশ সাধনের জন্য রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সম্ভাব্য সকল রকম সাহায্য করে থাকেন। শিল্প, সাহিত্য, নৃত্যগীত সমস্ত বিষয়গুলিই এখন

এই সব কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত।

চারু ও কারুশিল্পের বিকাশে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনের আয়োজন করেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে শিল্পীদের সৃষ্টি-সমূহ বিপনন-এ সহায়তা করছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

কৃতি সাহিত্যিকদের পুরস্কার প্রদান করে সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ সৃষ্টির জন্যও ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্যপত্র ক্রয় করে নবীন সাহিত্যকদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তথ্যকেন্দ্র সহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। এমনকি গ্রামে গ্রামান্তরেও রবীন্দ্র-নজরুল-শরৎ-সুকান্ত-এর মত কালজয়ী কবি সাহিত্যিকদের জীবন চর্চার পর্যালোচনার আয়োজন করে রাজ্যের সব সাহিত্যিদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্ট করা হচ্ছে।
সংগীত নৃত্য-নাটকের ক্ষেত্রে আরো বেশী বলিষ্ট পদক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই ২৪১টি লোকরঞ্জন শাখা খুলে হাজার হাজার লোকশিল্পীর শিল্প চর্চায় প্রত্যেক্ষভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। মহকুমা শহরে ড্রেস ব্যাংক স্থাপন করে অবলুপ্তপ্রায় যাত্রা শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে যাত্রা গানকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক উৎসব ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে হাজার হাজার অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত লোকশিল্পীর শিল্পীকে সম্মানিত করা হচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গড়িয়া-গাজন-ধামাইল প্রতিযোগিতা, নৌকা রাইচ, সারি, জারি, মনসামঙ্গল, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জন্ম জয়ন্তী ইত্যাদি। এছাড়াও আছে শরোদৎসব, বসন্তোৎসব নববর্ষ উৎসব ইত্যাদি। আর সবার উপরে উল্লেখযোগ্য হলো সংস্কৃতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির। প্রতিটি গাঁওসভা থেকে নির্বাচিত শিল্পী প্রতিনিধিদের নিয়ো আয়োজিত মহকুমা ভিত্তিক ঐসব প্রশিক্ষণ শিবির অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা, পর্য্যালোচনা হয়ে থাকে, তা রাজ্যের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে বলে রাজ্য সরকার বিশ্বাস করেন।

Admitted Unstarred Question No. 87

Name of the Member :—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কোন কোন দপ্তরে দপ্তর ভিত্তিক প্রমোশন কমিটিতে তপশিলী

জাতিভুক্ত অফিসার ও কর্মচারীদের সঠিকভাবে প্রমোশন কোটা পূরণ করার বিষয়টি দেখাশোনার জন্য তপশীলি জাতি ভুক্ত অফিসারদের (Liasion) লিয়াসন অফিসার হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে;

২। যে সব দপ্তরে এখনও Liason officer নিয়োগ করা হয় নি তা কবে পর্যন্ত করা হবে এবং এখনও না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের কোন দপ্তরেই লিয়াসন অফিসার দপ্তর ভিত্তিক প্রমোশন কমিটির সভ্য নহেন। তপশিলী জাতিভুক্ত অফিসার এবং কর্মচারীদের কোটা অনুযায়ী পদ পূরণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর হইতে একজন অফিসার প্রতিটি বিভাগীয় প্রমোশন কমিটির সভায় সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী উপস্থিত থাকেন। এতদ্‌ব্যতিত প্রতিটি বিভাগে একজন অফিসারকে লিয়াসন অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তাঁহার প্রধান দায়িত্ব শতক্রম (100 Point Roster) রোষ্টার যথাযত রক্ষা করা এবং উপজাতি এবং তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরে সময় ভিত্তিক রিপোর্ট, রিটার্ন দাখিল করা।

২। অধিকাংশ দপ্তরেই একজন অফিসার লিয়াসন অফিসার হিসাবে কাজ করিতেছেন। শুধুমাত্র পূর্ত দপ্তরের অধীন ক্ষুদ্র সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং বিদ্যুৎ বিভাগে ৩ (তিন) জন তপশিলী জাতি ভুক্ত অফিসার লিয়াসন অফিসার হিসাবে কাজ করিতেছেন। তপশিলী জাতি ভুক্ত অফিসারের অপ্রতুলতা হেতু ইহা বলা সম্ভবপর নহে কবে নাগাদ সমস্ত বিভাগেই তপশিলী জাতি ভুক্ত অফিসারকে লিয়াসন অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হইবে।

Admitted Un-starred Question No. 88

Name of member :—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes welfare Department pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের চর্ম-শিল্পীদের জন্য আগরতলা পৌরসভা ও বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলি কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন;

২। চর্ম-শিল্পীদের শেড নির্মাণ ও গৃহ নির্মাণের জন্য ১৯৮৩ সন হইতে ১৯৮৪-এর জুলাই পর্যন্ত

কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ; (বিভাগভিত্তিক হিসাব)

৩। উক্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থ দ্বারা ১৯৮৪ সনের জুলাই পর্যন্ত উপরোক্ত কাজ কতটুকু সম্পন্ন করা হইয়াছে ;

৪। মিউনিসিপ্যালিটি ও নোটিফায়েড এরিয়ার চর্ম শিল্পীদের জন্য নির্মিত শেডের মধ্যে কতগুলি এখনও তাদের মধ্যে বন্টন করা হয় নাই ;

৫। ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য ১৯৮৩ এবং ১৯৮৪ সনে সরকার চর্মশিল্পীদের কোন আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন কিনা ;

৬। দিয়ে থাকলে কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৪। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৫। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৬। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 91

Name of M. L. A. :—Shri Subodh Chandra Das,

Name of Minister :— Minister-in-charge of L. S, G, Department.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহর (নোটিফায়েড এরিয়া) উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন বা নিচ্ছেন ; এবং

২। বর্তমানে উক্ত উন্নয়নের কাজ কতটুক অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। ক) ধর্মনগর শহরের জনসাধারণের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী মাসে ধর্মনগর শহরকে নোটিফায়েড এরিয়া রূপে ঘোষনা করিয়াছেন। অতঃপর ১৯৭৮ ইং সনের অক্টোবর মাসে নোটিফায়েড এলাকার কার্য্য পরিচালনার জন্য সরকার মনোনীত সদস্য কর্তৃক একটি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নিযুক্ত করা হয়। উক্ত নোটিফায়েড এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাজার উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, বেকার এবং চর্মকারদের জন্য শেড নির্মাণ, পার্ক নির্মাণ, রিক্সা

ষ্টাণ্ড নির্মাণ, শ্মশানঘাট নির্মাণ, টাউন হল নির্মাণ, শহরের রাস্তা বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক কাজ নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি হাতে নিয়াছেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করিতেছেন। পরিকল্পিত কার্য্য রূপায়ণে রাজ্য সরকার নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে আর্থিক অনুদান প্রদান করিয়া থাকেন।

খ) এতদ্ব্যতীত ধর্মনগরে একটি সপিং কমপ্লেক্স ও সুপার মার্কেট নির্মাণের প্রয়োজনীয় আর্থিক ঋণ মঞ্জুর করিতে HUDCO কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা চলিতেছে।

গ) শহরের কাঁচা লেট্রিন গুলিকে পোওর ফ্লাস্ সেনিটারী লেট্রিনে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হইয়াছে।

উক্ত কাজ সম্পাদনে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য চাওয়া হইয়াছে।

ঘ) তদুপরি ধর্মনগর শহরে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এল. আই. সি. হইতে ঋণ মঞ্জুর করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

ঙ) ধর্মনগর শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই শহরকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং গত ১৯৮৭ ইং সনের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে আবার অনুরোধ করা হইয়াছে।

২। ক) ধর্মনগর শহরে সপিং কমপ্লেক্স এবং সুপার মার্কেট মার্কেট নির্মাণের জন্য ১৯৮৩ ইং সালের ৬ই এপ্রিল HUDCO র নিকট আর্থিক সহযোগিতার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছিল। পত্রোত্তরে HUDCO ধর্মনগর শহরে সপিং কমপ্লেক্স ও সুপার মার্কেট নির্মাণের জন্য HUDCO-র সাহায্য হিসাবে উন্নয়ণ মূলক খরচের শতকরা ১০০ ভাগ ঋণ হিসাবে দিতে সম্মত হইয়াছে। তবে গৃহীত ঋণের জন্য বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে। ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি HUDCO কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ গ্রহন করিতে সম্মত আছে বলিয়া রাজ্য সরকারকে জানাইয়াছেন। তবে গৃহীত ঋণের জন্য শতকরা ১৫ টাকা হার সুদের পরিবর্তে শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ দিতে সম্মত হওয়ার জন্য HUDCO কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার জন্য নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি রাজ্য সরকারের নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। প্রস্তাবটি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

খ) প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে ধর্মনগর শহরে মোট ২৫০০টি কাঁচা লেট্রিন আছে। পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এই কাচা লেট্রিন গুলিকে LOW COST POUR FLESH LATRINE-এ রূপান্তরিত করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত কাজের জন্য পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ও অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করিয়া গত ২রা আগষ্ট একটি চিঠি দিয়াছেন। বিষয়টি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

গ) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন দপ্তর ধর্মনগরে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ১.৩৫ কোটি

টাকার একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার অধিকাংশ ব্যয় ভার এল, আই, সি, হইতে ঋণ নিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইবে। উক্ত প্রজেক্ট রিপোর্টটি ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির অনুমোদন ও বিবেচনার জন্য নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে বিগত ৫ই মার্চ, ১৯৮৪ ইং তারিখে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতেছেন।

ঘ) ধর্মনগর শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধর্মনগর শহরকে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার ১৯৮২ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে ধর্মনগরে মাষ্টার প্লেন ও প্রজেক্ট রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে সম্মত হন নাই এবং ধর্মনগরে মাষ্টার প্লেন ও প্রজেক্ট রিপোর্টটি ১৯৮৩ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে রাজ্য সরকারের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দেন। অধুনা ১৯৮৪ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. on Friday, the 14th September, 1984.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 Ministers and 41 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী তরণীমোহন সিন্‌হা :—

শ্রী তরণীমোহন সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২ ।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধূমাছড়া-ফটিকরায় রাস্তার সলিং করা ইটগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় অধিকাংশ ইট ভাঙ্গিয়া গুড়া হইয়া গিয়াছে।

উত্তর

না। তবে রাস্তার কিছু জায়গায় ইটের সলিং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ?

প্রশ্ন

২। সত্য হলে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

উত্তর

রাস্তাটির মেরামতির কাজ যথা সময়ে হাতে নেওয়া হইবে।

প্রশ্ন

৩। মণাউলি হইতে ফটিকরায় পর্য্যন্ত রাস্তার সলিং করতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছিল ?

উত্তর

রাস্তার ফাইনাল বিল এখন তৈরী হয় নাই এবং সেজন্য সঠিক অংক দেওয়া সম্ভব নহে। এখন পর্য্যন্ত উক্ত কাজের ঠিকাদারকে ৪, ৭৩, ৫৪৯ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী তরণীমোহন সিনহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জানিয়েছেন ইটগুলি নিম্নমানের নয়। তাতে আমরা দেখেছি মশাউলি থেকে ফটিকরায় পর্য্যন্ত রাস্তার ইট ভেঙ্গে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা সারাইয়ের কাজ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মশাউলী থেকে ফটিকরায়ের রাস্তার সয়েলের কণ্ডিশানটা বেশী ভাল নয় তার জন্য ক্ষতি হতে পারে। আবার ফটিকরায় থেকে মাণিকভাণ্ডার রাস্তাটা টিলার উপর দিয়ে গিয়েছে, সেখানকার সয়েল ভাল, তাই রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ।

শ্রী তরণীমোহন সিনহা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই রাস্তায় যানবাহন চলাচল করতে পারেনা, কারণ ব্রীজ ভাঙ্গা এবং রাস্তার অবস্থা খারাপ যেহেতু ইটগুলি নিম্নমানের সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার যেসব জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসব জায়গা আমরা দেখব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, আমি যতদূর জানি, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ তুলেছেন সেটা ঠিক যে, যে ইট ভাটা থেকে ইটগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি ঠিকমত পোড়া হয়নি তারজন্য রাস্তা এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অঞ্চলে রাস্তার দারুন অসুবিধা চলাচল করার। ইট ভাটার মালিকের সঙ্গে কিছু টার্মের ভিত্তিতে এই ইটগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেহেতু কোন্ ইটভাটা থেকে নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন্ ইটভাটা থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা আমার জানা নাই। সব ইট এক রকম থাকেনা, সদস্য ৭৫ ভাগ ইট ভেঙ্গে গেছে সেটা ঠিক না। তবে কিছু কিছু খারাপ হয়েছে, মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া যেভাবে বলছেন তারমধ্যে কোন সত্য নাই।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭।

মিঃ স্পীকার : এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭।

শ্রী বাদল চৌধুরী : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নং ৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ইং সনের মে মাসের প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও জুমিয়াদের সরকার কি কি সাহায্য দিয়েছেন ; এবং

২। বন্যার কবল থেকে জমি ও জুমের ফসল রক্ষার জন্য আর কি কি ধরণের কার্য্যকরী ব্যবস্থা সরকার হাতে নিয়েছেন ?

উত্তর

১। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও জুমিয়াদের সাহায্যের জন্য সরকার কর্তৃক যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :

ক) যে সব কৃষকের আউস ধান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে প্রতিটি ১০ কে জি কিন্তু অনধিক ৫০ টাকা মূল্যের ১৫,০০০ আউস ধানের মিনিকট বিতরণ করা হইবে।

খ) যে সব কৃষকের ধানের চারা এবং রোয়া জমি বন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে প্রতিটি ১০ কে. জি. কিন্তু অনধিক ৫০ টাকা মূল্যের ৩০,০০০ উচ্চ ফলনশীল ধান বীজের মিনিকট বিতরণ করা হইবে।

গ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সব্জী চাষীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের সব্জী বীজের মিনিকিট বিতরণ করা হইবে।

ঘ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পান চাষীদের পানের চারা পান বরোজ নির্মাণের জন্য প্রতি নির্বাচিত কৃষককে সাহায্য হিসাবে ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হইবে।

ঙ) যে সমস্ত চাষের জমিতে ৪ ইঞ্চি উর্দ্ধে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বালুর স্তর জমিয়াছে এইরূপ ৬০০ হেক্টর জমি হইতে বালু সরাইয়া আমন ধান চাষের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হইবে।

চ) বন্যায় জুমের ক্ষতি হয় নাই। তবে অতি বর্ষণে জুম ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এইরূপ ৫,০০০ জুম চাষীদের মধ্যে ৫০০টি টেপিওকা কাটিং এবং তৎসঙ্গে ঐ চারাগুলি রোপনের জন্য ৫ দিনের মজুরী বাবৎ ৫০ টাকা সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

২। জুমের ফসল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তবে সমতল জমির ফসলকে বন্যার কবল হইতে রক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে আর্থিক সংকুলানের ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণ ও ভূমি ক্ষয় রোধের ব্যবস্থা অনবরতই হাতে নেওয়া হইতেছে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জুমিয়াদের বিভিন্ন ধরণের সাহায্য দেওয়া হয়েছে তবে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? যেসব কৃষক এখনও কোন সাহায্য পায় নাই, তাদের অভিযোগ এবং ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে দেখা হবে কিনা, এবং যারা সাহায্যের জন্য ব্যাংকে গিয়েছেন তারা যদি ব্যাংক থেকে সাহায্য না পেয়ে থাকেন তাহলে তাদের দেওয়া হবে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে দামছড়া এলাকায় বিভিন্ন গ্রামের সমতল ভূমি বিশেষ করে নরেন্দ্রপুর, রাধাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা এখনও সাহায্য পায় নাই তাদের সাহায্য দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বন্যায় হাজার হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের তথ্য নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বি. ডি. সি.-র সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এইসব ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। যদি কোন এলাকা ক্ষতিপূরণ না পেয়ে থাকে তাহলে দপ্তর থেকে দেখা হবে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বন্যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে কিন্তু সেগুলি এখনও সারাই হয় নাই। তার ফলে গ্রামের কৃষক-জুমিয়াদের চলাচলের খুব অসুবিধা। অতএব সেগুলি অবিলম্বে সংস্কার করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, প্রশ্নটা এগ্রিকালচারের উপর আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য সুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বন্যার জলে যে সমস্ত জমিতে বালি পড়েছে সে সব জমিকে বালি মুক্ত করার জন্যে ব্যবস্থা নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত কত একক জমির উপর থেকে বালি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এ পর্য্যন্ত ৬০০ একর জমি উপর থেকে বালি সরায়ে চাষের উপযোগী করে তুলেছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ২২।

শ্রী অনিল সরকার : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ২১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কাগজকল, সুতাকল এবং আনারস ফল সংরক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের সহিত যোগাযোগ করেছেন কি ?

২। করে থাকলে কেন্দ্রিয় সরকার উক্ত ব্যাপারে অনুমোদন ও অর্থ সংস্থানের কোন ব্যবস্থা করেছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। কাগজকল :— বর্ত্তমান বৎসরের ৪ঠা এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী তদানীন্তন গভর্ণর এস, এম. এইচ, বার্নির নিকট একটি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশনকে সবদিক পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং তাহাদের রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন।
সুতা কল :— প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রিয় সরকার সমবায়ের ভিত্তিতে সূতাকল স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। সমবায়ের ভিত্তিতে সূতাকল স্থাপিত হলে অর্থ সংস্থাপনের কোন অসুবিধা হবে না বলে আশা করা যায়।

আনারস ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র : ভারত সরকারের খাদ্য ও জন সংভরন মন্ত্রক তাহাদের ১৬ ৭ ৮৭ তারিখের এক চিঠিতে গৌহাটীস্থিত নর্থ ইস্টার্ণ রিজিওন্যাল এগ্রিকালচারের মার্কেটিং করপোরেশনকে ত্রিপুরার কুমারঘাটে একটি ফ্রুট জুইস্ কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন।

শ্রী নকুল দাস : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা জানি যে, এই রাজ্যে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল, তখন মাননীয় শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। সে সময় ত্রিপুরায় কাগজ হবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত কুমারঘাটে একটি কাগজকলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তখন রাজ্যেও ছিল কংগ্রেস সরকার এবং কেন্দ্রেও ছিল কংগ্রেস সরকার, তাই কেন্দ্রিয় সরকার কাগজ কলের জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কেন্দ্রিয় পুনরায় তালবাহানা শুরু করেছেন। কেন্দ্রিয় সরকার হিন্দুস্থান পেপার মিলকে উহা আবার খতিয়ে দেখার জন্য বলেছেন। সুতরাং কুমারঘাটে আদৌ কেন্দ্রিয় সরকার কাগজকল স্থাপন করবেন কি না তা রাজ্য সরকার কিছু জানেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটি কাগজকল স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজন সেটা দেখেই কুমারঘাটে কাগজকলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল এবং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট বহু আবেদন করেছেন। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে, প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশনায় এন, ই, সি, যে, একস্পার্ট গ্রোপ তৈরী করেছিলেন তাতে দৈনিক ১০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কাগজকল স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল এবং তার জন্যে তারা সর্ত দিয়েছিলেন যে, কাগজকল স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, জমি, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি রাজ্য সরকারকে যোগাড় করে দিতে হবে। আমরা সেই অনুসারে এই সর্তগুলি রাজ্য সরকার মেনে নেবেন উহা জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এন, ই, সি, ৭ম পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় দৈনিক ৫৬ মেট্রিক টন উৎপাদন সম্পন্ন কাগজকল স্থাপন করবার জন্যে প্রস্তাব করেন-সেই অনুসারে ত্রিপুরা সরকার উক্ত শিল্পের জন্য ৭৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ধরেছিলেন এবং ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এন, ই, সি, র প্রোগ্রামে ধরেছিলেন। কিন্তু সম্পতি এন, ই, সি, র বৈঠকে স্থির হয় যে, দৈনিক ৩০ মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষম কাগজকল স্থাপনের জন্য অনুমোদন করবেন এবং সেই জন্য ১৯৮৫-৮৬ সালে ১০ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মতিলাল সরকার : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে জানা গেল যে, কাঁচামাল, জায়গা, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি রাজ্য সরকার যোগাড় করতে পারলে ত্রিপুরার কাগজকল স্থাপন করা সম্ভব, কিন্তু প্রথমে কুমারঘাটে যখন কাগজ-কলের জন্য ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল সে সময় এই সকল সর্তাবলী কি রাজ্য সরকারের নিকট থেকে দেওয়া হয় নাই তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

দ্বিতীয়ত: কাগজকল স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ত্রিপুরাতে রয়েছে। এবং এই কাঁচামাল উৎপাদন করবার জন্যে প্রয়োজনীয় উর্বর জমিও ত্রিপুরাতে রয়েছে। সুতরাং ত্রিপুরায় একটি কাগজকল স্থাপন করা হলে এই সকল কাঁচামাল উৎপাদনকারী কৃষকরা অনেক বেশী উপকৃত হতে পারবেন। সুতরাং ত্রিপুরাতে যাতে অবিলম্বে একটি কাগজ-কল স্থাপন করা হয় তার জন্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সব বিষয়ে আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট লেটার অব্ ইনডেন্ট দিয়েছি যে, ত্রিপুরাতে অন্তত: ২০০ মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষম

একটি কাগজকল স্থাপন করা যেতে পারে। তবু কেন্দ্রিয় সরকার এটা খতিয়ে দেখছেন। এই ব্যপারে আমরা সব সময় কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।

শ্রী নকুল দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কুমারঘাটে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল যার একটা বড় অংশ ব্যয় করা হয়েছিল খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বাবত, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার : স্যার, এই তথ্য আমাদের নিকট নেই।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার- ৩৩১।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-৩৩১।

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার বাইখোরা সংলগ্ন মংচারী মগপাড়া, বি, এস, এফ, ক্যাম্প সংলগ্ন নারাইফাং ও মনাইখর উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কবে নাগাদ উহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। নারাইফাং বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে। মনাই(মনাইপাথর)-এর বৈদ্যুতিকরণের কাজ চলতি আর্থিক বৎসরের কর্মসূচীতে গৃহীত হয়েছে। মংচারী মগপাড়া সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নয়।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাইখোরা বাজার সংলগ্ন এই মংচারী মগপাড়া যেখানে বাজার সংলগ্ন রয়েছে বাঙ্গালী এবং এর উত্তরে রয়েছে উপজাতির বাস। এইখানে একজন অফিসার রয়েছেন তার নাম শ্রীকালিকুমার রিয়াং। তার বাড়ি পর্য্যন্ত লাইন একস্টেনসান করা হয়েছে। এরপর আর লাইন নেওয়া হয় নাই। আর মাত্র চার পাঁচটা পোষ্ট বসালেই এন্টায়ার ভিলেজটাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনা যায়। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই গ্রামটা সেন্সাসভুক্ত নয়। আর মাত্র চার পাঁচটা পোষ্ট বসিয়ে যেখানে পুরা গ্রামটিকে বৈদ্যুতিকরণ করা যায় সেখানে এই পোষ্ট বসানোর জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না-তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মি: স্পীকার স্যার, এটা করে দেব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—অ্যাডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৬৬।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে হাঁপানিয়া জুটমিলে শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

২। ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত উক্ত মিলে কত টাকা মূল্যের দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে ?

৩। উক্ত দ্রব্য উৎপাদন বাবদ এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ; এবং

৪। কত টাকা লোকসান হয়েছে ?

উত্তর

১। ২,০২৫ জন।

২। ২,৬৩,৯০,০০০ টাকা।

৩। ৫,০৭,৩৩,০০০ টাকা।

৪। নগদ ক্ষতি হয়েছে ১,৫৩,৪৩,০০০ এবং নীট ক্ষতি হয়েছে ২,৪৩,৪৩,০০০ টাকা।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে প্রতি বৎসর ১ থেকে ২ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে, তার বেশীর ভাগ টাকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগের ফলে হয়েছে কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ এইভাবে যদি ক্ষতি হয় তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটা কবে লাভজনক হয়ে উঠবে ?

শ্রী অনিল সরকার :—এটা এক বছরের লোকসান নয়। কমার্সিয়াল প্রডাকশন শুরু করা থেকে এই পর্যন্ত। এবং মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই যে, এই ধরনের জুটমিল আসামেও ছিল। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা এই নয় যে এখানে অতিরিক্ত শ্রমিক। প্ল্যান প্রজেক্টে প্রথম থেকেই আছে ২ হাজারের উপর শ্রমিক নিযুক্ত নয়। যন্ত্রাংশ বাইরে থেকে আনতে হয় এবং এই রাজ্যের মধ্য থেকেই আমরা শ্রমিক নিয়োগ করেছি। আমাদের গ্রাম থেকে আনা শ্রমিকের ৮০ পারসেন্ট দক্ষতা একদিনে হয় না। তারা ৬০ পারসেন্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। সংগে সংগে কলকাতা থেকে স্পেয়ার পার্টস্ আনতে হয় সেজন্য কাজের কিছু অসুবিধা হয়। এই সমস্ত মিলিয়ে লোকসানটা হচ্ছে। কাজেই অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেজন্য লোকসান হচ্ছে,

এই কথাটা ঠিক নয়। চটকল গড়ে তোলার জন্য যে মনোভাব এবং দক্ষতা প্রয়োজন হয় শ্রমিকদের এটা আমরা আশা করছি হয়ে যাবে এবং মিলটা ভায়াবল্ হবে।
শ্রী জওহরলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কি কি কারণে প্রতি বছর জুটমিলে কোটি কোটি টাকা সরকারকে গচ্ছা দিতে হচ্ছে আর সেই গচ্ছাটাকে লাঘব করার জন্য সরকার কি কি প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রী অনিল সরকার :— আমি এই কথাটা বলেছি যে শ্রমিক নিয়োগ করলে সংগে সংগে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। কারণ এটা অফিসের ফাইল পত্র নয় যে, এদিক থেকে সেদিক নিয়ে গেলেই হলো একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তিন শিফ্‌টে কাজ চলেছে এবং তিন শিফ্‌টে কাজ করা ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা নুতন ঘটনা। সেজন্য দক্ষতা অর্জন করতে সময় লাগবে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—ত্রিপুরার জুটমিল সম্পর্কে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় আর একটি চটকল স্থাপনের প্রশ্নটা এখানে রয়েছে। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসকে আশ্বাস দিতে পারেন কিনা যে, চটকলে যে লোকসানটা হচ্ছে তার জন্য কোন তদন্ত কমিটি গঠন করবেন কিনা ক্ষতিটা কিভাবে হচ্ছে সেটা দেখার জন্য ?
শ্রী অনিল সরকার :— এই ধরণের প্রতিশ্রুতির কোন প্রশ্ন আসে না। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি এই জুটমিল চলবে। সেখানে শ্রমিকেরা এবং অফিসারেরা এবং এক্সপার্টরা বসে চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমীর দেব সরকার।
শ্রী সমীর দেব সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।
শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরের সুভাষ পার্ক বাজারের উপর দিয়ে পি. ডবলিউ. ডি. সড়কের অস্বাভাবিক ভীড় ও দুর্ঘটনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রমোদ দেব বাড়ী (খোয়াই কলেজ রোড) থেকে সরকারী দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় অব্দি নূতন বিকল্প সড়ক নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। না থাকিলে শীঘ্র এ পরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

৪। খোয়াই শহরের হাসপাতাল থেকে সিনেমা হল পর্য্যন্ত রোড এবং শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন রোড-এর সংস্কারের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। এই বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং সব কিছুই আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করছে।

৪। খোয়াই শহরের হাসপাতাল হইতে সিনেমা হল পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের রাস্তার সংস্কারের কাজ মঞ্জুরী পাওয়ার পর হাতে নেওয়া হবে বলে আশা, করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— অ্যাডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৫২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁওসভায় দক্ষিণ তারানগরের তিনশত তাঁতশিল্পী উক্ত এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘদিন যাবত সরকারের নিকট আবেদন করে আসছেন ইহা সত্য কিনা ?

২। সত্য হলে এখনো এই এলাকায় বিদ্যুত সরবরাহ না করার কারণ কি ?

৩। সরকার তথায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার বিষয়ে বিবেচনা করবেন কিনা।

৪। করে থাকলে কবে পর্য্যন্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আর্থিক অপ্রতুলতা।

৩। হ্যাঁ।

৪। দক্ষিণ তারানগরের কিছু একটা অংশ দীঘালিয়া বাজার থেকে [illegible] এবং দীঘালিয়া বাজারের কিছু অংশ করা হয়েছিল, সেটা আমরা করছি এবং এবার যে

কাজটা করব সেটা আশা করছি কিছু করা হবে। সবটা আমরা এই বছরে করতে পারব না।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন যে আমি নিজেই এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছিলাম যে, দক্ষিণ তারানগরের তাঁত শিল্পীদের কাজের সুবিধার জন্য তাড়াতাড়ি বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন আছে এবং সেই অনুযায়ী অনেক দিন আগেই সেই এলাকাতে কতগুলি খুঁটি বসানো হয়েছিল যদিও সেগুলিতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হয় নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সেই খুঁটিগুলি প্রাক্তন সি. পি. এম মেম্বার নিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— খুঁটি বসাবার পর, সেই খুঁটি আবার কেউ নিয়ে যাচ্ছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে মাননীয় সদস্য আমার সংগে দেখা করে যে কথা বলেছিলেন, আমি তাঁর উত্তরে বলেছিলাম যে আমি সেটা দেখব। যেহেতু আমাদের অর্থ ও স্ট্রাকচার মেটেরিয়েল্‌সের কিছু অসুবিধা আছে, সেহেতু সংগে সংগে কাজটা করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া নূতন লাইন এ্যাক্সটেনশানের জন্য হাজার হাজার দরখাস্ত আমাদের কাছে আসছে এবং সেগুলি একসংগে করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, সেটা যাতে সামনের বছরের মধ্যেই হয়ে যায়, তা আমি দেখব।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে যে খুঁটিগুলি বসানো হয়েছে সেই এলাকার লোকদের অনুরোধের পর, তাতে লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে, এস, ডি, ও, সাহেবের মতে যেহেতু এটা কংগ্রেস এম, এল, এর, এলাকা, সেহেতু এক্ষুণি বৈদ্যুতিক লাইন দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যদি সি, পি, এম, এম, এল, এর, এলাকা হতো, তাহলে অনেক আগেই সেখানে বৈদ্যুতিক লাইন দেওয়া সম্ভব হতো। কাজেই এই সম্পর্কে এস, ডি, ও, সাহেবের মতামত এবং সেই এলাকার লোকজনের মতামত কি, তা তদন্ত করতে মাননীয় মন্ত্রী রাজি আছেন কি ? এবং তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে আমাদের জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, কয়েক দিন আগেই মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে আমার সংগে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর দেখা করার সংগে সংগে আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছি যে, এস, ডি, ও, সাহেব এই ধরণের কোন কথাবার্তা বলেছেন বলে ঐ

এলাকার লোকজনের জানা নেই। কাজেই এই সম্পর্কে আর কোন তদন্তের প্রশ্নই উঠে না। তবে উনি দেখা করতে গিয়ে আমাকে যে একটা দরখাস্ত দিয়ে এসেছেন, তাতে শুধু এ্যাক্সটেনশানের কথাই বলা ছিল, অন্য কোন কিছু বলা নেই। কাজেই উনি এখন যে সমস্ত অভিযোগ করছেন, এগুলির কোন ভিত্তি নেই, এই বিষয়ে আমি কন্ফার্মড।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— আমি আপনার সংগে দেখা করে বলেছিলাম যে এস, ডি, ও, সাহেব এই ব্যাপারে যে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। কাজেই সেই এলাকার ভাইরা যাতে বৈদ্যুতিক লাইনের সুবিধা তাড়াতাড়ি পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা আপনি করবেন। এবং আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাড়াতাড়িই সেই কাজটা করা হবে, অথচ এখন পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নি, এর কারণটা কি আমি জানতে পারি কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি উনাকে এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি দেই নি। আমি শুধু বলেছিলাম যে আমি ভবিষ্যতে দেখব। অথচ মাননীয় সদস্য এখন যেভাবে বিষয়টা এখানে উত্থাপন করেছেন, তা আমি ভাল মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :— সর্বশ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ও রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯।

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক বন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের কয়টি প্রধান সড়ক ও উক্ত সড়কের উপর কয়টি পুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রধান সড়ক ও পুলের জেলা-ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

	সড়ক	পুল
উত্তর ত্রিপুরা	২৪ টি	৯৪ টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা	২৪ টি	৬১ টি
পশ্চিম ত্রিপুরা	২৮ টি	৭৮ টি

২। তন্মধ্যে কমলপুর মহকুমায় কয়টি রাস্তা ও পুল নষ্ট হয়েছে ?

কমলপুর মহকুমায় মোট ৪টি প্রধান সড়ক ও ৪৮টি পুল নষ্ট হয়েছে।

৩। ১৯৮৩ ইং আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের বন্যায় দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রধান সড়ক কয়টি ও কয়টি পুল নষ্ট হয়েছে ?

১৯৮৩ ইং আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের বন্যায় দক্ষিণ জেলায় মোট ৬০টি পুল নষ্ট হয়েছে।

৪। ইহা কি সত্য যে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও পুলগুলির মেরামতের কাজ এখনও শেষ হয় নাই ?

হঁ্যা, কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা এবং পুলের মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে এবং কিছু কিছু মেরামতির কাজ এখনও চলছে।

৫। সত্য হলে তার কারণ ?

আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য কাজগুলি শেষ করা এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধলাই নদীর উপর মানিকপুরের কাছে যে ব্রীজটা আছে, তার প্রয়োজনীয় এষ্টিমেট থাকা সত্ত্বেও অনেক দিন যাবত ব্রীজটা সারাই করা হচ্ছে না, ফলে বার বার বন্যার জন্য ব্রীজটার উপর দিয়ে চলাচল করার ভীষণ অসুবিধা হয়, কারণ দুই পাশের মাটি ধ্বসে পড়ে যায় ব্রীজটা হয়ে গেছে, কিন্তু তার দুই দিকের এ্যাপ্রোচ ঠিক করা হচ্ছে না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করেছেন, তার প্রয়োজনীয় তথ্য এখন আমার কাছে নেই, কাজেই উনি স্পেসিফিক কোয়েশ্চান করলে, পরে আমি তার উত্তর দিতে পারব। তবে ধলাই নদীর উপর যে ব্রীজটা আছে, সেটা ১৯৮৩-এর বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মেরামত করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৪-এর বন্যায় আবার নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই বন্যার জনা এ্যাপ্রোচ চেঞ্জ হওয়ার ফলে কি করা যায়, তা আমাদের দেখতে হবে, হয়তো এর জন্য আবার নতুন করে সব কিছু করতে হবে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— ছামনু বাজারের দক্ষিণে রাত ছড়াতে যে ব্রীজটা আছে, সেটা মেরামত করার জন্য কনট্রাক্টরকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যান্ত কোন কাজ কর্মই

করা হচ্ছে না, ফলে কমলপুরের সংগে মহকুমার অন্যান্য অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অমরপুর মহকুমায় গোমতি নদীর উপর কাউ-মারা ঘাটের উপর যে ব্রীজটা আছে, তা প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরী হয়েছিল এবং সেটা তৈরী করার মূহুর্ত্ত থেকেই ঐ এলাকার লোকজনের আশঙ্কা ছিল, যে ব্রীজটা যে কোন সময়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে। সত্যি দেখা গেল যে, ৪ মাস পরেই আরও কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ব্রীজটাকে আবার মেরামত করা হয়েছে। কাজেই কি কারণে একবার ২০ লক্ষ টাকা খরচ করতে না করতেই আবার আরও কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ব্রীজটাকে মেরামত করতে হল, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, কোন একটা কাজ করতে হলেই আমাদের টাকা খরচ করতে হবে, তবে আমরা সব সময়ে চেষ্টা করছি যাতে কম টাকা খরচ করা হয়। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় অবগত আছেন যে এবার পর পর দুইবার বন্যা হওয়ার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ ব্রীজই কিছু না কিছু নষ্ট হয়েছে এবং এই রকম বন্যাজনিত কারণেও ব্রীজটার ক্ষতি হতে পারে। যা হউক, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেটা ঠিক মত হয়েছে কিনা, তা আমি দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নং—১৮৪।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং—১৮৪

প্রশ্ন

১। বিশালগড় হইতে গোলাঘাটি পর্য্যন্ত রাস্তাটির সলিং ও পিচ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। বিশালগড় হইতে গোলাঘাটি পর্য্যন্ত রাস্তাটির সলিং এর কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এবং পিচ করার পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন

২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হবে ?

উত্তর

২। বর্তমান আর্থিক বছরে পিচ করার কাজ সুরু হবে বলে আশা করা যায়।

মি: স্পীকার :— শ্রী জওহর সাহা

শ্রী জওহর সাহা :— কোয়েশ্চান নং—১৪৫

শ্রী বাদল চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং—১৪৫

প্রশ্ন

১। অমরপুর শহরে দৈনিক বাজার সংস্থাপনের কাজ বর্তমানে কি পর্য্যায়ে আছে ?

উত্তর

১। অমরপুর শহরে দৈনিক বাজার সংস্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

প্রশ্ন

২। দৈনিক বাজার নির্মাণের জন্য যে সকল ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল সে সকল ব্যক্তিগণ উক্ত জমি দখল ছাড়িয়া দিয়াছে কি না ?

উত্তর

২। দৈনিক বাজার সংস্থাপনের জন্য কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয় নাই।

প্রশ্ন

৩। কবে নাগাদ বাজার নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের গত বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছিলেন যে অমরপুরে দৈনিক বাজার করার জন্য সেখানে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং কাউকে কাউকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেখানকার স্থানীয় সি, পি, এম, নেতা শ্রী হরেন্দ্র ধর এবং প্রাক্তন বিধায়ক শ্যামল সাহা :— তাঁর মায়ের নামে জায়গা—তারা জায়গার ক্ষতি-পূরণের টাকা নিয়েছে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী দিয়েছেন এর মধ্যে দৈনিক বাজারের কথা নাই। তাহলে তিনি পূর্বে যে

তথ্য দিয়েছিলেন সেটা ঠিক না, এখনকারটা ঠিক আর যাদের ক্ষতিপুরণের টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটা ঠিক কি না?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, বাজার আর দৈনিক বাজার এই দুইটা কথার ফারাকটা বুঝতে হবে। অমরপুরে-এ সরকারের দৈনিক বাজার করার কোন পরিকল্পনা নাই। তবে অমরপুর শহরে বাজার করার জন্য কিছু জায়গা একোয়ার করা হয়েছিল তার মধ্যে ২৬ জনের জায়গা পড়েছিল এবং তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। সেই ২৬ জনের মধ্যে ১৯ জন ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়েছে বাকি ৭ জন টাকা নেই নাই। এই জন্য বাজারের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যাদের টাকা দেওয়া হয়েছে আর যারা টাকা নেয় নাই তাদের নাম ও ঠিকানা জানাবেন কি না এবং কবে নাগাদ বাজারের কাজ শুরু হবে?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, যে ১৯ জন ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাদের নাম ও ঠিকানা :— ১০ শ্রীমতী তপতী সরকার পতি শান্তি রঞ্জন সরকার, অমরপুর (২) শ্রীমতী জয়শ্রী সরকার পিতা মৃত শান্তি রঞ্জন সরকার, অমরপুর (৩) শ্রী প্রদীপ সরকার পিতা মৃত শান্তি রঞ্জন সরকার, অমরপুর (৪) শ্রী নীলমোহন সাহা পিতা রাম রতন সাহা, অমরপুর (৫) শ্রী অতুল চন্দ্র দেবনাথ পিতা শ্রী নৈদাবাসী দেবনাথ, অমরপুর (৬) শ্রী হীরালাল দেবনাথ পিতা শ্রী নৈদাবাসী দেবনাথ, অমরপুর (৭) শ্রী হরিলাল দেবনাথ পিতা শ্রী নৈদাবাসী দেবনাথ, অমরপুর (৮) শ্রীমতী চারুবালা দেবনাথ পতি মৃত সুরেন্দ্র দেবনাথ, অমরপুর (৯) শ্রীমতী গীতা দেবনাথ পিতা সুরেন্দ্র দেবনাথ, অমরপুর (১০) শ্রী সনাতন দেবনাথ পিতা কার্তিক দেবনাথ, অমরপুর (১১) শ্রী অনিল দেবনাথ পিতা কার্তিক দেবনাথ, অমরপুর (১২) শ্রী উপেন্দ্র দেবনাথ পিতা কার্তিক দেবনাথ, অমরপুর (১৩) শ্রী সতীশ চন্দ্র দেবনাথ পিতা কার্তিক দেবনাথ, অমরপুর (১৪) শ্রী পবিত্র চরণ দেবনাথ পিতা কার্তিক দেবনাথ, অমরপুর (১৫) শ্রীমতী অলকা সুন্দরী সাহা পতি সূর্যাকান্ত সাহা, অমরপুর (১৬) শ্রী বেণীলাল সাহা পিতা নগরবাসী সাহা, অমরপুর (১৭) শ্রী খোকন চন্দ্র সাহা পিতা শ্রী শশী মোহন সাহা, অমরপুর (১৮) শ্রী অজিত গণ পিতা বিপিন বিহারী গণ, অমরপুর (১৯) শ্রী সজিত গণ পিতা বিপিন বিহারী গণ, অমরপুর।

আর যারা একুাইজিশান কালেক্টার কর্তৃক ব্যাক্তিগত যোগাযোগ সত্বেও তাদের ক্ষতিপূরণের প্রাপ্য টাকা এখনও নেন নাই তাহাদের নাম ও ঠিকানা :—

১। শ্রী অনিল চন্দ্র দাস সরকার,
পিতা ফুলেন্দ্র দাস সরকার, অমরপুর
২। শ্রী রঞ্জিত চন্দ্র দাস সরকার,
পিতা মণীন্দ্র দাস সরকার, অমরপুর
৩। শ্রী ক্ষেত্রমোহন সাহা,
পিতা জগত চন্দ্র সাহা, অমরপুর
৪। শ্রী সুরেন্দ্র কুমার সাহা,
পিতা জগত চন্দ্র সাহা, অমরপুর
৫। শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা,
পিতা শশীমোহন সাহা, অমরপুর
৬। শ্রীমতী জ্যোৎস্না রাণী সাহা.
পতি যোগেন্দ্র চন্দ্র সাহা, অমরপুর
৭। শ্রী হরেন্দ্র ধর,
পিতা জয়শংকর ধর, অমরপুর

তাদের আবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে সেখানকার মহকুমা শাসক টাকা নেওয়ার জন্য সেখানকার মহকুমা শাসনের তরফ থেকে।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যাদের টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকা কবে দেওয়া হয়েছে এবং সেই টাকার বিনিময়ে যে জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেই সব জায়গা ছেড়ে দিয়েছে কি না— এখনও তাদের দখলেই আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার এই বাজারের ব্যাপারে হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। একুইজিশান মূলে যাদের জমি একোয়ার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি মাত্র বাড়ী যারা আপত্তি করেছিল এবং আমরা পরবর্তী সময়ে অমরপুরের এস ডি. ও. এবং অন্যান্য অফিসার যারা আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয়েছে এই বাড়ীট ছেড়ে না দিলেও বাজার করার কোন অসুবিধা হবে না। সেই সব জায়গার মালিক যারা ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়েছে তারা আমাদের জানিয়েছে যে তাদের যখনই বলা হবে তখনই তারা জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাজার করা নিয়ে— আমাদের এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটিং এ্যাক্ট আছে সেই এ্যাক্ট চালু হলেই আমরা এসব বাজারগুলি করার পরিকল্পনা নেব শুধু এখানেই নয় তেলিয়ামুড়ার সেখানেই বাজার

করতে ৮/১০ লাখ টাকার দরকার। আমাদের হাতে টাকা না থাকার জন্যই আমরা বাজারগুলির কাজ হাতে নিতে পারছি না। আমাদের টাকার ব্যবস্থা হলেই আমরা বাজারগুলির কাজ এবং শহর উন্নয়নের কাজ হাতে নিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৮, পাবলিক ওয়ার্কস, ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং—১০৮।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া গোমতী নদীর উপর পাকা সেতুর কাজ বর্তমানে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। বিস্তারিত ফিল্ড সার্ভে এবং হাইড্রোলিক পার্টিকুলার্স সংগ্রহ করার কাজ শেষ হইয়াছে। সোনামুড়ায় গোমতী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত উক্ত তথ্যগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে।

প্রশ্ন

শ্রী রসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে এই পাকা ব্রীজ তৈরীর কাজ রাজ্য সরকারের গাফিলতির জন্য প্রিপারেশনে দেরী হচ্ছে।

উত্তর

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা জায়গা আগে ঠিক করা হয়েছিল এবং পরে সেই জায়গাটা শিফ্‌ট করা হয়েছে। এখন স্ক্রুটিনি করা হচ্ছে এবং আশা করি শীঘ্রই শেষ হবে। এসব কারণে একটু দেরী হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী কালীকুমার দেববর্মা।

শ্রী কালীকুমার দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১২২, অ্যানিমেল হাসবেনড্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১২২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪—৮৫ আর্থিক বৎসরে তেলিয়ামুড়া ব্লকের উত্তর কৃষ্ণপুর বাজারে পশু চিকিৎসালয় খোলার পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, উল্লেখিত আর্থিক বৎসরে উত্তর কৃষ্ণপুর বাজারে প্রাথমিক পশু চিকিৎসালয় খোলার পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন

শ্রী কালি কুমার দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮০ইং সালে উত্তর কৃষ্ণপুর থেকে এই পশু চিকিৎসালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর অনেক দরখাস্ত দেওয়ার পরেও এটা না হওয়ার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

উত্তর

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একটি কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। আমরা যত শীঘ্র পারি এটা করব। ১৯৮০ সালে যখন দাংগা হয় তখন উত্তর কৃষ্ণপুর থেকে এই কেন্দ্রটি সরিয়ে মাই-গংগাতে নেওয়া হয়। এখনও সেখানেই আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১২৫, এগ্রিকাল্‌চার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১২৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের আলু চাষীদের সময় মত আলু বীজ সরবরাহ করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। তাওয়াং ল্যাম্পসের এবং মেঘালয় কোপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন হইতে প্রয়োজনীয় কুফরি জ্যোতী আলুর বীজ সরবরাহের ব্যাপারে একটি সমঝোতায় উপস্থিত হওয়া গিয়াছে। আশা করা যায় অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বীজ আসিতে আরম্ভ হইবে ও সময় মত বীজ কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা যাবে।

প্রশ্ন

২। ইহা কি সত্য যে প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ পত্রের অভাবের দরুণ রাজ্যের কৃষকগণ তাদের উচ্চ ফলনশীল ফসল, ধান ও সব্জী ইত্যাদি ফলনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন ?

উত্তর

২। পরিবহন ও বহিঃরাজ্যের সহিত সরবরাহকারী সময়মত সরবরাহের ব্যর্থতার জন্য কোথাও কোথাও কোন কোন কৃষকের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন

৩। হয়ে থাকলে এই অভাব পূরণে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

৩। সাধ্যমত কৃষকদের বীজ, সার ইত্যাদির চাহিদা পূরণ করিতে চেষ্টা করা হয়। মরশুম আরম্ভ হওয়ার অনেক পূর্ব হইতেই সার, বীজয় কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদির খরিদ ও মজুতের চেষ্টা করা হয়। বেশীর ভাগ সময় এসব উৎপাদনক্ষম জিনিষগুলির নিয়মিত ও চাহিদা অনুযায়ী কৃষকদের সরবরাহ করা হইয়া থাকে। তবে বহির রাজ্যগুলি হইতে সরবরাহ ও পরিবহনের অসুবিধা দেখা দিলে তাহার ফলশ্রুতি হিসাবে কখনও কখনও সরবরাহের অসুবিধায় পড়িতে হয়। অনেক সময় অগ্রিম টাকা দিয়াও সময়মত বীজ সারের যোগান নিশ্চিত করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কৃষি বিভাগের চেষ্টায় এইচ, এফ, সি, এবং আই, পি, এল, আগরতলায় সারের বাফার স্টকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ষ্টকের পরিমাণ যাহাতে আরও বেশী করা যায় তাহার চেষ্টা অব্যাহত আছে। পি, পি, সি, এল, যাহাতে রক ফসফেটের বাফার ষ্টকের ব্যবস্থা করেন তাহার চেষ্টা চলিতেছে। এস, এন, সি, যাহাতে এখানে তাহাদের ১টি নিজস্ব অফিস খোলেন তাহার চেষ্টা অব্যাহত আছে। সময়মত প্রচুর কীট নাশক ঔষধ মজুত করার জন্য ঔষধ সরবরাহে কোন অপ্রতুলতা নেই।

প্রশ্ন

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে আলু চাষীদের বীজ সরবরাহের কথা বলেছেন, গত বৎসর বীজের অভাবে অনেক চাষী আলু চাষ করতে পারে নাই, আলু বীজের চাহিদা এত বেড়ে গেছে। কাজেই ভাল বীজ সংগ্রহ করে, সার্ভে করে একটা হিসাব করে তা সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

উত্তর

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানের আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে আলু বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা এখনও গড়ে উঠে নি। আলু সংরক্ষণ করা

অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ভাল জাতের বীজের বেশীর ভাগই বাহিরের সাপ্লাইয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। শতকরা ৭০/৮০ ভাগ বীজই বাহির থেকে আসে। তবে কৃষকেরা যাতে সময়মত আলু পেতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মি: স্পীকার :— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলের উপর রাখার জন্যে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES— "A" & "B")

মি: স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১২ তারিখে বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত কলিং এটেনশনের রিপ্লাইতে বলেছিলেন, সেখানে কিছু লোক ডাকাতি করে। তার জন্য মামলা করা হয়েছে এবং তাদের এরেষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ ধরণের কোন মামলা করা হয় নি এবং এ সম্পর্কে কোন এফ. আই. আরও করা হয় নি। কাজে কাজেই এই মিথ্যা তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তুলে নেবেন কি ?

মি: স্পীকার :— এ ভাবে তো পারবেন না। নিয়ম অনুযায়ী নোটিশ দিতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে নোটিশ দিতে হয় এ ব্যাপারে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ব্যাপারে বিবৃতি চাইছি। তিনি কি এখানে এই ব্যাপারে কোন বিবৃতি দেবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দিনের দুঃখ-জনক ঘটনার উপরে আলোচনা হয়েছে, এবং তা কিছু লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে। সেখানে পুলিশের কাছে যে তথ্য আছে সে তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এরেষ্ট সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, গতকাল এই হাউসে সরকারী খাকি পোষাক পড়ে জনৈক

পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর আপনি বলেছিলেন, আপনি বিষয়টি দেখবেন। এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— গতকাল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি বলেছি, বিষয়টি দেখব।

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহাশয়ের কাছ থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহাশয়কে তার নোটিশটির বিষয়বস্তু উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে,

"গত ২৬শে জুলাই, ১৯৮৪ইং ফটিকরায় থানার মরাছড়া গ্রামের থাংপিরাই রিয়াং নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এসম্পর্কে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস মহাশয়ের কাছ হইতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস মহাশয়কে তাঁর নোটিশের বিষয় বস্তু এখানে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

(শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস অনুপস্থিত।)

মিঃ স্পীকার :— যেহেতু মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত কাজেই ঘটনাটি আসছে না।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী বাসিত আলি মহাশয়ের কাজ থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার জন্য অনুমতি দিয়াছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাসিত আলি মহাশয়কে তার বিষয় বস্তুটি এখানে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

সৈয়দ বাসিত আলি :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে,

"উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর বিভাগের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সমশের নগরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করায় কৈলাশহরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনায় রাজ্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কেও আমি আমার বিবৃতি ১৭ই সেপ্টেম্বর জানাব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে ১৭ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

১২, ৯, ৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়-বস্তু হলো :— "গত ২১শে জুলাই আসাম-আগরতলা রোডে বড়মুড়া রেঞ্জেও উপাধ্যক্ষের এসকর্ড ভ্যান ও পুলিশ ফাঁড়িতে বৈরী হামলার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৪শে জুলাই, ১৯৮৪ইং তারিখ সকাল অনুমান ৯ ঘটিকার সময় ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রী বিমল সিংহা আগরতলা হইতে কমলপুর রওয়ানা হন। তাঁহার গাড়ীর পেছনে অন্য একটি জীপ

গাড়ীতে করিয়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আর্মড সাব-ইনস্পেক্টর শ্রী মিহির রঞ্জন দাস ও কনেষ্টবল শ্রী নিতাই দেব নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হিসাবে উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের গাড়ীর পেছন থেকে অনুসরণ করেন। উক্ত নিরাপত্তা গাড়ীর চালক ছিলেন কনেষ্টবল শ্রী অনিল মিত্র। বেলা অনুমান ৯-৩০ মিনিটের সময় আগরতলা থেকে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী আসাম -আগরতলা রাস্তার বড়মুড়া অঞ্চলে তেলিয়ামুড়া থানাধীন গাড়ীটি পৌছিলে হঠাৎ কয়েক জন উপজাতি উগ্রপন্থী গাড়ীটির উপর অতর্কিতে গুলি করিতে থাকে। গুলির আঘাতে রক্ষী বাহিনীর গাড়ীর একটি চাকা ফাটিয়া যায়। অবস্থা গতিতে রক্ষী বাহিনীর সাব ইন্সপেক্টর ও তাহার সঙ্গী তিনজন কনেষ্টবল তৎপরতার সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদের রাইফেল এবং রিভলবার হইতে গুলির জবাব দেন। উপজাতি উগ্রপন্থী ও পুলিশের সঙ্গে অনুমান ১০ মিনিট গুলি বিনিময় হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ তখন খুব দ্রুত গতিতে তেলিয়ামুড়ায় যান ও ঘটনা থানায় জানান। এবং তেলিয়ামুড়া হইতে আরও পুলিশ পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। নিরাপত্তা রক্ষীর গুলির জবাবে ব্যর্থ হইয়া উপজাতি উগ্রপন্থীরা সেই জায়গা হইতে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় বা তাঁহার সঙ্গীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কেহই আহত হন নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তাঁহার নিরাপত্তা বাহিনীসহ আগরতলা ফিরিয়া আসেন।

উগ্রপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল হত্যা ও লুণ্ঠন। কিন্তু তাহারা প্রতিহত হয়। উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে ত্রিপুরা আর্মড পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর শ্রী ভীষ্ম বাহাদুরের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩০৭ ধারা এবং ভারতীয় অস্ত্র আইনে ২৫(এ) ধারার বিধান মতে তেলিয়ামুড়া থানায় ২০ (৭) ৮৪নং মামলা রুজু করিয়া তদন্ত আরম্ভ করা হয়।

তদন্তকালে তদন্তকারী অফসার তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাঙ্গামুড়া সাকিনের শ্রী শচীন্দ্র দেববর্মাকে (পিতা—শুকরায় দেববর্মা) সন্দেহমূলে ২৮, ৭, ৮৪ইং তারিখে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে চালান দেন এবং বর্ত্তমানে আসামী জামিনে মুক্ত আছেন।

উক্ত ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, ঐ দিকে তেলিয়ামুড়ার কাছে রাঙ্গামুড়া এবং এদিকে কল্যাণ-পুর, মোহনবাড়ী এবং সদরের কিছু অংশে ৩০/৩৫ জন উগ্রপন্থী বেশ কিছু দিন ধরে ঘোরাফেরা করছিল। এ তথ্য পুলিশের জানা ছিল এবং জানা থাকা সত্বেও ঐ সব

এলাকায় কোন জোর তল্লাশী বা ধরার কোন চেষ্টা চালান হয় নি। ঘটনার পর আমি নিজে ঐ এলাকায় গেছি, এবং পুলিশের সঙ্গে থানায় আলোচনা করেছি। দিনের বেলায় উগ্রপন্থীরা ৩০/৩৫ জন আক্রমণ করার পরেও পুলিশ তাদের ধরতে পারলেন না, এটা কি কারণে হল ? তখন যারা পুলিশ ফাঁড়িতে ছিলেন, তারাও ধরতে পারলেন না এটা কেমন করে হয় ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এটা ঠিক নয়।

শ্রী সমর চৌধুরী :— এই ঘটনার সময় যারা রাস্তার আশে পাশে কাজ করেছিলেন, তারা ঐ লোকদের মধ্যে টি, ইউ, জে, এস-এর লোক আছে বলে চিনতে পেরেছিলেন বলে পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে রিপোর্ট করেছিলেন, এই রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই রকম রিপোর্ট আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

"গত ১৫ই আগষ্ট বুধবার অমরপুর বিভাগের কৃষ্ণধন রিয়াংকে তার শশুর বাড়ী দক্ষিণ চেলাগাং এর দুর্গারামবাড়ী থেকে টি, এন, ভি, দুবৃত্তরা নিয়ে গিয়ে খুন করা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটা তারিখ জানাবেন। যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১২ইং সেপ্টেম্বর রাত্রিতে উদয় মহকুমার বারভাইয়া গ্রামের

নারায়ণ শীল, দুলাল দে এবং নেপাল দেবনাথকে দুষ্কৃতিকারীরা ছুরিকাঘাতে আহত করে এবং নারায়ণ শীল জি, বি, হাসপাতালে প্রাণ হারান এই সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এ সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

"গত ২রা সেপ্টেম্বর রাতে আত্মসমর্পণকারী এ, টি, পি, এল, ও, সদস্য সুকুমার রিয়াংকে উগ্রপন্থী ও টি, ইউ, জে, এস, দুর্বৃত্ত কর্তৃক তার বাড়ীতে গিয়ে আক্রমণ করে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন এ বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী তরণীমোহন সিন্হা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

"গত ১৩ই জুন ১৯৮৪ইং রাত্র ৭/৮ টায় ফটিকরায় থানাধীন ডেমছড়া গ্রামে উগ্রপন্থীর হাতে স্বর্ণবালা দেববর্মা (স্বামী শম্ভু দেববর্মা) খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী তরুণী মোহন সিন্‌হা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ২৪-৬-৮৪ইং শ্রী নবীম ত্রিপুরা শ্রী রসিয়া দেববর্মাকে সঙ্গে করিয়া শ্রী শম্ভু দেববর্মার বাড়ীতে আসেন এবং শ্রী দেববর্মাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন এবং ঐ দিনই উগ্রপন্থীরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন বলিয়া ভয় দেখান। শ্রী নবীন ত্রিপুরার বক্তব্য শ্রী শম্ভু দেববর্মা গোপন তথ্য পুলিশকে পরিবেশন করেন। শ্রী নবীন ত্রিপুরা শ্রী শম্ভু দেববর্মাকে বলেন, তিনি যেন মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ প্রিয় খাবার খাইয়া নেন। শ্রী নবীন ত্রিপুরা, শ্রী রসিয়া দেববর্মা যখন কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে ছিলেন এরই ফাঁকে শ্রী শম্ভু দেববর্মা পলাইয়া যাইতে সমর্থ হন। শ্রী নবীন ত্রিপুরা এরপর শ্রী শম্ভু দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীকে এই বলিয়া শাসান যে তাহারা কয়েকদিনের ভিতর আসিবেন এবং ঐ সময় যেন শ্রী শম্ভু দেববর্মাকে তাহাদের নিকট উপস্থিত করা হয়, নতুবা বিপদ আছে। এই বলিয়া শ্রী নবীন ত্রিপুরা শ্রী রসিয়া দেববর্মা সহ চলিয়া যান।

এই ঘটনার অনুমান ৭/৮ দিন পর শ্রী নবীন ত্রিপুরা শ্রী রসিয়া দেববর্মা সহ পুনরায় শ্রী শম্ভু দেববর্মার বাড়ী আসেন এবং শ্রী শম্ভু দেববর্মার খোঁজ করেন কিন্তু তাহাকে না পাইয়া শ্রী শম্ভু দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীকে ও তাঁর ছেলে শ্রী হৃষিকেশ দেববর্মাকে শাসায় যে, যদি শ্রী শম্ভু দেববর্মাকে উপস্থিত না করা হয় তবে পরবর্ত্তী সময়ে তাহারা শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী ও তাঁর ছেলে হৃষিকেশ দেববর্মাকে প্রাণে শেষ করিয়া ফেলিবেন। উভয়েই এরপর চলিয়া যান।

বিগত ১৫-৬-৮৪ইং রাত্রি আনুমানিক ৮ টার সময় শ্রী নবীন ত্রিপুরা, শ্রী রসিয়া দেববর্মা, শ্রী দীনেশ দেববর্মা ও আরো ২/১ জন সহ পুনরায় শ্রী শম্ভু দেববর্মার বাড়ীতে আসেন এবং তাঁর খোঁজ করেন। কিন্তু শ্রী শম্ভু দেববর্মাকে না পাইয়া ক্রোধে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীকে বলেন, বারবার বলা সত্ত্বেও কেন শ্রী শম্ভু দেববর্মাকে উপস্থিত করা হয় নাই। এরপর শ্রী নবীন ত্রিপুরা শ্রী হৃষিকেশ দেববর্মাকে আদেশ করেন তাঁর মা শ্রীমতী স্বর্ণলতাকে বাঁধার জন্য। শ্রী হৃষিকেশ প্রাণ ভয়ে তার মাকে দড়ি দিয়া বাঁধেন। উগ্রপন্থী দলটি এরপর শ্রী হৃষিকেশ দেববর্মার মা অর্থাৎ শ্রী শম্ভু দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীকে ঘরের বাহিরে আনেন এবং সামান্য দূরে নিয়া মারধর করেন। ইতিমধ্যে শ্রী রসিয়া দেববর্মা ও শ্রী নবীন ত্রিপুরা শ্রী হৃষিকেশ দেববর্মাকে

দড়ি দিয়ে বাঁধিয়া ফেলেন এবং তাঁকেই প্রাণে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া শাসায়।

দুর্বৃত্তরা শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীকে বাড়ীর কাছে একটি গামাইর গাছের নিকট নিয়া যান এবং ঐখানেই দায়ের আঘাত ও ছোড়ার আঘাতে স্বর্ণলতা দেবীকে হত্যা করে। শ্রী হৃষিকেশ দেববর্মা এই সুযোগে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। ঐ দলটি ঘরেও আগুন লাগায় ফলে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর শ্রী জোৎস্না দেববর্মার দুইটি ঘরসহ চারটি ঘর আগুনে পুড়িয়া যায়। পার্শ্ববর্তী বাড়ীর লোকজন ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া যান। এইরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফটিকরায় থানাধীন ডেমছড়া সাকিনের শ্রী সূর্যমণি দেববর্মার পুত্র শ্রী বিমল দেববর্মার এজাহার মূলে ফটিকরায় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ৪৩৬ ধারায় ৭ (৬) ৮৪নং মামলা নথিভুক্ত করা হয়।

স্বর্ণলতা দেবীর মৃতদেহ যথারীতি ময়না তদন্ত করা হয় এবং দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পুলিশ যথারীতি তদন্ত করিতেছেন এবং মোকদ্দমাটি যখন তদন্তের শেষ পর্যায় তখন পুলিশ ডেমছড়া স্বর্ণমনি পাড়ার শ্রী ভক্ত চরণ দেববর্মার পুত্র শ্রী হরিচরণ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত শ্রী হরিচরণ স্বীকার করেন যে শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর মৃত্যু ঘটানোর জন্য শ্রী নবীন ত্রিপুরা, শ্রী রসিয়া দেববর্মা ও আরো ৪ ব্যক্তি দায়ী। ঘটনার দিন শ্রী নবীন ত্রিপুরা তাহাকে এবং ডেমছড়া গ্রামের শ্রী সুধীর দেববর্মার পুত্র গোবিন্দ দেববর্মাকে দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে থাকার জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন। ধৃত শ্রী হরিচরণ দেববর্মা এখনও পুলিশের হেপাজতে আছেন এবং তাহাকে মোকদ্দমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইতেছে এবং ১৫.৯-৮৪ইং তারিখে পুলিশে শ্রী হরিচরণ দেববর্মাকে আদালতে প্রেরণ করিবেন এবং সেই সঙ্গে তার স্বীকারোক্তি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্যান্য দুষ্কৃতকারীগণ ফেরার আছেন।

শ্রী শম্ভু দেববর্মা সি. পি. এম কর্মী। শ্রী দেববর্মা বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি. পি. এম. প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু উপজাতী যুব সমিতির প্রার্থী ঐ এলাকায় জয়ী হন।

শ্রী তরণী মোহন সিংহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, টি. ইউ. জে. এস-এর নেতা মাষ্টার চন্দ্রধন ত্রিপুরা, নবীন ত্রিপুরা এবং উত্তর ধুমাছড়া গাঁও সভার সদস্য ব্রজেন্দ্র

ত্রিপুরা ১২ই জুন তারিখে রাত্রিবেলায় ডেমছড়া গাঁও সভার সদস্য জগহরি ত্রিপুরার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে এবং সেখানেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার জন্য পরিকল্পনা নেয় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী তরণী মোহন সিন্হা :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শম্ভু দেববর্মাকে উপজাতি যুব সমিতি থেকে শাসানো হয়েছিল, তুমি ইলেকশনে দাঁড়ালে বিপদ হবে। এই রকম শাসানো হয়েছিল, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই তথ্যও আমার কাছে নেই।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS (ANNEXURE— "C")

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "লেয়িং অব, রিপ্লাইজ টু পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান্" ।

গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়ের আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান্ নাম্বার ১১ এবং মাননীয় সদস্য শ্রী ভানু লাল সাহা মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১১ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি এখন মাননীয় শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১ এবং পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১১ এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১ এবং ৩১১ উত্তরপত্রগুলো সভায় পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আজকের যে সকল পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানের উত্তরপত্র সভায় পেশ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura State Rifles (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 8 of 1984)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty : — Mr. Speaker sir, I beg to move "That the Tripura State Rifles (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No 8 of 1984 be taken into consideration.

অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় সদস্যরা যদি কেহ আলোচনা করতে চান তাহলে শুধুমাত্র এ্যামেণ্ডমেণ্টের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, মূল বিল বা তার উপরে আলোচনা করতে পারবেন না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৪, এটার উপর আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমত: অন্যান্য বিল, যে ভাবে প্রিন্টিং মিসটেইক হয় এখানেও এই ধরণের প্রিন্টিং মিসটেইক হয়েছে। স্যার, যে সমস্ত এ্যামেণ্ডমেণ্ট হয়েছে তার মধ্যে কিছু কিছু অসামঞ্জস্যপূর্ণ রয়ে গেছে। তার থেকেও বড় কথা এই যে বিলটা বিধানসভায় আনা হয়েছে সেটা এক বছরও পূর্ণ হয় নাই, তার মধ্যে আবার একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনতে হলো, এর অর্থ এই যে, পূর্ব যে বিল আনা হয় তখন তাড়াহুড়া করা হয়েছিল এবং একটা রাইফেলস্ একটা আর্মডফোর্স চালাতে গেলে যে সমস্ত প্রিপারেশ্যান মেজার নেওয়া উচিত অথবা দরকার সেগুলি যথাযথ বিবেচনা, আলোচনা এবং পর্য্যালোচনা করা হয় নি সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

Section 18 A (3) (i) :—

এখানে আছে রাইফেল ফোর্স অর্থাৎ ত্রিপুরার রাইফেলের যে সমস্ত সদস্য তাদের বিচার, শাস্তির জন্য যে কোর্ট স্থাপন করা হবে সেখানে সেটা কিভাবে গঠন করা হবে, কারা কারা থাকবে এই সমস্ত আগে ছিল না, এখন রাখা হয়েছে। এখানে "Every general Rifles Court shall be presided over by three Members to be appointed by the State Government or the Inspector General of Police. এখন দু ভাবে এপয়েন্টেড করতে পারে একটা

হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট আর একটা হচ্ছে জেনারেল আই, জি, পি, ইচ্চা অনুসারে। কিন্তু এমন যদি হয় সরকার এবং আই, জি,পির মধ্যে কথার অমিল অথবা তাদের মধ্যে একটা রেষা-রেষি চলতে থাকে তখন এই কোর্ট গঠন নিয়ে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে, কাজেই এই রকম হতে পারে যে "এপয়েণ্টেড বাই দি আই, জি, পি উইথ কনসালটেশ্যান উইথ গভর্ণমেণ্ট" এই কথা অথবা শুধু বাই দি আই, জি, পি, এই রকম করলে এটা আরও সুন্দর হবে। এখানে এটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই স্টেট রাইফেল এটা ত্রিপুরার নিরাপত্তার বিশেষ করে উগ্রপন্থী দমনের জন্য বিশেষ ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এখানকার মানুষদের এনভাইরনমেণ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিলটা আনা হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে এই স্টেট রাইফেল টেনিং দেওয়ার জন্য, পরিচালনা করার জন্য অফিসার বাহির থেকে আনা হয়েছে মিঃ শর্মাকে, তাঁর কাছে আশা করবো এই ত্রিপুরার সৈনিকদের যে কর্মধারা রয়েছে সেটাকে তিনি আরও সুসংহত করতে পারবেন। কিন্তু তিনি এখানে এসে ট্রেনিং এবং অন্যান্য কাজ আরম্ভ করার আগেই প্রথমত: বিধান-সভার মূলনীতি বিধানসভার যে কনভেনশ্যান এটাকে লংঘন করে খাকি ড্রেস পরে বিধানসভায় অনুপ্রবেশ করেছেন। এটাকে আমি অনুপ্রবেশই বলবো, অনুপ্রবেশ করে বিধানসভার যে মর্যাদা এটাকে তিনি লংঘন করেছেন। এই ধরণের অফিসারদের কাছ থেকে আমরা কতটুকু সত্যিকারের ডিসিপ্লিন পাব, তার কাছে আমাদের যে ভবিষ্যৎ সৈনিকরা, ভবিষ্যৎ জোয়ানরা যারা দেশের জন্য ভবিষ্যতে কাজ করবেন এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। কাজেই এই সম্পর্কে সতর্ক হতে আমি সরকারকে অনুরোধ করবো এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ রাখবো। এখানে এটা অপ্রাসঙ্গিক নয়, যদিও এটা অপ্রাসঙ্গিক বলা যেতে পারে, কিন্তু এটা ঠিক যে এই রাইফেল এটা রেইজ করার মূল উদ্দেশ্য ত্রিপুরার শান্তি-শৃঙ্খলাকে আরও সুসংহত করা। কারণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই সি. আর. পির প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন।

এই যে ত্রিপুরা ষ্টেইট রাইফেলস্ বিল প্রেস করা হয়েছে এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরার শান্তি শৃঙ্খলাকে আরও সুসংহত করা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি সি, আর, পি, আর এ, সি, পি, ই, সির বিরোদ্ধে কথা বলেন। অতীতের প্রসিডিংস্ যদি আমরা দেখি তা-হলে আমরা দেখতে পাই সি, আর, পি, হটাও। সি, আর, পি, রাখা এখানে চলবে

না। এখন শুধু তিনি নিরাপত্তার খাতিরে তাদের কথা বলে থাকেন বাধ্য হয়ে। ত্রিপুরা ষ্টেইট রাইফেলস করা হয়েছে এটা খুব ভাল। কিন্তু তারা কতটুকু নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবে এইটাই হল বড় কথা। কারণ আমরা দেখতে পাই, ত্রিপুরা ফার্ষ্ট রাইফেলস্ আছে, সেকেণ্ড রাইফেলস্ আছে তাদের কাজও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পাহাড়ী অঞ্চলে, আমরা দেখতে পাই তারা মোটেই সফল নন। যেসব জায়গাতে উগ্রপন্থীরা খুন করছে, লুট করছে, যাদের উপজাতি যুব সমিতির সেল টি, এন, ভি, বলে তা তাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যই এইসব চেষ্টা। তবে ত্রিপুরা পুলিশ একদিক দিয়ে খুবই সফল, সেটা হল যে বিধানসভার যে সদস্য তাদের উপর আই, বি, —গিরি করা। সেইদিক দিয়ে তারা খুবই সফল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে বিরোধী দলের উপর আমরা খবরদারী করি না, নজরদারি করি না। আমাদের কোন আপত্তি নাই, এতদিন বলিনি, এখন দেখছি সেটা তীব্রতর হচ্ছে। এম, এল, এ হোষ্টেলে সেখানে ২৪ ঘন্টার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীদের আরও একটি কাজ হল এম, এল, এরা কি কথা বলে, কি কাজ করে তার উপর নজর রাখা। তার জন্য একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। ★ ★ ....

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা স্টেইট রাইফেলস্ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮৪, এই হাউসের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে। এই বিলকে সমর্থন করে আমি ২-১ টি কথা বলতে চাই। ত্রিপুরা স্টেইট রাইফেলস্ করার এই মুহূর্তে বিশেষ দরকার ছিল। যেখানে গত ৩০ বৎসরের কুশাসনের ফলে এখনও যেটা চলছে, হতাশা দেখা দিয়েছে মানুষের মনে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুন্নত জাতি গোষ্ঠী রয়েছে, এদের কোন স্বার্থই রক্ষিত হয়নি, তখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ তাদের মধ্যে যে অসন্তোষ, তাকে কাজে লাগিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করেছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যও তার বাইরে যায়নি। এখানেও অনুন্নত জাতি গোষ্ঠী রয়েছে। গত ৩০ বৎসরে কিছুই কাজ করা হয়নি। তাই মানুষের মধ্যে হতাশার ভাব সৃষ্টি হয়েছে। তখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এখানে কি করে জনজীবনে বিচ্ছিন্ন করা যায় তার জন্য চক্রান্ত চালিয়েছে। ভারতবর্ষকে টুক্রো টুক্রো করার চক্রান্ত তারা চালিয়েছে। তাই ত ত্রিপুরায় বিদেশী হটাও, স্বাধীন

★ ★ ★ Expunged as ordered by the Chair.

ত্রিপুরা চাই, এইসব শ্লোগান উঠেছিল। ত্রিপুরার বনজ সম্পদ রক্ষা করার জন্য, আইন শৃঙ্খলাকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক এই ধরণের কোন ফোর্স পাওয়া যায়নি। আমরা জানি, ত্রিপুরার মানুষও জানে। ত্রিপুরার চারিদিকে বর্ডার। আরও বি, এস, এফ চাই, আরও সি, আর, পি, চাই উগ্রপন্থীদের দমনের জন্য। কিন্তু দাবী করেও পাওয়া যাচ্ছেনা। ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য, ত্রিপুরার জন-জীবনকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা বাহিনী তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা ত্রিপুরা সরকার উপলব্ধি করেছেন। সেই জন্য ত্রিপুরা স্টেইট রাইফেল অ্যাক্ট তৈরী করেছেন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এই বিলটিতে রাষ্ট্রপতি স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কিছু মডিফিকেশান করেছেন, মডিফিকে-শান করতে গিয়ে এইটাকে অ্যামেণ্ডমেন্ট করতে হয়েছে। সেই অনুযায়ী অ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে আনা হয়েছে, বিরোধীতা করার কোন ব্যাপার নেই। সম্ভবত: শ্যামাবাবু যেটা বলেছেন সেটা স্ববিরোধীতাই করেছেন। ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচানো এদের উদ্দেশ্য নয়। তারা চীৎকার করেছেন উগ্রপন্থী দমনের জন্য ত্রিপুরায় সৈন্যবাহিনী নামাতে হবে। তারা ত্রিপুরার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চায়না, তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায়। তারা চাননা ত্রিপুরার সম্পত্তি রক্ষা হোক। যারা ত্রিপুরা রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি করতে চান। রাজ্যের মধ্যে অধ্যুষিত অঞ্চল আছে

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি বিলের উপর কিছুই বলছেন

মি: স্পীকার :—এইটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না।

শ্রী কেশব মজুমদার :—গোটা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার জন্য চক্রান্ত চলছে। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে একটা খ্রীষ্টান স্ট্যাট করার জন্য চক্রান্ত চলছে। আজকে আমরা দেখছি, মিলিটারি এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে, উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা করা হয়েছে অথচ যেখানে মিলিটারি আছে সেখানে সে দশদাতে ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে তাই রাজ্য সরকার ত্রিপুরার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি বাহিনী গঠন করার চেষ্টা করেছেন। তারমধ্যে সে বাহিনীর রেগুলেশানের মূল যে ধারা তাতে অপরাধ করলে কি হবে তারজন্য এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। তাতে আছে— "rapes or assaults or uses criminal force to any woman, intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty". তার শাস্তি কি হবে তা ১১ নং ধারাতে বলা হয়েছে। এবং শাস্তির

কি পদ্ধতি হবে সেটাও এই বিলের মধ্যে চাওয়া হয়েছে। সেখানে মেজর পানিশমেন্টও আছে। সত্যিই যারা অপরাধ করবে, তারা সেনাবাহিনী হলেও তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে আছে। আই. জি. পি. সেটা দেখবেন। আই. জি. পি. আবার স্টাট গভার্ণমেন্টের বাহিরে চলতে পারেন না। এখানে কনট্রাডিকশনের কোন প্রশ্ন আসতে পারেনা। আই জি. পি স্ট্যাট গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যা করার করবেন আমি মনে করি ত্রিপুরা স্ট্যাট রাইফেলস্ যেটা হবে সেটার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূর করার জন্যই এই অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। তাই ত্রিপুরা স্ট্যাট রাইফেলস্ যেটা হবে সেটা দেরী না করে তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি আবেদন রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের কাছ থেকে আরও দুটি নাম পেয়েছি একটি হল মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা আর অপরটি হল শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার ৫ মিনিট কি এক এক জনের জন্য ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য হ্যাঁ।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার তাহলে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া আগে বলবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা স্ট্যাট রাইফেলস্-এর জন্য যে বিলটি আনা হয়েছে সেটার আমি তীব্র বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। রাজ্যের শান্তি সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য এই বিলটি আনা হয়েছে বলে বলা হয়েছে আসলে কিন্তু তা নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মূল বিলের উপর আলোচনা করবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটাত রাজ্য সরকারের হাতে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি জনগণের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তারফল এই বিল। রাজ্য সরকারের হাতেই ত এটা কনট্রোল থাকবে তাহলে রাজ্য সরকারের যদি ইচ্ছা না থাকে শান্তি বজায় রাখার তাহলে কোন দিন হবেনা। পুলিশ, আর.এ, সি, প্রভৃতি ত জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে লাগছে না। সিদ্ধি কুমার জমাতিয়া খুন হয়ে গেল অথচ আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই। কিন্তু যখনই কোন লোক খুন হয় তখনই

উপজাতি যুব সমিতির লোকদের বাছাই করে, যাদের জনগণের সেবায় নিয়োগ করা হয়েছে তাদের দিয়ে অমানবিক অত্যাচার করানো হয়। বিগত দাঙ্গায় আমরা দেখেছি পুলিশের কাছে যে আর্মস্ দেওয়া হয়েছে তাতে কোন রকম খুনী নিহত হয়নি হয়েছে সাধারণ মানুষ। আমরা দেখেছি বটতলা বাজারে সেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করছে সেখানে পুলিশ গুলি চালিয়েছে।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের এমেণ্ডমেন্ট বিল এনে বামফ্রন্ট সরকার নিজের ক্ষমতাকে আরো সম্প্রসারিত করে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুন এবং সন্ত্রাস আরো বেড়ে যাবে। মূল বিল যখন এই হাউসে আনা হয়েছিল তখনো এর বিরোধিতা করেছি।. কারণ এই বিল জন-স্বার্থ বিরোধী এবং জনগণকে নিষ্পেষন করবার লক্ষ্যেই এই বিল আনা হয়েছে। যে মূল আইটেম-এর উপর এই এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। সেই মূল আইটেমের উপর আমাদের বক্তব্য ছিল যে, যেহেতু এই স্ট্যাট, রাইফেলস্ স্টেট্ গভর্ণমেন্ট অথাৎ বামফ্রন্ট সরকারের পরিচালনাধীন থাকবে এবং রাজ্যের আই. জি. পি. হবেন এর হেড সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, -এই স্টেট রাইফেল্ বিল গণতান্ত্রিক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করবে। জনগণের উপর অত্যাচার বেড়ে যাবে. কাজেই এই ধরণের বিল বা তার উপর কোন এমেণ্ডমেন্ট আমি সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে স্টেট রাইফেলস্ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল্, ১৯৮৪ আনা হয়েছে— সেই বিলটিকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এই বিলটিকে সমর্থন করা যায় যদি এটা জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সর্বিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এটা আনা হত। কিন্তু তা এই বিলে আমি দেখছি না।

আজকে এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ড আনা হয়েছে। একেবারে জনস্বার্থ বিরোধী। কিভাবে সি পি. এমকে রক্ষা করা যায়, বামফ্রন্টকে কিভাবে রক্ষা করা যায় এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিলটি আনা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বিলটি আনা হয়নি।

এখানে এই এমেণ্ডমেণ্ড বিলে বলা হয়েছে যে. রাজ্যের পুলিশের আই. জি, এই স্টেট রাইফেলস্ এর হেড হবেন। এবং তিনিই এটা পরিচালনা করবেন। কিন্তু

এটা না করে এই স্টেট রাইফেলস্‌কে সম্পূর্ণ আলাদা করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই বিলের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, ৭০ পারসেন্ট ভেকেন্সি বাহিরাগতদের থেকে পূরণ করা হবে। সুতরাং এই বিলের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের একটিও বেকার ছেলে এই বাহিনীতে চাকুরী পাবে তার কোন সংস্থান নেই। সুতরাং এই বিলটি যে ত্রিপুরার মানুষের কোন স্বার্থে আসবে তা পরিষ্কার। সেই কারণে এই বিলটিকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারে না।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে দি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস্ এর মূল যে বিলটি এই হাউসে আনা হয়েছিল আমরা তখন সেই বিলের বিরোধিতা করেছিলাম এবং আজকে এখানে উক্ত বিলের উপর যে এমেণ্ডমেন্ট বিল আনা হচ্ছে সেটিও আমরা বিরোধিতা করছি।

মূল বিলের আলোচনায় আমরা বলেছিলাম যে, এই বিলটি উগ্রপন্থী দমনের উদ্দেশ্যে আনা হয় নি, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য আনা হয় নি, এই বিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উগ্রপন্থী দমনের নাম করে, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার নাম করে আসলে বামফ্রন্ট সরকারের তথা সি, পি এমের স্বার্থ রক্ষা করা হবে। আর অপরদিকে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন— যে সকল রাজনৈতিক দল এবং তাদের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তাদের দমন করার উদ্দেশ্যেই এই বিল আনা হয়েছে।

নির্বাচনের সময় বামফ্রন্ট জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তারা ক্ষমতায় এলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবেন, কিন্তু এখন আমরা বাস্তবে দেখছি যে, বামফ্রন্ট সরকার জনগণকে শোষণ করছেন। এর ফলে এই সরকার আজকে জন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার অসমাপ্ত বক্তব্য রিসেসের পরে আরম্ভ করবেন।

এই সভা আজ বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মূলতবী রইলো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার। আপনি আপনার বক্তব্য যা রিসেসের আগে রাখছিলেন স্টেট রাইফেলসের উপরে সেই বক্তব্য আবার শুরু করুন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার স্টেট রাইফেলস্ বিল (অ্যামেণ্ডমেন্ট) এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিরোধিতা করছি। যে

সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে আনা হয়েছে সেগুলি কি ধরণের শাস্তি দেওয়া হবে এবং কি ধরণের ক্রাইমের উপর পানিশমেন্টের ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং কি ধরণের শাস্তি দেওয়া হবে এই সমস্ত প্রভিশান এখানে অ্যামেণ্ডমেণ্টে আনা হয়েছে। যেখানে আমরা মূল বিলটাকে সমর্থন করি নাই, মূল অ্যাকৃটটাকে সমর্থন করি নাই, এই ধরণের একটা ফোর্স গড়ে উঠলে তার ডিসিপ্লিনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু মূল কথাটা হচ্ছে এই রাজ্যে আমরা দেখলাম এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তার যে আরক্ষা দপ্তর, তার শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে রয়েছে স্টেট পুলিশ, এখানে রয়েছে বি, এস, এফ, এখানে রয়েছে সি, আর, পি, যেগুলি আমরা মনে করি যে সত্যই যদি সেগুলিকে কাজ করতে দেওয়া হত তাহলে ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলার সমস্যাকে সমস্যা বলেই মনে করার দরকার হত না। কিন্তু এই স্টেট রাইফেলসের সমস্যাটা কোথা থেকে এসেছে ? আমরা দেখলাম যে এই রাজ্যের যে সরকার সেই সরকার এখানে ২২ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করতে চান না। বরং ২২ লক্ষ মানুষকে সর্বদা আতঙ্কের মধ্যে রাখতে চান। এই রাজ্যে পুলিশ বাহিনী আইন মোতাবেক তাদের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছে। কিন্তু সরকার তা করতে দিচ্ছেন না। সেজন্য তাদের মধ্যে বিক্ষোভ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেজন্য এই পুলিশকে দিয়ে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না মনে করে এই টেস্ট রাইফেলস্ বাহিনী আনা হয়েছে।

মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার বলেছেন যে এখানে নাকি একটা খৃষ্টান স্টেট চালু করার পরিকল্পনা চলছে এবং বিশেষ করে নাগালেণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িত করে এখানে বক্তব্য রেখেছেন। আমি ভাবতে পারি না যে একজন দায়িত্বশীল সদস্য এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও—এই রাজ্যে বলেননি—কলকাতায় বসে বসে কথা বলেন যে তিনি এই ধরণের একটা সেন্‌ট পেয়েছেন। কিন্তু যদি তা জানা থাকে তা হলে তিনি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ? তিনি বলছেন যে একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। মিলিটারীর উপর তো ডাকাতি রুখবার ভার নেই। সেদিন তো তুলামূড়ায় ডাকাতি হলো। ব্যাঙ্ক ডাকাতি। সেখানে তিনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ? এই সমস্ত ডাকাতি বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারের। তাদের লোকেরাই এই সমস্ত ডাকাতি করছে।

কারণ নির্বাচন আসছে। অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সেজন্যই এই সমস্ত ডাকাতি করছে।

আজকে এখানে কলিং এটেনশান এসেছে শম্ভু দেববর্মার হত্যার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই শম্ভু দেববর্মার বাড়ীতেও গিয়েছেন তার আগে। কিন্তু তার তার আগে তিনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? তিনি বলেছেন যে মিলিটারী এখানে যদি আসে তাহলে ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল হবে। কিন্তু তিনি কি ট্রাইবেলদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন? আজকে উপজাতিরা একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে। একটাই উদ্দেশ্য যে বিরোধী পক্ষকে ধ্বংস করতে হবে, তাদের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। (রেডলাইট)।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ। আমাদের হাতে সময় অল্প। সেজন্য তিন মিনিট করে সময় দেওয়া হলো।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই হাউসে যে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (অ্যামেণ্ডমেন্ট) যে বিল এনেছেন সেটাকে আমি বিরোধীতা করি এই কারণে যে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন তার পেছনে যে কি রহস্য সেটা বাস্তবিকই জানবার বিষয়। কারণ, আমার মনে হয়, এই যে বিলটা এনেছেন সেটা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একদিন তো এই হাউসে বিরোধী দলনেতা ছিলেন, উনি তখন বলতেন যে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাজ করতে পুলিশ বা মিলিটারীর দরকার হবে না। আজকে কি তিনি পূর্বের ইতিহাস ভুলে গেছেন? তাই তিনি আজ কি কারণে ত্রিপুরার জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই বাহিনী গঠন করতে চাইছেন? তিনি বলেছেন যে উগ্রপন্থী দমনের জন্য এই ত্রিপুরাতে এই বিলটা আনা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন উগ্রপন্থী, এটা কি অস্বীকার করার আছে? উনি কি ভুলে গেছেন সেই ইতিহাস? আজকে উগ্রপন্থী দমনের জন্য এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মিলিটারী দিয়েছেন। কিন্তু আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই পুলিশকে কাজে লাগাচ্ছেন না। কারণ আমি জানি, উনি নিজে সেই উগ্রপন্থীর নায়ক। আজকে এই পুলিশ বাহিনী গঠনের অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আজকে আমরা যারা জনসাধারণের সেবা করছি, সেই কংগ্রেসীই হউক আর টি, জে, ইউ, এসই হউক তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন করবার জন্যই এই পুলিশ বাহিনীকে ব্যবস্থার করা হবে। কারণ এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে, বহিরাগত কিছু লোক নিয়ে, এই পুলিশ বাহিনী গঠন করা হবে। এই বহিরাগত কারা, না উনি বলেছেন পশ্চিম বঙ্গ থেকে

কিছু ক্যাডার এনে এই পুলিশ বাহিনী গঠন করা হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে একটা পুলিশ বাহিনী গঠন করার জন্য ত্রিপুরাতে কি লোকের কোন অভাব আছে, যেখানে হাজার হাজার বেকার রয়েছে? মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেজন্যই আমি বলছি, এই যে এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটা এখানে আনা হয়েছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থের জন্য নয়। কাজেই আমি ঐই বিলের বিরোধিতা করে, আমার বক্তব্য এখান শেষ করছি।

সৈয়দ বসিত আলি :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সামনে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল যে এনেছেন, তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কারণ, আমরা লক্ষ্য করছি যে, ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকেই ত্রিপুরাবাসী জনগণের নিরাপত্তার মধ্যে একটা বিপর্যায় নেমে এসেছে। এখানে দিবালোকে মানুষ খুন হচ্ছে, অথচ তার কোন প্রতিকার নাই। শুধু কি তাই, যেখানে কোন উগ্রপন্থীই ছিল না, সেখানে উগ্রপন্থীরা রাজ্যের যে কোন অঞ্চলে, যে কোন সময়ে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, উগ্রপন্থী বলে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না, অথচ উগ্রপন্থী শব্দটা বামফ্রন্ট সরকারের প্রচার ব্যবস্থার একটা অঙ্গ। ডাকাতি, রাহাজানি, খুন এগুলি তো দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এসব থেকে কি প্রমাণ হচ্ছে যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে জনগণের নিরাপত্তা বলে কোন কিছু আছে? তা যদি হবে, তাহলে এত পুলিশ থাকা সত্ত্বেও এগুলি কেন হচ্ছে? এর কারণ কি আপনারা অনুসন্ধান করে দেখাছেন? উগ্রপন্থী তৎপরতা কেন রোধ করা যাচ্ছে না? আমি এই সম্পর্কে পুলিশের লোক থেকে খোঁজে খবর নিয়েছি, তারা বলছে, দেখুন আমরা চাকুরী করি, আমাদের পরিবার পরিজন আছে, চাকুরীর টাকা দিয়ে তাদের ভরণ-পোষণ করতে হয়। যেমন এটাঠিক কথা, তেমনি আমাদের যে কিছু দায়িত্ব নেই, তা নয়। কিন্তু আমরা সেই দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারি না, কারণ আমাদের চাকুরী যাওয়ার ভয় আছে। সরকারের নির্দেশ মতো আমাদের চলতে হবে, আমরা তাই চলছি। এর মানেটা কি দাঁড়ালো? অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে উগ্রপন্থী হামলা হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, খুন হচ্ছে, রাহাজানি হচ্ছে এগুলি বন্ধ করার নির্দেশ সরকার পুলিশকে দেয় নি। তাই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। গত বিধানসভায় এবং এখনকার বিধানসভায় যে সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ কি সরকার পক্ষ কি বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাছ থেকে এসেছে, সেগুলির থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে ত্রিপুরা

রাজ্যের জনগণের জীবন ও মানের কোন নিরাপত্তা নেই। এমন কি আমার কৈলা-সহর এলাকা থেকে একজন লোককে বাংলাদেশীরা জোর করে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হল, কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গেল যে ৭২ ঘণ্টা সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও তার কোন ব্যবস্থা হল না। কাজেই আজকে পুলিশ জনগণের নিরাপত্তার জন্য কোন কাজই করছে না, পুলিশকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। আর সেজন্যই গত পুলিশ এসোসিয়েশনের নির্ব্বাচনে দেখা গেল যে শতকরা ৯০ ভাগ পুলিশ এই সরকারের প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ করেছে। তাই এই সরকার উগ্রপন্থী তৎপরতায় কোন ব্যবস্থাই নিতে পারছে না। এমন কি এখানে যেসব কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে, যেমন সি, আর, পি/আর, এ, সি, তারা স্বীকার করছে যে রাজ্য সরকার উগ্রপন্থী দমনে তাদের ঠিক মতো ব্যবহার করছে না। ফলে তাদের বাহিনীর অনেক জোয়ানকে ঐ উগ্রপন্থীদের হাতে প্রাণ দিতে হচ্ছে, এজন্য তারাও ক্ষুব্ধ। তাই আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা যাতে কোন রকমেই বিঘ্নিত না হয়, তার অনতি-বিলম্বে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস্ এ্যাক্টের একটা সংশোধনী এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এবং তার উপর মাননীয় সদস্যরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। স্যার, প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রায়ই একটা কথা বলে থাকেন, সেটা হল এই যে দেশের বিরোধী দলগুলি আমাকে তাড়াবার জন্য নীতি বর্জিতভাবে চেষ্টা করে চলছে। উনার মতে বোধ করি এটা ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য হচ্ছে শুধু ত্রিপুরার পক্ষে। কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই হাউসের ভিতরে এবং তার বাইরে থেকে নকশাল থেকে শুরু করে টি, ইউ, জি, এস, আমরা বাঙ্গালী এবং কংগ্রেস (আই) ইত্যাদি সব দলই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্টকে হটানোর প্রশ্নে এক। আজকে আমরা রাজ্য সরকারে থেকে এটা বুঝতে পেরেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাই রাজ্য সরকারগুলিকে দুর্বল করে তুলেছে। এখানে যে প্রশ্নটা, সেটা হল ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য সব দিক থেকেই বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত, এখানে গত ৩০ বছরের মধ্যে কয়টা পুলিশবাহিনী গড়ে উঠেছে, এখানে প্রথমে আনা হয়েছে বিহার থেকে বি, এম, পি, তারপরে আনা হয়েছে পি, এ, সি উত্তর প্রদেশ থেকে, তার পরে রাজস্থান থেকে আর, এ, সি,/সি, আর, পি, ইত্যাদি আনা হয়েছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা সরকারের আগে কয়টি সি, আর, পি, ইউনিট ছিল, আর এখন কয়টি ইউনিট হয়েছে, তারপরে বি, এস, এফ, এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রজেক্ট ফোর্স তো রয়েছে, যেগুলি রাজ্যে রাজ্যে যাচ্ছে। ল এ্যাণ্ড অর্ডার হচ্ছে রাজ্যের ব্যাপার। ল এ্যাণ্ড অর্ডার যদি রাজ্যের ব্যাপারই হয়ে থাকে, তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেটা দেখতে হবে কেন? রাজ্যের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন করার যে দাবী, সেটা কেন্দ্র মানতে চাইবে না কেন? না কি আমাদের শুধু সি, আর, পি, এবং বি, এম, পি, আনতে হবে?

উত্তর প্রদেশ থেকে পুলিশ আনব রাজস্থান থেকে পুলিশ আনব এটা কোন নীতি, আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করি। এই নীতি হচ্ছে রাজ্যকে পঙ্গু করা। কারণ একটাই সরকার থাকবে দিল্লীতে তারাই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব রক্ষা করবে। এটা আমরা করতে পারব না—ঐ পাঞ্জাবে দেখুন সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে তাদের দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্য। ঐ সমস্ত সি, আর, পি, কে পাঠিয়ে দিতে হবে আমাদের রাজস্থানের দরকার নাই। আমরা স্টেট লেভেলে আরও ৫টা করতে পারি। এটাই আমাদের নিয়ম, এটাই আমরা বলতে চাই যে মাননীয় সদস্যরা মানুক আর নাই মানুক কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে গেলে রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, রাজ্যের মানুষকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব বিরোধী সব দলেরই একটা মুখপত্র যার নাম "দৈনিক সংবাদ" যার টেন পার্সেন্ট খবর সত্য নয়। ওরা কাল থেকে বলে আসছে যে কেন্দ্র থেকে একটা টিম এসে কাজ করতে শুরু করেছে এবং আজ তারা দক্ষিণ ত্রিপুরায় চলে গেছে। এই সব গল্প তারা ছড়াচ্ছে যে এখানে সেন্ট্রাল থেকে টিম এসেছে তারা কাজ করতে এসে কোন তথ্য পাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কাজেই এই সব গল্প ছড়িয়ে কেন্দ্র থেকে আর্মি আনা যাবে না। কেন্দ্র থেকে এই যে টিম এটা রাজ্য সরকারের সংগে আলোচনা করেই পাঠান হয়েছে এবং কাকে কাকে নিয়ে টিম গঠন করা হবে তাও ঠিক করা আছে মিলিটারীর জি, ও, সি, থাকবেন চেয়ারম্যান, আই, জি, বি, এস, এফ, আই, জি, আর, পি, আই, জি, স্টেট পুলিশ থাকবেন তারা দেখবেন সরকারকে কিভাবে আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমাদের বুঝতে হবে যে এই টোটেল ফোর্স আছে— বি, এস, এফ, ৬টা ছিল, আর একটা এসেছে ৭টা হয়েছে, সি, আর, পি, ৫টা ছিল,

এ ছাড়া স্টেটের ২টা আছে। এছাড়া আমরা স্টেট রাইফেলস নামে আর একটা ফোর্স রাজ্য সরকারের হাতে গঠিত হবে। এতে আমার মনে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ খুশী হবে যে, যখন তারা জানতে পারবে যে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি আর এখানে প্রশ্ন উঠেছে কেন '৮৩ সালে পাশ করে এটাকে আবার '৮৪ সালে আনা হল। এটা কেন আনা হল ? যখন আমরা দেখলাম যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন হচ্ছে না, তখন আমি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছি। আমি অত্যন্ত খুশী যে রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বলা হয়েছে এটাতে কিছু এমেণ্ডমেণ্ট দরকার এবং বলেছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এমেণ্ডমেণ্টগুলি যেন আমরা করিয়ে নেই। আমরাই চাইছি যাতে এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়। সেই দিক বিবেচনা করে আমরা কতগুলি এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি সেগুলির মধ্যে আছে কে অফিসার হবেন এবং রিক্রুটমেণ্ট সম্পর্কে। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত এমেণ্ডমেণ্ট যেগুলি আছে সেগুলি ছোট ছোট বিষয় নিয়ে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে মেয়েদের উপর যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে সেই সব ঘটনার শাস্তির ব্যাপারে ডিস্ক্রশান দেওয়া হবে বাড়ান বা কমানোর ব্যাপারে আর একটা এমেণ্ডমেণ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেণ্টেল কেসগুলির পানিসমেণ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আগে এনকোয়ারী করে তারপর করতে হবে। এটা করা হয়েছে এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এর বিচারের দায়িত্ব একজনের উপর দেওয়া হবে না তার জন্য রাইফেল কোর্ট করা হবে। সেই কোর্ট তিনজন নিয়ে গঠিত হবে এবং মেজরিটির ডিসিশানেই বিচার হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ক'টা এমেণ্ডমেণ্ট এখানে আনা হয়েছে আমি আশা করব, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের যে ভুল ধারনার সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি দূর হয়েছে এবং তাঁরা এটাকে সমর্থন জানাবেন।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"The Tripura State Rifles (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 8 of 1984)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৯নং

পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে ধ্বনিভোটে সভায় গৃহীত হয়।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে ধ্বনিভোটে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—"The Tripura State Rifles (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 8 of 1984)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে—দি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮৪ইং) পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"দি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (অ্যামেনডমেনট) বিল ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮৪ইং) পাশ করা হউক।"

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক বিলটি গৃহীত হয়।)

PRIVATE MEMBER'S BILL

মিঃ স্পীকার :— বেসরকারী বিল উত্থাপন করার অনুমতি।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1984. উত্থাপন করার জন্য অনুমতি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভার উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা প্রশ্ন হল হাউসের লিভ চাওয়ার ব্যাপারে কি রকম প্রসিডিউর ফলো করতে হবে সেটা রোলসে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ম নাই। এই সম্পর্কে ক্ল্যারিফিকেশন চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই বিলের ক্ষেত্রে হাউসের মেজরিটি সদস্যের অনুমোদনের প্রয়োজন আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এর মধ্যে মেজরিটি বলে কোন কথা নেই। এখানে আমি আপনার ইনফরমেশনের জন্য জানাচ্ছি যে লোকসভায়ও বিরোধী সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে বিল এনেছেন। যেমন এইচ, এস, বহুগুণা, চিত্ত বসু, অজয় বিশ্বাস প্রমুখ। আমাদের এখানে যেহেতু কোন রুলস নাই আমরা পার্লিয়ামেণ্টকে ফলো করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— এটা অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— প্রাইভেট মেম্বার্স বিল লিভ পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের রোলস্ অ্যাণ্ড প্রসিডিউরে যদি কিছু না থাকে তাহলে কনভেনশন হিসাবে আমরা পার্লিয়ামেণ্টকে ফলো করতে পারি কিনা?

মিঃ স্পীকার :— এখানে লিভ দেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে মেম্বার, মিনিষ্টার কিভাবে লিভ নেবেন এবং কিভাবে রিফিউজ হবে সেটা আছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— প্রাইভেট মেম্বার্স বিল এর আগে ত্রিপুরার বিধান সভায় হয় নাই, রুলেও তার কোন সংস্থান নাই। কাজেই সেই ক্ষেত্রে পার্লিয়ামেণ্টকে ফলো করা হবে কি না?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংশ্লিষ্ট রুলটা পেয়েছি। ডিসিশনের ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে যে হাউসের ডিসিশনের ভোট নেওয়া হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ডিসিশনের ক্ষেত্রে, কিন্তু প্রাইভেট মেম্বার্স বিলের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কাজেই এই ক্ষেত্রে পার্লিয়ামেণ্টকে ফলো করা হবে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই রুলটা পার্লিয়ামেণ্টের রুলসকে ফলো করেই তৈরী করা হয়েছে। এটাতে যদি না চলে তাহলে এটা এখানে চলতে পারে না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে যেটা চলছে গত ৮-৪-৮৪ইং তারিখে পার্লিয়ামেণ্টে মাননীয় পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য অজয় বিশ্বাস বিল এনেছিলেন। এটা আপনার রেকর্ডের জন্য বলেছি।

মিঃ স্পীকার : আমাদের যে রুলটা আছে সেটা পার্লিয়ামেণ্টকে ফলো করেই হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমাদের এখানে যে নিয়মে চলেছে তা পার্লামেন্ট এবং অন্যান্য স্টেট এসেম্বলীর প্রসিডিউর ফলো করেই চলেছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি, এই বিলটি ১৭ তারিখে আনার জন্য। ইতিমধ্যে সব রুলস্ দেখে এখানে কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করব।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, অ্যাসেম্বলী বা পার্লামেন্টে যখন কোন বিল উপস্থিত করা হয় তখন সব সময়ই লীভের প্রয়োজন হয়। আমি যখন এম. পি. ছিলাম, তখন আমাকে আনতেও তা করতে হয়েছিল। কিন্তু লীভের প্রয়োজন পড়বে না, এই রকম পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস আছে কিনা তা আমি জানি না।

মিঃ স্পীকার :— বিলের উপরেই মেজরিটির প্রশ্ন আসে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পার্লামেন্টের সিস্টেমে একটি বিশেষ অংশ মেজরিটি সাপোর্ট করে বলেই লীভ পাওয়া যায়। আপনি বলেছেন, মেজরিটির সাপোর্ট ছাড়া কোন বিল প্রাইভেট মেম্বারদের পক্ষে আনা সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাজেশন রেখেছেন তা দেখা হবে। কাজেই ১৭ তারিখে আমরা বিলটি আনতে পারি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই সাথে আমার একটি বক্তব্য এখানে রাখতে চাই। আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তার সাথে কনভেনশনটিও রাখা হউক। অর্থাৎ প্র্যাকটিস, প্রসিডিউরের সাথে কনভেনশনকে যুক্ত করে রুলসের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখার জন্য আবেদন করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৭ তারিখ হলে অনেক দেরী হয়ে যাবে। কনসিডারেশন সভায় করার জন্য। ১৭ তারিখ যেহেতু আমাদের এবারকার সেসানের লাষ্ট দিন সেজন্য কনসিডারেশনের ষ্টেজে আসে না। কাজেই আজকেই ২ কিংবা ১ ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে বিষয়টি দেখা হউক এই আবেদন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— লীভ গ্র্যান্ট হলে কনসিডারেশনের কোন অসুবিধা হবে না। পরবর্তী সেসানেও করা যাবে। কোন অসুবিধা নেই। তাহলে পরবর্তী কর্ম-সূচীতে এবার আমরা যাচ্ছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— পরবর্তী কার্য্য-সূচীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকের দিনের জন্য ৪টি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশান আছে। এর মধ্যে আমারও একটি আছে। সব থেকে শেষেরটি আমার। কাজে কাজেই, সময় যাতে এলটমেণ্ট করা থাকে সে ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এটা মাননীয় সদস্যের উপর নির্ভর করছে। আমরা আশা করছি, আপনারা সহযোগিতা করবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— এখানে দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। একটি হচ্ছে, রিজলিউ-শান-ওয়াইজ সময় এলটম্যাণ্ট করা যায়। অন্যটি, যদি শেষ না হয়, তাহলে হাউসের সময় বাড়ান যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— এ ব্যাপারে হাউসের সেন্স দেওয়া দরকার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা হতে পারে না। আমাদের আরো ৩টি আছে। কাজেই, এখনও বলা সম্ভব হচ্ছে না, সবগুলি আলোচনা করা সম্ভব হবে কিনা।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যাসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানস। আজকের কার্যসূচীতে চারটি (৪) প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান আছে, গত ১০ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৮৪ইং মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা কর্তৃক উত্থাপিত অসমাপ্ত আলোচনার রিজলিউশান সমেত। আজকের রিজলিউশানগুলির মধ্যে প্রথমটি এনেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়, দ্বিতীয়টি এনে-ছেন, মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা এবং তৃতীয়টি এনেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয়।

এখন প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয়ের রিজলিউশানটির উপর অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ হবে। রিজলিউশানটির বিষয়বস্তু হলো :—

> "ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ৮০ হাজার শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালের পরিকল্পনায় কোন অর্থ বরাদ্ধ করতে অস্বীকার করে-ছেন। এমনকি স্বনির্ভর কর্ম-সংস্থান প্রকল্পে ১৯৮৩-৮৪ সালে যে বরাদ্ধ তাও বন্ধ করে দিয়েছেন? বিধানসভা শিক্ষিত বেকারদের কর্ম-সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ দাবী করেছে এবং গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ

ভূমিহীন শ্রমিক বেকারদের জন্য কম পক্ষে বৎসরে ১০০ দিবসের কাজের জন্য এন. আর. ই. পি. এবং আর. এল. ই. জি. পি. প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দাবী করছে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহাকে তাঁর অসমাপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে প্রস্তাবের উপর এখানে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেই আলোচনা সমাপ্ত করার জন্য আমার বক্তব্য রাখতে শুরু করছি। আমার এই প্রস্তাবে আমি যে কথাগুলি বলতে চেয়েছিলাম সেটা হল, রাজ্যের ৮০ হাজার শিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত বেকার এবং গ্রামের ২ লক্ষ ভূমিহীন বেকার শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তার প্রশ্ন আছে। কিন্তু তাদের জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা আমরা আমাদের এই কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিকল্পনা আছে তার মধ্যে দেখতে পাই নি। এটা শুধু আমার রাজ্যেই নয়, গোটা ভারতের কোটি কোটি শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত এবং কৃষি বেকারদের আঘাত করেছে। শ্রমিকদের মধ্যে কাজের গ্যারান্টির কোন ব্যবস্থাই নেই। আমরা দেখি, স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও তাই ছাত্র-যুবকদের "জব ফর অল" এই আন্দোলন করতে হয়। এটা সত্যি আতঙ্কজনক। আমরা আরো দেখি, গ্রামের ক্ষেত মজুররা বৎসরের অল্প সময়ের জন্য কাজ করতে পারে। যখন ফসল উৎপাদন হয়—এক ফসল সেই সময়-টুকুই কাজ থাকে। অন্য সময় আমাদের এই ক্ষেত মজুররা মহাজনের দয়ার উপর নির্ভর করে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সংস্থার মাধ্যমে এই বছরেও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বা কোন পরিকল্পনা রাখা হয়নি। বরং তাদের বাঁচার জন্য যে পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়ে থাকে তাও তাঁরা কেটে দেন। আমার এই রাজ্যে আমরা দেখি, রাজ্যে শিল্পের কোন বিকাশ হলো না, রাজ্যের কর্ম-সংস্থানের জন্য কোন পরিকল্পনার ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। বেকারদের কর্ম-সংস্থান না হওয়ায় তাদের বেকার ভাতা দেবার জন্য যে অর্থ অর্থ-কমিশনের কাছে রাজ্য সরকার দাবী করেছিলেন আমরা দেখি, সে অর্থ অর্থ-কমিশন মঞ্জুর করেন নি। কাগজ কল কিংবা অন্যান্য শিল্প গড়ে তুলে বেকারদের কর্ম-সংস্থানের জন্য যে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল তাও দেওয়া হয়নি। যদিও আমরা জানি, বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বেকারদের কর্ম-

সংস্থানের কোন ব্যবস্থাই থাকে না। কারণ, তাতে অল্প দামে শ্রম বিক্রী হবে না। তথাপি আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রের যারা সরকারে আছেন, তাঁরা সেই দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়েই চলছেন বলে, তাঁরা আমাদের রাজ্য সরকারের কোন ব্যবস্থাই কার্য্যকরী করছেন না। তাই আজ ৮০ হাজার বেকার কোন কাজই পাচ্ছেন না। তারাও বুঝতে পারছে, এই ব্যবস্থার মধ্যে কখনোই তা সম্ভব হবে না। রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকার বিগত এই ৭ বছরে কর্ম-সংস্থানের যে সুযোগ আছে তা সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে, আধা-সরকারী সংস্থাগুলিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছর বামফ্রণ্ট সরকার শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে কিছু কিছু বেকারের চাকুরীর সংস্থান করে দিচ্ছেন। কিন্তু এ দিয়ে দিতো সমস্যার সমাধান হবে না। বামফ্রণ্ট সরকারে আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার। এবং ক্ষমতায় আসার পর সরকার বেশ কয়েক হাজার চাকুরী দেওয়ার পরেও আজকে বেকারের সংখ্যা ৮০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই বেকারদের প্রতি মৌলিক কোন দৃষ্টি না দেন, তাদের জন্য যদি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ না করেন তাহলেতো বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। যতদিন দিল্লীতে পুঁজিপতিদের সরকার আসীন থাকবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বেকার সমস্যার কোন সমাধান হবে না। সুতরাং এই ধনিক গোষ্ঠীর সরকারকে না হঠানো পর্য্যন্ত বেকারদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তারা বেকারদের বিভিন্ন বঞ্চনার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা দেশের যুব শক্তিকে নিয়োজিত করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় আসামকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়, পাঞ্জাবকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। শুধু তাই নয়, উপজাতি যুবকদের বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে ট্রেনিং দিতে সাহায্য করে। এই কংগ্রেস (আই) সরকার দিল্লীর মসনদে উপবেশন করে আজকে সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহন করছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে তারা রাজী নয়। তারা শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। ত্রিপুরার ৮০ হাজার শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত বেকাদের কর্ম সংস্থানের জন্য যে সকল পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার কাছে পাঠানো হয় সেগুলি তারা অনুমোদন দেন না। আমি অনুরোধ করছি কেন্দ্রীয় সরকার যেন এই বেকাদের জন্য এবং গ্রামের দুই লক্ষাধিক শ্রমজীবি মানুষদের জীবিকা নির্বাহে বাস্তব সম্মত দৃষ্টি ভঙ্গী গ্রহণ করেন। ১৯৮০ইং সালে শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর "ফুড ফর ওয়ার্ক" প্রগ্রামটি বাতিল

করে দেন। বিরোধী দলনেতা মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য মহোদয় যখন লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছিলেন, তিনি যে ইস্তাহার দেন, তাতে লেখা আছে যে উনি ক্ষমতায় গেলে "ফুড ফর ওয়ার্ক" কর্মসূচী বন্ধ করে দেবেন। সেই ইস্তাহারটি আজও আমার কাছে আছে। তারা সেটা বন্ধ করে দিয়ে পরিবর্তে চালু করলেন এন, আর, ই, পির কাজ এবং স্টেট গভার্ণমেন্ট চালু করলেন এস, আর ই, পি.। এই সমস্ত প্রকল্পগুলি যাতে আরও ব্যপকহারে করা যায়, গ্রামের মানুষদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন রাখছি। এ রাজ্যে ৮০ হাজার শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত এবং গ্রামের দুই লক্ষাধিক শ্রমজীবি মানুষ যে বেকারত্বের দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রণা ভোগ করছে তা নিরসন করার জন্য এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন, তার কোন সারবত্তা নেই বলে আমি মনে করি। কারণ বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই আজকে এই ধরনের প্রস্তাব এনে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছেন এবং এই ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি বিশেষ করে এমন একটা সময়ে প্রস্তাবটি এনেছেন যখন বিগত নির্বাচনগুলিতে তাদের দলের ক্যাডারদের চাকুরী দেবেন বলে প্রলোভন দেখিয়ে নির্বাচনের কাজ করিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন অপকর্ম সাধন করেছিলেন এবং চাকুরী না দিতে পেরে বেকায়দায় পড়েছেন। স্যার, উনারা ২ হাজার শিক্ষিত বেকারকে চাকুরী দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। কিন্তু ঐ ভাগ্যবান চাকুরী প্রাপকেরা কারা? তারা মন্ত্রী এবং এম, এল. এদের আত্মীয় স্বজন। যাদের পরিবারে ৪/৫ জন করে চাকুরী করছে। আজকে বেকার ক্যাডাররা যখন তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে তখনই উনারা বেকায়দায় পরে এই ধরনের প্রস্তাব এনেছেন। আর ঠিক তখনই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন যে বেকাররা তোমরা হতাশ হয়ো না, আমরা আরও ৫ হাজার বেকারকে চাকুরী দেব, তার জন্য কেন্দ্রীয়

সরকারের নিকট টাকা চাওয়া হয়েছে। এই নয়া কৌশল তারা অবলম্বন করলেন। স্যার, বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য এবং বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার রাজ্যের নিজস্ব কোন সম্পদতো সৃষ্টি করেতে পারে নি। সে টাকা তারা নিজেদের পকেট পুরেছেন, পার্টির বিরাট কাণ্ড বানিয়েছেন। কিন্তু যখন তাদের ক্যাডারদের মধ্যে চাকুরী চাই বলে হাহাকার উঠেছে তখন উনারা একটা কৌশল অবলম্বন করে তাদের বলছেন, চিন্তার কোন কারণ নাই, আমরা একটা প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছি, টাকা এলেই তোমাদের চাকুরী দেওয়া হবে। সাড়ে ছয় বৎসর ধরে তারা এই ভাবে ত্রিপুরার মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আসছেন। আজকের এই প্রস্তবটিও তাদের স্বভাব সুলভ ধোঁকা দেওয়া থেকে ব্যতিক্রম নয় বলেই আমি একে সমর্থন করতে পারছি না। যদি দেখতাম যে সত্যি সত্যি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট তাহলে নিশ্চয়ই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে পারতাম। স্যার এমন বহু পরিবার আছে যেখানে দিনের পর দিন বেকারত্বের জ্বালা ভোগ করছে, একটি লোকও চাকুরী পায় নাই। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি মেখলী পাড়া গ্রামের শ্রী সুবোধ অধিকারী, তার বাবা ছয় বৎসর হলো রিটায়ার করেছে, কিন্তু আজও তার চাকুরী হলো না। আমি নিজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট চিঠি লিখেছি যে, তার সম্পর্কে আপনারা একটু বিবেচনা করুন। এরকম বহু পরিবার আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন, যে প্রতি পরিবারে একজন করে সরকারী চাকুরী দিতে হবে এবং তারজন্য এই সরকারের নিকট টাকাও এসেছে। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার বাস্তবিক ভাবে তা না করে তাদের ক্যাডার পরিবার, যে পরিবারে ৫/৬ জন চাকুরী করছে সে পরিবারের লোকজনদেরকেই চাকুরী দিচ্ছেন। স্যার, এন, আর, ই পি, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প আছে সেগুলি সম্পর্কে উনারা একটা বিরাট সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন যে, গ্রামীণ সমস্ত প্রকল্পগুলি আমরা বেশ ভালভাবেই করেছি। আমার কনষ্টিটিউন্সীতে বামফ্রন্টের একজন গাঁওপ্রধান ২লক্ষ টাকা গায়েব করে দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে টাকাগুলি খরচ হয়েছে।

স্যার, আমি নিজে এনকোয়ারী করে দেখেছি সেখানকার মানুষ বলেছেন, এখানে জার্সি গরু তো দূরের কথা একটা দেশী গরুও আসে নি এই প্রকল্পের মাধ্যমে, দ্বিতীয়

কথা হচ্ছে, যে সমস্ত লোকের নাম দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত লোকের নাম পাওয়া যায় নি, অবশ্য মংকু নামে একজন পাওয়া গেছে। এই মংকু নাকি সেখানকার সি. পি. এম. গাঁও প্রধানের কুকুর। এই তো হচ্ছে বর্তমান সরকারের অবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসাররা যখন তদন্ত করতে আসেন তখন তাঁরা কাগজ-পত্র দেখে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে চলে যান। কাজেই এই সমস্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করা যাবে না। কাজেই ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব রেখেছেন এটা সমর্থন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সমস্ত কথা বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে লাভ নেই। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা—আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা আজকে এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবটা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয় এই কারণে যে আজকে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এই প্রস্তাব এনেছেন কিন্তু এই প্রস্তাব যে কতটুকু উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এটা কতটুকু অসত্যে ভরা তা প্রমাণিত হবে। কারণ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন সেই বিবৃতির মধ্যে বলা হয়েছে যে, অষ্টম অর্থ কমিশন থেকে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা পাওয়া যায় নি। অথচ মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা বলেছেন কোন অর্থই বরাদ্দ করা হয় নি। সুতরাং এই যে প্রস্তাব এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের স্বভাব-সুলভ জেহাদ ঘোষণা করা, তাঁদের সেই চিন্তাধারাই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রস্তাবে এটাই প্রমাণ করতে পারি, তাঁরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করাই তাঁদের একমাত্র কাজ এবং উদ্দেশ্য। আজকে এই যে বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমার একটা প্রশ্ন ছিল কতজন সরকারী কর্মচারী কোন কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন। কিন্তু সরকার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি কতজন বেকার এই সরকারের অধীনে কাজ করছেন, আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "তথ্য সংগ্রহাধীন" আছে। বিগত ৬/৭ বছর রাজ্য পরিচালনা করার পরও যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, তাই আমার মনে হচ্ছে এই বেকারদের জন্য এই সরকার কি করতে পারবেন সেটা চিন্তা হচ্ছে। কিছু দিন আগে আমরা দেখছি, কিছু বেকারের চাকুরী হয়েছে কাগজে বেরিয়েছে। আমি আমার এলাকায় সেখানে দেখেছি,

১৯৮০ সালে পরীক্ষায় পাশ করেছে কি ফেল করেছে যারা সরকারের কাছ থেকে কো-অপারেটিভের নামে কোপারেটিভ সোসাইটি করার জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছে সেই ১১ জনের মধ্যে ২ জনের নূতন করে চাকুরীর কাগজ এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যারা সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে বেকারের তালিকায় তাদের নাম দেখা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ৫ মিনিট সময় দেওয়া যাবে না, আপনি ২ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ঠিক এমনি করে ১৯৭৪-৭৫ সালে যারা পাশ করেছে তাদের কিন্তু চাকুরী হলো না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিলোনীয়ায় নির্মল সেন উনার চাকুরীর অফার পেয়েছেন আর উনার স্ত্রী শ্রীমতী রেখা রাণী সেন উনারও ৬ মাস আগে চাকুরী হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সুতরাং আমি যে কথা বলছি সেই বেকারদের উনারা চাকুরী দিয়েছেন যারা নাকি সি. পি. এম. করে। এই টি. আর. টি. সি এবং জুট মিলের অবস্থা দেখুন সেখানে যোগ্য লোক নেই, কারণ নেওয়া হয় না। তার ফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের পরিকল্পনা ব্যাহত হচ্ছে।

বরং এই যে অযোগ্য লোক তাদের এই সমস্ত ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই, যাদের যোগ্যতা নেই, তাদের সেখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ৯৮ শতাংশ টাকা দেওয়া হচ্ছে, আর সেই টাকাগুলির নিজেদের খেয়াল খুশি মতো ব্যবহার করছেন। একদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষিত বেকার, এক দিকে কর্মচারীই বলুন আর শিক্ষকই বলুন সবাই ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাঁদের ন্যায্য যে দাবী সেই দাবী থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, কারণ তাদের জন্য যে টাকা আসে সেগুলি অন্য খাতে খরচ করা হচ্ছে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য এই সরকারের বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা নেই। তাই আমি অনুরোধ রাখবো, বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য এবং সঠিক ব্যবস্থা করার জন্য আমি তাদের কাছে অনুরোধ করবো।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই এখানে যিনি প্রস্তাবটি এনেছেন তিনি কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের এবং শ্রীমতী গান্ধীর সমালোচনা করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার. উনি এখন হাউসে নাই। উনি বুঝতে পেরেছেন উনার সমালোচনার জবাব দিতে পারবেন না তাই উনাকে বাধ্য হয়ে হাউস ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে উনারা বিগত দিনের কেন্দ্রের মধ্যে অপদার্থ জনতা সরকারকে বসাতে চাইছেন। ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। এই সমস্ত দক্ষিণপন্থী হটকারী বামপন্থীরা মিলিতভাবে ঐ অটলবিহারী বাজপেয়ী, চরণ সিংয়ের মত লোককে আবার ক্ষমতায় বসাতে চাইছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যেটা বলতে চাই, আজকে যে উদ্দেশ্যে ভারতকে দুর্বল করার জন্য, ভারতবর্ষের সংহতিকে নষ্ট করার জন্য মোরারজী, চরণ সিংয়ের মত লোককে নিয়ে যতই নাচানাচি করুন না কেন ভারতবর্ষের ৭১ কোটি জনগণ আগামী নির্বাচনে তাদের যোগ্য রায় দেবেন। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য ব্যালটের মাধ্যমে রায় ঘোষণা করবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বসিত আলী। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

সৈয়দ বসিত আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাবটি এনেছেন, সেই প্রস্তাবটি দেখে হতবাক্ হয়ে গেছি। এই কারণে যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে, আজকে প্রায় ৭ বছর হলো, কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্ট সরকারের প্রয়োজনার্থে যে অর্থ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার কম বরাদ্দ করেননি অধিক অর্থই দিয়েছেন। কিন্তু আজকে যেখানে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাতে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেননি। কেন করেননি, তার একটি কথাও বলেননি। ত্রিপুরার শিক্ষিত যুবক যুবতী শিক্ষিত বেকারগণ ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়োগ নীতি ঠিক হচ্ছেনা, ভুল কর্মপন্থা চলছে তা তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন। শিক্ষিত যুবকগণের পরিবারবর্গ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। যার কারণ এই রাজ্যে সরকারের হাতে শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীগণের নিয়োগ করার জন্য, তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ নীতি হচ্ছে না, যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তা খতিয়ে দেখছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা শিক্ষিত বেকার আছেন আছেন, এমনও পরিবার আছে তাদের একজনের

যদি চাকরী হয় তাহলে একটা পরিবার বাঁচতে পারে। তারা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চাকুরী দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে যে চাকরী দেয়া হয়েছে কৈলাশহর বিভাগের পক্ষ থেকে আমি বলতে পারব, দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারব, এই সুবাদে তাদের কিছু ক্যাডারের চাকরী হয়ে গেল। মাননীয় স্পীকারস্যার, এস, আর. ই, পি, এবং এন, আর, ই, পির বেলাতে যে প্রকল্পগুলি আছে তাতে প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেন না। তারও কারণ আছে। আজকে আমরা দেখতে পাই দলীয় যে গাঁওসভার প্রধান আছেন, মেম্বার আছেন, সদস্য আছেন তাদের মধ্যেই বরাদ্দকৃত অর্থ, চাল বন্টন করে দেওয়া হয়। ঠিক ঠিক যারা পাওয়ার যোগ্য তারা পাচ্ছে না। আমি জানি, উদয়-পুরে জনৈক প্রধান, সে প্রধান হওয়ার আগে সি, পি, এমের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি একটি চায়ের দোকান দিয়েছিলেন। চায়ের দোকান দিয়ে তিনি কি করে এত টাকা উপার্জন করলেন সরকার থেকে একবারও খোঁজ নেওয়া হয়নি। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তারা দলীয় লোকদের হয়ে কাজ করছে। দারিদ্র দূরীকরণও হচ্ছে না। কোন সমস্যার সমাধানও হচ্ছে না। এই কারণেই তারা টাকা দিতে বিলম্ব করছে। তারা দলীয় ক্যাডারদের জন্য এইসব করেন, তাহলে পরে রাজ্যের জনগণের যে দারিদ্রতা তা দূর হয় না তারা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। এই বিল যদি ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকরী হয় তার দিকে আমি আকর্ষণ করছি। বেকার যাতে সুষ্ঠুভাবে চাকরী পায় সেদিকে দৃষ্টি দেবেন, এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার।

শ্রী মাণিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা সভার সামনে যে প্রস্তাব এনেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই প্রস্তাবটি আনাতে বিরোধী দলের বন্ধুগণ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, হঠাৎ করে এই প্রস্তাব আসল কেন? এই ধরণের প্রস্তাব প্রথম আসেনি। আমি খুব পুরানো বিধায়ক নই। বিধায়কের বয়স হিসাবে আমার ২ বৎসর হয়েছে। এই ২ বৎসরের মধ্যে এই বেকার সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন একাধিক বার আনা হয়েছে। এক বারের জন্যও বিরোধী পক্ষ থেকে আসেনি এবং কোথাও এই ধরণের প্রস্তাবকে সমর্থন করেনি। মাননীয় স্পীকার স্যর, এই সমস্যা, ভারতের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এমন একটি সমস্যা যার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সঙ্কট তার যে তীব্র রূপ এবং ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি গৃহীত হচ্ছে তার অন্তঃসার শূন্যতার

বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এই আমাদের অভিজ্ঞতার ধারণা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন "We have got plenty of irrigation projects to field. A vast area of plant to be cultivated. Most scope for industrial development and enough menpower. However the question of unemployment arises in tomorrows India".

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের যাকে জাতির জনক বলা হয় মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে স্বাধীনতা লাভের পর যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন, সেই ভারতবর্ষে দারিদ্র থাকবেনা, বেকার থাকবে না, এইটা ছিল পরিকল্পনা। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর আমরা আজকে যদি ভারতবর্ষের দিকে তাকাই তাহলে দেখব সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। আজকে ভারতবর্ষের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেইঞ্জ-এ আড়াই কোটিরও কিছু বেশী বেকারের নাম রেজিষ্টারী করানো আছে। তার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ শিক্ষিত বেকার আছে এবং আধা বা কম শিক্ষিত যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪০ তাদের সংখ্যা ১০ কোটির কম হবে না। এই বেকারদের মধ্যে কি ধরণের বেকার আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে আছে যেমন, ১৭১০০ জন আছে এম. বি. বি. এস, ২২৭০০ জন হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ার ও ট্যাকনলজিকেল গ্রেজুয়েট বেকার, ১৬২০০ জন হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ার ও ট্যাকনলজিক্যাল ডিপ্লমাধারী বেকার, এই হচ্ছে ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের কথা। আর ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের বর্তমান সরকার যখন দেশটাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কোন পরিকল্পনা ভারত সরকারের নাই। এখানে এমপ্লয়মেন্ট এক্স-চেইঞ্জ আছে কিন্তু তাদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কোন ভূমিকা ছিল না। এমন ঘটনাও তখন ঘটেছে যে তৎকালীন মন্ত্রী সভার সদস্যরা কোন আত্মীয়ার বিয়েতে গেলে যৌতুক হিসাবে অফার লেটার নিয়ে যেত। আর আজকে বামফ্রন্ট সরকার চাকুরী ক্ষেত্রেও কিছু কিছু নিয়োগ-নীতি করেছেন। আমরা এই কথা বলতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকার সকলের চাকুরী দিতে পারছেন না এইটা ঠিক। কিন্তু তাই বলে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তো সে সরকারে আসেনি যে সবাইকে আমরা চাকুরী দিতে পারব। সুতরাং বর্তমান ভারতবর্ষের যে আর্থিক কাঠামো তার মধ্য দিয়ে

বেকার সমস্যার সমাধান একটা অঙ্গ রাজ্যের পক্ষে করা সম্ভব নয় কিন্তু কংগ্রেস আমলে কি হত? বিধবা মায়ের ছেলেকে চাকুরী দেবার লোভ দেখিয়ে তার ঠাকুর-দার আমলে তৈরী করা টিনের ঘরের ছাউনী বিক্রি করিয়ে টাকাটা তুলে নিলেন কংগ্রেস-এর নেতা, তারপর ছয় মাস পর সে যখন চাকুরীর খোঁজ নিতে গেল, তখন তাকে বলা হল যে তোমার চেয়ে বেশী টাকা যে দিয়েছে তাকেই চাকুরীটা দেওয়া হয়েছে। তখন সেই ছেলে যখন টাকাটা ফেরত চাইল তখন তাকে বলা হল সেটা তো দালালী হয়ে গেছে, এখন আর ফেরত দেওয়া যাবে না। এই ধরনের ঘটনার নজীর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটাও আছে বলে কেউ দেখাতে পারবে না। তারপর উড়িষ্যার মত ঘটনাও ত্রিপুরাতে একটাও ঘটে নি। সেখানে তফসিলী একটা বোনকে চাকুরী দেবার লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শহরে এনে তার ইজ্জত লুট করে নেয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বামপন্থী সরকার আসার পর চাকুরী ক্ষেত্রে একটা নিয়ম-নীতি চালু করেছে, তাতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্স-চেঞ্জকে বাদ দিয়ে কোন চাকুরী হবে না বা হয়নি। এখানে বয়সের ক্ষেত্রেও কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে আগে জেনারেলের ক্ষেত্রে চাকুরীর বয়স সীমা ছিল ৩০ বছর, সেটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৫ বছর, আর তফসিল জাতি উপজাতির ক্ষেত্রে যেখানে আগে ছিল ৩৫ বছর, এখন সেটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪০ বছর। এখানে একটা জিনিষ বিরোধী সদস্যদের জেনে রাখা ভাল যে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী ক্ষেত্রে যেখানে বয়স ছিল ২৮ বছর জেনারেলের ক্ষেত্রে, এখন সেটাকে কমিয়ে করা হয়েছে ২৬ বছর। শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে যে আগামী ৯ থেকে ১০ মাস কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলিতে নূতন করে কোন চাকুরী দেওয়া হবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলিকেও নোটিশ পাঠিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর-গুলিতে যেমন কোন চাকুরী হবে না, তেমনি রাজ্য সরকারের দপ্তর-গুলিতেও কোন চাকুরী দেবেন না। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে আমি অভিনন্দন জানাই এই কারণে যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন এবং বলেছেন যে, আমরা একটা নিয়ম নীতি নিয়ে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে এসেছি। কাজেই আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখব যে কত বেশী লোককে আমরা চাকুরী দিতে পারি। সংবিধানের নির্ধারিত তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য যে সংরক্ষিত চাকুরীর কোটা ছিল কংগ্রেস আমলে ভারত-

বর্ষের কোথায়ও তা মানা হয় নি। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেটাকে স্টিকলী ফলো করেছেন। তফসিলী জাতিদের জন্য যে শতকরা ১৭ ভাগ আর তফসিলী উপজাতিদের জন্য যে শতকরা ২৯ ভাগ কোটা রিজার্ভ ছিল চাকুরী ক্ষেত্রে এই সরকার সেটাকে পালন করার চেষ্টা করেন। হ্যাণ্ডিক্রেপ্টদেরকেও একটা নির্দিষ্ট অংকে চাকুরী দেবার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, ভাষাগত সংখ্যালঘু যারা চাকুরী ক্ষেত্রে তাদের প্রতিও সরকারের দৃষ্টি আছে। ভারতবর্ষের কংগ্রেস সরকারের কোন রাজ্যে এই ধরনের কোন নীতি আছে বলে কেউ বলতে পারবেন না, টাকা ছাড়া চাকুরী হয় এ কথাও বলতে পারবেন না। সেখানে টাকা ছাড়া স্কুলে কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না, মেডিক্যাল কলেজে একটা সীট পাবার জন্য ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা দিতে হয় যেখানে, সেখানে টাকা ছাড়া চাকুরীর কথা ভাবা যায় না, যেখানে চাকুরীর নামে ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করা হয় সেখানে আজ ওরা এই সরকারের পক্ষে কথা না বলে, ধান ভাঙ্গতে গিয়ে শিবের গীত গাইছেন। এখানে আমি যে কথা বলতে চাইছি তা হলো ভানুলাল সাহা এখানে যে কথা বলতে চাইছেন সেই প্রসঙ্গে বলছি যে বামফ্রন্ট সরকার নিয়োগ নীতি নির্ধারণ করে তাকে কার্যাকরী করার মধ্যেই শুধু সন্তুষ্ট নন। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এই সরকার একটা নূতন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন, তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যে সন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাইছেন। সারা ত্রিপুরাবাসী জানে যে এই সরকার আসার পর ত্রিপুরায় বেকারদের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য একটা কাগজ কল, আরও একটা চটকল, সূতা কল এবং একটা রাবার ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং এই শিল্প স্থাপনের সুবিধার জন্য রেলপথ সম্প্রসারণের প্রস্তাব করে আসছেন, আমরা লক্ষ করেছি যে এই সমস্ত প্রস্তাবগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে এই গুলি করছেন না। অথচ যদি এই কাজগুলি হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার ছেলে মেয়ে সরাসরি কাজ করতে পারে আর যদি শিল্প কারখানাগুলি হয় তাহলে পরে পরোক্ষভাবে গ্রামের কৃষক যারা এই কারখানাগুলিতে তাদের কাঁচামাল সরবরাহ করবেন, তাদের ঘরেও কিছু পয়সা আসবে, চাকুরী যারা করবে তাদের ঘরেও কিছু পয়সা যায় তাহলে এই পয়সা নিয়ে বাজারে যাবে ফলে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী যারা তাদের ব্যবসা আজকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে নূতন করে প্রাণের সঞ্চার হবে এবং সেটা আর একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে। অথচ

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আমরা দেখেছি এর তীব্র বিরোধিতা করা হচ্ছে। আজকে আমরা যখন এখানে চাকুরীর জন্য কাগজ কল, চট কল সুতা কল ও এস, আর, ই, পি. ও এন, আর, ই, পির জন্য কেন্দ্রের সাহায্য চাইছি তখন বাহিরের কথা ছেড়ে দিলেও এই বিধানসভার ভিতরে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যারা এসেছেন এবং আসার সময় জনগণকে যারা বলেছিলেন যে, তোমরা আমাদেরকে ভোট দিয়ে পাঠাও, আমরা তোমাদের জন্য কথা বলব, বেকার ছেলের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা, যে ছেলে স্কুলে পড়তে পারে না তার জন্য শিক্ষার সুযোগ, যে লোক চিকিৎসার সুযোগ পায় না তার চিকিৎসার সুযোগ যে দুর্গম অঞ্চলে আজকে জলের কল যায়নি তার কাছে কথা কি জলের কল স্থাপনের ব্যবস্থা, অথচ এইগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস, উপজাতি যুবসমিতি, নির্দল নামধারী মুখোস ধারীদের কোন বক্তব্য এই বিধানসভার মধ্যে রাখেন না। আর আমরা যখন এইগুলি সম্পর্কে প্রস্তাব এনে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করি তখন তারা বলেন রাষ্ট্রপতির শাসন চাই, উপদ্রুত অঞ্চল চাই, মিলিটারী চাই. টি, এন, ভির কার্য্যকলাপেও ও তারা খুশী না, তারা চান আগরতলা শহরের মধ্যেও তাদের এই কার্য্যকলাপ শুরু করতে। এই হচ্ছে তাদের জনদরদের চেহারা ও নোংরা চরিত্র। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন সেই প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং আমি আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবের প্রতি সম্মান দেখাবেন। কারণ এই প্রস্তাব মাননীয় ভানুলাল সাহা উপস্থিত করলেও এইটা তার ব্যক্তিগত প্রস্তাব নয় বা আমি যে এই প্রস্তাবের সমর্থন করেছি তাই বলে এইটা আমারও ব্যক্তিগত প্রস্তাব নয়। এইটা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের এবং ৮০ হাজার বেকারের ও ২ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর যারা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন দুই বেলা দুই মুঠো ভাত ও খাবার জন্য এবং মোটা ভাত ও মোটা কাপড় পড়ে বেঁচে থাকার জন্য তাদের ভাষা এইটা, এইটা আমরা বাহিরেও যেমন বলি আজকে এই বিধানসভায়ও তেমনি বললাম। আমি আশা করি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই প্রস্তাবের প্রতি তাদের সমর্থন জানাবেন এবং এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করার জন্য আগামী দিনে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি নেবেন, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ : মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবের উপর আমার বক্তব্য আমি আরম্ভ করছি। তিনি বলেছেন ত্রিপুরাতে ৮০ হাজার শিক্ষিত বেকার আছে, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৪-৮৫ সালের পরিকল্পনায় কোন অর্থ বরাদ্দ করতে অস্বীকার করেছেন এই ব্যাপারে আমি ভানুলাল সাহাকে প্রশ্ন করি যে, ৮০ ইং সালের দাঙ্গায় আপনাদের কার্য্যকলাপের জন্য যারা চাকুরী পেয়েছেন তারা কি সকলেই শিক্ষিত বেকার ? কারণ আমরা জানি, ৮০ইং-র দাঙ্গায় বামফ্রন্ট সরকার হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের ঘরে একজন করে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। সেটাকেও কি শিক্ষিত বেকারের চাকুরী দেওয়া হয়েছে বলা হবে ? খুবতো বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিচ্ছেন না।

আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা শিক্ষিত বেকার তাদের কর্ম সংস্থান করার জন্য আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত কিছুদিন আগে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে চাকুরী দেওয়া হয়েছে তাতে বামফ্রন্ট সরকারের যারা সমর্থিত তাদের দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা দেখেছি, যাদের পরিবারে চাকুরি-ওয়ালা আছে তাদেরকেও চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আমি বলতে পারি, আমাদের মোহনপুর এলাকা থেকে চাকুরী দেওয়া হবে বলে টাকা নেওয়া হয়েছে।

শ্রী মাণিক সরকার :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য টাকার বিনিময়ে চাকুরী দেওয়ার কথা যেটা বলেছেন, সেটাকে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি সেটা জানতে পারেন তবে পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, টাকা যে নেওয়া হয়েছে সেটা আমার মুখের কথা নয় সেটার প্রমাণ আছে। যার চাকুরী আছে, ভাইয়ের চাকুরী আছে, তারপরও ছেলেকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। টাকা নেওয়া হয়েছে জোর করে। সেটা কি বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ? মাননীয় সদস্যরা বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিচ্ছেন না। আমি বলতে পারি, এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্র বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ দফা কর্মসূচী যদি তারা পালন করতেন তাহলে এত বেকার সমস্যা থাকত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বামফ্রন্ট

সরকার বলছেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছেন না। ওনারা বলছেন বেকারদের জন্য আরও এন, আর, ই, পির ও এস, আর, ই, পির টাকা দেওয়ার জন্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় যা দেওয়া হয়েছে তাতেও বামফ্রন্টের যেখানে মিটিং হয় সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য টোকেন দেওয়া হয়। যদি এন. আর. ই. পি ও এস, আর, ই,-তে সত্যিই বেকার শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হত তাহলে অনেকগুলি সমস্যার সমাধান হত। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন তারজন্য আমি দুঃখিত তবে এই হাউসের কাছে আমার আবেদন রইল, এই প্রস্তাব যে পরিপ্রেক্ষিতে আনা হয়েছে তা যেন ঠিকমত পালন করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য ৮ মিনিটের মধ্যে আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল ত্রিপুরা রাজ্যে যে বেকার সমস্যা তা দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সেটা বিশদভাবে বর্ণনা করা দরকার। ভাসা ভাসা আলোচনা করলে চলবেনা। গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। অনেক বেকার, যারা শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত তারা জানিয়েছেন যে হাজার হাজার আগের বেকার, থাকতে যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদের চাকুরী হয়েছে। তাদের এমপ্লয়মেন্ট কার্ড হয়নি, সিটিজেনশিপ কার্ড হয়নি অথচ চাকুরী হয়েছে। কারণ বাংলাদেশ থেকে এসে তারা সি, পি, এমের কেডার হয়েছে। অথচ আমাদের গর্জনমুড়াতে যারা আজকে ৬/৭ বছর বেকার তাদের চাকুরী হয়নি। মুকুন্দ ভৌমিক, যিনি গত বছর বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এবং ১৯৮৩ সালে এমপ্লয়মেন্ট কার্ড করেছেন কিন্তু এখনও সিটিজেনশিপ হয়নি, অথচ তার চাকুরী হয়েছে এসিস্টেন্ট টিচার হিসাবে।

* * *

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা একেবারে বানানো কথা। আমি এটাকে চেলেঞ্জ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে যদি কোন অভিযোগ আনতে হয় তাহলে স্প্যাসিফিক প্রমাণ দিতে হবে। আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন ? আপানাকে প্রমাণ দিতে হবে। হয় উইড্র করুন না হয় ডকুমেন্টারী প্রুফ করুন। আপনার বক্তব্যের এই অংশটি একসপানজড, করা হল।

★ ★ ★ Expurged as order by the chair.

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— শ্রী মনীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, তিনি এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে ইণ্টারভিউ দিয়েছেন, ফরেষ্ট বিভাগে ইণ্টারভিউ দিয়েছেন, ফিসারি বিভাগে ইণ্টারভিউ দিয়েছেন কিন্তু কোথাও তার চাকুরী হয়নি। পরে পরিমল দেবনাথ সি, পি, এমের সমর্থক এবং তিনি গাঁও পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এই মনীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাসকে বলেছিলেন যে, তিনি যদি সি, পি, এম করেন তবে ছয় দিনের মধ্যেই তার চাকুরী হবে। এই পরিমল দেবনাথ এবং মনীন্দ্র বিশ্বাস মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয়ের পরিচিত।

মি: স্পীকার স্যার, আজকে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ফলে জমির উপর অত্যাধিক চাপ পড়ছে। পাহাড়ের উপজাতি বেকার যুবকরা স্ব-নির্ভর হবার জন্যে তারা কোন সুযোগই পায়না। ড্রাইভারী শিখতে হলেও তাদেরকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে শহরে এসে তা শিখতে হয়। আর ব্যবসা করাও তারা জানেন না, তাছাড়া তাদের মূলধন নেই। ফলে ছোট-খাটো ব্যবসা দিলেও তারা প্রতিযোগীতার বাজারে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই তারা সম্পূর্ণরূপে সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, সরকারী চাকুরীতে যে ২৯ পারসেণ্ট রিজার্ভেশন রয়েছে তাও সরকার পূরণ করেন না। আজকে দেখা যায়, মিউনিসিপালিটি, জুটমিলে, টি, আর, টি, সি-তে এমনকি খোদ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টেও এস,টি/এস,সি,দের কোটা বামফ্রণ্ট সরকার পূরণ করছেন না। আজকে বামফ্রণ্ট সরকার কংগ্রেসের দোষ দিচ্ছেন—কিন্তু কংগ্রেসের সমালোচনা করবার আগে বামফ্রণ্ট সরকার কতটুকু আন্তরিকভাবে এস, টি,/এস, সিদের কোটা পূরণ করছেন? বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৭ম তফসিল চালু করলেও ক্ষমতা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে হস্তান্তরিত করেননি। অথচ আমরা দেখছি যে, কংগ্রেসের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজকে ট্রাইবেলদের জন্য ৬ষ্ঠ তফসিল চালু করেছেন। সুতরাং বামফ্রণ্টের দৃষ্টির পরিবর্তন হওয়া দরকার যাতে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান ঘটতে পারে, তার জন্যে তাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

মি: ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সমবায় মন্ত্রী।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মি: ডেঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা এই হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাঁকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি।

বেকার সমস্যা আজকে আমাদের দেশে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে

দেখা দিয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, স্বাধীনতা লাভের পর ৩৭ বছর চলে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশের যে কংগ্রেস শাসক—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার সারা ভারতবর্ষের বেকার যুবকদের সামনে আজ পর্যন্ত কোন নীতি তুলে ধরতে পারেন নি। অথচ আমরা দেখছি যেখানে বেকার যুবকরা বছরের পর বছর বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছেন সেখানে তাদের বিপথে পরিচালিত করবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থার মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সাত বছরের শাসন ক্ষমতায় থাকাকালীন সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার প্রায় ৮০ হাজার বেকারদের জন্য নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। আজকে বেকারদের মধ্যে একটা সন্তোষ্টি রয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি চালু করেছেন—এই নীতিতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকলে তাদের সকলেরই একদিন বেকারত্ব ঘোচে যেতে পারে। অথচ মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী নগেনবাবুরা বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার আজ পর্যন্ত কোন নীতি দিতে পারেন নি। আজকে সারা দেশে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ বেকার রয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষিত বেকার, অর্ধশিক্ষিত বেকার, দিনমজুর বেকার, ক্ষেতমজুর বেকার, অষ্টম শ্রেণী পর্যান্ত পড়াশোনা করেছেন এমন বেকার। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও ত্রিপুরার ৮০ হাজার বেকারদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

আজকে বামফ্রন্ট সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করছেন— ত্রিপুরায় জুটমিল করার জন্যে, কাগজকল স্থাপন করবার জন্যে, রেললাইন সম্প্রসারণ করবার জন্যে। এইগুলি ত্রিপুরায় স্থাপন করলে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা অনেক মিটে যেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা করছেন না। আর এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা তাদের এটা জানা সত্বেও তারা বামফ্রন্ট সরকারের দোষ ত্রুটি ধরবার জন্যে মাথা খোঁড়ে চেষ্টা করছেন. কিন্তু তারা একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন।

সমর্থন করবে কোথায় ? কোথায় হবে তাদের চাকুরী ? মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেস যতদিন ক্ষমতায় ছিল, ট্রাইবেলদের যে রিজার্ভেশান শতকরা ২৯ ভাগ সেটা পূরণ করেন নি। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এমন কোন ঘটনা কোথাও দেখাতে পারবেন যে প্রমোশনের ক্ষেত্রে বা চাকুরীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয় নি ? নূতন নিয়োগ বা প্রমোশান, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা

এই নিয়মকে মেনেছি। কংগ্রেসের আমলে তাঁরা কতটুকু করেছে ? নগেন বাবুরা আলাদা না বসে সুধীর বাবুদের সংগে গিয়ে বসলেই তো পারেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হচ্ছে এই অবস্থা । শুধু ট্রাইবেল নয়, তফসিলীদের ক্ষেত্রেও এই নীতি মানা হচ্ছে। এমনকি আমরা কোয়ালিফিকেশানকে শিথিল করে দিয়েছি কোন কোন ক্ষেত্রে । যেখানে বি. এ. পাশ পাওয়া যায় না সেখানে টুয়েলভ পাশ বা মাধ্যমিক পাশের ক্ষেত্রেও আমরা শিথিল করেছি। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে এটা হচ্ছে। ভারতবর্ষের এমন কোন রাজ্য কি এটা করেছেন ? কংগ্রেস যতদিন ভারতবর্ষের মধ্যে থাকবে ততদিন এই ঘটনা কোথায়ও তারা দেখাতে পারবেন না। তাঁরা বলেছেন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের পরে ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। শ্রীমতী গান্ধী ষষ্ঠ তফসিল বিল পাশ করেছেন। হয়ে গেল। শুধু বিল মাত্র পাশ করেছে। কিন্তু কবে চালু হবে সেটা কেউ বলতে পারছে না। সমস্ত ত্রিপুরাটাই হচ্ছে ট্রাইবেল রাজ্য। তফসিল হয়ে গেলেই ট্রাইবেলরা স্বর্গে যাবে না। মনিপুর থেকে একটা ডেলিগেশান এসেছিল, তারা বলেছে যে তাদের ওখানে ষষ্ঠ তফসিল হয়েছে। কিন্তু স্বশাসিত জেলা পরিষদে তার চেয়েও বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মনিপুরে ষষ্ঠ তফসিল নেই।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— না, আছে। আপনারা জানেন না। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে এখানকার বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছেন, আমরা মনে করি ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন ঘটনা নেই, এইখানে যে নিয়ম নীতি চালু আছে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আমরা যে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছি সেজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। সুতরাং মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, সেটা সময় মত উত্থাপন করেছেন। আমি এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, অনারেবল ভানুলাল সাহা বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কতগুলি প্রকল্প গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চেয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। শুধু ত্রিপুরায় নয়, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে বেকার সমস্যা একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। একটার পর একটা পাঁচশালা পরিকল্পনা দ্বিগুণ তিনগুণ

করে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যতগুলি পরিকল্পনা হলো সেই পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলোতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তার কোনটাই বেকার কমানোর কোন পরিকল্পনা হয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যের মত জায়গায়, যেখানে কোন শিল্প নেই, যেখানে সরকারী চাকুরী ছাড়া আর কোন কাজের সুবিধা নেই, সেই ত্রিপুরাতে যখন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়া হয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাজ হলো দিল্লীর সরকারকে ডিফেন্স দেওয়া, বেকারদের ডিফেন্স দেওয়া নয়। কেন্দ্র টাকা না দিলে আমরা দিতে পারব না ইহা জানা কথা। বামফ্রন্ট সরকার লড়াই করছেন বেকারদে সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে। বেকারদের কিছু কাজ দেওয়া হবে রেলগাড়ী আসলে, শিল্প আসলে, গ্রামে গ্রামে এস, আর, ই, পি, হলে কিছু চাকুরী হবে. কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেটাতেও তাঁরা বিরোধিতা করবেন। এরকম বেকার বি রাধী চরিত্র কি করে এই রাজনৈতিক দলগুলির হলো এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ভাববার সময় হয়েছে।

সারা ভারতবর্ষে বেকার দুই রকম। এক ধরণের বেকার আছে যারা শিক্ষিত তারা সারা ভারতবর্ষের আদালতে, অফিসে কাজ করতে পারেন। তাদের সংখ্যা ত্রিপুরাতে ৮০,০০০। মাধ্যমিক পাশ বেকার ৫৩,০০০। তা ছাড়া আর এক ধরণের বেকার আছে যারা অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। তাদের সংখ্যা দুই লক্ষ। আর গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু কৃষি মজুরের সংখ্যা হচ্ছে ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ। শিক্ষিত মানুষ হচ্ছে আড়াই কোটি। এগ্রিকালচার‍্যাল লেবার, যারা দিনমজুর, ক্ষেত মজুর, এদের কথা তো কেউ ভাবেই না। একমাত্র শিক্ষিত যারা তাদের সম্বন্ধেই ভাবা হয়। কাজেই আজকে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে এদের কি করে কাজ দেওয়া যায়। এটা কি রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্ব নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব? এই ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কে করে? রাজ্য সরকার না কেন্দ্রীয় সরকার? জাতীয় পরিকল্পনাগুলি তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই জাতীয় পরিকল্পনা যারা করে তাদের সম্বন্ধে যদি ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা না থাকে তা হলে প্ল্যানে এদের কোন সমস্যার সমাধানের কর্মসূচী প্রাধান্য পাবে না। কার্য্যতঃ তাই হয়ে আসছে। বেকারগণ ত দেশেরই নাগরিক।

শুধু এই হাউসে কেন, সারা ভারতে যতগুলি এ্যাসেম্বলী হাউস আছে, তাতে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করার নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি নেওয়ার প্রয়োজন আছে এবং সেই দিক থেকে আজকের যে আলোচনা, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই যে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে

এবং ৭ম পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে নূতন প্লেন তৈরী করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনাগুলি যখন দিল্লীতে বসে নেশান্যাল প্লেনাররা তাদের মর্জি অনুযায়ী কারো ৩০ পার্সেন্ট কারো ৪০ পার্সেন্ট কেটে দেয়, কারণ কেটে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের হাতে, নেশান্যাল রিসোর্স বিলি বন্টনের ক্ষমতা তাদের হাতে তখন রাজ্যগুলির পক্ষে দিল্লীর ছাঁটাই করা প্লেন অনুযায়ী নিজ নিজ রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী উন্নতি বিধানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা কি সম্ভব? তা কখনো সম্ভব হতে পারে না। কাজেই আজকে যদি কি পশ্চিমবঙ্গ, কি ত্রিপুরা বা অন্যান্য রাজ্যে যদি বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়, তার জন্য কাকে দায়ী করা হবে? যেহেতু কেন্দ্র রাজ্যগুলির পরিকল্পনার মধ্যে কাট ছাঁট করেছে, সেহেতু এই বেকার সমস্যার জন্য কেন্দ্রকেই দায়ী করতে হবে। কিন্তু এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের আলোচনা শুনে আমি অবাক হই যে তারা যেন এখানে বসে শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় সংকারকে রক্ষা করতে চাইছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের ভালর জন্য বা ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার কিভাবে মোকাবিলা করা যায় অথবা ত্রিপুরাতে কিভাবে শিল্প গড়ে উঠবে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনার মাধ্যমে তার সম্পর্কে তাদের কোন মতামত নাই। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্যই বিভিন্ন রকম উন্নয়ণ-মূলক কাজের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। উনারা অভিযোগ করছেন টাকা দিলেই তো ক্যাডার তৈরী করা হবে। কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনাদের কংগ্রেস রাজত্ব ১ম থেকে ৫ম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কি করেছেন? দুই আড়াই কোটি টাকা দিয়ে কি ৫টি পরিকল্পনার কাজ করা সম্ভব? আপনারা তো তাই করেছেন। এখন কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইলে ফাইভ পার্সেন্ট অথবা টেন পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে যে আগে তোমরা এই টাকা খরচ করছ, এখন আমরা এত পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিয়ে, টাকা বেশী দিয়েছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, দুই কোটি বা আড়াই কোটি টাকার ১০ পার্সেন্ট আর কত? দুই লাখ বা আড়াই লাখ, এর বেশী তো নয়। এখন একটা পরিকল্পনার জন্য যদি ২ লাখ বা আড়াই লাখ টাকা বেশী পাওয়া যায়, তা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজ্য সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, তার কি রকম উন্নয়ন মূলক কাজ করা যাবে, সেটা সবাই বুঝেন। পরিকল্পনা খাতে অন্য দিকে মণিপুর বা মিজোরাম, তারা তাদের রাজ্যের উন্নতির জন্য আগে থেকে এত বেশী বেশী টাকা ধরেছে যে এখন আর উন্নয়ন মূলক কাজ করতে কোন

অসুবিধাই হচ্ছে না। তারা আমাদের তুলনায় পরিকল্পনা খাতে অনেক বেশী টাকা পাচ্ছে। কাজেই এর জন্য কে দায়ী? নিশ্চয় কংগ্রেস দায়ী। এই কংগ্রেসই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কেন্দ্র থেকে বেশী টাকা আনতে পারে নি। আর আমরা বামফ্রন্ট তো সেদিন সরকারে এসেছি, আমরা এই রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা খাতে টাকা চাইলে, কেন্দ্র সেই টাকা দিতে অস্বীকার করছে বা বলে দিচ্ছে যে আমরা আগে তোমাদের এত টাকা দিয়েছি, এখন আরও এত টাকা বেশী দিচ্ছি, এর বেশী দিতে পারব না। কাজেই বিরোধীরা তো একবারও এই কথাটা চিন্তা করছেন না। অথচ এই রাজ্যের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের এল. আর. ই, পি, ; এস, আর, ই, পি, ইত্যাদি খাতে আরও টাকার দরকার। এগুলি তো আপনাদের কংগ্রেস রাজত্ব হয়নি বামফ্রন্ট সরকারে এসে এগুলি করছে। বামফ্রন্টের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধরনের গণ চেতনার উন্মেষ জাগিয়ে তুলছে। আজকে চাকুরী এবং শিক্ষা, এই দুইটো আমাদের সংবিধানের যে মৌলিক অধিকার, তার অন্তর্ভুক্তি করতে হবে. আমরা সব সময়ে এই দাবী করে আসছি। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ীত্ব গ্রহণ করতে হবে। আজকের যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার গরীবদের ছেলেদের চাকুরী দিতে চান না, তারা চান ধনী লোকদের সেবা করতে। তাই তো দেখা যাচ্ছে ভারতের মোট মূল ধনের শতকরা ৮০ ভাগই ১০ থেকে ১২টি পরিবারের হাতে রয়েছে। অথচ এই ভারতে রয়েছে আড়াই কোটি বেকার, তাছাড়া রয়েছে সাড়ে পাঁচ কোটি ক্ষেত মজুর। তাহলে কি বলা হবে যে তাদের কেউ চাকুরী পাবে না? তা তো হতে পারে না, তারাও তো এই দেশেরই মানুষ, তাহলে তারা বঞ্চিত হবে কেন? এই প্রশ্ন আজকে আমাদের সবাইকে করতে হবে। আর সেজন্যই দাবী উঠেছে যে চাকুরী এবং শিক্ষা, এই দুইটিকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইন্দিরা গান্ধী কি এতে রাজী হবেন? আমরা তো রাজী আছি। আমরা প্রয়োজন হলে মানুষের এই দাবী নিয়ে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই করতে চাই, আমরা চাই যে দেশের মধ্যে যে সব বেকার আছে, তারা চাকুরী পাক। আজকে যদি এই দুইটো জিনিস আগে থেকে আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতো, তাহলে আজকে নূতন করে এই প্রশ্ন আসত না, আপনারা দেখতেন যে বেকারেরা কোর্টে গিয়ে তাদের দাবী আদায় করে আনত। কিন্তু অন্যদিকে দেখুন, এই সব দাবী

আদায়ের জন্য কি রাশিয়া, কি চীনে বেকারদের কোর্টে যেতে হয় না। সেই সাম্য-বাদী দেশগুলিতে চাকুরী এবং শিক্ষা এই দুইটোকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে সবাই চাকুরীর সুযোগ পাচ্ছেন, শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। সেই সব দেশে, এই দেশের মতো লক্ষ লক্ষ বেকার নাই। ন্যাশানেল ইন্‌কাম বাড়িয়ে দেখালে কি হবে? টাটা, বিড়লার ইন্‌কাম কয়েক শত কোটি টাকা, কিন্তু আমাদের দেশের বেকারের কি কোন ইনকাম আছে? তাদের খাবারই মিলছে না, আবার ইনকাম? অথচ ঐ সমস্ত ধনী এবং পুঁজিপতিদের ইনকামকে পার ক্যাপিটা ইনকাম বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বেকারদেরও নাকি মাসিক ইন্‌কাম ৮০০ টাকা, ভিক্ষুকদেরও ইন্‌কাম আছে। এই সবই কেন্দ্রে যারা ইকোনমিস্ট বসে আছেন, তারা অংক কষে বলে দিচ্ছেন। এই হল আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে এগুলি হয় না, সেখানে ঢাকা দেওয়ার কিছু নেই। যা সুযোগ-সুবিধা দেশের মধ্যে আছে, তার ভাগ সবাই পাচ্ছে। বিরোধীরা এখানে মানুষকে ভুল বুঝবার চেষ্টা করছে, তারা বলছে যে বামফ্রন্ট সবাইকে চাকুরী দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে এসেছে। কিন্তু মানুষ এটা বুঝে যে একটা সরকারের পক্ষে সবাইকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়, তবে সবাই যাতে কাজ পেতে পারে, সেজনা বামফ্রন্ট চেষ্টা করছে, এবং সেজন্য সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি তৈরী করা হয়েছে, আর এই নিয়োগ নীতি অনুসারে বেকার সে গ্রামের হউক বা শহরেরই হউক তাকে চাকুরী দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আর যাদের চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়, তাদের যাতে এন, আর, ই,পি অথবা এস, আর, ই, পি বা অন্যান্য ভাবে কাজ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই আমাদের কাছে কোন কিছু গোপন নেই। আমরা যাদেরকে বয়ঃসীমার মধ্যে চাকুরী দিতে পারছি না, তাদের ক্ষেত্রে বয়সের সময় সীমা ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ করেছি ইন-জেনারেল, আর সিডিউলড্‌ কাস্ট বা সিডিউলড্‌ ট্রাইবস্‌দের ক্ষেত্রে যে বয়স সীমা ছিল ৩৫ সেটাকে বাড়িয়ে করেছি ৪০ এবং এই ব্যবস্থা ১৯৭৯ সাল থেকে চলে আসছে। সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের জন্য যে ফিক্সড রিজার্ভেশান আছে সেটা আমরা পুরাপুরি মান্য করেছি। এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের শতকরা ২৯ জন এবং সিডিউল্ড কাষ্টের শতকরা ১৩ জন সেটা পরবর্তী সময়ে পপোলেশান বেড়ে যাওয়ায় করা হয়েছে ১৫ জন তার একটাও ভায়োলেট করা হয় না। তারপর ফিজিকেলী হ্যাণ্ডিক্যাপড তাদের ক্ষেত্রে শতকরা ২ জন এবং এক্স-সার্ভিস ম্যান তাদের জন্যও শতকরা ২ জন সেগুলির

একটাও ভায়লেট করা হয় নাই। যদিও এইবারের লিস্টে কম দেখতে পাবেন কারণ লোক পাওয়া যায় নাই কিন্তু তাদের কোটা রিজার্ভ রাখা হয়েছে সেগুলি পূরণ করা হয়নি। এবং রিট্রেন্সড এমপ্লইদের ক্ষেত্রে আমরা তাদের কেসগুলি যদি একবারে না পরে তাহলে আমরা সেগুলি বিবেচনা করছি। ফিজিক্যালী হ্যাণ্ডিক্যাপড যারা তারা যদি এই বছরেও পাশ করে তার যদি জব ফর্ম থাকে তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরী দেওয়া হবে। আর পি. এল. হোমের অর্ফেদের ক্ষেত্রেও এইভাবে চাকরীর ক্ষেত্রে প্রেফারেন্স দেয়া হবে। আর মাইনরিটিদের ক্ষেত্রে—এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে "If, on the basis of criteria specified above, a number of candidates are sponsored for a vacancy, preference should be given to persons belonging to linguistic/religious minorities by the appointing authority". মাইনরিটিদের ক্ষেত্রে সে মণিপুরী হউক আর মুসলীমই হউক ভাষাগত বা ধর্মগত মাইনরিটি হউক—যদিও সংবিধানে কোন প্রভিশান নাই তবু বামফ্রন্ট সরকার এডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিসিশান নিয়ে এইভাবে তাদের চাকরীর ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কংগ্রেস রাজত্বে এই কথা কেউ চিন্তা করতে পেরেছেন। তারপর আমরা ঠিক করেছি যে ৭০ পারসেণ্ট ভেকেন্সী সিনিয়রিটি বেসিসে এবং ৩০ পারসেণ্ট ভেকেন্সী ফিলাপ হবে অন দি বেসিস অব নীড। আর এখানে পরিষ্কার উল্লেখ আছে the term "Seniority" denotes the length of time for which a person has been waiting for employment with reference to the year of passing of the examination which is laid down as the essential qualification for the particular job.

The "need" will be judged with reference .—a) a limit of family income of Rs. 6,000/- per annum within which the persons to be considered as needy ; and (b) absence of any persons in the family who are already employed of either in Government on in the organised sector, such as, Jute Mills, T.R.T.C., Corporations etc. In a family, if already one person is employed in Goverment or organiged sector (two persons in the case of Class-IV employees) they would not be considered as fulfulling the intention. However

this condition will not apply to the case of Sch. Tribes/Sch. Castes. এইভাবে আমরা নোটিশ বোর্ডে লিষ্ট টাঙ্গিয়ে দিই—আমি মাননীয় সদস্য সুধীরবাবুকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি গিয়ে দেখুন—টু এয়ার ইজ হিউম্যান আমাদের ভুল যদি কোন দেখাতে পারে আমাদের ঘোষিত নিয়োগ নীতির মধ্যে তাহলে উই উইল ক'রেক্ট ইট। তারপর আমরা আরও ঠিক করেছি যে—The Employment Exchange will have to maintain two sets of registeres, one register arranging persons according to seniority as specified above and other arranging the persons according to need. Sponsoring of persons will be done in the ratio of 70 : 30 from the two registers. এবং the actual appointments should cover all Sub-Divisions as for as possible. সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা লিষ্ট থাকতে হবে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের নিয়োগনীতির পলিসিগুলি জানতে হবে। তারপর জানান হল যে—It has been brought to the notice of the Government that the Employment Exchange have no machinery to verify the need criterion in regard to the candidates. In view of this it has been decided that verification of "need" criterion should be done by the Revenue Machinery"—এইভাবে যখন অসুবিধা দেখা দিল তখন রেভিনিউ মেসিনারীকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল। এই জিনিষটা কংগ্রেস আমলে ছিল বা ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এই ধরণের এমপ্লয়মেন্ট পলিসি চালু হয়েছে যেখানে পোভার্টি এবং সিনিয়রিটি বিচার করে চাকরী দেওয়া হয়? আমার জানা নাই ভারতবর্ষের অন্য কোন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে এই ধরণের নিয়োগ নীতি চালু আছে কিনা এবং আমরা আমাদের নিয়োগনীতি ষ্ট্রিক্টলী মান্য করে চলেছি। এবং এই পলিসিতে আমরা শিক্ষা বিভাগে ২৫৩ জন ককবরক শিক্ষক, ২৭২ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক এবং ৯৮০ জন প্রাইমারী শিক্ষক মোট ১৫০৫ জনকে অফার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে আরও ৫ হাজার জনকে চাকরী দেওয়া হবে। এইগুলি শুধু এডুকেশান ডিপার্টমেন্টই থাকবে এমন কথা নয়· অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও দেওয়া হবে এবং এর বেশীর ভাগই কোয়ালিফিকেশান অনুযায়ী হবে।

আরও কিছু চাকুরী হতে পারে। আরেকটা জিনিষ এখানে উল্লেখ করা দরকার।

এটা হল চাকুরীর ব্যাপারে গভার্ণমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট পলিসি এটা কোন আদালতের একতিয়ারের ব্যাপার নয়। এটা কোন কোর্টে চেলেঞ্জ করা যাবে না। ইট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দি ফাণ্ডামেন্টেল রাইট। এনটায়ার লিস্টকে বাতিল করা যাবে না। যদি কোর্ট এটা করে তাহলে সেটা ধরে নেওয়া হবে যে সরকারের দৈনন্দিন কাজে কোর্টের হস্তক্ষেপ। আমি শুনেছি এণ্টায়ার অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাকি কোর্টে চেলেঞ্জ হবে। এর অর্থ হল যে এই ১৫ শো বেকারের চাকুরী যাতে না হয়। কোর্ট এটা বিচার করতে হবে যে এটা তার একতিয়ারের মধ্যে পড়ে কি না। আরেকটা জিনিষ এখানে বলা হয়েছে যে টাকা দিয়ে ডাক্তার বানানো হচ্ছে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার যেদিন ক্ষমতায় এসেছে সেই দিন থেকে ডাক্তারী, ইনজিনীয়ারিং বা টেকনিকেল চাকুরীর ক্ষেত্রে কোথাও কেও বলতে পারবে না যে মেরিট ভায়লেট করা হচ্ছে। এখন কোন ইনস্টিটিউশনে যদি কোন কিছু থাকে তাহলে সেটা বলা যায় না। কাজেই আজকে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাবের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের চিন্তাধারার যদি কিছু পরিবর্তন হয় তাহলে ত্রিপুরার বেকারদের মঙ্গল হবে। আমি আশা করব হাউস এটাকে সম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা কর্তৃক আনীত রিজিউ-লিশনটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিশনটি হল :— ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখের সংগে লক্ষ্য করছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ৮০ হাজার শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালের পরিকল্পনায় কোন অর্থ বরাদ্দ করতে অস্বীকার করেছেন। এমন কি স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৯৮৩-৮৪ সালে যে বরাদ্দ ছিল তাও বন্ধ করে দিয়েছেন। বিধানসভা শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবী করছে এবং গ্রামাঞ্চলের ২ লক্ষ্য ভূমিহীন শ্রমিক বেকারদের জন্য কমপক্ষে বৎসরে ১০০ দিবসের কাজের জন্য এন. আর. ই. পি. এবং আর. এল. ই. জি. পি. প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দাবী করছে।

(তারপর রিজিউলিশনটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশনটি সভায় উত্থাপন করতে। এর আগে আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি যে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্ন-

লিখিত বিষয়ের উপর একটি শর্ট ডিস্‌কাশন নোটিশ পেয়েছি। তাহা আগামী ১৭-৯-৮৪ ইং তারিখে সভায় উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হল—"রাজ্যে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর একটি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ পেয়েছি। তাহাও আগামী ১৭-৯-৮৪ ইং তারিখে সভায় উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হল—"উপজাতি এলাকার বিদ্যালয়গুলির অচলাবস্থা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশনটি মোভ করার জন্য।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজিউলিশনটি উত্থাপন করছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উনার রিজিউলিশনটি উত্থাপন করছেন না। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশনটি মোভ করার জন্য।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সভায় আমি আমার রিজিউলিশনটি উত্থাপন করছি যে,—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ১৯৮০ জুন দাংগায় কবলিত এলাকার যে সমস্ত ব্যক্তি দাংগার আগে শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষি ইত্যাদি বাবত সরকারী ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সমস্ত ঋণ মুকুব করা হউক এবং যাহারা বিভিন্ন ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সেই ঋণ পরিশোধে সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করা হউক।

মিঃ অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য, শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিশনটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং সেই সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়কে উত্থাপিত রিজিউলিশনটির উপর আনীত সংশোধনীটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হল—"After the words" দাঙ্গার কবলিত

এলাকার add এবং যে সমস্ত এলাকায় বন্যা ও খরা হয়েছে সে সমস্ত এলাকার দুঃস্থ ব্যক্তিদের যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল and omit rest of the sentence and add সে সমস্ত ঋণ রিজার্ভ ব্যাংক অবিলম্বে মুকুব করুন"।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার উংথাপিত রিজলিউশনটির উপর বক্তব্য রাখতে।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হল ১৯৮০ সালে জুন দাঙ্গার আগে যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল তাদের ঋণ মুকুব করার জন্য। এই কারণে যে আমি দেখছি, গ্রামে-গঞ্জে ঋণ পরিশোধের জন্য কৃষকরা কাজ চালিয়ে যেতে পারছে না। এই দাঙ্গা কবলিত এলাকাগুলিতে জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর লোক বাস করছেন। তারা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করার জন্য গ্রাম্য মহাজনের কাছে তাদেরকে যেতে হচ্ছে। ঘটি বাটী জমি বন্ধক দিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে। এই সুযোগে মহাজনরাও সুযোগ নিচ্ছে। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে এই গরীব কৃষকদের ঋণ মুকুব করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী।

শ্রী সুনীল চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে সংশোধনী আছে এটাকে যদি সংযোজন করা যায়, তাহলে রিজলিউশানটি এই রকম দাঁড়ায়, "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ১৯৮০ জুন দাঙ্গা কবলিত এলাকার এবং যে সমস্ত এলাকায় বন্যা ও খরা হয়েছে সে সমস্ত এলাকার দুঃস্থ ব্যক্তিদের যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল সে সমস্ত ঋণ রিজার্ভ ব্যাংক অবিলম্বে মুকুব করুন"। প্রথমতঃ যে কথাটি আমি আমার এই প্রস্তাবের পক্ষে বলাটা বিশেষ গুরুত্ব বলে মনে করি সেটি হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে দুইটি বড় অংশ বাস করে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে এখাকার যারা উপজাতি আছে তারা, এবং আর একটি অংশ হচ্ছে এখানে যারা এসেছে—অর্থাৎ উদ্বাস্তু। এই দুইটি অংশের অর্থনীতিই হচ্ছে খুবই দুর্বল। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে এটা যেমন সত্যি কথা ঠিক তেমনি হয়েছে, বিধ্বংসী বন্যা এবং খরা। এই বিধ্বংসী বন্যা ত্রিপুরার ফসলের চূড়ান্ত সর্বনাশ করেছে। আমার এইখানকার প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী এবং যারা পাহাড়ে কন্দরে জুম চাষ করে, সেই সব জুমিয়াদের অর্থনীতির উপর বার

বার আঘাত করেছে। তাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করেছে। রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সমস্ত মানুষের কাজ দিতে পারবেন এটা ঠিক নয়। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংক থেকেও কিছু কিছু ঐ প্রান্তিক চাষী এবং ক্ষুদ্র চাষী জুমিয়ারা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য নিয়েছেন। একটি কথা ঠিক যে, ব্যাংকের ঋণ কোন অবস্থাতেই রাজ্য সরকার মুকুব করতে পারেন না। তা যদি মুকুব করতেই হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে এবং রিজার্ভ ব্যাংকই একমাত্র মুকুব করতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংকই দুঃস্থ মানুষের মুক্তি দিতে পারে। একটি কথা আমি এখানে বলতে চাই। কথাটি হচ্ছে, আমি যে কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, ত্রিপুরার উপজাতিদের অর্থনীতি বলিষ্ঠ ছিল না এবং যারা রিফিউজী তাদের অর্থনীতিও সফল ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যে বার বার খরা হয়েছে, বন্যা হয়েছে, বিধ্বংসী বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। আমার ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকারের দাবী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৯ কোটি টাকার। সেই দাবী অনুযায়ী পর্য্যবেক্ষক এসেছেন। সমস্ত কিছু পর্য্যালোচনা করে তাঁরা যা দিতে বলেছেন তাও কেন্দ্রীয় সরকার দেন নি। রাজ্য সরকারের দাবী ছিল ১৯ কোটি টাকা তার মধ্যে রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে সাড়ে ছয় কোটি টাকা বন্যা মোকাবিলা করার জন্য। আর মাত্র ১,০০০ মেট্রিক টন চাল দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ফসল নষ্ট হয়েছে এবং অর্থনীতি যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছে তা যদি পুনঃবিন্যাস করতে হয়, তাহলে অনেক টাকা দরকার। আমাদের রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ছিল। যারা প্রান্তিক চাষী, যারা ক্ষুদ্র চাষী তারা যাতে উৎপাদন করতে পারে তার জন্য সামান্য কিছু সাহায্য চেয়েছেন পরিপূরক হিসাবে। যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে ফসল ফলাতে পারা যায়, যাতে তাদের বেঁচে থাকার যে অধিকার সে অধিকার বজায় রাখতে পারে। কিন্তু তা করতে গিয়ে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে পারেন নি। কাজেই কিছু কিছু লোককে ব্যাঙ্কের দরজায় যেতে হয়েছে, কিছু ঋণ করতে হয়েছে। কাজেই সেই ঋণ রাজ্য সরকার কোন অবস্থাতেই মুকুব করতে পারেন না। তাঁর কোন ক্ষমতাই নেই মুকুব করার। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই যারা দুঃস্থ তাদের ঋণ মুকুব করতে পারে। আমরা সবার জন্য মুকুব চাইছি না। যেসব প্রান্তিক চাষী, যেসব ক্ষুদ্র চাষী, যেসব জুমিয়া আজকে খরায়, বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে, এবং দাঙ্গা জনিত কারণে যেসব মানুষের অর্থনীতি

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সেই সব লোকদের রক্ষা করার জন্য, তাদের বাঁচানোর জন্য, তাদের পুনর্বাসনের জন্য আজকে বিচার বিশ্লেষণ করে, তার জন্য তদন্ত করে, সুনির্দিষ্ট ভাবে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। কাজে কাজেই, যারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে সেই ঋণ মুকুব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। এইটুকু বলেই আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবের উপর আমার বক্তব্য রেখে শেষ করলাম। ধন্যবাদ ॥

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মার মূল প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয় যে সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাবকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় বিধায়ক শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করে কিছু কথা বলতে চাই। ব্যাঙ্কের ঋণ মুকুব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজে কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয়ের সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহাশয় যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন তার সাথে মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহাশয় যে সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, সংশোধনী সহ এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আমি তা সমর্থন করছি। কারণ দাঙ্গা, খরা, বন্যা কবলিত যে মানুষগুলি যে ঋণ নিয়েছিল, সেই ঋণের বোঝা আজকে লাঘব করতে হলে কেন্দ্রের রিজার্ভ ব্যাংকই সেই টাকা মুকুব করবে। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাব নিয়ে এই রাজ্যের দাঙ্গা, খরা এবং বন্যা কবলিত মানুষগুলির জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছেন। আজকে তাদের পুনর্বাসনের জন্য, তাদের

জীবিকার জন্য রাজ্য সরকার যে টাকা চেয়েছিলেন সেই টাকা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয় নি। তারই জন্য আজকে এখানে এই প্রস্তাব আমাদের আনতে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সত্যি আশ্চর্য্য বিষয় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বার বার বন্যার সম্মুখীন হয়ে সাধারণ মানুষ যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, সেই অসুবিধা দূর করার জন্য কেন্দ্র থেকে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বার বার টাকার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন, এই বিধানসভা থেকে প্রস্তাব গেছে, কিন্তু কেন্দ্র সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি।

স্যার, এই ঋণ মুকুব করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট আবেদন জানিয়ে আজকে বিধানসভায় যে প্রস্তাব এসেছে, সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন, সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করেছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয়, এই প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, ৮০ জুনের দাঙ্গা ত্রিপুরার পক্ষে সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এমনিতেই ত্রিপুরার বেশীর ভাগ মানুষই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন। তার উপর ৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় যারা কবলিত হয়েছেন তারা দারিদ্র সীমার আরও নীচে নেমে গেছেন। তাই রাজ্য সরকারের নিকট আমার অনুরোধ দাঙ্গার আগে শিক্ষা, মৎস্য বা কৃষিখাতে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ঋণ নিয়েছিলেন, তাদের ঋণ মুকুব করে দিন। ব্যাংক কোনদিনও ঋণ মুকুব করতে পারে না। কারণ ব্যাংক যে টাকা ঋণ দেয়, সেটা আমার আপনার জমানো টাকা। কাজেই ব্যাংক ইচ্ছা করলেই ঋণ মুকুব করতে পারে না। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, তাতে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই দাঙ্গা কবলিত ব্যক্তিদের ঋণ মুকুব করতে পারেন। এরাজ্যে যখনই কোন বন্যা বা

খরা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার তখনই তা মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করেছেন। সুতরাং কেন্দ্রের উপর আবার চাপ সৃষ্টি করা সত্যিই এটা দুঃখজনক। আমরা জানি, কেন্দ্র সব সময়েই রাজ্যগুলির জন্য চিন্তা করেন এবং চিন্তা করেই শুধু যে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা বা খরা নয়, ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসেন। মাননীয় সদস্য বুদ্ধবাবু আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন, যে প্রস্তাব সত্যিই রাজ্য সরকারের বিবেচনা করা উচিৎ এবং প্রস্তাবটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয় যে সংশোধনী এনেছেন সেটার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য সু:যাগ দিতে পারছি না। কারণ আমাদের হাতে আর সময় নেই, মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে মাননীয় সদস্য বলার অধিকার পেলেন না। প্রথমতঃ মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার যে ৮০ সালে জুনের দাঙ্গার পর রাজ্য সরকার যে অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে অনুদান, ঋণ নয়। ঋণ ব্যাঙ্ক দিচ্ছে। তারপরে বন্যার সময় বা খরার সময় রাজ্য সরকার যে সমস্ত আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন, সেটাও ঋণ হিসেবে দিচ্ছেন না, সাবসিডি দিচ্ছেন বা একেবারে অনুদান হিসাবে সেন্ট পার্সেন্ট দিচ্ছেন। ব্যাঙ্ক থেকে কিছু কিছু ঋণ আমরা সংগ্রহ করে দিয়েছি, বিশেষ করে গরু বাছুর কিনার জন্য বা হালের বলদ কিনার জন্য। ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করাই উচিৎ। বামফ্রন্ট সরকার বরাবরই বলে এসেছেন যে ব্যাঙ্কের ঋণ মুকুব করা উচিৎ নয়। ব্যাঙ্কগুলি ন্যাশানালাইজড সুতরাং ব্যাঙ্কগুলিকে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাহলে ব্যাঙ্কের টাকা আবার ফিরে আসা দরকার। ব্যাঙ্কের টাকা যত ফিরে আসবে ততই জনসাধারণের পক্ষে এবং রাজ্যের পক্ষে ভাল। আমরা আমাদের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করতে পারি না। ব্যাঙ্ক থেকে আমরা অনেক বেশী টাকা গ্রহণ করতে পেরেছি, এবং ত্রিপুরার মানুষ অনেক উপকৃত হয়েছেন, সেই জন্য ব্যাংকগুলিকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাদের ডেভেলাপমেন্টের কাজে ব্যাংকগুলি একটা বড় অংশীদার। যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেটা আমাদের বুঝতে হবে, শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ যেখানে দারিদ্রসীমার নীচে সেখানে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়

হলে তাদের পক্ষে ঋণটা পরিশোধ করা কঠিন। সেই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে—আরও কিছু ঋণ দিয়ে তার সঙ্গতি বাড়াও। তা কৃষিতেই হোক, এ্যানিম্যাল হাসব্রেণ্ড্রিতেই হোক বা শিল্পই হোক, যাতে ঋণ গ্রহীতার কিছু আয় বাড়ে এবং সে আয় দিয়ে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু এটা সত্যি সত্যিই দুঃখজনক যে রিজার্ভ ব্যাংকের গাইড লাইন থাকা সত্বেও, আমাদের এই রাজ্যের যে জাতীয় ব্যাংক বা কমার্শিয়াল ব্যাংক আছে, তারা এই কাজটা তেমনভাবে করছেন না বা খুব কমই করছেন। এসব কারণে যারা পুরোনো ঋণ গ্রহীতা, তারা আরও ডুবে গেছেন, ব্যাংকের দরজা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে বলেছি, বিশেষ করে যারা উইকার সেক্শান তাদের জন্য যদি ব্যাংকের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাদের আর বাঁচানো যাবে না। আই, আর, ডি, পিই বলুন আর অন্যান্য পরিকল্পনাই বলুন সবগুলিই ব্যাংকের সঙ্গে লিংক আপ। আই, আর, ডি, পিতে যদি ঋণ নিতে হয় তাহলে আংশিক টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয়। যদি ব্যাংকের দরজা গরীব মানুষের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক। এই কারণে এই প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে আনা হয়েছে। আমরা হিসাব করে দেখছি উইকার সেক্শান, যাদের ঋণ ফেরৎ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, আর টাকার পরিমাণ হচ্ছে ৩ কোটি টাকা। একজন মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে ব্যাংকের টাকা রাইট অফ্ করা যায় না, কিন্তু এটা ঠিক না। এ রাজ্যে এর আগেও ব্যাংকের টাকা রাইট অফ্ করা হয়েছে। কাজেই রিজার্ভ ব্যাংক ইচ্ছা করলে যে সমস্ত বেক ডেট্ আছে সেগুলি মকুব করে দিতে পারে। আমরা শুধু তাদের কথাই বলছি যাদের ঋণ দেওয়ার মত সঙ্গতি নেই, যারা উইলফুল ডিফল্টার তাদের কথা আমরা এই প্রস্তাবের মধ্যে আনছি না। কাজেই মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি বিষয়টি যেন আরও ভালভাবে চিন্তা করে দেখেন। আমরা প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে এনেছি এই জন্য যে, শুধু ৮০ সালের দাঙ্গার কথা বললেই হবে না, ৮১ সালে একটা বিরাট খরা হয়েছে এবং তারপর আরও তিনটি বন্যা হয়েছে।

খরা এবং তিনটি বন্যা যদি এমন মানুষের উপর আসে যে মানুষ হচ্ছে ৮০ শতাংশ দারিদ্র সীমার নীচে তাহলে পর তার পক্ষে আবার নিজের সঙ্গতি ফিরে পাওয়া সেটা অত্যন্ত কঠিন। এই জন্যই আমরা তাদের এই সুযোগটা দিতে চাই। সে জন্য আমি

রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণরকেও লিখেছি। তিনি এক সময় প্ল্যানিং বডির মেম্বার ছিলেন, তিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন মিঃ সিংহ এবং আমি তাঁকে লিখেছি যে আপনি তো জানেন, আমাদের দারিদ্র কতখানি গভীর সেটা দেখেছেন, আপনার কাছে আমরা এটা চাচ্ছি, এটা আপনারা মুকুব করবেন। মাননীয় সদস্যদের তাঁদের মনে আছে কিনা আমি জানি না, বোম্বাইয়ে যখন মিঃ আন্তুলে চিফমিনিষ্টার ছিলেন তখন তিনি ৪০ কোটি টাকা মুকুবের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা তো তা চাই না, আমরা শুধু ৩ কোটি টাকা চেঁয়েছি, আমরা তো বোম্বাই বা মহারাষ্ট্র নই, আমরা হচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্য। এই রকম একটা রাজ্য যেখানে, ৭০ ভাগ হচ্ছে রিফিউজি, ৩০ ভাগ ট্রাইবেল। এই রকম একটা জনসংখ্যা যেখানে সেখানে আমরা তাদের সাহায্য করার জন্য এই প্রস্তাবের উপর সংশোধনী এনেছি। আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা, আপনার বক্তব্য রাখুন। মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য রাখবেন না। এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক— শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার— স্যার, আমার যে প্রস্তাব ছিল সে জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আজকের যে প্রস্তাব ছিল তার জন্য সময় চাইছি, এটার জন্য টাইম আপনি এক্সটেণ্ড করুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটার জন্য টাইম এক্সটেণ্ড করা যায় না, এই জন্য যে, যে বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় সদস্য প্রস্তাব এনেছেন তার উপরে হাউস ২ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন কাজেই এই হাউসে বিষয়টি আলোচিত হয়নি, এই রকম কোন তথ্য নিশ্চয়ই কেউ রাখতে পারবেন না। এই হাউস অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়টির উপর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং টি. এন. ভির কার্য্যকলাপ বা অন্যান্য যে সমস্ত আইন-শৃঙ্খলার কথা রয়েছে সে সবের উপরে আরো বেশী আলোচনা হয়েছে। কাজেই এত আলোচনার পর আবার সেটার উপর সময় দেওয়া যায় না। কারণ, আমাদের এখন সময় নেই, মাননীয় সদস্যরা জানেন, এরপরও আমাদের অন্যান্য এনগেইজমেন্ট থাকে। তাই আমরা এই সময় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি। সে জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো তিনি যেন ১৭ তারিখ অন্যান্য আলোচনার মধ্যে আনেন। মিঃ স্পীকার স্যার, উনি যদি আনতে চান উনাকে সুযোগ

দেবেন বিভিন্ন আলোচনায়, কলিং এটেনশ্যান এবং অন্যান্য নানা রকম আলোচনা এই সবের উপর যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় হাউসের মধ্যে। তিনি যে আবেদন জানাচ্ছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে, এই সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, সে আলোচনাগুলি আমাদের লিষ্ট অব বিজনেসে ছিল, কিন্তু তা সত্বেও এই প্রস্তাবটা গৃহীত হয় নি সময়ের অভাবে আমরা এটাকে আলোচনা করতে পারছি না। আমি যেহেতু বিজনেস এড ভাইসারী কমিটির সদস্য এবং আমরা যখন সেদিন আলোচনা করেছিলাম ১৭ তারিখ আমাদের বিজনেস অনেক কম তাই সেখানে সুযোগ রয়ে গেছে। যদি আজকের এই প্রস্তাবটা ১৭ তাখিখে ডেফার করে দেন এবং সে দিন যদি আলোচনা হয় তাহলে ভাল হবে।

মিঃ স্পীকার :— ১৭ তারিখ তো আরো কিছু আলোচনা নির্দিষ্ট হয়েছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, সময় যথেষ্ট আছে, আমার নিজের জানা আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, হাউসে কিছু কিছু ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, সপ্তাহে একদিন প্রাইভেট মেম্বার্স্ রিজিউলেস্যা-নের জায়গায় আমরা ২ দিন প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলেস্যানের সুযোগ দিয়েছি, কাজেই এর পর আর কোন প্রশ্ন আসে না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, আমাদের যেটা ছিল সেটা যে-হেতু ৭ তারিখ ছিল, ১৭ তারিখ ডেফার করা হয়েছে, নারম্যাল কোর্সে দেওয়া হয়েছে, এমন কিছু হয় নি। সুতরাং আমি মনে করি এই প্রস্তাবটা আলোচনা করার জন্য আপনি যদি ১৭ তারিখের অনুমতি দেন তাহলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— এই ভাবে অনুমতি দেওয়া যায় না।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউশনটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত রিজিউলিশনটির উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল রিজিউলিশনটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—

"After the word দাঙ্গায় কবলিত এলাকায় 'add' এবং যে সমস্ত এলাকায়

বন্যা ও খরা হয়েছে সে সমস্ত এলাকার দুস্থ ব্যক্তিদের যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল
And omit rest of the sentence and add সে সমস্ত ঋণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুকুব করুন।"

(অতএব সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

এখন আমি মূল রিজিউলিশনটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি।

সংশোধিত আকারে রিজিউলিশনটি হলো :—

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ১৯৮০ জুন দাঙ্গায় কবলিত এলাকা এবং যে সমস্ত এলাকায় বন্যা ও খরা হয়েছে সে সমস্ত এলাকার দুস্থ ব্যক্তিদের যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল, সে সমস্ত ঋণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবিলম্বে মুকুব করুন।"

(রিজিউলিশনটি সংশোধিত আকারে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মাননীয় সদস্য আমাদের সময় শেষ হয়েছে তার ফলে পরবর্ত্তী রিজিউলিশনটি আনতে পারছি না।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখনও এক মিনিটের মতো সময় আছে আমার রিজিউলিশনটি আলোচনা করার সুযোগ দিন।

মিঃ স্পীকার :— এক মিনিটের চেয়ে অনেক কম সময় আছে।

এই সভা আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৮৪ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 5

Name of M. L. A. :—Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the PWD be pleased to State :—

১। প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমায় পানিসাগর ব্লক অফিস থেকে জলেবাসা ভায়া কুকিনালা রাস্তাটি এবং ব্রীজগুলি বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে?

১। উত্তর : হঁ্যা।

২। প্রশ্ন : সত্য হলে তাহা মেরামতের জন্য কোন উদ্যোগ সরকার নিচ্ছেন কিনা?

২। উত্তর : মেরামতের কাজটি শীঘ্রই হাতে লওয়া হইবে। তবে প্রয়োজনীয়

অর্থের সংস্থান না হইলে বর্তমান আর্থিক বর্ষের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইবে না।

৩) প্রশ্ন : উক্ত রাস্তার উপর থেকে ধ্বস নেমে যে সমস্ত কৃষকের ফসলাজমি নষ্ট হয়েছে পূর্তবিভাগ সে মাটি সরাতে উদ্যোগ নিবেন কি না ?

৩) উত্তর : রাস্তা সংলগ্ন জায়গা হইতে ধ্বসের মাটি তুলিয়া রাস্তার মেরামতের কাজে লাগান হইবে। অন্যস্থানে জমির উপর হইতে মাটি সড়ানোর কাজ পূর্ত দপ্তরের আওতাধীন নহে।

Admitted Starred Question No. 16

Name of M. L. A. :— Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : ধর্মনগর টাউন বরুয়াকান্দি ভায়া আলগাপুর রোড এর শহরাঞ্চলের অংশটি সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

১) উত্তর : হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন : থাকিলে কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর : মূল প্রস্তাব অনুযায়ী জমি না পাওয়াতে একটি পরিবর্তিত প্রস্তাব তৈরী করা হয়েছে। প্রস্তাবটি পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে কাজটি আরম্ভ করা যাইবে।

Admitted Starred Question No. 18

Name of member : Sri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister of Agriculture Department be pleased to state :

১। সাম্প্রতিক দুটি বড় বন্যায় মোট কত একর জমি বালিতে ঢাকা পড়েছে।

২। এর ফলে প্রতি বছর কত কুইন্টল ফসল উপাদন ব্যাহত হবে ?

৩। রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

ANSWER

Minister in-Charge of Agriculture (Sri Badal Choudhuri

১। ৮১৯২'৫০ একর

২। সমীক্ষা ছাড়া সঠিক তথ্য বলা যাবে না।

৩। সম্ভাব্য জায়গা থেকে ১ ফুট পর্যন্ত বালু পরিষ্কার করে আউস বা আমন লাগানোর বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ১ ফুটের বেশী পরিমাণ বালুময় এলাকায় সম্ভাব্য ধরণের ফসল করার কথা ভাবা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 30.

Name of M. L. A. :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : আমবাসা বগাফা জাতীয় সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা কি ত্যাগ করা হইয়াছে ?

১। উত্তর: আমবসা বগাফা রাস্তাটি জাতীয় সড়কের পর্য্যায়ে পড়ে না। এই রাস্তা নির্মানের পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন : যদি ত্যাগ করা হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ ?

২। উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন : যদি না হয় তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কবে নাগাদ তার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। উত্তর : ক) আর্থিক অনুদান অনুযায়ী আমবাসা হইতে দাঙ্গাবাড়ী রাস্তার আরও উন্নয়নের কাজ চলিতেছে এবং নিয়মিতভাবে 'সার্ভিস-বাস, এবং ভারী যানবাহন চলাচল করিতেছে।

খ) বগাফা হইতে কাওয়ামারাঘাট রাস্তায় ইটের সোলিং দেওয়া হয়েছে। গত দু'বছরের অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং বন্যাজনিত পরিস্থিতির জন্য রাস্তায় অনেক ধ্বস পড়িয়াছে এবং সেগুলি পরিষ্কার করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। পর পর দুই বৎসরের বন্যায় অনেকগুলি এস,

পি, টি, ব্রীজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে পরিমিত আর্থিক সংকুলান হইলে, এস্, পি, টি, ব্রীজের পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

গ) খালছড়া—ডাঙ্গাবাড়ী রাস্তার (৫৪ কি. মি.) কিছু অংশ (১৭.৭৫ কি. মি.) সীমান্ত সড়ক সংস্থার কাছে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। বাকী ৩৬.২৫ কি. মি. এর মধ্যে ১৩.৫০ কি. মি. রাস্তা সোলিং করা হয়েছে। বাকী অংশের সোলিং-এর কাজ টাকার অভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং বন্যাজনিত পরিস্থিতির জন্য রাস্তায় যে সব ধ্বস পড়িয়াছিল, সেগুলির পরিষ্কারের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বছরে' রাঙ্গাছড়ার উপর একটি এস্, পি, টি ব্রীজের কাজ হাতে নওয়া হইবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 31.

Name of M. L. A. :— Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W.D. be pleased to State :—

১। প্রশ্ন : সরকার কি অবগত আছেন যে রাজবাড়ীর উত্তর দিকের গেইট হইতে বিধানসভার পাশ দিয়া যে রাস্তাটি লক্ষীনারায়ন দিঘীর পূর্ব পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে তাহা অনেক দিন যাবৎ মেরামতির অভাবে যানবাহন এবং মানুষের চলাচলের অনুপযোগী অবস্থায় আছে ?

১। উত্তর : এই রাস্তাটির দায়িত্ব সম্প্রতি আগরতলা পৌরসভা পূর্তবিভাগের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। রাস্তাটির মেরামতের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং চলাচলের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণের (মেইনটেনেন্স) কাজ করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন : অবগত থাকিলে উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। উত্তর : হ্যাঁ।

৩। প্রশ্ন : থাকিলে কবে নাগাদ তাহা মেরামত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। উত্তর : অর্থের সংকুলান হইলে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই মেরামতের কাজটি হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted
Question. : 53 (STARRED).
Name of Member : Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য মোহনপুর ব্লকের অধীনে তাঁরানগর গাঁওসভায় দক্ষিণ তাঁরানগরের তাঁতীগণকে জনতা কাপড তৈয়ারী করা বাবদ শাড়ী প্রতি ১৭ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হইতেছে ;

২। সত্য হইলে বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি শাড়ীর জন্য পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪। যদি না থাকে তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। না, তাঁতীদের ১টি শাড়ী তৈরীর জন্য ৩ টাকা হিসাবে বোনার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তবে বোনা, তাঁতের প্রাথমিক খরচ সুতার মূল্য ইত্যাদি সমস্ত কাজের জন্য মোট ১৭ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে।

২। হ্যাঁ ; আছে।

৩। সমস্ত প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট তারিখে দেওয়া সম্ভব নয়।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No :— 57 (STARRED).
Name of Member : Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। গত ৭৮ ইং সনে জিরানীয়া ব্রকাধীন বোড়াখাঁ গাঁওসভায় কোন সেলাই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল কি ?

২। থাকিলে উক্ত সেলাই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কতজন শিক্ষার্থী ছিলেন ;

৩। উপরিউক্ত সময় সেলাই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শক হিসাবে কতজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, এবং

৩। সেখানে শ্রী রঞ্জিৎ কুমার মজুমদার নামে কোন পরিদর্শক কর্মচারী ছিলেন কিনা ?

৫। বর্তমানে উক্ত সেলাই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালু আছে কি ;

৬। যদি না থাকে তাহলে উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বন্ধ করার কারণ কি ?

উত্তর :—

১। ১৯৭৮ ইং সনে জিরানীয়া ব্রকস্থিত বোড়াখাঁ গাঁও-সভায় কোন সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ঐ

৪। ঐ

৫। ঐ

৬। ঐ

Admitted Starred Question No. :—61

Name of Member : Shri Taranimohon Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ইং এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কতজন প্রার্থীর জমানত জব্দ হয়েছিল ; (দল ভিত্তিক হিসাবে)

উত্তর

১। ১৯৮৪ইং-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ২০১৭ জন প্রার্থীর জমানত জব্দ হয়েছিল। দল ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

১।	সি. পি. আই. (এম)	—	১৫১
২।	কংগ্রেস (আই)	—	২৭১
৩।	সি. পি. আই.	—	১৪৮
৪।	টি. ইউ. জে. এস;	—	১১৫
৫।	নির্দ্দল	—	১৩০৯
৬।	বি. জে. পি.	—	৪
৭।	ফরোয়ার্ড ব্লক	—	৯
৮।	আর. এস. পি.	—	১০
		মোট—	২০১৭

পরিপূরক :—

Admitted Starred Question No. 81

Name of M. L. A. :— Sri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-Charnge of the P. W. Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : খোয়াই বাচাইবাড়ী হইতে গোপালনগর রাস্তাটি চলতি আর্থিক বৎসরে তৈরী করা হইবে কি না, এবং

১। উত্তর :— উক্ত রাস্তার কাজ আর্থিক বৎসরে আরম্ভ করার পরিকল্পনা আছে।

২। প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে উক্ত রাস্তাটি না হওয়ার ফলে ঐ এলাকায় উন্নয়নের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে ?

২। উত্তর : বিভিন্ন কারণে রাস্তাটি তৈরী করতে না পারায় উন্নয়নের কাজে ব্যাঘাত হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা যায়।

Admitted Starred Question No :—86

Name of M. L. A. :— Sri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত বিশালগড় থেকে টাকারজলা ভায়া গোলাঘাটি এবং বিশালগড় থেকে লালসিংমুড়া পর্য্যন্ত রাস্তাগুলি সলিং ও পিচ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

১। উত্তর : বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত বিশালগড় থেকে টাকারজলা ভায়া গোলাঘাটি এবং বিশালগড় থেকে লালসিংমুড়া পর্যান্ত রাস্তাগুলির সলিং এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বিশালগড় থেকে গোলাঘাটি পর্য্যন্ত রাস্তার মেটেলিং ও পিচ করার পরিকল্পনা আছে।

গোলাঘাটি হইতে টাকারজলা এবং বিশালগড় হইতে লালসিংমুড়া পর্য্যন্ত রাস্তাগুলির মেটেলিং ও পিচ করার পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন : থাকলে কবে থেকে উক্ত কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উত্তর : বিশালগড় হইতে গোলাঘাটি পর্য্যন্ত রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 89

Name of M L.A. :— Sri Bidya Ch. Deb Barma. Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমার বাচাইবাড়ী হইতে আশারামবাড়ী ভায়া বেহালা বাড়ী, বাচাইবাড়ী হইতে গোপালনগর, বেহালাবাড়ী হইতে করাঙীছড়া বি. এস. এফ ক্যাম্প এবং লেংটাবাড়ী হইতে তিরুবামছড়া

ছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করার জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয় নাই, এবং

১) উত্তর : হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন : যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে অতি সত্বর উক্ত রাস্তাগুলি নির্মাণের জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করিয়া জমির মালিকদের ক্ষতি পূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন কি না ?

২) উত্তর : লেংটীবাড়ী হইতে ভিরুবামছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা এবং বেহালাবাড়ী থেকে করাঙ্গীছড়া বি, এস, এফ, ক্যাম্প পর্য্যন্ত রাস্তা বাদে অন্য রাস্তাগুলির তৈয়ারী, সংস্কার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হইবে এবং সেজন্য জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট এস্টিমেটে ধরা আছে। বেহালাবাড়ী থেকে করাঙ্গীছড়া বি, এস, এফ, ক্যাম্প পর্য্যন্ত রাস্তার এস্টিমেটের আর্থিক মঞ্জুরী হইলে এই রাস্তার জমি অধিগ্রহণের জন্যও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে।

Admitted Starred Question No. 92

Name of M.L.A. :— Sri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে খোয়াই-উদনা রাস্তাটি এখনও সম্পূর্ণ সলিং মেটেলিং ও পীচ করা হয় নাই।

১) উত্তর : হ্যাঁ। তবে কিছু অংশের কাজ শেষ হইয়াছে এবং অপর কিছু অংশে কাজ চলিতেছে।

২) প্রশ্ন : যদি না হইয়া থাকে তবে তাহা হইলে কারণ ?

২) উত্তর : সম্পূর্ণ রাস্তা মেটেলিংএর এবং পীচ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মাল একসঙ্গে ঐ এলাকায় না পাওয়ার জন্য এবং ব্যয় বরাদ্দের সীমাবদ্ধতার জন্য ঐ কাজটি ইতিমধ্যে শেষ করা সম্ভব হয় নাই।

৩) প্রশ্ন : কবে পর্য্যন্ত এই রাস্তার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

৩) উত্তর : ইতিমধ্যে কিছু অংশের কাজ শেষ হইয়াছে এবং বাকী অংশের কাজ চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 105

Name of M.L.A. :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : রামপুর জে. বি. স্কুল গৃহটির নির্মাণের কাজ পূর্তদপ্তর কর্তৃক কবে নাগাদ শুরু করা হয়েছিল ?

১) উত্তর : রামপুর জে. বি. কাঁচা স্কুল গৃহটি তৎকালীন টি.টি.সি. কর্তৃক নির্মাণ করা হইয়াছিল। উক্ত স্কুলগৃহের নির্মাণের কাজ পূর্তদপ্তর কর্তৃক করা হয় নাই।

২) প্রশ্ন : বর্তমানে উক্ত কাজ কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে, এবং

২) উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন : কবে নাগাদ উক্ত কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) উত্তর : ১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 109.

Name of M. L A. :— Sri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : সোনামুড়ায় বৈদ্যুতিক অপ্রতুলতা দূরীকরণের জন্য সোনামুড়াতে বৈদ্যুতিক জেনারেটারটি কত সনে স্থাপিত হয়েছিল, উক্ত জেনারেটার ক্রয় এবং স্থাপনের জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছিল, অদ্য পর্যন্ত তাহা চালু করা সম্ভব হয়েছে কি ? যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

১) উত্তর : ১৯৮১ ইং সনের অক্টোবর মাসে জেনারেটারটি স্থাপিত হয়েছিল। উহার ক্রয় মূল্য ৩'৫ লক্ষ টাকা, স্থাপন জনিত ব্যয়ে ২৯,৫৮৫'৪৮ টাকা। জেনারেটারটি চালু করা সম্ভব হয়েছিল।

Admitted

Question. : 128 (STARRED).

Name of Member : Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কাগজকল বসানোর প্রস্তাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে কিনা,

২। যদি পেয়ে থাকেন তাহলে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। এখনও পাওয়া যায় নাই ;

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 129

Name of the M. L. A. ,— শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী

Will the Hon'ble Minister inCharge of the A. H. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ক্যাটেল ফার্মের সংখ্যা কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। খোয়াই বিভাগের প্রমোদনগর ক্যাটেল ফার্মের উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর : Answers : Minister in Charge Shri Abhiram Debbarma

১। রাজ্যে ক্যাটেল ফার্মের সংখ্যা ৫ (পাঁচটি) জেলা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	উত্তর ত্রিপুরা জেলা
১। আর, কে, নগর গবাদি পশু খামার	১। বীরচন্দ্রমনু মিশ্র পশু পালন খামার	১। নালকাটা জেলা মিশ্র পশু পালন খামার
২। প্রমোদনগর গবাদি পশু খামার	২। দলুমা মহিষ প্রজনন খামার	

২। প্রমোদনগরে ক্যাটল ফার্মে বর্তমানে গো-খাদ্যের চাষ হইতেছে। সেখানে

৮ (আটটি) কৃত্রিম প্রজননের গো-বৎস প্রতিপালিত হইতেছে। ৫০ হইতে ৮৪ জন শ্রমিক এস. আর, ই, পি. তে কাজ করিতেছে।

Admitted Starred Question No. 131

Name of M. L A. :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be pleased to state.

১। প্রশ্ন: কৈলাসহর বিভাগের উত্তরাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থাকল্পে বাবুর বাজারের নিকটে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না ?

২। উত্তর: আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Question : 134 (STARRED).

Name of Member : Syed Basit Ali.

Will the Honble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :-

Question

১। ক) গত ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৩ ইং ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে আই, টি, আই, হইতে ত্রিপুরায় মোট কতজন ছাত্র ও ছাত্রী পাশ করিয়াছিল ; এবং

খ) পাশ করার পর এ পর্য্যন্ত মোট কতজনকে স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হইয়াছে ও কতজনকে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হইয়াছে ; (আলাদা হিসাবে)।

Answer

১। ক) ছাত্র—৯৫৬ জন।

ছাত্রী—১৯৬ জন।

খ) i) আই, টি, আই, পাশ করার পর এ পর্য্যন্ত ১৭ জন ছাত্রকে স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

ii) প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা তাদের কর্ম নিযুক্তির বা বৃত্তির ব্যাপারে দপ্তরকে কিছুই জানায় না।

২। সাধারণতঃ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কর্মনিয়োগ কেন্দ্রে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে যাতে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতানুযায়ী সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে

শূন্যপদে তারা নিযুক্ত হতে পারে। পাশ করার পর এ পর্য্যন্ত মোট ১০৩ জন ছাত্র/ছাত্রীকে শিল্প দপ্তরে বিভিন্ন পদে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়েছে। পদভিত্তিক হিসাবে নিম্নরূপ :—

১। তৃতীয় শ্রেণী : ছাত্র—২৬ জন।
ছাত্রী —৫ জন।

২। চতুর্থ শ্রেণী : ছাত্র— ৭ জন।
ছাত্রী—২২ জন।

৩। শিল্প শ্রমিক : ছাত্র—৩৭ জন।
ছাত্রী— ২ জন।

৪। দৈনিক হাজিরার : ছাত্র— ২ জন।
কর্মী ছাত্রী— ২ জন।

Admitted

Question. : 135 (STARRED)

Name of Member. : Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১) ক) বর্ত্তমানে রাজ্যে নিয়মিতভাবে তাঁতের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহকারী তাঁতীর সংখ্যা কত ;

খ) উক্ত তাঁতীদের জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ক) ৯৬৬৩ জন।

খ) রাজ্যে তাঁতশিল্পীদের রক্ষার্থে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিয়াছেন :—

১) বার্ষিক প্রকল্প মাধ্যমে তাঁতশিল্পীদের ভর্তুকীতে সূতা প্রদান।

২) তাঁতঘর নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ভর্তুকী প্রদান।

৩) তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁতশিল্পে শিক্ষা প্রদান ;

৪) তাঁতশিল্পে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ত্রিপুরার ছেলেদের বাহিরে প্রেরণ ;

৫) উন্নতধরণের নক্সা শিক্ষালাভের জন্য তাঁতীদের ত্রিপুরার বাহিরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ?

৬) তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের উপর রেহাই প্রদান।

৭) ত্রিপুরার বাহির হইতে সুতা আনা ও ত্রিপুরার বাহিরে বস্ত্র প্রেরণের উপর পরিবহন ভর্তুকী প্রদান ?

৮) তাঁতশিল্পীদের মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠন।

৯) সমবায় সমিতিগুলিকে শেয়ার মূলধন প্রদান।

১০) তাঁত ঘর তৈরীর জন্য ঋণ প্রদান।

১১) তাঁত আধুনিকীকরণের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান।

১২) সমবায় সমিতিগুলিতে ম্যানেজার নিযুক্তি করিবার জন্য বেতন প্রদান।

১৩) ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্রাফটস্ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ কে শেয়ার মূলধন প্রদান।

১৪) কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাঁতীদিগকে ন্যায্য মূল্যে সুতা বিক্রির ব্যবস্থা ও সুতা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা।

১৫) উৎপাদিত বস্ত্র ক্রয় ও বিপণনের ব্যবস্থা;

১৬) তাঁতীদের সুবিধার্থে ধর্মনগর, শান্তির বাজার ও আমবাসাতে সার্ভিস সেন্টার স্থাপন;

১৭) সুতা রং-ঘর স্থাপনের ব্যবস্থা ;

১৮) জনতাশাড়ী ও পাছড়া উৎপাদন ও বিপণন;

১৯) রপ্তানীভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁতীদের শিক্ষা প্রদান ;

২০) ত্রিপুরা এপেক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গঠন ও ঐ সোসাইটির মাধ্যমে সদস্য তাঁতী সমবায় সমিতি সমূহে উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের ব্যবস্থা করা.

২১) সরকার হইতে শেয়ার মূলধন প্রদান;

Admitted Starred Question No 156

Name of the M. L A. :— শ্রী জওহর সাহা

Will the Minister in-Charge of the A. H. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। রাজ্যে প্রাথমিক গো-চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত প্রতিটি কেন্দ্র ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হয় কি না,

৩। না হলে কতটি কেন্দ্রে ডিপ্লোমাধারী ডাক্তারের অভাব আছে, এবং

৪। কবে নাগাদ প্রতিটি কেন্দ্রে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

৫। ইহা কি সত্য প্রাথমিক গো-চিকিৎসা কেন্দ্রে বছরের অধিকাংশ সময়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায় না,

৬। সত্য হইলে ইহা প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর :— Answer : Minister in-Charge Sri Abhiram Deb Barma

১। রাজ্যে প্রাথমিক গো-চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩৭টি

২। উক্ত কেন্দ্রগুলির ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হয় না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

৫। না, এইরূপ কোনও অভিযোগ অত্র দপ্তরে নাই। কেন্দ্রীয় ঔষধ ভেষজগার হইতে সম্ভাব্য সকল প্রকার ঔষধ বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা অনুযায়ী পাঠানো হইয়া থাকে।

৬। প্রশ্ন উঠেনা।

Question : 162 (Starred).

Name of member : Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the industry Department be pleased to state —

প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা জুটমিলের জন্য কিছু স্পিনিং মেসিন ক্রয় করা সত্ত্বেও তাহা এখনও কোন কাজে লাগানো সম্ভব হয় নাই,

২। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত মেসিন কত টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল ? এবং ঐ মেসিন কাজে না লাগানোর কারণ কি ?

উত্তর :

১। সত্য নহে ;

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred question No. 183
Name of the M. L. A. :— শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা
Will the Minister in Charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত লাটিয়াছড়া গাঁওসভা অধীনে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর :

Answer : Minister in-Charge Shri Abhiram Debbarma

১। হ্যাঁ, বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত লাটিয়াছড়াতে একটি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা সরকার কর্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে।

২। কেন্দ্রটি ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের মধ্যে খোলা হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—190
Name of M. L. A. :— Sri Narayan Ch. Das.
Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : সোনামুড়া মহকুমার বটতলী থেকে দুর্লভনারায়ণ হইয়া শিবনগর গাঁওসভার বাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহা ইটের সলিং এবং পিচ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

১) উত্তর : রাস্তাটিকে সলিং করার পরিকল্পনা আছে কিন্তু পিচ করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন : যদি থেকে থাকে তবে উহা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা যায়।

২) উত্তর : রাস্তার পার্শ্বে প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়া যাওয়াতে মাটির কাজ শেষ করা সম্ভব হয় নাই।এবং মাটির কাজ শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান হইলে পর, ইট সলিং এর কাজ হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

৩) প্রশ্ন : না থাকিলে তার কারণ ?

৩) উত্তর : ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No, 191.

Name of M. L. A. :— Shri Narayan Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be pleased to State :—

১) প্রশ্ন : জুমের ঢেপা গাঁওসভা থেকে মায়ারাণী বাজার খাঁস চৌমুহনী পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে এই রাস্তাটি মেরামত ও ইট বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

১) উত্তর : রাস্তাটি পূর্তদপ্তরের রাস্তার তালিকার মধ্যে থাকায় এই তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হচ্ছে না।

২) প্রশ্ন : যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 192.

Name of M. L. A. :— Sri Narayan Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য ১৯৮৪ সনের যে মাসের বন্যায় নলছড় হইতে যে রাস্তাটি পঞ্চায়েত অফিস হইয়া কেমতলী পর্যন্ত গিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং

১) উত্তর : হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন : সত্য হলে উক্ত রাস্তাটি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) উত্তর : হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 230.
Name of member : Shri Samir Kumar Nath.
STARRED QUESTION NO. 362.
ADMITTED STARRED QUESTION NO. 230.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of Agriculture Department be pleased to state :—

Question

১। সাম্প্রতিক বন্যায় ধর্মনগর বিভাগে কৃষকের কি পরিমাণ ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছে টাকার অংকে তার মোট হিসাব;

২। রাজ্য সরকার সেই সকল ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদিগকে কি কি সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে মোট কত কৃষক উপকৃত হইয়াছেন ?

৩। যে সকল ক্ষতিগ্রস্থ কৃষককে আদৌ কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই তাহাদিগকে কবে নাগাদ উক্ত সাহায্য দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ধর্মনগর বিভাগের বন্যায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতির আনুমানিক মূল্য ৬৫ লক্ষ ২৩ হাজার।

২। কৃষি বিভাগ নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ হইতে ধর্মনগরের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের এ পর্য্যন্ত যে সব সাহায্য দিয়াছেন এবং তাহাতে যে সংখ্যক কৃষক পরিবার উপকৃত হইয়াছেন তাঁহা মোটামোটি এইরূপ :—

যে ধরণের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে	এই পর্য্যন্ত যে সাহায্য বণ্টন করা হইয়াছে	উপকৃত কৃষকদের আনুমানিক সংখ্যা
১। প্রতিটি ১০ কেজি তবে অনধিক ৫০ টাকা মূল্যের উচু জমির ধানের মিনিকিট।	১০০০টি মিনিকিট	১০০০ জন
২। প্রতিটি ১০ কেজি তবে অনধিক ৫০ টাকা মূল্যের উচ্চ ফলনশীল আসল খন্দোর ধান বীজের মিনিকিট.	৪০০০	৪০০০ ”
৩। অনধিক ৩০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন জাতের সব্জি বীজের মিনিকিট	১০০০ ”	১০০০ ”

৪। ৫০০ হারে জুম চাষীদের জন্য টেপিওকা কাটিং এর মিনিকিট এবং চারা রোপণের জন্য ৫ দিনের মুজুরী বাবদ ৫০ টাকা ৫	২৫ মিনিকিট	২৫ জন
৫। ক্ষতিগ্রস্থ পান চাষীদের মধ্যে পানের চারা এবং বরোজ নির্মাণের জন্য ৫০০ টাকা হিসাবে অনুদান	১০	১০ জন
৬। ৪" হইতে ১২" পরিমিত বালুর স্তর সরাইয়া ঐ জমি আমন চাষের উপযোগী করিয়া তোলার ব্যবস্থা	৫০ হেক্টর	৩৪০ জন

৩। কৃষি বিভাগ হইতে আর কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 231

Name of M. L A. :— Sri Samir Kr. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :-

১। প্রশ্ন : ধর্মনগর কলেজ রোডটি নির্মাণে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ?

১। উত্তর : চলিত বৎসরের বন্যার প্রাক্কালে (অর্থাৎ মে ১৯৮৪ ইং এর প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত) মোট ৪, ৬৫, ৯৮৭ টাকা খরচ হয়েছিল।

২। প্রশ্ন : গত বন্যার তোড়ে উক্ত রোডটি ভাঙ্গার ফলে মোট কত টাকার ক্ষতি হয়েছে ?

২। উত্তর : আনুমানিক ২,০০, ০০০ টাকার মত।

৩। প্রশ্ন : উক্ত কলেজ রোডটি পুনর্নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। উত্তর : বর্তমান আর্থিক বর্ষের মধ্যেই এই কাজ হাতে নেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 238

Name of M. L. A.: Sri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the PWD be pleased to state :-

১। প্রশ্ন : বিশালগড় ব্লকাধীন মাণ্ডবকিল্লা ও শিখরিয়া গ্রামের মধ্যস্থানে রাঙ্গা-পনীর নদীর ওপর বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সেতু নির্ম্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

১। উত্তর : এমন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন : যদি না থাকে তাহলে আগামী বছরে (১৯৮৫-৮৬) উক্ত নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না ?

২। উত্তর : এই রাস্তাটি পূর্ত্তবিভাগের আওতাধীন নহে। বর্তমানে আর্থিক অপ্রতুলতায় এই সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 239

Name of Member :— Sri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. (Electric) Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় অন্তর্গত শিখরিয়া গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা সত্ত্বেও এখনো উক্ত লাইনে বিদ্যুৎ চালু করা হয়নি ?

২। সত্য হলে বিদ্যুৎ চালু না করার কারণ কি

৩। উক্ত এলাকার যজ্ঞঠাকুর পাড়া এবং বাথানমুড়া গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। উক্ত এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ নেবার জন্য কোন আবেদন পত্র পাওয়া যায়নি তাই।

৩। না।

Admitted Starred Question No. 244

Name of M. L. A. Sri Samir Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Department be pleased to state :

১) প্রশ্ন : ধর্মনগর শহরের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ধর্মনগর বরুয়াকান্দি ভায়া আলগাপুর রোড সম্প্রসারণের জন্য রোডের উভয় পাশে ভূমি অধিগ্রহণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

১) উত্তর : হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে রোডটি প্রসারিত করার জন্য এলাকার জনগণ ও ধর্মনগর নটিফায়েড এরিয়া কমিটি কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন রেখেছেন ?

২) হ্যাঁ, আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 253

Name of M. L. A. :— Sri Mati lal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : বিশালগড় কামথানা রোড হইতে যে রাস্তাটি নেতাজীনগর হয়ে মুড়াবাড়ী পর্য্যন্ত গেছে তাহাতে ইট সলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

১) উত্তর : হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন : থাকলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর : মঞ্জুরী পাওয়া গেলে কাজটি ১৮৮৫-৮৬ আর্থিকবর্ষে আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩) প্রশ্ন : না থাকিলে তাহার কারণ ?

৩) উত্তর : ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 254

Name of M. L. A. :— Sri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : বিশালগড় নূতনবাজার হইতে পূর্ব্ব লক্ষ্মীবিল স্কুল পর্য্যন্ত রাস্তাটি ইট সলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

১) উত্তর : হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন : থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর : জমি অধিগ্রহণ সহ কাজের মঞ্জুরীর জন্য এস্টিমেট তৈরী করা হইয়াছে। এই এস্টিমেটএর আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়া গেলে এবং প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে কাজটি আরম্ভ করা হবে।

৩) প্রশ্ন : না থাকিলে তার কারণ ?

৩) উত্তর : ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—274

Name of Member : Shri Matilal Sarkar, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ৩১শে জুলাইএর মধ্যে কোন কোন প্রাক্তন প্রধান নূতন গাঁও প্রধানদের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন নি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। সত্য হলে তার সংখ্যা কত এবং তার কারণ কি কি ?

উত্তর

২। ৬৬টি গাঁও পঞ্চায়েতে কোন কোন ক্ষেত্রে অসুস্থতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপস্থিতির দরুন দায়িত্ব হস্তান্তর করা ৩১শে জুলাইএর মধ্যে সম্ভব হয় নাই।

প্রশ্ন

৩। এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

৩। যে সব ক্ষেত্রে দায়িত্বভার হস্তান্তরিত এখনও হয় নাই, সেই সব ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

Admitted Starred Question No. :— 283

Name of M. L. A. :— Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : উত্তর ত্রিপুরার দশদা হইতে ভাণ্ডারিমা পর্য্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণে ১৯৮৩ইং আর্থিক বৎসরে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে, এবং

১। উত্তর : ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বৎসরে উক্ত রাস্তাটির জন্য মোট খরচ হয়েছে ১,৫৭,৪৩৬ টাকা।

২। প্রশ্ন : ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসরে উক্ত রাস্তার অবশিষ্টাংশ নির্মাণে আর কত টাকা খরচ হবে বলে আশা করা যায়।

২। উত্তর : দশদা হইতে ভাণ্ডারিমা রাস্তার উপর ৪ কি. মি. রাস্তার মেটেলিং সহ সম্পূর্ণ রাস্তাটির জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট অনুযায়ী ২,২০,০০০ টাকা খরচ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। প্রশ্ন : উক্ত রাস্তাটি কবে নাগাদ যানবাহন চলাচলের উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

৩। উত্তর : দশদা হইতে ভাণ্ডারিমা রাস্তাটি ৩৬ কি. মি.। তার মধ্যে ২৮ কি. মি. রাস্তা ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বর্ষের মধ্যে সবসময় যানবাহন চলাচলের উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইলে আগামী আর্থিক বর্ষে বাকী অংশের রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হইবে।

Admitted Starred Question No :— 284

Name of M. L. A. :— Sri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে দেওনদীর ব্রীজের কাজ শেষ হতে আর কতদিন লাগবে বলে আশা করা যায়, এবং

১। উত্তর : কাজটি ১৯৮৫-৮৬ইং সনে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। প্রশ্ন : উক্ত ব্রীজের কাজ শেষ করতে মোট কত টাকা ব্যয় হবে ?

২। উত্তর : উক্ত ব্রীজের কাজটি শেষ করতে প্রায় ৩৫'০.০ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 285

Name of member :— Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, সাম্প্রতিক বন্যায় বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত চন্দ্রনগর, লক্ষ্মীবিলের দেওসপাড়া, উত্তর চড়িলামের বহু জমিতে বালু পড়িয়া চাষের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে ;

২। সত্য হইলে উক্ত জমিগুলি হইতে বালু সরানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in-Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। নদী ও ছড়ার পার্শ্বের কিছু কিছু জমিতে বালু জমিয়া চাষের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে।

২। সীমিত সঙ্গতির মধ্যে যতটা সম্ভব তাহা করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৩। উক্ত কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

Admitted Starred Question No. :— 293

Name of M.L.A. :— Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W. Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : উদয়পুর বিভাগের নাতিন টিলার কাছে আগরতলা-সাব্রুম রোডের উপরে কাঠের সেতুটি গত বন্যার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত কতবার মেরামত করা হয়েছে, এবং

১। উত্তর : ১৯৮৩ সালের বন্যার পর মাত্র একবার মেরামত করা হইয়াছে।

২। প্রশ্ন : উক্ত সেতুটি বার বার মেরামত করার কারণ কি ?

২। উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন : এই মেরামতের কাজটি কাকে ঠিকাদারী দেওয়া হয়েছে ?

৩। উত্তর : উক্ত সেতুটির কাজ শ্রী স্বভাশিষ সরকার সম্যক ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. 295

Name of M.L.A :— Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W. Department be pleased to state :

১) প্রশ্ন : উদয়পুর হইতে কিল্লা থানা অবধি রাস্তাটি চওড়া ও সংস্কার করিয়া বাস চলাচলের উপযোগী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

১) উত্তর : আপাততঃ রাস্তাটি চওড়া করিবার কোন পরিকল্পনা নাই। তবে রাস্তাটির সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে। সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে রাস্তাটি ছোট বাস চলাচলের উপযোগী হইবে।

২) প্রশ্ন : থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটি বাস চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২) উত্তর : ১৯৮৬-৮৭ সনের মাঝামাঝি সংস্কারের কাজ শেষ হইলে রাস্তাটি ছোট বাস চলাচলের উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩) প্রশ্ন : না থাকলে তারা কারণ ?

৩) উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No :— 296

Name of M.L.A : Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে, উদয়পুর হইতে জম্পুইজলা পর্য্যন্ত রাস্তাটির সোলিং মেটেলিং ও পীচ করার কাজ একজন ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছে।

১) উত্তর : না, উক্ত রাস্তার চারটি গ্রুপ এর কাজের জন্য তিন জন ঠিকাদারের দরপত্র গৃহীত হয়েছে।

২) প্রশ্ন : সত্য হইলে উক্ত রাস্তার ঐ কাজের জন্য মোট কত ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এবং

২) উত্তর : উক্ত রাস্তার মেটেলিং ও পিচ করার জন্য মার্চ ১৯৮৪ ইং সালে ২৭, ৩০, ৭৬৭ টাকার এস্টিমেটের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এই কাজের জন্য ১৯৮৪-৮৫ সনের বাজেট ৫·০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে।

৩) প্রশ্ন : কবে নাগাদ ঐ রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩) উত্তর : কাজটি আগামী নভেম্বর ১৯৮৪ ইং সালের মধ্যে আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No 306

Name of Members :—Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister in-Charge of P.W. (Electricity) Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর ব্লকের কতটি গ্রামে ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারিত হয়েছে এবং

২। সাতনালা, আনন্দবাজার, রামগুনা পাড়া, কৃষ্ণটিলা বাজার ও জম্পুই হিলে ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারিত করা হবে কি না ?

উত্তর

১। ৪ টি গ্রামে।

২। সাতনালা, আনন্দবাজার ও কৃষ্ণটিলা বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে। কোড্ নং যথাক্রমে ৩১৯, ৩৮০, ও ৩০১। কৃষ্ণটিলা বাজার, রামগুনা পাড়া ও জম্পুই হিলে, সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নয়। ঐ সব এলাকায় লাইন সম্প্রসারণ এখনই সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 309

Name of member :- Shri Rudreswar Das

Will the. Hon'ble Minister in-Charge of Agriculture Department be pleased to state :-

QUESTION

১। সারা ত্রিপুরায় কৃষি বিভাগের উপ-অধিকর্তার অফিস কয়টি এবং কোথায় কোথায় ;

২। উক্ত অফিসগুলির স্থান নির্ব্বাচন করার বিষয়ে কোনরূপ নিয়ম নীতি ছিল কি না ;

৩। যদি থাকে তবে কিসের উপর ভিত্তি করে উক্ত স্থান নির্ব্বাচন করা হয়েছিল ;

৪। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৃষি উপ-অধিকর্তার অফিস ধর্মনগর হতে কুমারঘাটে স্থানান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ,

৫। থাকিলে উক্ত অফিসটি কুমারঘাটে স্থানান্তরিত করার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না ?

ANSWER

Minister in-Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। উপকৃষি অধিকর্তার অফিস প্রতি জিলায় ১টি করে মোট ৩টি আছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার অফিস আগরতলায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার অফিস উদয়পুরে এবং উত্তর ত্রিপুরা জিলার অফিস ধর্মনগরে অবস্থিত আছে।

২। হ্যাঁ ছিল।

৩। রাজস্ব বিভাগের জিলা সদরের সঙ্গে সংগতি রেখেই পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় উপকৃষি অধিকর্তার অফিস যথাক্রমে আগরতলা ও উদয়পুরে স্থাপিত হইয়াছে। যেহেতু অধিকাংশ সার বীজ এবং অন্যান্য কৃষি উৎপাদক সামগ্রী ধর্মনগরের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে আমদানী করা হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রারম্ভিকভাবে উত্তর ত্রিপুরার কৃষি উপ-অধিকর্তার অফিস ধর্মনগরে স্থাপিত হয়।

৪। বর্তমানে এরকম কোন প্রস্তাব নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 321

Name of M.L.A : Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : কটিকরায়-মাণিকভাণ্ডার-চৈবরী রাস্তাটি কবে পর্যন্ত গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে ?

১) উত্তর : ফটিকরায় হইতে মাণিকভাণ্ডার (৩৬'৪ কি.মি.) এবং মাণিকভাণ্ডার হইতে আঠারমুড়ার ফুটহিলস্ (৭'৮৫ কি.মি.) রাস্তাটি ইতিমধ্যে জীপ চলাচলের উপযোগী করা হইয়াছে। বর্তমান আর্থিকবর্ষের শেষ নাগাদ এই অংশের অন্যান্য গাড়ী চলাচল করিতে পারিবে। বাকী অংশের অর্থাৎ আঠারমুড়া ফুটহিলস্ হইতে চেবরী পর্যন্ত (৩১ ০০ কি.মি.) রাস্তাটি ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বর্ষে গাড়ী চলাচলের উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে, আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই উক্ত রাস্তাটির মাণিকভাণ্ডার হতে আগরতলা পর্যন্ত অংশে গাড়ী চলাচল ব্যবস্থা করা যাবে ?

২) উত্তর : ফটিকরায় হইতে মাণিকভাণ্ডার হইয়া আঠারমুড় ফুটহিলস্ পর্যন্ত অংশে রাস্তাটি বর্তমান আর্থিক বর্ষের শেষ নাগাদ নিয়মিতভাবে গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত হইবে। আঠারমুড়া ফুটহিলস্ হইতে চেবরী পর্যন্ত রাস্তাটি বর্তমান আর্থিক বর্ষের শেষ নাগাদ জীপ চলাচলের উপযোগী হইবে।

Admitted Starred Question No. 325

Name of M.L.A :— Sri Sunil Kumar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : সাব্রুমের মনু নদীতে পাকা ব্রীজের কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণ কি ?

১) উত্তর : এই কাজের জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার অল্পকিছু কাজ করার পর কাজের ব্যাপারে কিছু কারীগরীজনিত অসুবিধার অজুহাতে এবং জিনিস-পত্রের দাম বাড়ার অজুহাতে ২৫ পারসেন্ট (পচিশ পারসেন্ট) হারে বর্দ্ধিত পেমেন্ট দাবি করিয়া এবং এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দেয় এবং পরবর্তীকালে সালিশীর জন্য যায়।

২) প্রশ্ন : উক্ত ব্রীজ নির্মাণে বিলম্বের জন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দায়ী কি না ?

২) উত্তর : কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে দায়ী করা সম্ভব নয়।

৩) প্রশ্ন : যদি দায়ী হয়ে থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না।

৩) উত্তর : ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন : কবে পর্যন্ত উক্ত ব্রীজের কাজ পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভব হবে ?

৪) উত্তর : বর্তমান আর্থিক বর্ষের শেষ ভাগে কাজটি পুনরায় আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 326

Name of M.L.A. :— Shri Sunil Kumar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : সাক্রম ছাটখিল রাস্তায় কবে পিচ্ দেওয়া হয়েছিল ?

১) উত্তর : এই রাস্তাটিতে ১৯৭৬ ইং সালে পিচের কাজ হয়েছিল।

২) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে বর্তমানে উক্ত রাস্তাটিতে পিচ্ নষ্ট হয়ে গিয়াছে।

২) উত্তর : দীর্ঘদিন যানবাহন চলাচলের ফলে রাস্তার পিচ্ অনেক জায়গায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৩) প্রশ্ন : সত্য হলে ঐ রাস্তাটিতে পুনরায় পিচ্ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না ?

৩) উত্তর : হ্যাঁ। রাস্তাটি সাক্রম-মনুঘাট ভায়া বটতলী রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। এই রাস্তার উন্নতির জন্য ৮৪-৮৫ সালের বাজেটে ৫০,০০০ টাকা ধরা আছে। মঞ্জুরী পাওয়ার পর কাজটি যথাশীঘ্র সম্ভব হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 328

Name of Member :— Sri Sunil Kumar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। উত্তর বিজয়পুর ফল বাগানে ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে কি পরিমাণ আদা বীজ কোন্ মাসে রোপণ করা হয়েছিল ;

২। ইহা কি সত্য যে সময়মত আদা বীজ রোপণ না করার ফলে উৎপাদন ভাল হয় নাই ;

৩। সত্য হলে অসময়ে বীজ রোপণ করার কারণ কি ?

ANSWER

Minister in-Charge of Agriculture (Sri Badal Chowdhury)

১। ২৫.৮৬ কুইন্টল পরিমাণ আদা বীজ ৬-৭-৮৩ইং হইতে ৯-৭-৮৩ইং সময়ের মধ্যে রোপণ করা হইয়াছিল।

২। হ্যাঁ।

৩। দেরীতে বীজ সরবরাহ পাওয়ার জন্য।

Admitted Question : 337 (STARRED).

Name of member : Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state-

প্রশ্ন :

১) ইহা কি সত্য যে T. S. I. C. ইট ভাট্টা করার জন্য উদয়পুরে ৫০ কানিরও বেশী জমি সংগ্রহ করেছে;

২) সত্য হলে কবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তাতে কত টাকা খরচ হয়েছে; এবং

৩) এখনো উক্ত ইটভট্টা চালু না করার কারণ কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ;

২) ১৯৮২ ইং সনের অক্টোবর মাসে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তাতে মোট টাকা ১.২৫ লক্ষ খরচ হয়েছে।

৩) পূর্তদপ্তর হ'তে ইটের বরাত না পাওয়ায় এখনো পর্য্যন্ত চালু করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 338

Name of M. L. A.—Shri Keshab Majumder-

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P, W. Department be pleased to state:

১) প্রশ্ন: উদয়পুর-সাব্রুম রাস্তায় গঙ্গাছড়ার সংযোগ স্থলের কাছে যে ব্রীজটি আছে সেটি ১৯৮২-৮৩, ৮৩-৮৪, ও ৮৪-৮৫ ইং সনের ৩১শে জুলাই

পর্য্যন্ত কতবার সারানো হয়েছে ?

১) উত্তর : ১৯৮২-৮৩ ইং সনে একবারও সারানো হয় নাই। ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে দুইবার সারানো হইয়াছে। ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে দুইবার সরানো হইয়াছে।

২) প্রশ্ন : উক্ত ব্রীজটি সারাই করতে উক্ত সময়ে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে, এবং

২) উত্তর : ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে মোট সারাই খরচের পরিমাণ ১, ২৮,৬৬৭ টাকা

৩) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে প্রতিবারই একই কন্ট্রাক্টর বিভিন্ন নামে ঐ কাজ পেয়েছেন ?

৩) উত্তর : একই ঠিকাদারকে প্রতিবার ঐ কাজ দেওয়া হয় নাই।

Admitted Question. : 347 (STARRED)

Name of Member. : Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state-

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে টি, এস, আই, সি, ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরের বা সংস্থার অর্ডার সাপ্লাই দেওয়ার কাজ করে থাকে ;

২) সত্য হলে টি, এস, আই, সি, কোন্ কোন্ সংস্থার মাধ্যমে কি কি জিনিষ সাপ্লাই করে থাকে ;

৩) ইহাও কি সত্য যে টি. এস, আই, সি, বি, কে, পোদ্দার নামক জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে যাবতীয় কাজ কর্ম করে থাকে ;

৪) সত্য হলে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে টি, এস, আই, সির, সম্পর্ক কি ?

৫) টি. এস, আই, সি, বিভিন্ন অর্ডার সাপ্লায়ারদের পেমেন্ট কিভাবে করে থাকে ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) রেজিষ্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা এবং নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র মারফৎ T.S.I.C. প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, সিমেন্ট, Steel materials মোটর, গাড়ীর যন্ত্রাংশ এবং কর্পোরেশনের নিজস্ব ইউনিটে তৈরী ঔষধ ও ইট ইত্যাদি সাপ্লাই করে থাকে।

৩) না। বহিঃরাজ্য হইতে আমদানীকৃত Country Liqueor এবং ইট বালি ইত্যাদি পরিবহনের কাজ করে থাকেন।

৪) শ্রী বি, কে, পোদ্দার I.S.I.C. এর একজন অনুমোদিত পরিবহন ঠিকাদার মাত্র।

৫) সরবরাহকারীর প্রদত্ত সর্ত্তানুযায়ী সাপ্লায়ারদের করা হইয়া থাকে।

Admitted Question : 349 (STARRED).

Name of Member : Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Industry Department be pleased to state :—

Question

১। কোন্ নীতি ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে বেকারদের জন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প প্রদান করা হয়েছে;

২। উক্ত প্রকল্পে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল বেকার আওতাভুক্ত হবে কিনা;

৩। উক্ত প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৮৪ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত কয়-জন বেকার স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে এবং কর্ম-সংস্থানের জন্য কি কি সুযোগ তারা পেয়েছেন;

৪। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই প্রকল্পে কি ধরণের সাহায্য করেছেন?

৫। কোন্ শিক্ষা মান থেকে শিক্ষিত বেকার গণ্য করা হয়?

Answer

১। স্বল্প ও সহায় সম্বলহীন শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বনির্ভর কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২। কেবলমাত্র শিক্ষিত বেকাররাই এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত।

৩। ক) কেন্দ্রীয় প্রকল্পে— ৮৪৬ জন।

খ) রাজ্য প্রকল্পে— ৭৫ "

গ) কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ২৫% ভর্ত্তুকী এবং রাজ্য প্রকল্পে রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক ২৫% ভর্ত্তুকী ব্যাঙ্ক ঋণের উপর করা হয়।

৪। ক) কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক ঋণের উপর ২৫% ভর্ত্তুকী প্রদান করা হয়।

Admitted Starred Question No. :—364.

Name of M. L. A. :— Fayzur Rahman

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমায় ইচাই নূতন বাজার হইতে কালাছড়া বাজার পর্য্যন্ত ভায়া গোবিন্দপুর রাস্তাটির ইট সলিং এর কাজ কিছু অংশে অসমাপ্ত অবস্থায় আছে, এবং

১) উত্তর : হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন : ঐ কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় থাকার কারণ ?

২) উত্তর : জনসাধারণের স্বার্থে বিশেষ করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য নূতন বাজার হইতে প্রত্যেকবার স্কুল পর্য্যন্ত ১ কি, মি, রাস্তা মার্চ' । ৮৪ ইং সনে ইটের সলিং করা হইয়াছে । বাকী ৪'৫০ কি. মি. রাস্তার সোলিং এর কাজের মঞ্জুরী লওয়া গিয়াছে এবং কাজটি শীঘ্রই হাতে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে ।

ANNEXURE "B"

Admitted Uu-Starred Question No. 2

Name of M. L. A. :— Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে ঈশানচন্দ্রনগর স্কুলের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সিনাই নদীতে সেতুর অভাবে স্কুলে আসতে পারছে না ?

১) উত্তর : কাঠের সেতু না থাকার জন্য বর্ষাকালে সিনাই নদীর অপর পাড় হইতে ছাত্র ছাত্রীদের আসতে অসুবিধা হয়।

২) প্রশ্ন : সত্য হলে উক্ত নদীতে সেতু তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) উত্তর : হ্যাঁ। সিনাই নদীতে একটি কাঠের সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে ।

৩) প্রশ্ন : থাকিলে তা কবে নাগাদ তৈরী হবে বলে আশা করা যায় ।

৩) উত্তর : এই আর্থিক বৎসরে তৈরী হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-Starred Question No. 3

Name of M. L. A. :— Sri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে, রাস্তার অবস্থা খারাপ বলে আগরতলা থেকে বিশালগড় হয়ে কামথানা পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস বন্ধ আছে।

১) উত্তর : হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন : সত্য হলে উক্ত রাস্তাটি মেরামত করে পুনরায় এই রোডে বাস সার্ভিস চালু করার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না ?

২) উত্তর : হ্যাঁ। রাস্তা মেরামতের কাজ চলিতেছে এবং শীঘ্রই কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

Admitted Un-Starred Question No. 4

Name of M. L. A. : Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W. Deptt. be pleased to state :-

১। প্রশ্ন : বর্তমান বৎসরে রাজ্যের কোন নদীর উপর সেতু তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

১। উত্তর : হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন : থাকিলে কোন কোন নদীর উপর ?

২। উত্তর ক) : উত্তর ত্রিপুরা জেলার মনু নদীর উপর, পেঁচারথল হইতে চেত্রি রাস্তায় ফটিকরায় নামক স্থানে পাঁকা সেতু তৈরারী পরিকল্পনা আছে।

খ) : মনুঘাট-আমলীঘাট রাস্তায় মনুঘাটে মনু নদীর উপর এস, পি, টি ব্রীজ তৈরারী পরিকল্পনা আছে।

গ) : চম্পকনগর হইতে মান্দাই ভায়া ভৃগুদাস বাড়ি রাস্তায় ধলাই নদীর উপর এস, পি, টি ব্রীজ তৈরারী পরিকল্পনা আছে।

ঘ) : জিরানীয়াতে হওড়া নদীর উপর এস, পি, টি ব্রীজ তৈরীর পরিকল্পনা আছে।

৬) : আগরতলা জয়নগর-এ হাওড়া নদীর উপর পায়ে চলার এস, পি, টি ব্রীজ তৈরীর পরিকল্পনা আছে।

৩। প্রশ্ন : বর্তমান আর্থিক বৎসরে পাহাড়মুড়াতে খোয়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

৩। উত্তর : পাহাড়মুড়াতে খোয়াই নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা আছে এবং তাহা পূর্তদপ্তরের ১৯৮৪-৮৫ সনের সিডিওল অফ্ ওয়ার্কসএ অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে নদী গতিপথের বিস্তারিত বিবরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। বর্তমান আর্থিক বর্ষের মধ্যে, এই সেতুর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা সম্ভব নয়। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বর্ষে এই সেতুর কাজ হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। প্রশ্ন : নেওয়া হলে কবে নাগাদ উক্ত সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

৪। উত্তর : বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের পর এই সেতু নির্মাণের জন্য এস্টিমেট তৈরী করা হইবে এবং এস্টিমেট স্যাংশন হওয়ার পর ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বর্ষে এই সেতুর কাজ হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৫। প্রশ্ন : না হলে তার কারণ।

৫। উত্তর : ৪নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 9

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister of Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে কয়টি পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র আছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ কেন্দ্রগুলির কোনটিতে কয়টি পাওয়ার টিলার আছে ;

৩। রাজ্যে কোন্ কোন্ ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্‌কে পাওয়ার টিলার সরবরাহ করা হয়েছে ;

৪। বর্তমান বৎসরে সরকারী উদ্যোগে কোন পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র খোলা হবে কি না ?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৫। হলে কোথায় কোথায় খোলা হবে তার বিবরণ।

৬। বর্ত্তমান বৎসরে কোন ল্যাম্পস্ বা প্যাকস্কে পাওয়ার টিলার সরবরাহ হবে কি না ?

৭। হলে ঐ সকল ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্এর নাম ?

ANSWER

Minister in-Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। রাজ্যে মোট ২০টি পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র আছে। মহকুমা ভিত্তিক তাহাদের হিসাব নিম্নরূপ :—

জিলা	মহকুমার নাম	ভাড়াকেন্দ্রের হিসাব
পশ্চিম ত্রিপুরা	সদর—	৯টী
	সোনামুড়া—	৩টী
	খোয়াই—	১টী
		১৩টী
দক্ষিণ ত্রিপুরা	উদয়পুর—	১টী
	বিলোনীয়া—	১টী
	অমরপুর—	১টী
		৩টী
উত্তর ত্রিপুরা	ধর্মনগর—	২টী
	কৈলাশহর—	১টী
	কমলপুর—	১টী
		৪টী
		মোট—২০টী

২। বিভিন্ন পাওয়ার টিলার ভাড়াকেন্দ্রে পাওয়ার টিলারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ভাড়াকেন্দ্রের নাম	যে মহকুমায় অবস্থিত	পাওয়ার টিলারের সংখ্যা	মন্তব্য
১। আগরতলা—	সদর	৯টী	
২। জিরানিয়া—	,,	১০ ,,	

ভাড়াকেন্দ্রের নাম	যে মহকুমায় অবস্থিত	পাওয়ার টিলারের সংখ্যা	মন্তব্য
৩। চাড়িপাড়া—	,,	৪ টী	
৪। বিশালগড়—	,,	৫ ,,	
৫। দুর্গানগর—	,,	—	বিশালগড় ভাড়া কেন্দ্রের পাওয়ার টিলার দ্বারা এই কেন্দ্রের কাজ চালানো হইতেছে।
৬। নূতননগর—	,,	২টী	
৭। বামুটিয়া—	,,	২ ,,	
৮। মোহনপুর—	,,	২ ,,	
৯। কাজলামারা—	,,	২ ,,	
		১৬টী	
১০। কলমছড়া—	সোনামুড়া	২টী	
১১। কাঁঠালিয়া—	,,	২ ,,	
১২। মেলাঘর—	,,	৭ ,,	
		১১টী	
১৩। চেব্রি—	খোয়াই	২টী	
		২টী	
১৪। উদয়পুর—	উদয়পুর	৮টী	
		৮টী	
১৫। শান্তিরবাজার—	বিলোনীয়া	৪টী	
		৪টী	
১৬। রামপুর—	অমরপুর	৬টী	
		৬টী	

ভাড়াকেন্দ্রের নাম	যে মহকুমায় অবস্থিত	পাওয়ার টিলারের সংখ্যা	মন্তব্য
১৭। কাঞ্চনপুর—	ধর্মনগর	৪টী	
১৮। পানিসাগর—	,,	৯ ,,	
		১৩টী	
১৯। গৌরনগর—	কৈলাশহর	৮টী	
		৮টী	
২০। আভাঙ্গা—	কমলপুর	৭টী	
		৭টী	
		মোট—৯৫টী	

৩। রাজ্যের কোন ল্যাম্পস অথবা প্যাক্সকে এখন পর্য্যন্ত পাওয়ার টিলার সরবরাহ করা হয় নাই।

৪। ৫টি খোলার প্রস্তাব আছে।

৫। ২টি ভাড়া কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। তাহাদের নাম নিম্নরূপ :—

নির্বাচিত ভাড়া কেন্দ্রের নাম	যে মহকুমার অন্তর্গত
১। ঘোড়াকাপ্পা—	সাব্রুম মহকুমা
২। বোরাখা—	সদর মহকুমার জিরানিয়া ব্লকের অন্তর্গত।

বাকী তিনটি কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

৬। হ্যাঁ।

৭। নিম্নলিখিত ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলিকে পাওয়ার টিলার দিবার প্রস্তাব আছে।

১। বীরচন্দ্রনগর এবং পাতিছরি গাঁওসভা ল্যাম্পস লিমিটেড।

২। তৈদু ল্যাম্পস লিমিটেড।

৩। অম্পিনগর ল্যাম্পস লিমিটেড।

৪। মধ্যপিলাক ল্যাম্প লিমিটেড।

৫। দেবদারু ল্যাম্প লিমিটেড।

৬। সুকান্ত ল্যাম্পস লিমিটেড।

৭। গরজি ল্যাম্পস লিমিটেড।

৮। কৃষক মঙ্গল ল্যাম্পস লিমিটেড।

৯। পাটনিপাড়া আঞ্চলিক ল্যাম্পস লিমিটেড।

১০। কুবরা খামার আঞ্চলিক ল্যাম্পস লিমিটেড।

১১। চম্পকনগর আঞ্চলিক ল্যাম্পস লিমিটেড।

১২। তুইবাজার ল্যাম্পস লিমিটেড।

১৩। প্রমোদনগর ল্যাম্পস লিমিটেড।

১৪। গাবর্দী ল্যাম্পস লিমিটেড।

১৫। বড় কাঠাল ল্যাম্পস লিমিটেড।

১৬। উপজাতি কল্যাণ ল্যাম্পস লিমিটেড।

১৭। নরসিংগড় সিঙ্গারবিল জনকল্যাণ ল্যাম্পস লিমিটেড।

১৮। প্রগতি প্যাকস লিমিটেড।

১৯। হরিহরদোলা প্যাকস লিমিটেড।

২০। কমলাদেবী প্যাকস লিমিটেড।

২১। জুমেরডেপা প্যাকস লিমিটেড।

২২। মোহনভোগ প্যাকস লিমিটেড।

২৩। সিঙ্গিছেড়া প্যাকস লিমিটেড।

২৪। ধনপুর প্যাকস লিমিটেড।

২৫। গয়াপ্রসাদপুর প্যাকস লিমিটেড।

২৬। চন্দ্রনগর গাঁওসভা প্যাকস লিমিটেড।

২৭। সুকান্ত প্যাকস লিমিটেড।

২৮। উরমাই প্যাকস লিমিটেড।

২৯। কিষাণ প্রগতি প্যাকস লিমিটেড।

৩০। বিজয়নগর কালাছেড়া প্যাকস লিমিটেড।

৩১। কমলপুর প্যাকস লিমিটেড।

৩২। কাঞ্চনবাড়ী প্যাকস লিমিটেড।

৩৩। সোনাইমুরি প্যাকস লিমিটেড।

৩৪। সোনাইছেড়া প্যাকস লিমিটেড।

৩৫। শ্রীলক্ষ্মী প্যাকস লিমিটেড।

৩৬। পানিসাগর প্যাকস লিমিটেড।

৩৭। ঋষ্যমুখ প্যাকস লিমিটেড।

৩৮। উপেন্দ্রনগর প্যাকস লিমিটেড।

৩৯। বড়পাথারি প্যাকস লিমিটেড।

৪০। সমাজ কল্যাণ প্যাকস লিমিটেড।

Admitted Unstarred Question No. 21

Name of members : Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-Charge of P. W. Department (Electrical) be pleased to state :

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা সরকারের আছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। ক) চলতি আর্থিক বৎসরে মোট ২০০টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা আছে ? বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	গ্রামের সংখ্যা
১।	সদর (আগরতলা)	৪৮ টি
২।	খোয়াই	৩৩ টি
৩।	সোনামুড়া	৯ টি
৪।	ধর্মনগর	১৭ টি
৫।	কমলপুর	১৯ টি
৬।	কৈলাশহর	১৭ টি
৭।	বিলোনীয়া	১৭ টি
৮।	অমরপুর	২৩ টি
৯।	উদয়পুর	১৭ টি
		সর্বমোট ২০০ টি

খ) ২০০ টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Unstarred Question No :— 29
Name of member : Sri Jowhar Saha & Srimati Ratna Prava Des
Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D.
be pleased to state :—

১। ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসের বন্যায় অমরপুর মহকুমায় কোন কোন গাঁয়সভায় কত পরিমাণ জমিতে বালু উঠেছে।

২। উক্ত মহকুমায় এ পর্যন্ত কত পরিমাণ জমি থেকে বালু সরানোর কাজ শেষ হয়েছে ; (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)

৩। কবে নাগাদ বাকী জমি থেকে বালু সরানোর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৪। ১৯৮৪ সালের মে-জুন মাসের বন্যায় উক্ত মহকুমায় কত পরিমাণ জমিতে বালু উঠেছে ;

৫। কবে নাগাদ ঐ সকল জমি থেকে বালু সরানোর কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা যায় ?

৬। এবং কোন কোন স্কীমে উক্ত কাজ করা হবে ?

Answer : Minister of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসের বন্যায় অমরপুর মহকুমায় যে সকল গাঁওসভায় যে পরিমাণ জমিতে বালু উঠেছিল তাহা এইরূপ :—

গাঁওসভার নাম	বালু উঠার পরিমাণ (হেক্টর হিসাব)
১। রাংকাং	১০.০০
২। চেলাগাং	৮.০০
৩। রামপুর	১৫.০০
৪। করবুক	১২.০০
৫। ডলুমা	১.২০
৬। ইছাছড়ি	৪.০০
৭। রামভদ্র	৩.০০
৮। পাতিছড়ি	৪.০০

	গাঁওসভার নাম	বালু উঠার পরিমাণ (হেক্টর হিসাবে)
৯।	কুরমা	১৬·০০
১০।	বীরগঞ্জ	৬·০০
১১।	দেববাড়ী	৪·০০
১২।	চাচুয়া	২·০০
১৩।	ডালাক	১১·৮০
১৪।	পূর্বডলুমা	৪·০০
১৫।	বুড়বুড়িয়া	৪·০০
১৬।	বৈশ্য মণিপাড়া	৪·০০
১৭।	ছনগাং	১২·০০
১৮।	সোনাছড়া	৮·০০
১৯।	মালবাসা	১·০০
২০।	ছেলাগাং। দক্ষিণ ছেলাগাং এবং একছড়ি।	২·০০
২১।	পশ্চিম সরবং এবং বীরগঞ্জ	৫·০০
২২।	পূর্বসরবং	৬·০০
২৩।	গঙ্গিয়া	৬·০০
২৪।	অম্পি	১·০০
২৫।	একজনছড়া	২·০০
২৬।	পশ্চিম মালবাসা	১·০০
		১৫০·০০ হেক্টর

২। উক্ত মহকুমায় এ পর্যন্ত ৮১·২৫ হেক্টর পরিমাণ বালু সরানোর কাজ শেষ হয়েছে। তার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাবে নিম্নরূপ :—

গাঁওসভার নাম	যে পরিমাণ জমি হইতে বালু সরানোর কাজ শেষ হয়েছে হেক্টর (হিসাবে)
১। রাংকাং	৮·৫০
২। চেলাগাং	৪·২৫
৩। রামপুর	৭·৫০
৪। করবুক	৬·২৫
৫। ডুলুমা	০·৬০
৬। ইছাছড়ি	২·০০
৭। রামভদ্র	১·৫০
৮। পত্তিছড়ি	২·০০
৯। কুরমা	৮·০০
১০। বীরগঞ্জ	৩·৫৫
১১। দেববাড়ী	২·০০
১২। চাচুয়া	১·০০
১৩। ডালাক	৪·৫০
১৪। পূর্বডুলমা	২·০০
১৫। বুড়বুড়িয়া	২·০০
১৬। বৈশ্য মনিপাড়া	২·০০
১৭। ছনগাং	৬·০০
১৮। কোনাছড়া	৪·২৫
১৯। মালবাসা	০·৩৫
২০। চেলাগাং/দক্ষিণ চেলাগাং এবং একছড়ি	১·২৫
২১। পশ্চিম সরবং	৩·৭৫
২২। পূর্বসরবং	৪·০০
২৩। অম্পি	০·৫০

গাঁওসভার নাম	যে পরিমাণ জমি হইতে বালু সরানোর কাজ শেষ হয়েছে হেক্টর (হিসাবে)
২৪। গজিয়া	২.০০
২৫। একজন ছড়া	১.০০
২৬। পশ্চিম মালবাসা	০.৭০
মোট—	৮১.৫০ হেক্টর

৩। অর্থের সংকুলানের অভাবে আরও কাজ করা সম্ভব হইতেছে না।

৪। ১৯৮৪ সালের মে জুন মাসের বন্যায় অমরপুর মহকুমায় মোট ১২৫ হেক্টর পরিমাণ জমিতে বালু উঠেছে।

৫। সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়।

৬। সুবিধা অনুযায়ী এস, আর, ই, পি, Subsidy ইত্যাদি স্কীমের মাধ্যমে করা যাইতে পারে।

Admitted Un-starred Question No. 31

Name of M. L. A. :— Shri Jowhar Saha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন : ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত অমরপুর উদয়পুর (ফুলকুমারী), যতনবাড়ী-শীলাছড়ি, অমরপুর-যতনবাড়ী, অমরপুর-চেলাগাং-জলাইয়া (এসিজি) রাস্তাগুলির সংস্কার ও নির্মাণের জন্য কত টাকা করে খরচ করা হয়েছে ?
(বছর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

১) উত্তর : উত্তর সংযোজনী "ক"তে দেওয়া হইল।

২) প্রশ্ন : এ, বি, রোড সেক্টার-১, এ, বি, রোড সেক্টার-২ রাস্তাগুলি নির্মাণের ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে, এবং

২) উত্তর : এখন পর্য্যন্ত এ, বি, রোড সেক্টর-১ এবং ২ রাস্তাগুলি নির্মাণের কাজে মোট খরচ হইয়াছে ৭২, ৫৯, ৬৫৭ টাকা। সেক্টার-১ এর জন্য

খরচ হইয়াছে ২২, ২৩, ১৬১ টাকা এবং সেক্টর-২ এর জন্য খরচ হইয়াছে ৫০, ৩৬, ৪৯৬ টাকা।

৩। প্রশ্ন : রাস্তাগুলির নির্মাণের কাজ বর্তমানে কোন পর্য্যায়ে আছে।

৩। উত্তর : ক) এ. বি. রাস্তা (সেকটর-১) বগাফা হইতে কাওয়ামারা (০-৩৬ কে. এম পি.) এবং

খ) এ. বি. রাস্তা (সেকটর-২) থালছড়া হইতে ডঙ্কাবাড়ী (০ হইতে ৫৪) যার মধ্যে ০ (থালছড়া) হইতে ৩৬.২৫ কে. এম. পি পর্য্যন্ত পূর্ত দপ্তরের অধীনে এবং ৩৫.২৫, কে. এম. পি হইতে ৫২ কে এম. পি. পর্য্যন্ত রাস্তা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বি. আর. ডি. বি. এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে।

সেকটর- ১ (০ হইতে ৩৬ কে. এম. পি) বগাফা হইতে কাওয়ামারা (অমরপুর)

সমস্ত রাস্তায় ইট বিছানোর কাজ শেষ হইয়াছে। বিগত বন্যায় এই রাস্তার ২৩টা এস পি. টি. ব্রীজ এবং কালভার্ট নষ্ট হইয়াছে এবং রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস নামার ফলে রাস্তার অনেক জায়গা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ধ্বস পরিষ্কার করার কাজ হাতে নেওয়া হইতেছে। ব্রীজগুলির পুনর্নির্মাণের কাজ ১৯৮৪-৮৫ সালের সিডিউল অফ. ওয়ার্কস এ লিপিবদ্ধ করা আছে এবং সেজন্য মাত্র ১৬০০০ টাকা ধরা আছে। পর্য্যাপ্ত অর্থের অনুদান পাইলে সবগুলি পুল পুনর্নির্মাণ করা যাইতে পারে। সেকটর-২ (এ.এন রাস্তার উপর থালছড়া হইতে ৩৬.২৫ কে এম. পি)

মাটির কাজ শেষ হইয়াছে এবং ১৩.৫০ কে. এম. পি. পর্য্যন্ত ইট বিছানোর কাজ শেষ হইয়াছে। কিছু আর. সি. সি কালভার্ট এর কাজ শেষ হইয়াছে এবং আরও কিছু কালভার্টের কাজ আরম্ভ করা হইবে। গত বন্যায় রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস নামার ফলে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাস্তা পরিষ্কার এবং গর্তগুলি সারাইএর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। রাঙ্গাছড়া এস. পি. টি ব্রীজের কাজ একজন ঠিকাদারকে দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সে কাজটি করতে অসমর্থ হওয়ায় পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে এবং দরপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে।

সংযোজনী পত্র

রাস্তার নাম	বৎসর ভিত্তিক মোট হিসাব							
	১-১-৭৮ হইতে ৩১-৩-৭৮	৭৮—৭৯	৭৯—৮০	৮০—৮১	৮১—৮২	৮২—৮৩	৮৩—৮৪	মোট
১) উদয়পুর-অমরপুর রাস্তা (২৫·৬ কি. মি.)	—	১৪,৭৪,৭১৬টাঃ	২১,৬২,৬৫০টাঃ	১৩,১৬,৬৮০টাঃ	২৬,৬১,২৯৬ টাঃ	২৩,১১,৬০৮টাঃ	১৭,১০,৩৩০টাঃ	১,১৭,১৭,৩১০টাঃ
২) যতনবাড়ী-আইলমারা রাস্তা (২৪ কি. মি.)	৭৩,১৪১ টাঃ	২,৭৫,৫০২ টাঃ	১,১৪,২০৭ টাঃ	৯৯,৪০৯ টাঃ	১,৭৭,৬৬৮ টাঃ	১,৭৮,৮২৭ টাঃ	৩,০৫,২২৫ টাঃ	১২,১৯,৯৭৯ টাঃ
৩) আইলমারা-শিলাছড়ি (৪·৫ কি. মি.)	—	১১,০০০ টাঃ	৫২,০০০ টাঃ	৩২,০০০ টাঃ	৩৫,০০০টাঃ	৫৮,০০০ টাঃ	২৫,০০০ টাঃ	২,১৩,০০০ টাঃ
৪) অমরপুর-যতনবাড়ী রাস্তা (২২ কি. মি.)	—	২,৪০,৪১৫ টাঃ	১.৬৫,৯০০ টাঃ	৯৫,০২৬ টাঃ	৩,১৬,১০১ টাঃ	৪,০৯.১২০ টাঃ	২,২১.৭২০ টাঃ	১৪,২৮,৩৫২ টাঃ
৫) অমরপুর-চেলাগাং-জলেয়া রাস্তা (৩৪ কি.মি.)	—	১,৪৮,৬৬৪ টাঃ	১,৫৯,৮৮২ টাঃ	৪.০৬,৬৮০ টাঃ	৫,০৮,৬৬৮ টাঃ	৮,৯০,৮৩৫ টাঃ	৩,৪৪,৯৭০ টাঃ	২৪,৯৯,৭০২ টাঃ

Admitted Un-starred Question No. 36

Name of M. L. A. :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. D. be pleased to state.

১। প্রশ্ন : ১৯৭৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাস অবধি ত্রিপুরা সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন অফিসারের কত টাকা সরকারী কোয়ার্টার ভাড়া বাবদ বাকী পড়ে আছে তাদের নাম ও টাকার পরিমাণ (পৃথক পৃথক হিসাব), এবং

১। উত্তর : ১৯৭৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাস অবধি ত্রিপুরা সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে যে অফিসারের সরকারী কোয়ার্টারের ভাড়ার টাকা পূর্তবিভাগের খাতায় বাকী পড়ে আছে তাদের নাম ও টাকার পরিমাণ সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হইল।

২। প্রশ্ন : এই সমস্ত বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

২। উত্তর : এই সমস্ত বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য ট্রেজারী অফিসার এবং ১ম ও ২য় শ্রেণীর অফিসাদের নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছে। যে সকল অফিসার সরকারী কোয়াটারের ভাড়া বাবদ টাকা জমা দিয়াছেন কিন্তু পূর্ত-বিভাগের খাতায় লিপিবদ্ধ হয় নাই সেই জমা দেওয়া টাকার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ট্রেজারী অফিসারদের চিঠি দেওয়া হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers) সংযোজনী পত্র

List of Persons pertaining to Class I & II Officers & quantum of outstanding amounts of rent, licence fees, charges withing Agartala town area etc. including Kunjaban township... ... ...

Name of Class-I & Class-II Gazetted Officer	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	Total outstanding	Remarks
1. Shri Om Prakash, A.D.M.	Rs. 954·00	Rs. 159·00	—	—	—	—	Rs. 1113·00	Qrt. vacant
2. Shri Mrinmoy Das, Professor, Engineering College.	Rs. 556·50	Rs. 79·50	—	—	—	Rs. 477·00	Rs. 1113·00	
3. Shri R. P. Yadav Lecturer Women's College	Rs. 954·00	Rs. 954·00	Rs. 954·00	Rs. 954·00	Rs. 954·00	Rs. 954·00	Rs. 5724·00	
4. Shri S.R. Sinha, Under Secy, Law Deptt.	Rs. 238·50	Rs. 636·00	—	—	—	—	Rs. 874·50	Qrt. vacant
5. Mr. Ayub Khan, D.F.O	Rs. —	Rs. 1309·80	Rs. 1878·50	Rs. 503·35	—	—	Rs. 3691·15	Qrt. vacant
6. R. N. Mukherjee, Programme Executive (A.T.R.)	Rs. —	—	—	—	Rs. 556·50	Rs. 238·50	Rs. 795·00	
7. Shri R.B. Bhushan, General Manager, T.R.T.C.	Rs. —	Rs. 1878·00	Rs. 556·50	—	—	—	Rs. 2434·50	Qrt. vacant
8. Shri S. C. Bhowmik, Executive Engineer.	Rs. —	—	Rs. 477·00	Rs. 954·00	Rs. 954·00	Rs. 954·00	Rs. 3339·00	
9. Shri Timir Haran Bhattacharjee, Statistical Officer.	Rs. —	—	—	—	Rs. 82·00	Rs. 684·00	Rs. 1066·00	
10. Shri Gopal Ch. Das, E. E.	Rs. —	—	Rs. 555·00	Rs. 1110·00	Rs. 760·80	—	Rs. 2425·80	Qrt. vacant
							22575·95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
							BF. 22,575·95	
11. Shri Nepal Ch. Nag, Diary Manager.	—	—	—	—	—	715·50	715·50	
12. Shri Supriya Kr. Some, Town & Countary Planner	—	—	—	—	—	795·00	795·00	
13. Dr. Narayan Ratha, Medical Officer	—	70·05	1022·60	1071·20	1071·20	649·60	2823·65	
14. Shri Nishit Bidyut Biswas T.A. to S.E.	—	—	333·00	272·50	—	—	605·50	
15. Smti. Rekha Banerjee, Astt. Project Director (W)	—	—	678·00	747·00	954·00	397·50	2776·50	
16. Shri R.P. Mukhopadhyay Sr. Research Officer.	—		656·75	840·90	954·00	954·00	3405·65	
17. Shri Tapan Chakraborty, Drug Inspector	—	—	—	867·85	998·25	406·30	2272·40	
18. Shri Chitta Rn. Das, T. A. to S. E.	—	—	—	—	874·50	954·00	1824·50	
19. Shri A. K Singh, D.F.O. Forest Deptt.	—	—	—	—	—	1580·15	1580·15	
20. Md. Sahajahan, Astt. Professor	—	—	—	—	—	315·20	315·20	
							39689·80	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs. BF. 39689·80	
21. Sri R. N. Gupta, Secy. to Govt. of Tripura.	285/-	285/-	24/-	—	—	—	594/-	
22. Shri T. S. Murthy, Chief Secretary, Tripura.	—	—	111·45	—	—	—	111·45/-	
23. Shri K. D. Menon, Principal Secy. Tripura.	—	—	—	3833/-	3375/-	—	7208/-	
24. Shri K. B Gurung Secretary.	3621/-	—	—	—	—	—	3621/-	
25. Shri R. Sankaran Yan. D. M. & Collector West.	1760/-	2600/-	2712/-	—	—	—	7072/-	
26. Shri Abhijit Mitra D. I.G. of Police.	2640/-	—	—	—	—	—	2640/-	
27. Shri Ramen Das, D.I.G. of Police.	—	—	—	—	—	3151/-	3151/-	
28. Shri J. K. Bhattacharjee, Judicial Secy.	78/-	33/-	—	—	—	—	111/-	
29. Shri Haridas Das, Judicial Secretary.	121·80	121·80	121·80	121·80	121·80	121·80	730·80	
30. Shri H. S. Roy Choudhury/G. Das. D. I. G. B. H.	2958/-	2958/-	2958/-	2958/-	2958/-	2958/-	17,748/-	
							82677·05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
							BF. 82677·05	
31. Shri K. P. Dutta, Ex. Spl. Secy. to C. M.	2081/-	—	—	—	—	—	2081/-	
32. Lt. Col. C. K Deb Barma, Secy. Rajya Sainik Board.	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	8928/-	
33. Shri M. C. Mehapatra Director of Training.	1100/-	—	—	—	—	—	1100/-	
34. Shri M. K. Das, S. E. P. W. D.	1599/-	1599/-	1599/-	496/-	—	—	5293/-	
35. S. M. Das, S. E. P. W. D	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	8928/-	(Penal rate extra)
36. Shri Naresh Chandra, Chief Executive/A. D. C.	—	—	—	1652/-	2832/-	2834/-	7316/-	
37. Shri N. K. Dutta E. E. P. W. D.	1344/-	—	—	—	—	—	1344/-	
38. Shri D. R. Chakraborty, Dy. Director, Agriculture.	1320/-	1500/-	—	—	—	—	2820/-	
39. Shri P. P. Mathur, Director, Welfare	1650/-	—	—	—	—	—	1650/-	
40. Shri P. N. Roy, Dy. Conservator of Forests,	—	—	1936/-	—	—	—	1936/-	
							1,23,073·05	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
41. Shri J. K. Bhatta-Charjee, Judicial Officer	—	488/-	1620/-	1620/-	1620/-	1620/-	7968/-	
42. Shri N. C. Das-Majumder/E. E. PWD.	476/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	8378/-	
43. Shri V. Tulsidar, Secy. to the Govt. of Tripura.	—	—	—	—	—	3110/-	3110/-	
44. Shri R. N. Chakraborty Secy. to the Govt. of Trip.	—	—	—	—	2627/-	3414/-	6041/-	
45. Shri M. Damodaran Secy. to the Govt. of Trip.	—	—	—	—	—	1830/-	1830/-	
46. Smti Saila Sharma, Astt. Professor	1080/-	1190/-	1190/-	1190/-	1190/-	1190/-	7030/-	
47. Smti Gouri Dhar, Dy. Director, Education	1404/-	1404/-	1404/-	—	—	—	4212/-	
48. Shri R. C. Chakra-borty E. E. PWD.	1265/-	1488/-	1488/-	1488/-	—	—	5729/-	
49. Shri P. K. Roy, Public Analyst.	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	8928/-	
50. Shri R. Dighal, Deputy Authority.	1320/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	2000/-	9272/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
51. Shri R. N. Ganguli Director, Agriculture	444/-	444/-	444/-	500/-	700/-	2800/-	5412/-	
52. Shri J. L. Roy Secy. to the Govt. of Trip.	1600/-	—	—	—	—	—	1600/-	
53. Shri Amar Sinha, Addl. Chief Secy, Trip.	1600/-	—	—	—	—	—	1600/-	
54. Shri A. Deb Roy, D.S.P.	1332/-	—	—	—	—	—	1332/-	
55. Shri D. Datta Roy, Dy. Conservator of Forests.	—	—	—	2100/-	2400/-	2400/-	6900/-	
56 Shri B.K. Mitra, S.P. Radio	—	—	—	—	—	1096/-	1096/-	
57. Shri B. S. Nag, Jt. Director of Agri.	—	—	—	—	1488/-	1488/-	2976/-	
58 Shri Sukdeb Roy Addl Dist & Session Judge.	—	—	—	—	903/-	2168/-	3071/-	
59. Shir D. K. Choudhury E. E. PWD.	1250/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	1488/-	8690/-	
60 Shir Julius Sen, Dy. Secretary to the Govt. of Tripura.	—	—	—	—	—	1336/-	1336/-	
61. Shri A. Majumder S.D.O. P.W.D.	332/-	1992/-	—	996/-	747/-	—	4067/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
62. Shri Ranjit Mukherjee Asstt. Professor	—	332/-	996/-	275/-	996/-	996/-	3595/-	
63. Shri S. D. N Jha Asstt. Professor	—	—	423/-	1014/-	1014/-	1014/-	3465/-	
64. Shri M. R. Choudhury Officer Co. Op.	—	—	—	664/-	996/-	996/-	1756/-	
65. Shri N. Raisemdran Commandent Police Deptt	—	—	—	—	182/-	996/-	1178/-	
NAMES OF GAZETTED OFFICFR								
66. Smti L. M. Mukherjee A/P	405	1490·00	1490·00	1490·00	1490·00	1490·00	7,450·00	
67. S. M. Paul Kar, Lect.	—	—	—	450/-	934·00	934·00	2,318·00	
68. Shri Mahendra Singha Administ. Officer	1428·00	1026·00	1026·00	—	—	—	3,480·00	vacated
69. Shri R. C. Dutta, Major	1287·00	342·00	1026·00	171·00	—	—	2,826·00	
70. S. Tewari A/P	540·00	540·00	1145·00	—	—	—	2,225·00	vacant

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
71. Shri Biswapati Roy H. O. D. Sanskrit	88·00	528·00	528·00	528·00	776·00	220·00	2,068·00	
72. B. C. Das, Lect.	528·00	528·00	176·00	—	—	—	1,232·00	
73. Shri Dhiraj Mahan Choudhury, Lect.	90·00	528·00	528·00	528·00	528·00	528·00	2,730·00	
74. Shri Sukesh Kr. Bhattacharjee	44·00	528·00	528·00	528·00	528·00	528·00	2,684·00	
75. Shri Prabash Ch. Dhar Lect.	48·00	552·00	552·00	—	—	—	1,152·00	
76. Shri A. S. Mallick Lect.	—	—	—	—	225·00	540·00	765·00	
77. Shri Krishmakishore A/P Chakraborty	528·00	528·00	528·00	—	—	—	1,584·00	
78. Shri Soraj Choudhury Lect.	88·00	528·00	528·00	528·00	—	—	1,672·00	
79. Mihir Kanti Deb, Lect.	—	—	—	—	220/-	660·00	880·00	
80. Sudhir Rn. Bhattacharjee, Lect.	—	—	—	—	220/-	660·00	880·00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
81. Shri Shika Surajuddin Ahemed/Lect.	49·00	528 00	528·00	528·00	—	528·00	2,112·00	
82. Shri Subodh Ch. Sarkar Lect.	—	—	—	—	220/-	605·00	825·00	
83. Shri Subodh Bhattacharjee A/P	50·00	654·00	648·00	—	58·00	—	1,410·00	
84. Shri Bijan Krishna Choudhury Lect.	—	—	696·00	696·00	696·00	696·00	2,784·00	
85. Shri Sukhamoy Ghosh H. U. D. Philosopy	—	—	—	—	232·00	696·00	928·00	
86. Shri Bhupendra Ch. Roy Lect.	—	—	—	—	180·00	540·00	720·00	
87. Shri Shyamalendu Sen-Gupta A/P	—	—	540 00	552·00	552·00	552·00	2,196·00	
88. Shri Bimal Rn. Bandhu Lect.	708·00	708·00	708·00	708·00	59·00	708·00	2,832·00	
89. Ganesh Ch. Roy, A/P, Lect.	660·00	660 00	660·00	660·00	110·00	660·00	3,414·00	
90. Shri Shyamal Das Gupta A/P	—	—	—	—	184·00	552·00	736·00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
91. Shri Prabash Rn. Bhattacharjee A/P	—	135·00	540·00	540·00	180 00	540·00	1,935·00	
92. Shri M. P. Jaiswal Lect.	—	—	—	1224·00	118·00	708·00	2050·00	
93. Shri Santi Kr. Ganguly Lect.	—	—	—	—	306·00	1224·00	1530·00	
94. Shri Arun Kr. Ghosh Lect.	1104·00	1104·00	1104·00	1224·00	1224·00	—	5760·00	
95. Shri B. C. Singha, Lect.	525·00	1092·00	—	—	—	—	1617·00	
96. Shri Satya Kr. Roy Choudhury/Lect.	—	—	—	—	285·00	1140·00	1425·00	
97. Shri Nanda Das Gupta, Lect.	—	—	—	—	1140·00	285·00	1425·00	
98. Shri G. C. Mandal	27·00	—	—	—	—	—	—	
99. Shri Nalini Rn. Roy Choudhury/Lect.	1133·00	1236·00	1236·00	1236·00	1236·00	—	6077·00	
100. Shri Tushar Kanti Paul	283·00	999·00	1008·00	—	—	—	2290·00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
101. Gitesh Rn. Acharjee	748·00	748·00	1140·00	—	—	—	2636·00	
102. Shri N. K. Jha Sastri Lect.	—	—	—	—	225·00	900·00	1125·00	
103. Shri Arabinda Hora Lect.	198·00	1188·00	1188·00	1188·00	—	—	4950·00	
104. Shri Chiranjib Cabiroy	1560·00	1680·00	1680·00	—	—	—	4920·00	
105. Shri Amitava Deb Roy	412·00	1236·00	1236·00	1236·00	230·00	—	4,350·00	
106. Shri S. Kumar	1315·00	1500·00	1560·00	—	—	—	4,375·00	
107. Shri Sasanka Kr. Sarkar Head of Deptt. B. B. Engg. Col.	—	—	—	—	210·00	1260·00	1,470·00	
108. Shri Ratindra Chakraborty, Lect.	—	—	—	—	270·00	1620·00	1,890·00	
109. Shri Tark Ch. Saha Lect.	—	—	—	—	250·00	1655·00	1,905·00	
110. Shri Prakash Chitta Nandi/Lect.	—	—	—	—	260·00	1560·00	1,820·00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
111. Narendra Ch. Dutta/Lect.	—	—	—	—	191·00	1140·00	1,331·00	
112. Shri Amalendu Kr. Dey/Lect.	—	—	—	—	203·00	1421·00	1.624·00	
113. Shri Ashitabha Aich/ Lect.	—	—	—	—	220 00	700·00	920·00	
114. Shri Jyotirmoy Dutta Asstt. Prof.	—	—	—	—	270·00	1786·00	2,056·00	
115. Shri Jaladha Mallick Lect..	—	—	—	—	206·00	1424·00	1,630·00	
116. Shri Nand Rn. Dutta Lect.	—	—	—	—	250·00	1530·00	1,780·00	
117. Shri Beni Madhab Podder	—	1186·00	1186·00	1186·00	1186·00	1740 00	6,484·00	
118. Shri Kanti Bhusan Bhowmick	—	827 00	827·00	827·00	827·00	1680·00	4,988·00	
119. Shri Bamapada Mukherjee	967·00	967·00	967·00	967·00	967·00	1680·00	4,835·00	
120. Shri S. R. Bhatta-charjee/A. Prof.	1015·00	1015·00	1015·00	1015·00	1015·00	1015·00	6125·00	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
121. Shri Nalini Kanta Chakraborty/Lect.	822/-	822/-	822/-	822/-	822/-	822/-	4,932/-	
122. Shri C. Roy Choudhury	990/-	990/-	990/-	990/-	990/-	990/-	5,940/-	
123. Shri Ashim Rn. Das	—	1400/-	1440/-	1440/-	1440/-	1440/-	7,200/-	
124. Shri Satya Brata Bhattacharjee	518/-	1380/-	1380/-	1560/-	1560/-	1560/-	7,958/-	
125. Shri Kartick Ch. Lahiri	518/-	1400/-	1400/-	1440/-	1440/-	1440/-	7,518/-	
126. Shri Amal Kr. Mitra Lect.	1560/-	1860/-	1860/-	1860/-	1860/-	4416/-	13,416/-	
127. Shri Man Kumar Chakraborty	1400/-	1400/-	1400/-	1400/-	1400/-	2136/-	7,000/-	
128. P. V. Nair, Chief Eng. Officer.	1564/-	1754/-	1800/-	1800/-	—	—	6,918/-	
129. Shri Ashok Chattarjee Principal, Wom. College	1155/-	1260/-	1260/-	1260/-	1662/-	2064/-	8,661/-	
130. Shri M. B. Roy	556/-	602/-	1140/-	1140/-	1140/-	1140/-	5,718/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
131. Dr. L. Mazumder, M. O. , G. B.	1991/-	1991/-	1991/-	1991/-	1991/-	1991/-	11,946/-	
132. Dr. S. R. Gosh, M. O.	Nil	Nil	Nil	Nil	1443/-	2,376/-	3,819/-	
133. Dr. K. Podder, Cancer Hospital,	Nil	Nil	Nil	Nil	1511/-	2014/-	3,525/-	
134. Dr. S. N. Waddar, Head of the Deptt. (Radiolgist)	—	—	—	—	399/-	1305/-	1.704/-	
135. Dr- R. B. Chakraborty. M. O. Gr-IV.	Nil	Nil	Nil	486/-	1560/-	1560/-	3,120/-	
136. Dr. B.C. Das, M.O. G.B.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1282/-	1,282/-	
137. Dr. A. K. Mahapatra,	Nil	Nil	Nil	Nil	1680/-	—	1,680/-	
138. Dr. B. Bhowmik, Gr-V of T. H. S.	Nil	Nil	Nil	Nil	1003/-	1014/-	2,047/-	
139. Dr. M. S. Mazumder, M. O. , V. M. & G. B	1088/-	1088/-	1088/-	1088/-	Nil	Nil	4,352/-	
140. R. K. Bhattacharjee, F. O., PWD,	155·50	1260/-	1272/-	1272/-	948/-	158/-	6065·50	
141. Shri D. L. Dutta, A .E. PWD.	597·60	394·30	1200/-	1200/-	1200/-	1500/-	6091·90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
142. Dr. A. K. Baidya, M.O.	506/-	138/-	552/-	552/-	322/-	—	2070/-	
143. Dr. A. M. Majumder, M. O.	—	—	—	—	102/-	1224/-	1326/-	
144. Smtl. S. Roy, H/M.	1260/-	1260/-	1260/-	1260/-	1260/-	1260/-	7560/-	
145. Shri S. Dar, Dy. Director, Education.	924/-	924/-	924/-	924/-	924/-	924/-	5544/-	
146. Sri G. P. Gon. Choudhury, Employment Exchange Officer.	420/-	420/-	420/-	420/-	420/-	420/-	2520/-	
147. Sri N. K. Sinha, C. E., PWD.	—	—	—	—	874·80	1312·20	2187/-	
148. Shri B. K. Nandy, E. E. PWD.	710·25	—	—	—	—	—	710·25	
149. Sri A. K. Ghose, C. C. F	2400/-	2400/-	318/-	2400/-	2400/-	2400/-	12,318/-	
150. Sri M. Sarkar, M. D. Forest,	1260/-	1155/-	1260/-	1260/-	1260/-	1260/-	7455/-	
151. Sri S. Chatterjee, E.E. PWD.	964·80	964.80	964·80	964·80	964·80	964·80	5788·80	
152. Sri D. Deb, A. D. M., West.	396/-	2079/-	2376/-	2376/-	2376/-	2376/-	11,979/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
153. Shri I. P. Gupta, G. M., T. R. T. C.	274·65	1188/-	297/-	1188/-	1188/-	1089/-	5224·65	
154. Shri T. Chakraborty, Asstt. Professor.	516/-	516/-	516/-	43/-	516/-	516/-	2623/-	
155. Shri R. K. Mandal, A. E., PWD,	1140/-	1140/-	1140/-	1140/-	1140/-	1140/-	6840/-	
156. Shri J. L. Saha, Sr. Statistical Officer.	1140/-	1140/-	1140/-	1140/-	1140/-	1140/-	6840/-	
157. Shri S. B. Chakraborty, T. O.	646·80	646·80	646·80	646·80	646·80	—	3334/-	
158. Shri S. Ghosh, D.F.O.	992·40	992·40	992·40	992·40	992·40	992·40	5954·40	
159. Shri S. M. Ali, Judicial Officer,	1248/-	1248/-	1248/-	1248/-	1248/-	1248/-	7488/-	
160 Shri S. B. Roy, Under Secretary, Tripura.	924/-	924/-	924/-	924/-	924/-	—	5520/-	
161. Shri N. G. Das, Judicial Officer,	—	343·45	912/-	912/-	1824/-	912/-	4903·45	
162. Shri B. K. Goswami, Register, D.J.S. Court	—	21·35	567·60	567·60	94·60	567·60	1808·75	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
163. Shri A. K. Nath, M O.	—	—	—	—	384·00	768·00	1152·00	
164. Smti B. Deb Barma, H/M	—	—	—	436·00	554·00	554·00	1544·00	
165. Shri B. K. Nandi, Engg. Officer,	154·95	619·80	206·60	103·30	51·65	619·80	1756·10	
166. Shri A. B Paul, Under Secretary, Law Deptt.	457·40	612·00	612·00	612·00	612·00	612·00	3517·40	
167. Dr. S. C. Basak, Gynocologist,	468·00	468·00	468·00	468·00	468·00	468·00	2808·00	
168. Shri S. C. Baul, Dy. Secretary,	1560/-	1680/-	1680/-	1680/-	1680/-	1680/-	9960/-	
169. Shri A. K. Majumder, Asstt. Director, Industries,	398·30	—	—	—	—	—	398·30	Vacated on 22-11-78
170. Shri S. K. Ghosh. Statistical Officer, D. E.	519/-	519/-	519/-	519/-	519/-	519/-	3114/-	
171. Dr. Mrinal Kanti Saha, V. M. H.	530·40	1010 40	1010·40	505·20	—	—	3055·40	Vacated on 30-9-81
172. Shri A. M. Bhatta-charjee, Ex-Private Secy to the C. S.	19·35	120·00	—	80 00	320·00	677·95	1217·30	Vacated.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
173. Shri Tripurendra Bhowmik, Principal Music College	711·00	711·00	711·00	50·25	50·25	1333·20	3584·70	
174. Shri N. K. Majumder, Addl. Supdt. of Police	—	—	—	—	144·68	636·00	780·70	
175. Late Parbati Sankar Upadhyay, Office Supdt.	636·00	636·00	636·00	636·00	636·00	132·50	3312·50	
176. Smti Dr. (Miss) Kumudini Om Deshmukh (Left Tripura)	1008·00	1008·00	1008·00	—	—	—	3024·00	Vacated
177. Shri Debabrata Nag, Dy. Con of Forest	1068·00	1068·00	1068·00	1068·00	1068·00	1068·00	6408·00	
178. Shri D. C. Debnath, C. E., I. & F. C. PWD.	1068·00	1068·00	178·00	1068·00	1068·00	1068·00	5518·00	
179. Shri Ramanuj Bhattacharjee, Dy. Supdt, of Police	1764·00	2016·00	84·00	—	—	—	5880·00	Vacated on 13-12-82
180. Shri T. K. Sanyal, Dy. Supdt. of Police.	—	—	—	—	—	530·00	530·00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
181. Shri R. P. Sengupta, Director of Indust.	1116/-	1116/-	837/-	—	—	651/-	3720/-	
182. Shri N. G. Roy, Accounts Officer,/ Officer Internal F/Deptt.	413·40	266·60	—	—	—	—	680/-	Vacated on 26-11-79
183. Dr. Mangal Manik Deb Barma/Gr. V of T.H.S., Agt.	—	290/-	406/-	590/-	696/-	696/-	2678/-	
184. Shri Bimal Bhowmik, Deptt. of Health	—	—	—	—	—	1008/-	1008/-	
185. Shri P. C. Bhattacharjee T. C. S., E.O., A.D.C., Agt.	—	—	—	650/-	772·75	487·75	1910/-	
186. Shri R. M. Paul, Divisional Manager, Tripura Forest Div. Corpn.	—	—	—	160/-	480/-	480/-	1120/-	
187. Dr. Salam Sushila Debi	—	—	—	—	—	1068/-	1068/-	
188. Dr. M. K. Roy Choudhury	—	—	—	—	—	924/-	924/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
Dharmanagar Class—I Officers,	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Class—II Officers.								
189. Dr. B. K. Paul Chou-dhury	3942/-	770/-	128/-	—	—	5416/-	10,256/-	
190. Dr. S. Chakraborty,	1,040/-	—	80/-	—	—	—	1,120/-	
191. Dr. Arun Kr. Nath, M. O.	856/-	—	—	—	—	—	856/-	
192. Dr. P. K. Chakraborty,	1,231·15	—	—	—	—	—	1231·15	
193. Dr. C. R. Dey, M. O.	537·40	800/-	350/-	—	—	—	1687·40	
194 Dr. Triluchan Parija, M. O.	648/-	721·80	—	670·05	—	—	2,039·85	
195. Dr. K. Debnath, M. O.	826/-	—	—	—	—	—	826/-	
196. Shri N. K. Paul, S. D. C.	964·60	—	—	—	—	—	964·60	
197. Shri S. M. Lodh, J.M.	246/-	77·50	—	—	—	—	323·50	
198. Shri G. K. Malakar, Asstt. Engineer,	—	99·95	—	—	—	—	99·95	
199. Shri D. K. Laskar, Asstt. Engineer,	—	778/-	—	—	—	—	778/-	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
200. Sri S. A. Khan, S.T.O.	—	271·25	—	—	271·25	—	542·50	
201. Sri B. K. Chakraborty,	—	616·55	—	616·55	—	—	1233·10	
202 Sri P.C. Bhatta, Circle Officer	—	313·05	313 05	—	—	313·05	939·15	
203 Sri A. C. Debnath, S D. C.	—	652·65	—	—	652·65	—	1305·30	
204. Sri P. G. Panja, Inspector of School,	—	262/-	—	—	—	—	262/-	
205. Sri S. R. Dey, H/M kdm Lady,	—	525/-	—	—	—	—	525/-	
206. Smti Swapna Datta, MO.	—	747·50	—	—	—	—	747·50	
207. Sri S. Debnath, M. O. PHS	—	2,654/-	—	—	—	147·50	2,801.50	
208. Sri S. L. Choudnury, M. O. PHS	—	1,776/-	—	—	—	—	1,776/-	
209. Sri P. G. Roy, B. T. College, PHS.	—	36·65	—	—	—	—	36·65	
210. Sri S. Shylo, Dy. Collector,	—	52/-	—	—	—	—	52/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
211. Shri P. G. Choudhury, M. O.	—	1,231·15	—	—	—	—	1,231·15	
212. Shri S. R. Das Gupta M.O.	—	2,610/-	540/-	—	—	—	3,150/-	
213. B B. Deb, Munsiff	—	350/-	—	—	—	—	350/-	
214. Shri N. R. Jamatia, Asstt. Tribel Officer	—	178·10	—	—	—	—	178·10	
215. Shri J. C. Roy, Asstt Engineer,	—	172/-	—	—	—	—	172/-	
216. Shri Banamali Sinha, Addl. S. D. O.	—	350·05	—	—	—	—	350·05	
217. Shri R. K. Das, Asstt. Engineer,	—	—	48/-	—	—	—	48/-	
218. Shri M. C. Roy, J. M., D. M.	—	—	401·80	—	—	—	401·80	
219. Shri D. G. Laha, S. D. O. Invest.	—	453·30	—	—	—	—	453·30	
220. Shri J. M Das, H/M	—	—	—	361·65	—	—	361·65	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
221. Dr. J. Kr. Deb, M.O.	—	—	—	426/-	—	—	426/-	
222. Dr. R. K. Das, M. O.	—	—	—	2,610·45	—	—	2,610·45	
223. Dr. M. C. Das, M. O.	—	—	—	1,671/-	3,172/-	3,567/-	8,410/-	
224. Sri B. K. Chakma' S T, O.	—	—	616·55	—	—	—	616·55	
225. Dr. R. K. Das, M O.	—	—	—	3,184·50	—	—	3,184·50	
226. Smti. Uma Deb, Lady, M.O.	—	—	—	961/-	1,966/-	1,765/-	4,692/-	
227. Shri D. K. Chakraborty D. C. (Food)	—	—	—	—	—	—	—	
228. Dr. D. S. Paul Majumder	—	—	—	—	4,772·70	—	4,772·70	
229. Dr. B. Deb Barma S.D.T.W.O.	—	—	—	—	390/-	312/-	702/-	
230. Shri D. K. Chakraborty D.C. (Food).	—	—	—	—	699·75	551·35	1,251·10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
231. Dr. B. K. Saha, S.D.M.O.	—	—	—	—	2,504/-	—	2,504/-	
232. Dr. N. K. Roy, M O. PHS	—	—	—	—	—	808/-	808/-	
233. Shri T. C. Roy, S.D.O. (Internal)	—	—	—	—	—	344/-	344/-	
234. Shri K. Bhowmik, J.M. 1st Class	—	—	—	—	—	837/-	837/-	
235. Shri S. Chakraborty, H/M	—	—	—	—	—	169/-	169/-	
236. Shri R. M. Sinha, S.D.P.O.	—	—	—	—	—	551/-	551/-	
237. Shri S. Sen, H/M KDM	—	—	—	—	—	373·30	373·30	
238. Shri N. C. Das, S.T.O.	—	—	—	—	—	615/-	615/-	
239. Shri A. K. Sharma S.D.O. (PWD)	—	—	—	—	—	1,344·10	1,344·10	
240. Shri B. K. Bhattacharjee, S.D.O. (Store)	—	—	—	—	—	662/-	662/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
241. S. B. I. Agent, Dharmanagar.								
Kailashahar 1st Class Officers.								
242. K. R. Chakraborty, S. P.	420/-	—	—	—	—	—	420/-	
243. Shri R. Rakit, S. P.	1,757·15	—	—	—	—	...	1,757·15	
244, Shri S N Omen, D.M.	1,398·35	589/-	1,673·20	—	—	—	3,660·55	
245. Shri Ramanuj Bhattacharjee, S. P.	—	—	27·40	—	—	—	27·40	
246. Shri Julious Sen, D.M.	—	—	—	—	2,694/-	1.679·20	4,373·20	
247 Shri Ajit Baidya, D.M.	—	—	—	—	1,558·60	—	1,558·60	
Kailashahar Class-11 Officers.								
248. Shri S. P. Roy, Asstt. Engineer.	544·25	—	—	—	—	—	544·25	
249. Shri S R Ghosh, S. D. C.	1,058·50	—	—	—	—	—	1,058·50	
250. Shri A. B. Paul, J. M.	23·40	23·30	—	—	—	—	46·70	
251, Shri A. Bhattacharjee, Munsiff.	88/-	66/-	—	—	—	—	154/-	
252. Shri Birhari Dey, P. E. O.	899·20	—	—	—	—	—	899·20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
253. Shri B. B. Majumder, T. C. S. Officer,	—	1,130/-	—	—	—	—	1,130/-	
254. Smti. Jogimaya Raim, Head Mistress,	—	216·05	—	—	—	—	216·05	
255. Shri S. P. Bhattacharjee H/M.	—	305/-	—	—	—	—	305/-	
256. Shri S. R. Deb, M. O.	—	692·00	692·00	—	—	—	1,384/-	
257. Shri D. C. Debnath, S. D. O.	—	673·50	—	—	—	—	673·50	
258. Dr. G. Saha, S.D.M.O.	—	3,025/-	—	—	—	—	3025/-	
259. Shri D. Roy, A. D. M.	—	672·45	—	—	—	—	672·45	
260. Dr. S. K. Das Gupta, M. O.	—	2160/-	—	—	—	—	2160/-	
261. Shri A. Mukerjee, Asstt. Director,	—	2,986·30	—	—	—	—	2,986·30	
262. Shri S. P. Das, Cricle Officer,	—	300/-	—	—	—	—	300/-	
263. Shri Chandra Kr. Roy, Health Asstt. Surjon.	—	155·20	—	—	—	—	155·20	
264. Shri O. M. Prakash, A. D. M.	—	122·40	122·40	—	—	—	244·80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
265. Shri S. R. Nandi, A. D. M.	—	165/-	—	—	—	—	165/-	
266. Shri S. K. Bose Roy, S. D. O. (M. I. F. C.)	—	—	265/-	—	—	—	265/-	
267. Shri B. K. Bhattacharjee, C. J. M.	—	—	1,043·50	—	—	—	1,043·50	
268. Shri B. K. Roy, I.A C.	—	—	570·55	—	—	—	570·55	
269. Shri S. Chakraborty, S. D. M. O.	—	—	2,000/-	—	—	—	2000/-	
270. Shri T. K. D. Singh, D. S. P.	—	—	—	13·50	—	—	13·50	
271. Shri S. K. Adhikari, Deputy Collector.	—	—	—	400·35	570·20	—	970·55	
272. Shri D. Chakraborty, Asstt. Engineer.	—	—	—	—	146·70	—	146·70	
273. Shri Lal Valiana, Deputy Collector.	—	—	—	—	269/-	—	269/-	
274. Dr. C. Sarkar, S. D. M. O.	—	—	—	—	3,025/-	—	3,025/-	
275. Shri R C. Deb Barma, D. C.	—	—	—	—	—	1239·75	1239·75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
276 Shri B. B. Das, S. D. T. W.	—	—	—	—	1,487·80	—	1,487·80	
277. Shri D. K. Roy, Asstt. Eng. (M. I. F. C.)	—	—	—	—	1,075·10	2,990/-	4,065·10	
278. Shri P. C. Roy, Cricle Officer,	—	—	—	—	286/-	1,746/-	2,032/-	
279. Shri B. B. Senapaty, C. J. M.	—	—	—	—	—	4,200/-	4,200/-	
280. Shri N. C. Barman, Jail Suptd.	—	—	—	—	—	5,726·50	5726·50	
281. Shri P. K. Deb Barma, —Do—	—	—	—	—	—	504/-	504/-	
282 Shri S. S. Nath, M. O.	—	—	—	—	—	795·60	795·60	
283. Shri B. Paul Choudhury C M. O.	—	—	—	—	—	4,197·50	4197·50	
284. Shri P. Barua, M. O.	—	—	—	—	—	159·20	159·20	
285. Shri O. K. Deb, M. O.	—	—	—	—	—	4,572/-	4572/-	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
286. Shri A. T. Dutta, Manager ( )	—	—	—	—	—	7,020/-	7,020/-	
287. Shri A. K. Paul, Asstt. Engineer (MIFC)	—	—	—	—	—	775/-	775/-	
288. Shri Dulal Dey, S.D.O. (Civil)	—	—	—	—	—	4,979·15	4,979·15	
289. Shri K. P. Das, A.D.M.	—	—	—	—	—	8,481/-	8,481/-	
290. Shri Mohit Deb Barma, D.C.	—	—	—	—	—	4,641/-	4,641/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
291. Shri R. N. Chakraborty Ex.Engineer	—	—	—	—	—	—	322·50	
292. Shri Pranadhir Singha Roy/T. A.	—	—	—	—	—	—	3267·25	
293. Shri K. K. Bhattacharjee, Executive Engineer	—	—	—	—	—	—	4386/-	
294. Shri Buddhadev Roy, Ex.Engineer.	—	—	—	—	—	—	884·15	
295. Shri Paritosh Ganguli 2nd M. O.	—	—	—	—	—	—	2061·95	
296. Shri S. R. Paul/S.T.O.	—	—	—	—	—	—	372·10	
297. Shri K. K. Bhattacharjee S. D. O.	—	—	—	—	—	—	197·40	
298. Shri A. C. Roy/S.D.O.	—	—	—	—	—	—	728·00	
299. Shri K. B. Nag/D. O. (PWD)	—	—	—	—	—	—	51·05	
300. Smti K. Dutta, H/M.K. C. Girls H. S. School.	—	—	—	—	—	—	140·00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
301. Shri A. K. Singha, D.F.O.	—	—	—	—	—	—	581·00	
302. Shri D. K. Biswas/2nd M.O. Kulai, P.H.C.	—	—	—	—	—	—	867·65	
303. Shri S. K. Paul, vety. Astt.	—	—	—	—	—	—	710·44	
304. Shri S. K. Paul, —do—	—	—	—	—	—	—	764·80	
305. Shri A. Saha, D. I.	—	—	—	—	—	—	1,122·00	
306. Shri B. K. Goswami.	—	—	—	—	—	—	125·80	
307. Shri B. K. Roy, B.D.O.	—	—	—	—	—	—	13·50	
308. Shri Chandan Bhattacharjee, S.D.O.	—	—	—	—	—	—	691·05	
309. Shri K. L. Das, S.D.O.	—	—	—	—	—	—	102·00	
310. Shri R. Bhattacharjee, H/M.	—	—	—	—	—	—	71·25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
311. Shri N. Chakraborty S. D. J. M.	—	—	—	—	—	—	477·85	
312. Dr. A. Kar. M O.	—	—	—	—	—	—	2484·00	
313. Dr. A, K. Home Choudhury/M.O.	—	—	—	—	—	—	2268·00	
314. Dr. T. K. Dey, M.O.	—	—	—	—	—	—	1563·25	
315. Dr. K. C. Mishra, M.O.	—	—	—	—	—	—	1272·00	
316. Dr. H. S. Bhattacharjee/M.O.	—	—	—	—	—	—	1248·00	
317. G. Bhattachrajee, M.O.	—	—	—	—	—	—	221·10	
318. Shri S.P. Sarkar, A.E.	—	—	—	—	—	—	819·00	
319. Shri P. Debbarma, B.D.O.	—	—	—	—	—	—	232·75	
320. Shri Arup Choudhury, Vety. Astt.	—	—	—	—	—	—	1232·00	
321. Shri N. R. Deb/M.O	—	—	—	—	—	—	684·15	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
322. Shri S. Das, Judicial Magistrate.	—	—	—	—	—	—	1,546·00	
323. Shri B.K. Bal, D. M. & Coll.	—	—	—	—	—	—	694·65	
324. Shri M. K. Biswas, D.C.	—	—	—	—	—	—	507·15	
325. Shri D. Datta Roy, D.F.O.	—	—	—	—	—	—	2,906·60	
326. Shri A. K. Singh, D.F.O	—	—	—	—	—	—	3,152·00	
327. Shri K. R. Das, Sr. Dy. Magist.	—	—	—	—	—	—	2,378·55	
328. Shri R. B. Bhusan, Addl. D.M.	—	—	—	—	...	—	1,940·60	
329 Shri Laskar, Asstt. Cons.	—	—	—	—	—	—	524·60	
330. Shri P. C. Sarma, Asstt. Collector	—	—	—	—	—	—	624·78	
331. Shri D. S. Deb Choudhury, Asstt. Commandant	—	—	—	—	—	—	1,248·35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
332. Shri R. K. Ghosh, Munsiff	—	—	—	—	—	—	1,226·87	
333. Shri N. C. Singh, Dy. Collector	—	—	—	—	—	—	51·50	
334. Shri B. B. Deb, L.A.O.	—	—	—	—	—	—	2,902·50	
335. Shri M. C. Roy. Munsiff	—	—	—	—	—	—	1,339·75	
336. Shri J. K. Bhattcharjee Sub-Judge	—	—	—	—	—	—	315·70	
337. Shri D. K, Sen, Dy. Coltector	—	—	—	—	—	—	802·85	
338. Shri T. K. Sangal, D.S.	—	—	—	—	—	—	364·10	
339. Shri S. A. Khan, B.D.O.	—	—	—	—	—	—	1,079·35	
340. Shri B. K. Choudhury, B.D.O.	—	—	—	—	—	—	495·07	
341. H. Sengupta, S.D.O.	—	—	—	—	—	—	1,547·00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
342. Shri S. S. Bhaumik, A.O.	—	—	...	—	—	—	1,160·00	
343. Shri R. S. Bajaj, Asstt. Camandant.	—	—	—	—	—	—	83·70	
344. Shri H.P. Bhaumik, H.B.	—	—	—	—	—	—	1,516·62	
345. Shri R.K. Sukla, S.D.P.O	—	—	—	—	—	—	435·72	
346. Shri S. K. Roy, Supdt.	—	—	—	—	—	—	536·50	
347. Shri M. L. Deb, A.P.D.	—	—	—	—	—	—	1,680·00	
348. Shri P. K. Chakraborty, S.D.O.	—	—	—	—	—	—	163·25	
349. Shri P. K. Sengupta, S.D.O.	—	—	—	—	—	—	117·88	
350. Shri J. L. Lalhall, D.F.O.	—	—	—	—	—	—	2,447·72	
351. Shri T. Bhattacharjee, B.D.O.	—	—	—	—	—	—	873·00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
352. Shri U. Roy, S.D.M.O.	—	—	—	—	—	—	3,825·40	
353. Shri R. N. Datta, S.D.O.	—	—	—	—	—	—	74·20	
354. Shri S. N. Gupta, H/M	—	—	—	—	—	—	1,958·00	
355. Smti N. Chakraborty H/M.	—	—	—	—	—	—	1,162·30	
356. Shri N. C. Dey, S.D.C.	—	—	—	—	—	—	79·50	
357. Shri N. Bhattacharjee S.D.O.	—	—	—	—	—	—	851·15	
358. Shri B R. Deb, Munsiff	—	—	—	—	—	—	296·80	
359. Shri N. K Singh, S.D.O.	—	—	—	—	—	—	613·00	
360. Shri N. C. Roy, V.A. Surgeon.	—	—	—	—	—	—	2,597·25	
361. Shri B. Dam, Medical Officer.	—	—	—	—	—	—	1,051·60	
362. Shri A. Ghose	—	—	—	—	—	—	246·20	
363. Shri A. K. Patnaik	—	—	—	—	—	—	1,987·80	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
364. Shri M. B. Saha, Lect.			372·00	372·00	372·00	372·00	1,388·00	
365. Shri K. K. Roy, Chou-dhury			3625·50	3625·50	3625·50	3625·50	14,502·00	
366. Shri A. P. Jogakar Professor			2162·65	2162·65	2162·65	2162·65	8,650·60	
367. Shri A, K. Misra, Prof.			2934·45	2934·45	2934·45	2934·45	11737·80	
368. Shri J, Jawhar Rao, Lect.			126·62	126·62	126·62	126·62	506·48	
369. Shri Dipak Rn. Poddar Jr. Lect.			2152·90	2152·90	2152·90	2152·90	8611·60	
370. Jimut Kr. Jr. Lect,			156·77	156·77	156·77	156·77	627·08	
371. Shri H. L. Bhowmik, Lect.			279·00	279·00	279·00	279·00	1,116·00	
372. Shri Anjan Kr. Roy, Jr. Lect.			49·35	49·35	49·35	49·35	197·90	
373. Shri Manindra BhowmjK. Lect.			285·70	285·70	285·70	285·70	1,192·80	
374. Shri Tapash Kr. Chakraborty, Lect.			1018·46	1018·46	1018·46	1018·46	4073·84	
375. Shri Ranajit Chakra-borty, B.D.O,			2141·40	2141·40	2141·40	2141·40	8565·60	
376. Shri B. K. Sarma B.D.O.			1673·45	1673·45	1673·45	1673·45	6,693·80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
377. Shri U. C. Sarkar, Lect.			1818·50	1818·50	1818·50	1818·50	7974·00	
378. Shri A. P. Ghosh, Lect.			928·00	928·00	928·00	928·00	3712·00	
379. Shri N. C. Chakraborty Astt. Lect.			3244·24	4444·24	5644·24	6844·24	20176·96	
380. Shri Matilal Dey Chowdhury, Astt Lect.			1198·00	1498·00	2138·00	2115·18	6,939·18	
381. Shri A. R. Dutta/Lecturer			3366·00	4926·00	3385·00	3385·00	15,062·00	
382. Shri Jagadish Saha Astt. Lect.			960·10	960·10	960·10	960·10	3840·40	
383. Shri Amal Bandhopadhyay, Lect.			840 00	1830·00	2970·00	2951·00	8591·00	
384. Shri Nityananda Roy, Lect.			4244·00	5324·00	6764·00	6740·00	23,072·00	
385. Shri S. C. Nandy, Head of the Deptt.			940·00	2280·00	1301·40	2345·40	4806·80	
386. Shri D. R. Dutta, B.D.O.			—	596·50	1233·50	1970·50	3,850·50	
387. Shri Amitava Dasgupta Vety. Surgeon			—	—	333·90	333·90	667·80	
388. Shri Niranjan Debnath Lect.			561·79	561·79	561·79	561·79	2,247·16	
							10.84,026·65	

Admitted Question. : 39 (UN-STARRED)

Name of Member : Sayed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state :-

QUESTION

১। ক) ত্রিপুরা সরকারের স্কীম দপ্তরের বিভিন্ন স্কীম অনুযায়ী ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৪ মার্চ মাস পর্য্যন্ত যে সমস্ত লোন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কত টাকা এখনও অনাদায়ী রয়ে গেছে তার হিসাব ;

খ) কোন কোন ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট এই টাকা অনাদায়ী রয়ে গেছে (প্রতি ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ সহ হিসাব) ?

ANSWER

১। ক) টা: ১৮,৩৭,৩১০.৯০ (আসল)।

খ) যে সমস্ত ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট উক্ত টাকা (আসল) অনাদায়ী রয়েছে তার হিসাব সঙ্গীয় কাগজ "ক" তে দেওয়া হইল।

সংযোজনী "ক"

Sl. No.	Name of Loanee	Loan Amount	Recovery	Balance
1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Sri Arun Bhattacharjee.	2,000/-	×	2,000/-
2.	Smti. Bela Saha.	4,000/-	1,200/-	2,800/-
3.	Sri. Arjun Bhattacharjee.	4,000/-	400/-	3,600/-
4.	Sri Asesh Chakraborty.	7,500/-	750/-	6,750/-
5.	Smti. Aparna Das.	6,000/-	—	6,000/-
6.	Sri. Binode Roybarman.	10,000/-	—	10,000/-
7.	Smti. Gita Nag.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
8.	Sri. Gopal Ch. Saha	4,000/-	—	4,000/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
9.	Sri. Gouranga Ch Sarkar.	7,500/-	1,500/-	6,000/-
10.	Sri Gouranga Ch. Dey.	4,000/-	—	4,000/-
11.	Sri Harimohan Sarkar.	2,000/-	400/-	1,600/-
12.	Smti. Jyotsna Rani Roy.	3,000/-	—	3,000/-
13.	Sri Krishna Kanta Paul.	2,000/-	200/-	1,800/-
14.	Smti. Kalpana Dhar.	4,000/-	—	4,000/-
15.	Sri. Krishna Dhan Saha.	5,000/-	500/-	4,500/-
16.	Sri. Mati Lal Saha.	4,000/-	400/-	3,600/-
17.	Sri. Manik Lal Dey.	7,000/-	1,400/-	5,600/-
18.	Sri. Naresh Rakhsit.	5,000/-	—	5,000/-
19.	Sri Niranjan Deb	5,000/-	1,000/-	4,000/-
20.	Smti. Manjusree Dhar Choudhury	4,000/-	—	4,000/-
21.	Sri Prafulla Shil.	3,000/-	—	3,000/-
22.	Sri Pranesh Ch. Raha.	3,000/-	600/-	2,400/-
23.	Sri Pankaj Kr. Saha.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
24.	Sri Rajpati Rabidas.	3,000/-	300/-	2,700/-
25.	Sri Sudhangshu Saha.	3,700/-	—	3,700/-
26.	Sri Sukha Rn. Roy.	4,000/-	400/-	3,600/-
27.	Sri Saral Mohan Rhishidas.	3,500/-	700/-	2,800/-
28,	Sri Madhusudhan Dasgupta.	5,000/-	500/-	4,500/-
29.	Smti. Manjusree Saha.	5,000/-	500/-	4,500/-
30.	Sri Khitish Rhishidas.	6,500/-	650/-	5,850/-
31.	Sri Mati Lal Paul.	4,000/-	400/-	3,600/-
32.	Sri Mati Lal Saha.	2,000/-	200/-	1,800/-
33.	Sri Amiya Deb Barma.	5,000/-	500/-	4,500/-
34.	Sri Badal Ch. Saha.	3,000/-	300/-	2,700/-
35.	Sri Anath Bandhu Sutradhar.	3,000/-	300/-	2,700/-
36.	Sri Subhash Ch. Debnath.	4,000/-	400/-	3,600/-
37.	Sri Amrit Lal Debnath.	5,500/-	550/-	4,950/-
38.	Sri Janardhan Dey.	7,000/-	700/-	6,300/-
39.	Sri Narayan Pual.	3,000/-	—	3,000/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
40.	Sri Birendra Ch. Ghosh.	6,500/-	650/-	5,850/-
41.	Smti. Mira Rani Deb Roy.	4,700/-	—	4,700/-
42.	Sri Indrajit Deb.	3,200/-	320/-	2,880/-
43.	Sri Laxmikanta Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
44	Sri Gopal Rhishidas,	2,000/-	—	2,000/-
45.	Sri Naresh Ch. Bhowmik.	3,000/-	—	3,000/-
46.	Sri Nabadwip Ch. Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
47.	Sri Sukumar Sutradhar.	3,000/-	—	3,000/-
48.	Sri Narayan Ch. Saha.	5,000/-	—	5,000/-
49.	Sri Dhirendra Ch. Saha.	3,000/-	—	3,000/-
50.	Smti Ranu Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
51.	Sri Swapan Kr. Debnath.	5,000/-	—	5,000/-
52.	„ Dinabandhu Biswas.	7,000/-	—	7,000/-
53.	„ Subhash Ch. Some	7,500/-	—	7,500/-
54.	„ Subhash Ch. Deb Barma.	3,000/-	—	3,000/-
55.	„ Ratan Kr. Bhowmik.	3,000/-	—	3,000/-
56.	" Tarani Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
57.	" Minu Saha.	4,600/-	—	4,600/-
58.	„ Jitendra Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
59	„ Ranjit Kr. Paul.	1,600/-	—	1,600/-
60	„ Madan Mohan Saba.	7,500/-	—	7,500/-
61.	„ Narayan Ch. Saha.	5,000/-	—	5,000/-
62.	Smti Bina Rani Sarkar.	3,000/-	300/-	2,700/-
63.	Smti Ratna. Saha.	3,000/-	—	3,000/-
64.	Sri Narayan Ch. Roy,	3,000/-	—	3,000/-
65.	Sri Dulal Majumder.	7,000/-	—	7,000/-
66.	Sri Mintu Kar.	1,500/-	—	1,500/-
67.	Sri Jitendra Ch. Debnath	5,000/-	—	5,000/-
68.	Sri. Devendra Ch. Bhowmik.	3000/-	—	3,000/-
69.	Sri Abanimohan Sen.	3,000/-	—	3,000/-
70.	Smti Manju Chakraborty.	1,600/-	—	1,600/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
71.	Sri. Niranjan Ghosh.	7,500/-	—	7,500/-
72.	Purbachal H.S.S. LTD.	10,000/-	—	10,000/-
73.	Sri. Barun Ch. Das.	5,000/-	—	5,000/-
74.	" Nalini Rn. Podder.	3,000/-	—	3,000/-
75.	" Usha Rn. Saha.	5,000/-	—	5,000/-
76.	Smti. Dipti Rani Deb.	1,500/-	—	1,500/-
77.	Sri Priyalal Chakraborty.	6 000/-	—	6,000/-
78.	" Dhananjoy Majumder	5,000/-	--	5,000/-
79.	Smti. Manju Rani Singha.	3,000/-	--	3,000/-
80.	Sri Jagadish Ch. Das.	4,000/-	—	4,000/-
81.	" Biswajit Sarkar.	3,000/-	—	3,000/-
82.	" Haladhar Debnath.	5,000/-	—	5,000/-
83.	Sri. Harekrishna Dey.	5,000/-	—	5,000/-
84.	Sri Sukumar Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
85.	" Debendra Biswas.	6,000/-	—	6,000/-
86.	" Kalipada Chakraborty.	3,000/-	—	3,000/-
87.	" Fakuruddin Ahmed.	3,000/-	—	3,000/-
88.	" Mati Lal Dhar.	1,500/-	—	1,500/-
89.	" Monorajan Paul	1,600/-	—	1,600/-
90.	" Sudhanshu Dutta.	7,500/-	—	7,500/-
91.	" Dilip Kr. Das.	3,000/-	—	3,000/-
92.	" Karaiamura H. S. S. LTD.	7,500/-	—	7,500/-
93.	" Shefali Nath.	7,500/-	—	7,500/-
94.	" Dayal Dutta.	1,000/-	—	1,000/-
95.	" Nani Bhusan Saha.	3,000/-	—	3,000/-
96.	" Dinesh Ch. Dhar.	2,000/-	—	2,000/-
97.	" Apurba. Chakaborty.	7,500/-	1,000/-	6,500/-
98.	" Vajan Debnath.	5,000/-	—	5,000/-
99.	" Darani Kanta Debnath.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
100.	" Hardhan Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
101.	Sri. Harendra Ch.Choudhury.	1,000/-	—	1,000/-
102.	" Haricharan Das.	1,500/-	—	1,500/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
103.	Sri Jogneswar Das.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
104.	„ Kanu Lal Debnath.	7,500/-	—	7,500/-
105.	„ Lalmohan Debnath.	6,000/-	—	6,000/-
106.	„ Makhan Ch. Debnath.	7,500/-	—	7,500/-
107.	„ Milan Ch. Das.	2,000/-	400/-	1,600/-
108.	Smti. Maya Rani Bhattacharjee.	3,500/-	600/-	2,900/-
109.	„ Namita Chakraborty.	3,500/-	2,100	1,400/-
110.	Sri Narayan Ch. Deb.	3,000/-	—	3,000/-
111.	„ Pranab Kr. Deb.	7,500/-	—	7,500/-
112.	„ Pulin Bihari Dey.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
113.	„ Rakhal Ch. Das.	7,500/-	3,000/-	4,500/-
114.	„ Rabindra Kr. Bhattacharjee.	7,500/-	—	7,500/-
115.	„ Surendra Ch. Das.	1,500/-	—	1,500/-
116.	„ Usha Rn. Shil.	3,000/-	600/-	2,400/-
117.	„ Anil Ch. Saha.	7,500/-	—	7,500/-
118.	„ Haripada Sutradhar.	3,000/-	1,200/-	1,8000/-
119.	„ Haridas Ghosh.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
120.	„ Kumud Bihari Saha.	7,500/-	1,500/-	6,000/-
121.	„ Narayan Ch. Dey.	5,000/-	—	5,000/-
122.	„ Rebati Kr. Dey.	6,500/-	3,300/-	3,200/-
123.	„ Ranjit Kr. Das.	7,500/-	—	7,500/-
124.	„ Rakhal Ch. Das.	5,000/-	—	5,000/-
125.	„ Sribash Ch. Choudhury.	3,000/-	600/-	2,400/-
126.	„ Suchitra Saha.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
127.	„ Narayan Ch. Saha.	5,000/-	—	5,000/-
128.	„ Jagadish Debnath.	3,000/-	1,200/-	1,800/-
129.	„ Hiralal Debnath.	5,000/-	—	5,000/-
130.	„ Nani Gopal Das.	5,000/-	—	5,000/-
131.	„ Pradip Kanti Saha.	7,500/-	4,500/-	3,000/-
132.	„ Upendra Sen.	3,000/-	—	3,000/-
133.	„ Amar Ch. Ghosh.	6,000/-	—	6,000/-
134.	„ Rakhal Ch. Sutradhar.	5,000/-	—	5,000/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
135.	Sri Sribash Ch. Shil.	6,000/-	—	6,000/-
136.	„ Gopal Ch. Das.	7,500/-	—	75,00/-
137.	„ Lalmohan Das.	5,000/-	—	5,000/-
138.	„ Haradhan Ch. Lodh.	6,000/-	—	6,000/-
139.	„ Haladhar Sutradhar.	2,500/-	—	2,500/-
140.	„ Amrit Debnath.	6,000/-	—	6,000/-
141.	„ Nalini Rn. Debnath.	5,000/-	—	5,000/-
142.	„ Rabindra. Ch. Debnath.	5,000/-	—	5,000/-
143.	„ Jonardhan Ch. Dey.	5,000/-	—	4,000/-
144.	„ Phani Bhusan Roy.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
145.	„ Sunil Rn. Bardhan.	5,000/-	—	5,000/-
146.	„ Gopal Ch. Saha.	5,000/-	—	5,000/-
147.	„ Priya Lal Debnath.	7,500/-	500/-	7,000/-
148.	„ Kalipada Debnath.	2,000/-	—	2,000/-
149.	„ Harendra Ch. Das.	5,000/-	—	5,000/-
150.	„ Dulal Chakraborty.	7,500/-	1,670/-	5,830/-
151.	„ Harish Ch. Deb.	15,000/-	4,000/-	11,000/-
152.	„ Subal Ch. Das.	5,000/-	—	5,000/-
153.	„ Parimal Sutradhar.	7,500/-	—	7,500/-
154.	„ Paresh Ch. Karmakar.	3,000/-	—	3,000/-
155.	„ Dhirendra Ch. Debnath.	6,000/-	—	6,000/-
156.	„ Pranesh Dutta.	2,000/-	350/-	1,650/-
157.	„ Santosh Ch. Nath.	5,000/-	—	5,000/-
158.	„ Manik Dey.	5,000/-	—	5,000/-
159.	„ Balai Chakraborty.	3,500/-	—	3,500/-
160.	„ Indrajit Das.	3,000/-	—	3,000/-
161.	„ Manik Lal Chakraborty.	3,500/-	—	3,500/-
162.	„ Dilip Kr. Roy.	7,500/-	—	7,500/-
163.	„ Kajal Kanti Gopta.	5,000/-	—	5,000/-
174.	„ Manik Sarkar.	4,000/-	—	4,000/-
165.	„ Sudhir Roy.	10,000/-	670/-	9,330/-
166.	„ Ajit Kr. Dutta.	5,000/-	—	5,000/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
167.	Sri Ananda Ch. Sutradhar.	5,500/-	—	5,500/-
168.	" Kanan Acherjee.	4,000/-	—	4,000/-
169.	" Bishnu Kanti Majumder.	7,500/-	—	7,500/-
170.	" Jatindra Ch. Biswas.	4,000/-	—	4,000/-
171.	" Ranadhir Paul.	3,000/-	300/-	2,700/-
172.	" Khsmirode Rn. Deb.	4,000/-	—	4,000/-
173.	" Omprakash Varma.	3,000/-	—	3,000/-
174.	" Balaram Bhattacherjee.	3,000/-	—	3,000/-
175.	" Churamani Debnath.	4,000/-	—	4,000/-
176.	" Sachindra Paul.	3,000/-	—	3,000/-
177.	" Rakhal Ch. Paul	3,000/-	—	3,000/-
178.	" Mohanlal Paul.	3,000/-	—	3,000/-
179.	" Amiyangshu Singh.	5,000/-	—	5,000/-
180.	" Babul Sen.	5,000/-	—	5,000/-
181.	" Paul Industries.	6,000/-	800/-	5,200/-
182.	" Nani Gopal Chakraborty.	3,000/-	—	3,000/-
183.	" Kalyani Chakraborty.	3,000/-	—	3,000/-
184.	" Nani Deb.	7,500/-	—	7,500/-
185.	" Gopendra Mitra.	6,500/-	—	6,500/-
186.	" Rhishikesh Deb.	3,000/-	—	3,000/-
187.	" Phani Bhusan Dhar.	2,000/-	—	2,000/-
188.	" Murari Gupta.	3,000/-	—	3,000 -
189.	" Manik Majumder	7,500/-	—	7,500/-
190.	" Srimal Dey.	4,000/-	1,600/-	2,400/-
191.	" Lalmohan Guha.	7,500/-	840/-	6,660/-
192.	" Arun Ch. Sarkar.	3,000/-	165/-	2,835/-
193.	" Jogesh Dey.	7,500/-	1,500/-	6,000/-
194.	" Dhirenbra Dey.	2,500/-	—	2,500/-
195.	" Manindra Dey.	2,500/-	—	2,500/-
196.	" Sunil Rabidas.	7,500/-	—	7,500/-
197.	" Monorajan Sutradhar.	7,500/-	—	7,500/-
198.	" Jatindra Malakar.	2,000/-	—	2,000/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
199.	Sri Subhash Dutta.	5,300/-	—	5,300/-
200.	" Banilal Das.	4,500/-	—	4,500/-
201.	" Nani Lal Das.	2,000/-	—	2,000/-
202.	" Dipak Paul.	5,000/-	—	5,000/-
203.	Sri Arun Choudhury.	7,500/-	500/-	7,000/-
204.	" Naresh Sukla Baida.	3,500/-	—	3,500/-
205.	" Shiba Prasad Paul.	7,500/-	—	7,500/-
206.	" Ajit Modak.	5,000/-	—	5,000/-
207.	" Samar Saha.	3,000/-	—	3,000/-
208.	" Subal Debnath.	4,000/-	—	4,000/-
209.	" Nripendra Choudhury.	3,500/-	—	3,500/-
210.	" Hariananda Rn. Paul.	7,500/-	—	7,500/-
211.	" Monoranjan Dey.	5,500/-	—	5,500/-
212.	" Biswanath. Sinha.	18,000/-	—	18,000/-
		Rs. 9,93,300/-	Rs. 57,915/-	Rs. 9,35385/-

Sl. No.	Name of Loanee	Loan Amount	Recovery	Balance
1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Sri Haripada Dasgopta.	20,000/-	8,000/-	12,000/-
2.	" Permananda Bhowmik	7,500/-	—	7,500/-
3.	" Ajit Kr. Saha.	5,000/-	—	5,000/-
4.	" Manindra Ch. Sutradhar.	6,500/-	3,500/-	3,000/-
5.	" Jadab Ch. Saha.	7,000/-	2,000/-	5,000/-
6.	" Jagneswar Das.	2,000/-	1,200/-	800/-
7.	" Kalyan Saha.	3,000/-	—	3,000/-
8.	" Sindhu Rakshit.	7,500/-	—	7,500/-
9.	" Narayan Ch. Biswas.	3,000/-	—	3,000/-
10.	Smti. Prava Rani Deb.	3,000/-	8,000/-	NIL.
11.	Sri Somesh Ch. Das.	7,500/-	—	7,500/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
12.	" Nepal Ch- Sarkar.	3,000/-	— .	3,000/-
13.	" Abani Mohan Acherjee	3,000/-	1,600/-	1,4,00/-
14.	" Amalendu Debnath.	3,000/-	1,000/-	2,000/-
15.	" Smti Minati Saha.	2,000/-	16,00/-	400/-
16.	" Sefali Kana Nath.	2,000/-	1,600/-	400/-
17.	" Anil Behari Chakraborty.	5,000/-	—	5,000/-
18,	" Kalipada Dey.	5,000/-	—	5,000/-
19.	" Nani Gopal Sen.	7,500/-	—	7,500/-
20.	" Chandra Bhusan Nandi	7,500/-	—	7,500/-
21.	" Banamali Sarkar.	3,000/-	—	3,000/-
22.	" Amulyadhan Sutradhar	5,000/-	1,000/-	4,000/-
23.	" Nabadwip Ch. Das.	5,0(0/-	—	5,000/-
24.	" Khitish Ch. Das.	4,000/-	—	4,000/-
25.	" Makhanlal Debnath:	4,500/-	—	45,00/-
26	M/S. Sorba Mangal Mahila S.S.LTD	3,000/-	3,000/-	NIL
27.	Sri Haripada Banik.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
28,	Smti Arati Bala Karmakar.	3,000/-	1,200/-	1,800/-
29,	Sri Narandra Ch. Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
30.	Md. Afrud Ali,	4,000/-	—	4,000/-
31.	Sri Ashok Rn. Choudhury.	6,500/-	—	6,500/-
32.	„ Bibhu Bhusan Roy.	3,000/-	—	3,000/-
33.	„ Bẽni Madhab Karmakar.	3,000/-	2,472·67	527·33
34.	„ Gopika Rn. Dutta.	8,000/-	—	1,000/-
35.	" Jatindra Ch. Malakar.	2,500/-	—	2,500/-
36.	„ Mantu Kr. Sutradhar.	7,500/-	3,000/-	4,500/-
37.	„ Nirode Rn. Das.	3,000/-	3,000/-	NIL.
38.	" Paresh Ch. Karmakar.	2,000/-	400/-	1,600/-
39.	" Paresh Ch. Ghosh.	4,000/-	600/-	3,400/-
40.	" Shibendra Kr. Chakraborty.	3,000/-	266·67	2,733·33
41.	" Shyamlal Rabidas.	3,000/-	—	3,000/-
42.	„ Tapen Kr. Chakraborty.	5,000/-	—	5,000/-
43.	" Rnjit Das.	5,000/-	—	5,000/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
44.	" Amiya Bhusan Majumder	3,000/-	—	3,000/-
45.	" Ananta Kr. Deb.	7,500/-	2,500/-	5,000/-
46.	„ Madhusudhan Roy.	3,000/-	—	3,000/-
47.	,, Bijan Bhattacherjee.	35,000/-	—	35,000/-
48.	" Lalgava.	3,000/-	2,400/-	600/-
49.	" Sachi Mohan Sutradhar.	10,000/-	--	10,000/-
50.	" Hiralal Debnath.	2,000/-	600/-	1,400/-
51.	Shri Sunil Ch. Das.	5,000/-	—	5,000/-
52.	" Mani Bhusan Saha,	5,000/-	400/-	4,000/-
53.	„ Hari Gopal Chakraborty.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
54.	,, Jatindra Debnath.	5,000/-	—	5,000/-
55.	„ Surandra Debbarma.	2,000/-	—	2,000/-
56.	Smti. Aruna Saha.	7,000/-	2,633·35	4,866·65
57.	Shri Arun Deb Barma.	2,000/-	—	2,000/-
58.	„ Lalit Mohan Deb Barma.	2,000/-	—	2,000/-
59.	„ Himangshu Bikash Dutta,	25,000/-	6,316·10	16,601·90
60.	" Durjoy Deb Barma.	2,000/-	—	2,000/-
61.	" Nirmal Ch. Das.	7,500/-	—	7,500/-
62.	" Nikunja Behari Mallik	5,000/-	—	5,000/-
63.	" UPendra Ch. Dutta.	5,000/-	—	5,000/-
64.	" Monorajan Saha.	2,000/-	—	2,000/-
65.	" Gouranga Ch. Das.	3,000/-	—	3,000/-
66.	Smti Simadri Saha.	3,500/-	—	3,500/-
67.	Sri Arun Ch. Bhattacharjee.	5,000/-	—	5,000/-
68.	" Dhirendra Ch. Debnath.	5,000/-	500/-	4,500/-
69.	" Ranjit Saha.	7,500/-	1,100/-	,6400/-
70.	" Rasamoy Roy Barman.	5,000/-	—	5,000/-
71.	" Nitai Prasad Shil.	5,000/-	—	5,000/-
72.	„ SribashCh. Bhowmik.	5,000/-	—	5,000/-
73.	" Nani Gopal Deb.	3,000/-	1,200/-	1,800/-
74.	" Sankar Prasad Dhar.	7,500/-	—	7,500/-
75.	" Nanda Dulal Bhattacharjee	7,500/-	—	7,500/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
76.	Sri Sukumar Paul.	7,000/-	—	7,000/-
77.	Smti Kiran Bala Das.	1,000/-	100/-	900/-
78.	Sri Gouranga Ch. Deb.	4,000/-	—	4,000/-
79.	" Dipak Deb Roy.	5,000/-	5,000/-	NIL.
80.	" Pulak Das.	4,000/-	—	4,000/-
81.	" Nandalala Majumder	7,000/-	—	7.000/-
82.	" Satyabrata Nandi.	7,500/-	2,500/-	5,000/-
83.	" Arun Ch. Das.	3,000/-	600/-	2,400/-
84.	" Haripapa Roy.	3,000/-	—	3,000/-
85.	" Sailendra Ch. Chakraborty.	7,000/-	3,933·30	3066·70
86.	" Smti Kiran Bala Paul.	3,000/-	—	3,000/-
87.	Sri Jhantu Rn. Roy. Barman	7,500/-	—	7,500/-
88.	" Radha Mohan Das.	5,000/-	—	5,000/-
89.	" Mrinal Kanti Saha.	7,500/-	—	7,500/-
90.	" Abhijit Guha Roy.	5,000/-	1.000/-	4,000/-
91.	" Rajendra Lal Roy	7,500/-	—	7,500/-
92.	" Sabyasachi Choudhury.	6000/-	—	6,000/-
93.	" Rammadhu Deb Barma,	15,000/-	—	15,000/-
94.	" Pranesh Ch. Das.	5,000/-	—	5,000/-
95.	" Monoranjan Sen.	3,000/-	—	3,000/-
96.	" Sanjib Biswas,	3,000/-	—	3,000/-
97.	" Dhirendra Ch. Kar.	5,500/-	—	5,500/-
98.	Md. Habijur Rahaman.	5,000/-	2,000/-	4,000/-
99.	Sri Krishna Singha.	5,000/-	—	5,000/-
100.	" Bimal Ch. Paul.	5,500/-	—	5,500/-
101.	" Krishnar Ch. Saha.	5,500/-	2,200/-	3,300/-
102.	" Sakti Rn. Saha.	7,500/-	2,250/-	5,250/-
103.	Smti Kamal Sree Choudhury.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
104.	" Dulal Ch Deb.	3,000/-	1,200/-	1,800/-
105.	" Narayan Ch. Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
106.	" Smriti Rn. Dam,	7,500/-	3,000/-	4,500/-
107.	" Nibaran Ch. Biswas.	2,000/-	800/-	1,200/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
108,	" Mono Mohan Sarkar.	2,000/-	800/-	12,00/-
109.	" Amrit Kr. Debnath.	4,000/-	—	4,000/-
110.	" Pannalal Podder.	7,500/-	3,000/-	4,500/-
111.	" Badal Kr. Roy.	3,000/-	100/-	2,900/-
112.	Smti. Santi Roy Choudhury.	4,000/-	—	4,000/-
113.	M/S. Kamala Service Coop. S.Ltd	6,000/-	—	6,000/-
114.	Sri Sunil Kr. Paul.	4,000/-	1,200/-	2,800/-
115.	" Golap Rabidas.	5,000/-	—	5,000/-
116.	" Manindra Ch. Debnath.	5,000/-	2,000/-	3,000/-
117.	" Nihar Rn. Saha.	3.500/-	—	3,500/-
118,	" Gouranga Ch. Das.	2,000/-	800/-	1,200/-
119,	" Subrata Rn. Choudhury.	3,000/-	3000/-	NIL
120.	" Babul Ch. Ghosh.	2,000/-	—	2,000/-
121.	" Satyendar Ch. Banik.	2,000/-	—	2,000/-
122.	" Jogesh Ch. Kar.	3,000/-	600/-	2,400/-
123.	" Tapan Kr. Roy.	2,000/-	—	2,000/-
124.	" Haradhan Chakraborty.	5,000/-	—	5,000/-
125.	" Harimohan Sarkar.	1,000/-	400/-	600/-
126.	" Mantu Ch. Dey.	5000/-	1,500/-	3,500/-
127.	" Arun Kr. Bhattacharjee.	3,000/-	—	3,000/-
128.	" Amulya Ch. Saha.	7,500/-	2,250/-	5,250/-
129.	" Bijoy Krishna Paul.	3,000/-	—	3,000/-
130.	" Dhirendra Ch. Paul.	2,000/-	600/-	1,400/-
131.	" Dipendra Narayan Bhattacharje	2,000/-	600/-	1,400/-
132.	" Jatindra Ch. Sutradhar.	3,500/-	352/-	3,150/-
133.	" Monoranjan Saha.	3,000/-	—	3,000/-
134.	" Naraedra Ch. Satkar.	3,000/-	—	3,000/-
135.	" Ratan Deb Barma.	10,000/-	—	10,000/-
136	" Dilip Kr. Das.	6,000/-	3,000/-	3,000/-
137.	" Srish Ch. Podder	7,500/-	1,500/-	6,000/-
138.	" Satish Ch. Saha.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
139.	" Tapan Rakshit.	3,000/-	600/-	2,400/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
140,	Sri Dwijendra Ch. Bhakta	5,000/-	—	5,000/-
141.	„ Sunil Sutradhar.	3,000/-	600/-	2,40 /-
142.	„ Braja Gopal Saha	3,000/-	600/-	1,400/-
143.	" Gour Banik.	5,000/-	—	5,000/-
144.	" Santosh Karmakar.	5,000/-	—	5,000/-
145.	" Matilal Saha.	2,000/-	600/-	1,400/-
146.	„ Pranatosh Paul.	2,000/-	200/-	1,8 0/-
147.	Smti Parash Mani Majumder	3,000/-	900/-	2,100/-
148.	Sri Mantu Chandra Deb.	5,000/-	—	5,000/-
149.	" Anjan Sen	5,000/-	—	5,000/-
150.	" Binoy Kr. Dutta	3,000/-	200/-	2,900/-
151.	Smti. Jhumur Podder.	3,000/-	900/-	2,100/-
152.	Sri Benu Sengupta,	5,000/-	1,500/-	3,500/-
153.	Sri Tapan Kr. Saha	4,000/-	400/-	3,600/-
154.	„ Krishna Kanta Paul	2,000/-	200/-	1,800/-
155.	„ Dipak Kr. Sarkar.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
156.	„ Chandra Kr. Karmakar.	2,000/-	400/-	1,600/-
157.	„ Jadu Gopal Basak.	5,000/-	—	5,000/-
158.	„ Rakhal Ch. Shil	2,500/-	--	2,500/-
159.	„ Benulal Dey.	7,000/-	—	7,000/-
160.	„ Haridas Karmakar.	5,000/-	—	5,000/-
161.	„ Matilal Dutta.	4,000/-	1,200/-	2,800/-
162.	„ Jatindra Ch. Debnath.	5,000/-	1500/-	3,500/-
163.	„ Surjya Kr. Deb.	3,000/-	—	3,000/-
164.	„ Bimal Ch. Dhar.	3,000/-	900/-	2,100/-
165.	Smti. Anita Paul.	5,000/-	—	5,000/-
166.	Sri Haripada Sarkar.	5,000/-	—	5,000/-
167.	Smti Ranju Rani Saha,	4,000/-	—	4,00 /-
168.	Sri Anil Ch. Paul	2,000/-	600/-	1,400/-
169.	„ Satyendra Roy Karmakar.	2,000/-	600/-	1,400/-
170.	Md. Abdul Gafur.	7,000/-	2,100/-	4,900/-
171.	„ Chitta Rn. Saha.	2,000/-	—	2,000/-

1	2	3	4	5
172.	Sri Jyotirmoy Choudhury.	3,000/-	600/-	2,400/-
173.	,, Kamini Kr. Das.	7,000/-	—	7,000/-
174.	" Kalicharan Chakraborty	5,000/-	—	5,000/-
175.	" Amiya Bhusan Saha	6,500/-	—	6,500/-
176.	„ Sibapada Mukherjee	5,000/-	—	5,000/-
177.	,, Rakhal Ch. Sutradhar.	5,000/-	500/-	4,500/-
178.	" Prafulla Ch. Sutradhar	4,000/-	800/-	3,200/-
179.	" Pranoy Rn. Sarkar.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
180.	" Jitemanik Morsum.	3,000/-	—	3,000/-
181.	,, Sadhan Chakraborty.	7,000/-	—	7,000/-
182.	Smti Kana Purakystha.	3,000/-	600/-	2,400/-
183.	Sri Surendra Ch. Pual.	6,000/-	—	6,600/-
184.	„ Narayan Ch. Saha,	5,000/-	—	5,000/-
185.	" Shyamal Ch Dhar.	5,000/-	1,000/-	4,000/-
186.	„ Shyamal Prasad Das.	7,500/-	1,500/-	6,000/-
187.	„ Babul Dey.	2,000/-	400/-	1,600/-
188.	,, Deb Kr. Sinha.	2,000/-	600/-	1,400/-
189.	,, Monoranjan Saha.	3,000/-	900/-	2,100/-
190.	„ Narendra Ch. Sarkar.	3,000/-	300/-	2,700/-
191.	„ Santi Rn. Das.	10,000/-	—	10,000/-
192.	„ Nityananda Nath.	2,000/-	200/-	1,800/-
193.	,, Gobinda Ch. Sutradhar	7,500/-	—	7,500/-
194	" S. P. Bhattacharjee	5,000/-	—	5,/000-
195.	" Rajendra Singha.	6,000/-	—	6,000/-
196	" Priyalal Saha.	2,000/-	—	2,000/-
197.	" Gopinda Rabidas	3,000/-	—	3,000/-
198.	" Arunagshn Majumder.	1000,/-	—	1,000/-
199.	" Gurdas Paul.	3,000/-	—	3,000/-
200.	" Krishna Mohan Das.	2,000/-	—	2,000/-
201.	Sri Rakal Das.	2,000/-	—	2,000/-
202.	" Balni Ch. Nama	2,000/-	—	2,000/-
203.	" Dipak Ch. Bhakta	2,000/-	—	2,000/-

1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
204.	Shri Nakui Ch. Dabnath.	2,000/-	—	2,000/-
205	,, Miran Singh.	2;000/-	—	2,000/-
206.	" Kiran Singh.	2,000/-	—	2,000/-
207.	Smti. Santi Rani Bhowmik.	3,000/-	—	3,000/-
208,	Sri Dwijendra Ch. Roy.	2,000/-	—	2,000 -
209.	" Harilal Dey.	2,000/-	—	2,000/-
210.	Sri Nitai Bh. Modak.	3,000/-	—	3,000/-
211.	" Babul Ch. Dey	2,000/-	...	2,000/-
212.	" Jagabandhu Debnath.	3,000/-	—	3,000/-
213.	" Sunil Ch. Debnath.	5,000/-	—	5,000/-
214.	" Narayan Ch. Saha.	2,000/-	—	2,000/-
215.	" BadalCh. Deb.	2,000/-	—	2,000/-
216.	" Nityananda Karmakar.	3,000/-	—	3,000/-
217.	" Narayan Ch Roy.	3,000/-	—	3,000/-
218,	" Ranjit Ch. Roy.	1,000--	—	1,000/-
219,	" Sushil Kr. Dutta.	3,000/-	—	3,000/-
220.	" Naresh Ch. Modak.	2,000/-	—	2,000/-
221.	" Sambhu Das.	2,000/-	—	2,000/-
222.	" Matilal Dutta.	2,000/-	—	2,000/-
223.	" Parimal Sukla Das.	2,000/-	—	2,000/-
224.	" Arun Ch. Das.	2,000/-	—	2,000/-
225.	" Indrajit Roy.	2,000/-	—	2,000/-
226.	" Ratan Sarma.	2,000/-	—	2,000/-
227.	" Babulal Debnath.	2,000/-	—	2,000/-
228.	" Rabindra Kr. Choudhury.	3,000/-	—	3,000/-
329.	" Sachindra Ch. Das.	3,000/-	—	3,000/-
230.	" Lal Mohan Sarkar.	3,000/-	—	3,000/-
231.	Subhir Kr. Chakraborty.	2,000/-	—	2,000/-
	GRANT TOTAL	20,21,000/-	1,80,489·09/-	18,33,310·01/-

Admitted Un-Starred Question. No. 47

Name of M.L.A : Shri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W. Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : সরকার কি অবগত আছেন যে সোনামুড়া ও উদয়পুর মহকুমায় নিম্ন রাস্তাগুলি বহুদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে আছে।

ক) সোনামুড়া-বক্সনগর রাস্তা।

খ) সোনামুড়া ফেরীঘাট- তামসাবাড়ী ভায়া রিজার্ভ দীঘি রাস্তা।

গ) পশ্চিম বাজার থেকে সোনামুড়া থানা পর্য্যন্ত রাস্তা।

ঘ) ধলিয়াই রামকৃষ্ণ থেকে যুবসমাজ ক্লাব ভায়া ধলিয়াই গ্রাম রাস্তা।

ঙ) সোনামুড়া থেকে বিশ্রামগঞ্জ ভায়া কোদালছড়ি রাস্তা।

চ) ইন্দুরিয়া থেকে পঁচারমার ঘাট ভায়া উরমাই বড় পাথরী রাস্তা।

ছ) . ধনপুর থেকে তারা পুকুর রাস্তা।

জ) কাকরাবন থেকে উদপুর পর্য্যন্ত রাস্তা।

ঝ) সোনামুড়া নিদয়া রাস্তা

১। উত্তর : উপরি উক্ত রাস্তাগুলির মধ্যে কেবল মাত্র (চ) ও (ছ) ছাড়া বাকি রাস্তাগুলির সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। বিগত বন্যায় রাস্তাগুলির কিছু কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রাস্তাগুলির সংস্কারের তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) সোনামুড়া-বক্সনগর রাস্তা গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এই রাস্তার গর্ত ভরানর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং মেরামতি কাজ চলিতেছে। মতিনগর হইতে কলমছড়া অংশের উন্নয়নের জন্য একটি এষ্টিমেট তৈরী করা হইয়াছে। কলমছড়া হইতে বক্সনগর অংশের রাস্তার উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

খ) সোনামুড়া ফেরীঘাট-তমসাবাড়ী (ভায়া রিজার্ভ দীঘি) রাস্তা এই রাস্তায় মেটেলিং এবং কার্পেটিং করার জন্য জনৈক ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ঠিকাদার এখনও কাজ না ধরায় তাহাকে নোটিশ দেওয়া হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ না করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে এবং এই কাজের জন্য অন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইবে।

গ) পশ্চিম বাজার থেকে সোনামুড়া থানা পর্য্যন্ত রাস্তা :- এই রাস্তার মেটেলিং

এবং সারফেস পেন্টিং এর কাজ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। পাকা ড্রেনএর কাজ শীঘ্রই ধরা হইবে।

ঘ) ধলিয়াই রামকৃষ্ণ থেকে যুবসমিতি ক্লাব ভায়া ধলিয়াই গ্রাম রাস্তা :- প্রয়োজনীয় সাধারণ মেরামতির কাজ বিভিন্ন সময়ে করা হইতেছে।

ঙ) সোনামুড়া থেকে বিশ্রামগঞ্জ ভায়া কদলছড়ি রাস্তা :- বিশ্রামগঞ্জ হইতে তকমাপাড়া অংশের ১০ কি. মি. এর মধ্যে ৫ কি. মি. রাস্তা ব্ল্যাকটপিং করা হইয়াছে। এবং বাকী ৫ কি. মি. রাস্তায় মেটেলিং করা হইয়াছে। তকমাপাড়া হইতে সোনামুড়া পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় এস্টিমেট তৈরী করা হইতেছে।

চ) ইন্দুরিয়া থেকে পচারমারঘাট ভায়া উরমাই রাস্তা :— এই রাস্তাটি বনবিভাগের অধীনে আছে। বনদপ্তর টাকা জমা দেওয়ায় পূর্ত্তদপ্তর এই রাস্তায় কয়েকটি কাঠের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

ছ) ধনপুর থেকে তারাপুকুর রাস্তা :— এই রাস্তা পূর্ত্তদপ্তরের নহে।

জ) কাকরাবন থেকে উদয়পুর রাস্তা :— এই রাস্তার সাধারণ মেরামতির কাজ বিভিন্ন সময়ে করা হইয়াছে। এই রাস্তার উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে দরপত্র পাওয়া গিয়াছে এবং বর্তমান আর্থিক বর্ষেই কাজ আরম্ভ হইবে।

ঝ) সোনামুড়া-নিদয়া রাস্তা :— বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এই রাস্তার সেতু মেরামতির কাজ এবং গর্ত্ত ভরানর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং কাজ চলিতেছে।

২। প্রশ্ন : যদি অবগত থাকেন তবে উপরোক্ত রাস্তাগুলি সংস্কার করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না ?

২। উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 49

Name of M.L.A. : Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। ত্রিপুরায় গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে মোট কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা ;

উত্তর

১। ত্রিপুরায় গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে মোট ১২,২৯৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন :

২। উক্ত নির্ব্বাচনে কতজন কেণ্ডিড়েট্ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাহার দল ভিত্তিক হিসাব ;

উত্তর :

২। উক্ত নির্বাচনে মোট ২৬০ জন কেণ্ডিডেট্ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। দল ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	সি, পি, আই, (এম)	২৪৫ জন।
২।	কংগ্রেস (আই)	০৪ জন।
৩।	টি, ইউ, জে, এস,	৩ জন।
৪।	নির্দল	৮ জন।
	মোট—	২৬০ জন।

প্রশ্ন :

৩। কংগ্রেস আই, সি, পি, আই, এম, এবং টি, ইউ, জে, এস, পার্টির প্রার্থীরা উক্ত নির্বাচনে মোট কত ভোট পেয়েছিলেন তার ব্লক ভিত্তিক এবং পার্টি ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর :

৩। উক্ত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস আই, ৪, ৬০, ৮২৪টি, সি, পি, আই, এম, ৭, ৬২, ৭০০টি এবং টি, ইউ, জে, এস, ১, ২৮, ০৬৯টি ভোট পেয়েছন। ব্লক এবং পার্টি ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	কংগ্রেস আই	সি, পি, আই, এম,	টি, ইউ, জে, এস,
১। জম্পুইজলা-টাকারজলা	৩,৩৫০	১৬, ৬৮৪	৯, ৯৫১
২। সাতচাঁন্দ	২৮, ৬১২	৩৬, ৫৪৮	২, ২৯৭
৩। কুমারঘাট	৩৬,৬০১	৪৬, ৩৭৬	১, ২৯৯
৪। বিশালগড়	৪১, ৬০৮	৭২, ০৩২	৩, ৭১৮
৫ রাজনগর	৩৪, ৫০১	৪৩, ১৫৭	–

ব্লকের নাম	কংগ্রেস আই	সি, পি, আই, এম,	টি, ইউ, জে, এস,
৬। ছাওমনু	৬, ৩৯২	২৭, ৯৩৫	১৫, ৬১২
৭। ডুম্বুরনগর	১, ৮৭২	১১, ৬৫৯	৭, ৫৫৯
৮। তেলিয়ামুড়া	২৫, ৫৭২	৫৪, ৯২১	২, ২৫০
৯। অমরপুর	৪৭০	৩৪, ৫৮৬	২৪, ৯০১
১০। বগাফা	২৮, ০৬৬	৪২, ২৬৮	১০ ,৪৫০
১১। খোয়াই	৯, ৩০৭	২৬, ৩৪০	-
১২। পানিসাগর	২৫, ৯৯৯	৪২, ১৭০	৫৪১
১৩। মোহনপুর	৪৩, ৫৯২	৫৮, ০৪৩	৫, ৫৯৫
১৪। উদয়পুর	৪২, ৭৪৪	৫৫, ৮২৭	৯২, ৭৯৮
১৫। মেলাঘর	৫২, ৩২৪	৫৯, ৪৪৬	৬৮৩
১৬। জিরানীয়া	৩৫, ৯৮৩	৫২, ৬৫০	১৩, ৭৫৫
১৭। কাঞ্চনপুর	৮, ৫১০	২৪, ৪৯৮	১০, ৯৬১
১৮। কমলপুর	৩৬, ৬২১	৫৩, ১৬০	৫, ৯৯৯
মোট—	৪, ৬০, ৮২৪	৭, ৬২, ৩০০	১, ২৮, ০৬৯

Admitted Question : 55 (UNSTARRED).

Name of M.L.A : Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state-

QUESTION

১। রাজ্যে চরকা কেন্দ্রের সংখ্যা কত ; এবং কোথায় কোথায় কয়টি চরকা কেন্দ্র আছে ?

২। বর্তমানে সবগুলি চরকা কেন্দ্র চালু আছে কি ; এবং সবগুলি চালু না থাকিলে কোথায় কোথায় কয়টি চালু আছে ;

৩। চরকা কেন্দ্রগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত শতাংশ ভর্তুকী দিয়ে থাকেন ;

৪। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ভর্তুকী দিয়াছেন (বছর ভিত্তিক হিসাব) ;

৫। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সালের জুলাই পর্যন্ত কত টাকা মূল্যের কাপড় এ সকল চরকা কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে ; (বছর ভিত্তিক হিসাব) ;

৬। এ সকল কেন্দ্রে কিসের ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হয়ে থাকে ?

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট ২২টি চরকা কেন্দ্র আছে।

নিম্নলিখিত স্থানে চরকাকেন্দ্রগুলি অবস্থিত :—

ক) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত আমতলী— ১টি।

খ) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত রামকৃষ্ণপল্লী— ১টি।

গ) জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত বড়জলা— ১টি।

ঘ) বগাফা ব্লক অন্তর্গত শালটীলা— ১টি।

ঙ) বগাফা ব্লক অন্তর্গত ত্রিপুরাবাজার— ১টি।

চ) পানিসাগর ব্লক অন্তর্গত পানিসাগর— ১টি।

ছ) সালেমা ব্লক অন্তর্গত কাটালুতমা— ১টি।

জ) মাতাবাড়ী ব্লক অন্তর্গত বদরমুকাম— ১টি।

ঝ) অমরপুর শহর অন্তর্গত অমরপুর— ১টি।

ঞ) মেলাঘর ব্লক অন্তর্গত মেলাঘর— ১টি।

ট) মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত মোহনপুর— ১টি।

ঠ) মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত বড়জলা— ১টি।

ড) আগরতলা শহর অন্তর্গত ধলেশ্বর— ১টি।

ঢ) সোনামুড়া শহর অন্তর্গত সোনামুড়া— ১টি।

ণ) ছামনু ব্লক অন্তর্গত করমছড়া— ১টি

ত) কুমারঘাট ব্লক অন্তর্গত তিলকপুর— ১টি।

থ) আগরতলা শহর অন্তর্গত রামপুর— ১টি।
(সমবায় সমিতি)

দ) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত আড়ালিয়া— ১টি।

ধ) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত সাধুটীলা— ১টি।

ন) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত আনন্দনগর— ৩টি।

২। না, ১নং প্রশ্নে বর্ণিত সোনামুড়া নবাদর্শ চরকা কেন্দ্র ব্যতীত বাকী সবগুলিই

চালু আছে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোন ভর্তুকী দেওয়া হয় না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। ১৯৭৮ইং সন হইতে ১৯৮৪ইং সনের জুলাই পর্য্যন্ত কত টাকা মূল্যের কাপড় চরকাকেন্দ্রগুলি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) ১৯৭৮—৭৯ = ১১,৪৮,৬৮৪·৭০ টাকা।

খ) ১৯৭৯—৮০ = ৯,৬৩,৪৮৪·৬৪ টাকা।

গ) ১৯৮০—৮১ = ১০,৫১,৫৬১·৮৩ টাকা।

ঘ) ১৯৮১—৮২ = ১৭,৭৪,২৫৯·০০ টাকা।

ঙ) ১৯৮২—৮৩ = ১৯,৫০৯১২·৪৩ টাকা।

চ) ১৯৮৩—৮৪ = ১৯,৭৫,৮৭০·৬০ টাকা।

৬। ব্লক গাঁওসভার মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

Admitted Un-Starred Question No.—60

Name of M.L.A. : Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের পঞ্চায়েতের অধীনে বর্তমানে মোট কতটি পাম্প মেসিন (৫ ঘোড়া-শক্তি সম্পন্ন) আছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। পঞ্চায়েতের অধীনে বর্তমানে মোট ৬৮০টি পাম্প মেসিন আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

১। পানিসাগর — ৪৩টি

২। কাঞ্চনপুর — ৪৯টি

৩। কুমারঘাট — ৫২টি

৪। ছাওমনু — ৩২টি

৫। কমলপুর — ৪০টি
৬। খোয়াই — ৩৪টি
৭। তেলিয়ামুড়া—৩৭টি
৮। জিরানীয়া — ৩৯টি
৯। মোহনপুর — ৩৩টি
১০। বিশালগড় — ৫৭টি
১১। মেলাঘর — ৪৭টি
১২। উদয়পুর — ৫৪টি
১৩। সাতচাঁন্দ — ৪৬টি
১৪। বগাফা — ২৪টি
১৫। রাজনগর — ২৬টি
১৬। অমরপুর — ৫৯টি
১৭। ডুম্বুরনগর — ৮টি

মোট— ৬৮০টি

প্রশ্ন

২। ঐ সকল পাম্প মেসিনের মধ্যে বর্ত্তমানে কয়টি মেসিন সচল আছে এবং কতটি মেসিন অচল আছে ?

উত্তর

২। বর্ত্তমানে ৯৮টি মেসিন সচল আছে এবং ৫৮২টি মেসিন অচল আছে।

প্রশ্ন

৩। অচল মেসিনগুলি সচল না করার কারণ কি? এবং কবে নাগাদ সরকার ঐ মেসিনগুলি সচল করিতে পারিবেন বলে আশা করা যায়?

উত্তর

৩। অচল মেসিনগুলি সচল করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থও মঞ্জুর করা হইয়াছে। শীঘ্রই মেসিনগুলি সচল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Abmitted Un-Starred Question No —61

Name of M. L. A. :— শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কতজন কৃষক হালের বলদ ক্রয় করার জন্য সরকার থেকে ভর্তুকীতে সাহায্য পেয়েছেন, (তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে কতজন উপজাতি কৃষক রয়েছেন ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :— Answer :— Minister in-Charge Shri Abhiram Deb Barma

১। উল্লেখিত সময়ে পশুপালন বিভাগ হইতে মোট ২৪৯৯টি হালের বলদ শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলায়—১৪৯৫টি ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলায়—১০০৪টি।

২। মোট ২৪৯৯ জন কৃষকের মধ্যে ৭৭১ জন উপজাতি কৃষক রয়েছেন।

Admitted Question No. 75 (UN-STARRED)

Name of member : Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Industry Department be pleased to state :-

QUESTION

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট্ আছে ; (বিভাগভিত্তিক হিসাব) ;

২। উক্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটগুলোতে কোন্ সেকশানে কতজন শ্রমিক কাজ করছেন ;

৩। রাজ্যের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট এর অফিসার ও কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

ANSWER

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে মোট ৬ (ছয়) টি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট আছে। বিভাগভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

অরুন্ধুতিনগর— ১টি।
বাধারঘাট— ১টি।
ডুকলী— ১টি।

খ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা

কুমারঘাট— ১টি।
ধর্মনগর— ১টি।

গ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

উদয়পুর ধ্বজনগর— ১টি।

২। ৬ (ছয়) টি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটের মধ্যে অরুন্ধুতিনগর এবং ধ্বজনগর সরকারী উৎপাদন আছে। উক্ত দুইটি এষ্টেটের মধ্যে কোন্ সেকশনে কত শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

অরুন্ধুতিনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট

ক) কার্পেন্ট্রি—	২৬ জন।
খ) শীটমেটেল ও ব্ল্যাকস্মিথি—	১৭ জন।
গ) ফুটওয়েয়র—	২১ জন।
ঘ) টেনারী—	৮ জন।
ঙ) হ্যাণ্ডমেইড্ পেপার—	৮ জন।
চ) ভিহিক্যাল সার্ভিসিং—	৫ জন।
ছ) ভিহিক্যাল রিপেয়ারিং— ও পেইন্টিং।	২৫ জন।
জ) মডেল ব্ল্যাকস্মিথি— ও কার্পেন্ট্রি।	৯ জন।
ঝ) জি, বি, রিপেয়ারিং—	৭ জন।
	১২৪ জন।

ধ্বজনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট

ক) মডেল ব্ল্যাকস্মিথি
ইউনিট— ২৮ জন।

খ) মডেল কার্পেন্টি
ইউনিট— ১৫ জন।

৪৩ জন।

৩। রাজ্য শিল্পদপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী— ৪ (চার) জন।

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী— ২৯ জন।

গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী— ৫৮৪ জন।

ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী— ৬৬৮ জন (শিল্প শ্রমিক সহ)।

Admitted Un-Starred Question No. :— 76

Name of M. L. A. :— শ্রী কেশব মজুমদার

Will the Minister in-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :-

প্রশ্ন : QUESTION

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বর্ষে সারা রাজ্যের কোন বিভাগের কত জনকে কি কি স্কীমের মাধ্যমে হাঁস, মুরগী, শূকর ও ছাগল দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

২। তার মধ্যে কোন স্কীমে কতজনকে এইরূপ সাহায্য দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য যে, সমস্ত স্কীম এখনও কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি ?

৪। সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর :— Answer : Minister in-Charge Shri Abhiram Debbarma

১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বর্ষে সারা রাজ্যে নিম্নলিখিত স্কীমের মাধ্যমে হাঁস, মুরগী, শূকর ইত্যাদি বিতরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য স্কীম :—

এই স্কীমের মাধ্যমে ৫০ জন শিক্ষিত বেকার যুবককে ২০টি করিয়া মুরগী দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। বেকইয়ার্ড ফার্মিং পদ্ধতি :—

এই পদ্ধতিতে ১৮০ জন লোককে ২০টি করিয়া মুরগী দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

তফসিলী জাতি ভুক্ত লোকদের সাহায্যের জন্য স্কীম :—

এই স্কীমের মাধ্যমে ৫০ জন, ৪০০ জন এবং ১২০ জন তফসিলী জাতি ভুক্ত লোকদের যথাক্রমে ১টি, ৫টি এবং ১২টি করিয়া শূকর, হাঁস, মুরগী দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। প্রিমিটিভ গ্রুপ প্রোগ্রাম :—

এই প্রোগ্রামের আওতায় পশুপালন বিভাগের উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার ৪০০ জন উপজাতি লোকের মধ্যে মুরগী, হাঁস এবং শূকর দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

২। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান প্রকল্পে ৪৮ জন যুবককে ২০টি করিয়া মুরগী দেওয়া হইয়াছে।

বেকইয়ার্ড ফার্মিং পদ্ধতিতে ৬০ জন লোকে মোট ১২০০টি মুরগী দেওয়া হইয়াছে। তফসিলী জাতিভুক্ত লোকদের সাহায্য প্রকল্পে ৬৫ জন লোককে প্রত্যেককে ১২টি করিয়া মুরগী দেওয়া হইয়াছে।

প্রিমিটেভ গ্রুপ প্রোগ্রামে ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বর্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলায় মুরগী, হাঁস, ইত্যাদি কোন কিছু বিতরণ করা হয় নাই। উত্তর ত্রিপুরা জিলায় এই প্রকল্পে ১২৫টি ইউনিট হাঁস, ৩০টি ইউনিট শূকর এবং ৬টি ইউনিট মুরগী ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বর্ষে বিতরণ করা হইয়াছে।

৩। না, ইহা সত্য নহে, তবে দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রিমিটিভ গ্রুপ প্রোগ্রামে হাঁস, মুরগী ইত্যাদি বিতরণের কাজ ১৯৮-৩৮৪ তে আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Un-Starred Question No. 89

Name of member :— Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister of Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। রাজ্যে বর্তমান বর্ষে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কৃষকদের মধ্যে কত পরিমাণ

নারিকেল, সুপারী, লিচু, কলা, আনারস ইত্যাদির চারা বিতরণ করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ সব চারা কত জন কৃষককে দেওয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে আনুসঙ্গিক কত পরিমাণ সার, ঔষধ দেওয়া হয়েছে এবং

৩। কত পরিমাণ মিনিকিট বিলি করা হয়েছে এবং কত কৃষক উপকৃত হয়েছে ?

ANSWER

Minister in-Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

উত্তর :—

১। নারিকেল, সুপারী, লিচু, কলা, আনারস ইত্যাদির চারা বিভিন্ন গ্রাম সেবক কেন্দ্র হইতে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ২০শে আগষ্ট পর্যান্ত এইসব বিভিন্ন গ্রাম সেবক কেন্দ্র হইতে কত চারা বিলি করা হইয়াছে এখনই বলা সম্ভব নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ১৯৮৪-৮৫ সনের ১,৫৬,০৭৪ মিনিকিট বিতরণের মাধ্যমে আনুমানিক ১,৫৬, ০৭৪ সংখ্যক কৃষক উপকৃত হইয়াছেন।

ANNEXURE—"C"

Admitted Question No :— 311 (POSTPONED)

Name of member : Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Ministei in-Charge of Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। কমলপুরের মেচিরুয়া গ্রামের বাঁশ বেতের কেন্দ্রটি চালু আছে কি এবং

২। চালু থাকিলে ঐ কেন্দ্রে এ পর্য্যন্ত কি কি বাঁশ বেতের দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে ?

৩। যদি না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ ?

Answer

১। হ্যাঁ

২। চেয়ার, মুড়া, ফুলের সাঁজি, ঝুড়ি ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হইয়া থাকে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Question No. :— 11 (Un-Starred) POSTPONED
Name of Member : Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। ত্রিপুরা রাজ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত কি কি ধরণের কতগুলি শিল্প সংস্থা রয়েছে (তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

২। কোন্ শিল্প সংস্থায় মোট কতজন শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন (সংস্থা ভিত্তিক নারী ও পুরুষের সংখ্যা কত) ?

উত্তর :

১। এবং (২) ত্রিপুরা রাজ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত শিল্প সংস্থা সমূহ এবং কোন শিল্প সংস্থায় মোট কতজন শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল ;

ক্রমিক নং	শিল্পের নাম	শিল্প সংস্থার সংখ্যা	শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা
ক)	টী ফ্যাক্টরীজ	২৯টি	১, ৬৫০ জন।
খ)	ব্রিক এণ্ড টাইলস্ ম্যানুফেকচারিং ফ্যাক্টরীজ	১৪৯টি	১৯, ০০০ জন।
গ)	ইঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাক্টরীজ, ফেব্রিকেশন, রিপেয়ারিং অটোওয়ার্কসপ, স্পানপাইপ ইত্যাদি	৮৫টি	১৪০০ জন।
ঘ)	পাম্পিং ওয়ার্কস্	৯৫টি	৮৬০ জন।
ঙ)	টিম্বার সয়িং ক্যাক্টরী ইনক্লুডিং প্রাইউড্	৭৫টি	৬৫০ জন।
চ)	প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং ও ফ্যাক্টরীজ	৬১টি	৬০০ জন।
ছ)	ইলেকিট্রক্যাল (জেনারেল টেলফরমেশন্, কেবলস্। কণ্ডাক্টারস ম্যানুফ্যাকচারিং)	২২টি	১, ০০০ জন।

জ)	রাইস, ফ্লাউয়ার এণ্ড অয়েল ম্যাণ্যফ্যাক্চারিং ফ্যাক্টরীজ	৪৫টি	১৫০ জন।
ঝ)	জুটব্যাগ টিচিং. কটন জিনিং এণ্ড প্রেসিং	৭টি	৩, ০০০ জন।
ঞ)	মেডিসিন এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট্স্	৮টি	১২০ জন।
ট)	স্পাইস্, আইস ক্রীম, ফুড প্রোডাক্ট্স্, উইভিং, টায়ার রিট্রেডিং	৪৯টি	৩০০ জন।

উপবিবর্ণিত ক্রমিক নং ১, ২, ৬, ৮, ৯, ১০, এবং ১১ শিল্প সমূহে প্রায় ৮,০০০ জন মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত আছেন।

ফ্যাক্টরী স্থাপনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় না। শিল্প বিভাগ কর্ত্তৃক কেবল মাত্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হইয়া থাকে। ফ্যাক্টরীর জন্য লাইসেন্স এবং চাউলের কলের লাইসেন্স যথাক্রমে শ্রমবিভাগ এবং খাদ্যও জন সংভরণ বিভাগ কর্ত্তৃক দেওয়া হইয়া থাকে

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday the 17th September, 1984.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11-00 A. M. on Monday the 17th September, 1984

PRESENT

Shri Amarendra Sarma, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker the chief Minister, the Deputy ehief Minister, 10 (Ten) Ministers and 42 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিস্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়-ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিস্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস, শ্রীসমীর কুমার নাথ।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কাকড়ী নদী, জুরী নদী ও শুকনা ছড়ার বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে এই ব্যাপারে বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত কি কি ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। জুরী নদীর তীরে দুইটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে যথা :—

১। সাত সঙ্গমে ৪.২৫ কিলোমিটার লম্বা বাঁধ।

২। হুরুয়াতে ১.১২ কিলোমিটার লম্বা বাঁধ।

এছাড়া কাকড়ী নদী, জুরী নদী ও শুকনা ছড়ার বন্যা প্রতিরোধের জন্য নিম্ন-লিখিত পরিকল্পনাগুলি তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

১। জুরী ও কাকড়ী নদীর বন্যা হইতে ধর্মনগর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার জন্য বাঁধ।

২। জুরী নদীর দক্ষিন তীরে কোদালিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ।

৩। জুরী নদীর দক্ষিন তীরে তুলাগাঁও ডিন্‌কাবাড়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ।

৩। শুকনাছড়ার উভয় তীরে বাঁধ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে পানিসাগর ব্লককে সেচের আওতায় আনার জন্য জুরী ও কাকড়ী নদীকে সেচের আওতায় আনার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ জুমদার :— স্যার মূল প্রশ্নটা ছিল বন্যা নিরোধের ব্যাপার, জলসেচের উপর প্রশ্ন আসেনি। কাজেই এই প্রশ্নটি আসেনা।

গণ্ডগোল

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি প্রথমেই জহর সাহার এই ব্যাপারকে তীব্র নিন্দা করছি। কারন তিনি উত্তর ত্রিপুরার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার ব্যপারে তীব্র বাধা দিচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে এই উত্তর ত্রিপুরার জন্য এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কবে পর্যন্ত সার্ভে বা প্রোগ্রাম করার কথা সরকার ভাবছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— ধর্মনগর শহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প রচনা করা হইয়াছে। প্রকল্প অনুযায়ী কাক্‌ড়ীর উভয়তীরে বাঁধ তৈরীর ব্যপারে রেল দপ্তরের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। উভয়তীরে বাঁধ নির্মিত হইলে রেল সেতুর ক্ষতিসাধন হইবে বলিয়া রেল দপ্তর মনে করে। রেলদপ্তর রেল সেতুর দৈর্ঘ্য বাড়ানের জন্য ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন। রেলসেতু বাড়ানো সহ বর্ত্তমান প্রকল্পটির এসটিমেট হইয়াছে ৭২, ৩৩, ৫০০ টাকা। এই প্রকল্পের ব্যয় ৬০ লক্ষ টাকার বেশী হওয়াতে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের টেকনিক্যাল ছাড়পত্র দরকার হবে। সি, ডব্লিউ, সি-এর টেকনিক্যাল অনুমোদন এবং তৎপরবর্ত্তী যাবতীয় নিয়মানুযায়ী কাজগুলি সম্পন করিতে

প্রচুর সময় ও অর্থ লাগিবে। তাই ধর্মনগর শহরকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করার গুরুত্ব হেতু প্রথম পর্য্যায়ে কাক্ড়ীর বামতীরে কৃষ্ণপুর হইতে রেল সেতু পর্য্যন্ত একটি বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা তৈয়ার করা হইতেছে। আশা করা যায় এই পরিকল্পনাটি আগামী টি, এ, সি, তে পেশ করা হবে।

এছাড়া দীঘল বাগের নিম্নবর্ত্তী অঞ্চলে জুরী নদীরতীরে আরও দুইটি বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হইয়াছে, যথা -

১। কোদালিয়া বন্যা নিরোধ বাঁধ। বর্ত্তমানে প্রকল্পটির এসটিমেট তৈয়ার করা হইতেছে। আশা করা যায় আগামী টি, এ, সিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করা যাবে।

২। তুলগাঁও, ডিনকাবাড়ী বন্যা নিরোধ বাঁধ। এই প্রকল্পের জরিপের ও অনুসন্ধান কাজ চলিতেছে।

অনুন্ধধান কাজের পর এস্টিমেট তৈয়ার করে যথাসময়ে টি, এ, সিতে পেশ করা হবে। শুক্নাছড়ার উভয় তীরে একটি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের পরিকল্পনা ১৯৮১-৮২ সালের বাজেটে রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে পরিকল্পনার জরিপের কাজও শেষ হইয়াছে। কিন্তু শুকনাছড়ার উভয় তীরে ঘন লোক বসতিপূর্ণ হওয়ায় জনসাধারনের আপত্তি হেতু শুকনাছড়াকে আলগাপুর মাঠের উপর দিয়া ঘুরাইয়া দিবার জন্য একটি পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। গত ২৩।৮।৮৩ ইং তারিখে নোটিফাইড এরিয়া অথরিটির মিটিংএ পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু এখানেও জনসাধারণ জমি দিতে রাজী হয়নি। আপাততঃ পরিকল্পনাটি তৈরীর কাজ স্থগিত আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার, এবং শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬২

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬২

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং আগষ্ট থেকে এর ১৯৮৪ ইং জুন পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক কি পরিমান অস্ত্র, গোলাবারুদ ও কি কি অস্ত্র লুন্ঠিত হইয়াছে?

২। উক্ত সময়ের লুন্ঠিত অস্ত্রের কি পরিমান ও কি কি অস্ত্র রাজ্য পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৮০ ইং আগষ্ট থেকে ১৯৮৪ইং জুন পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক নিম্নলিখিত অস্ত্র ও

গোলাবারুদ লুণ্ঠিত হইয়াছে ঃ—

১।	এল, এম, জি	৩টি
২।	এস, এল, আর	৯টি
৩।	জি, এফ, রাইফেল	১টি
৪।	রিভলবার	৬টি
৫।	গ্রেনেড্ —	১৩টি
৬।	পিস্তল	২টি
৭।	রাইফেল	৩২টি
৮।	ডি, বি, বি, এল, গান	৩টি
৯।	ষ্টেনগান	৩টি
১০।	,৩০৩ এমোনিশন	১৫৬৭ গুলি
১১।	৭,৬২ (এস, এল, আর এমোনিশন)	৪১১ গুলি
১২।	,৩৮ (রিভলবার এমোনিশন)	৮২ গুলি
১৩।	৯ এম, এম এমোনিশন	১৬১ গুলি

২। উক্ত সময়ের নিম্নলিখিত লুণ্ঠিত অস্ত্রগুলি রাজ্য পুলিশ, বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এফ কর্তৃক উদ্ধার করা হইয়াছে ঃ—

১।	এস, এল, আর	১টি
২।	রিভলবার	৩টি (এর মধ্যে একটি অকেজো)
৩।	গ্রেনেড	২টি
৪।	রাইফেল	৫ টি
৫।	ডি, বি, বি, এল, গান	১টি
৬।	,৩০৩ এমোনিশন	৫০টি

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে অস্ত্রগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলি এই সরকারের কাছ থেকে লুণ্ঠিত হয়েছে সেই অস্ত্রের মধ্যে পড়ে কিনা ? যে অস্ত্রগুলি উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে বিদেশী অস্ত্র আছে কিনা ? যদি থাকে এগুলির মধ্যে কোন কোন দেশের ছাপ আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : – স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিবৃতি দিলেন তাতে যে সমস্ত অস্ত্র লুণ্ঠিত হয়েছে এবং তার মধ্যে যেগুলি পাওয়া গেছে, এখানে আমার প্রশ্ন দুইটা আগে, একটা হল সেই অস্ত্রগুলি রাজ্য সরকারের পুলিশের তৎপরতায় কতটা উদ্ধার হয়েছে, কতটা আত্ম সমর্পণকারীদের আত্ম সমর্পনের সময় জমা দিয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে গুলি আত্ম সমর্পণকারীরা দিয়েছে তার মধ্যে কতটা এফেকটিভ আর কতটা নন-এফেকটিভ ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : – এটাও আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ : – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, সমস্ত অস্ত্রগুলি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি সেগুলি উদ্ধার করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— সব রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য তিন টা প্রশ্ন হয়ে গেছে, ঠিক আছে আমি আর একটা প্রশ্ন করার অনুমতি দিচ্ছি, যে কেউ করতে পারেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিচ্ছেন, তার কাছে কোন তথ্য নাই বলে। এখানে আমার প্রশ্নটা ছিল কতটা আত্ম সমর্পনকারীর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আর কতটা রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে। এখানে তথ্য নাই বলে আমার প্রশ্নটাকে এরিয়ে যাওয়া নয় কি ?

মিঃ স্পীকার :— তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যতটা ছিল সেটা তিনি দিয়েছেন এবং মূল প্রশ্নের সঙ্গে এর কোন রিলেশান ছিল না বলেই এইটা এখানে দিতে পারছেন না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : – স্যার, এখানে প্রশ্ন আছে পুলিশ কতটা উদ্ধার করেছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার এই প্রশ্নটার সঙ্গে এইটার রিলেভেনসি আছে কি না, জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : – রিলেভেনসি আছে, কিন্তু আমার কাছে এই তথ্যটা নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— এই যে অস্ত্রগুলি লুণ্ঠিত হয়েছে তাতে আজকে ত্রিপুরার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইটা কি শুধু আইন শৃঙ্খলার ব্যাপার, না কি এইটা সিকিউরিটির ব্যাপার, কোনটা চিন্তা করছেন ? এখানে যে ধরনের অস্ত্র লুণ্ঠিত করেছে

উগ্রপন্থীরা সে সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অভিমত আমারা জানতে চাইছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, এইটাকে যে রকম ভাবে নিয়েছেন সেই রকমভাবে নিতে পারেন, তবে রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই এইটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, অস্ত্রগুলি উদ্ধার যতক্ষণ পয ্যন্ত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজ্যের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে এই গুলিকে ব্যবহার করবে, এইটা আমরা ভাবছি এবং এইটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ- অ্যাডমিটেড কোশ্চোন নং-২০১

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-২০১

ঃ প্রশ্ন ঃ

১) ধর্ম্মনগর উত্তর পদ্মবিল পুরাণ বাজারে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ের স্থাপিত পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটির কাজ পাঁচ বৎসর পূর্বে আরম্ভ করা সত্বেও এখনও শেষ না হওরার কারণ কি ?

২) এই প্রকল্পের কাজটি কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং শেষ হলে তার দ্বারা কত সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন ?

উত্তর ঃ

১) প্রকল্পটির মূল অংশ সম্পন্ন করে কিছু এলাকাতে ইতিমধ্যেই জল সরবরাহ করা হইতেছে শুধু লৌহ নিকাশন ব্যবস্থা ও কয়েকটি হাইড্রেন্টের কাজ বাকী আছে।

২) প্রকল্পটির বাকী কাজ আগামী ৬ মাসে শেষ হইবে আশা করা যায় সম্পূর্ণ কাজ শেষ হইলে মোট ৪৯০০ জন লোক উপকৃত হইবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ এই পনীয় জল সরবরাহ করার কেন্দ্রটি দীর্ঘ দিন আগে স্থাপিত হলেও বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য প্রায় সময় জল সরবরাহ ব্যবস্থা অচল থাকে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ? যদি জানা থাকে তাহলে এই প্রকল্পগুলিকে ঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ স্যার, কৈলাশহর, কুমারঘাট, মনু,পানিসাগর প্রভৃতি এলাকাগুলিকে বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ডিষ্ট্রিবিউশান নেট ওয়ার্ক অপর্য্যাপ্ত থাকার দরুন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য একটা ১,৩২,০০০ ভোল্ট ক্ষমতা সম্পন্ন সাব ষ্টেশনের কাজ নেপকোর

(North Eastern Electrical Project Const. Crop.) সহায়তায় কুমারঘাটে কাজ চলিতেছে এবং এই সম্পর্কিত ডিষ্ট্রিবিউশন লাইনগুলিও যথোপযুক্ত উন্নতি সাধনের কিছু কিছু কাজ আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় আগামী আর্থিক বৎসরে (৮৫-৮৬) এই সকল কাজ শেষ হইয়া যাইবে এবং এই অঞ্চলের গ্রামীন জল সরবরাহ প্রকল্পগুলিতে ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি হইবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— এই প্রকল্পগুলির কাজ এখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হয়নি যার জন্য গ্রামে আরও বিভিন্ন দিক আছে যে সব দিকে কলোনী এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল, হাই স্কুল. অফিস প্রভৃতি রয়েছে। এই সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এখান থেকে জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এই প্রকল্পগুলিতে আমরা যতটা জল পাওয়া যাবে আশা করেছিলাম ততটা জল পাওয়া যাচ্ছে না। ঘন্টায় আমরা ৬৫০০ গেলন জল পাচ্ছি। সব সুদ্ধ আমাদের স্কীম ছিল, ৩৬টা হাইড্রেন থেকে আমরা জল পাব, তার মধ্যে আমরা করেছি ১৪টা হাইড্রেন। পাইপ লাইন ডিষ্ট্রিক-ওয়াইজ করেছি ৫,১৫৭ মিটার, এখনো ৯টা ডিষ্ট্রিকে আমরা জল দিচ্ছি। আরও প্রকল্পের কাজ আমরা করছি এবং আমরা আশা করছি যে আরও হাইড্রেন দিয়ে আমরা জল দিতে পারব। এখন আমরা প্রায় ২ হাজার লোককে কাভার করতে পেরেছি। আরও পরে কাজটা শেষ হলে আমরা ৪৯০০ জন লোককে কাভার করতে পারব এবং যেহেতু জল কম আসছে সেহেতু একবার যেখানে কূপ হয়েছে আবার সেগুলিকে কাবার করা আমাদের সম্ভব হবে না।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :— যেহেতু এইটা ডিপ-টিউব-ওয়েলের স্থানীয় জলের সমস্যার কথা বলেছেন। আমাদের মহারানীপুরে ডিপ টিউব-ওয়েল-গুলি বসানোর পরেও এখন পর্য্যন্ত জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য, আমার মনে হয় এইটা নির্দিষ্ট কয়েকটা জায়গার নাম উল্লেখ করে প্রশ্নটা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে এখানে মহারানীপুর নামতো পাওয়া যচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— মানীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নং— ২০২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নং—২০২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য গত ২৬-৭-৮৪ইং তারিখে সকাল আনুমানিক ৮/৯ ঘটিকায় সিধাই থানার অন্তর্গত হরিনাখলা গ্রামের শ্রীপ্রকাশ ঘোষ কতিপয় দুষ্কৃতিকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

২) সত্য হইলে উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের নাম ও ঠিকানা,

৩) উক্ত দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে (নাম সহ), এবং

৪) কোন আসামীকে গ্রেপ্তার না করে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

মাননীয় স্পীকার স্যার, এর জবাবে আমি বলতে চাইযে, গত ২৬-৭-৮৪ইং তারিখ সকাল বেলা অনুমান ৬টার সময় সিধাই থানাধীন হরিনাখলা সাকিনের শ্রী প্রকাশ ঘোষ, পিতা কানু চন্দ্র ঘোষ ও তাহার পুত্র শ্রী হরিপদ ওরফে স্বপন ঘোষকে সাত-ডুবিয়া সাকিনের শ্রীহরি সরকার, পিতা ফুল কিশোর সরকার ও হরিনাখলা সাকিনের শ্রীলালমোহন সরকারের পিতা মথুর সরকার আক্রমণ করিয়া আহত করেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪১, ৩২৫,৩৪ ধারায় সিধাই থানায় ১৩(৭) ৮৪ নং মোক দ্দমা রুজু করা হয়। উক্ত ঘটনার বিষয়ে উপরোক্ত ২ জন বিবাদীর মধ্যে শ্রীলালমোহন ঘোষকে গত ৪-৮-৮৪ ইং এবং বিবাদী শ্রীহরি সরকারকে গত ৩-৯-৮৪ইং তারিখে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন এবং থানা হইতে ঐ দিনই তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

উপরোক্ত ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, সাত ডুবিয়া গ্রামের শ্রীহেমন্ত ঘোষ, পিতা ব্রজবাঁসী ঘোষ বিগত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতি-দন্দিতা করিয়া জয় লাভ করেন। তাহার জয়লাভের পর ১০-৬-৮৪ ইং বিজয়ী প্রার্থী তাহার সমর্থকদের লইয়া সন্ধ্যা অনুমান ৭টার সময় সাতডুবিয়া গ্রামে বিজয় মিছিল করিবার সময় ঐ সাকিনেরই পরাজিত প্রার্থী শ্রীযোগেশ ঘোষ তাহার সমর্থকদের নিয়া বিজয় মিছিলের উপর আক্রমণ করিয়া শ্রীহেমন্ত ঘোষ ও তাহার সমর্থকদের আহত করেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীহেমন্ত ঘোষের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬ এবং বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারা মতে সিধাই থানায় ৬ (৬) ৮৪ মোকদ্দমা রুজু করা হয় এবং তদণ্ড কার্য্য চালানো হয়। ইহা ছাড়াও শ্রী

প্রকাশ ঘোষ ও শ্রীহেমন্ত ঘোষের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার নিয়া বিবাদ ছিল। আহত শ্রী প্রকাশ ঘোষের উপর আক্রমনের কারণ গত ১০. ৬. ৮৪ ইং তারিখে শ্রী হেমন্ত ঘোষ ও তাঁহার সমর্থকদের আক্রমনের ফলশ্রুতি।

মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তদন্তকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন। জি,বি, হাসপাতাল হইতে ডাক্তারী রিপোর্ট পাইবার পর ধৃত দুইজন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জসিট) দায়ের করা হইবে। আহত শ্রী প্রকাশ ঘোষ কংগ্রেস সমর্থক এবং ধৃত শ্রীলালমোহন ঘোষ ও শ্রীহরি সরকার সি, পি, আই (এম) সমর্থক বলিয়া প্রতিয়মান হয়।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথঃ - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি নিজেই অত্র অঞ্চলে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আপনি নিশ্চয় তা অবগত আছেন। কিন্তু গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যখন শ্রীপ্রকাশ ঘোষ, তার জমিতে চাষাবাদ করছিলেন, তখন সি, পি, এমের বেশ কিছু সমর্থক তার উপর হামলা করার চেষ্টা করেন এবং এখনও তাকে সি, পি, এমের সমর্থকরা নানাভাবে হয়রানি করছেন। শুধু তাই নয়, সি, পি, এম, সমর্থকরা ঐ অঞ্চলের কংগ্রেস সমর্থকদের উপর হামলা হুজ্‌জুতি চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই অত্র অঞ্চলে যাতে শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় থাকে, সেজন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— স্যার, আমি আমার বক্তব্যে সব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। কাজেই উনি এখন যে সব ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন, সেগুলি আদৌ ঠিক নয়।

শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি আমার প্রশ্নে ২৬. ৭. ৮২ ইং তারিখের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু আপনি ১৬. ৬. ৮৪ ইং তারিখের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে শ্রীপ্রকাশ ঘোষকে কংগ্রেস সমর্থকরা আক্রমণ করেছে। কিন্তু ঘটনাটা উল্টো সেটা হল সি, পি, এম, সমর্থকরাই শ্রীপ্রকাশ ঘোষকে আক্রমণ করেছিল, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— স্যার, আমি বলেছি ২৬. ৬. ৮৪ ইং তারিখে শ্রীপ্রকাশ ঘোষকে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এই ঘটনার সম্পর্কে দুইটি মামলা সিধাই থানায় নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, যে ঐ অঞ্চলে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই কংগ্রেসীরা জল ঘোলা করে মাছ শিকার করার জন্য একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে এই আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল। তার পরবর্তী সময়ে সেখানকার বিধায়ক শ্রীহরিচরণ সরকার ও সংশ্লিষ্ট থানার ও, সিকে নিয়ে একটা সর্বদলীয় শান্তি কমিটি গড়া হয়েছিল, যাতে ঐ অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় থাকে। কিন্তু কংগ্রেসীরা সেই শান্তি কমিটি কর্তৃক উত্তেজনা প্রশমনে যে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তা তারা নেয়নি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: - সেখানে যাতে কোন প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনা ঘটেছে। সেজন্য আমি বলেছি যে ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জড়িত শ্রীলাল মোহন সরকার এবং শ্রীহরি সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কাজেই পুলিশ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি, একথাটা ঠিক নয়। পুলিশ যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মিঃ স্পীকার — শ্রীনারায়ন দাস।

শ্রীনারায়ণ দাস — কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — স্যার,কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০

প্রশ্ন

১। ত্তক্ছাপাড়া গাঁও সভা অন্তর্গত এলাকায় ডাকাতি ও গরুচুরি বন্ধ করার জন্য এবং উগ্রপন্থিদের আক্রমণ থেকে এলাকাবাসীদের রক্ষা করার জন্য উক্ত গাঁও সভায় যে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে, তাকে স্থায়ী করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে, কবে নাগাদ উক্ত পুলিশ ক্যাম্পটিকে স্থায়ী করা হবে ?

উত্তর

১) পুলিশ ক্যাম্পটি গত ১৯৬৬ ইং এ স্থাপন করা হইয়াছে এবং

২) ক্যাম্পটি সেখান থেকে তুলিয়া দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

শ্রীনারায়ণ দাস:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ এলাকাতে যে পুলিশ ক্যাম্পটি দেওয়া হয়েছে, তা সেখান থেকে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ঐ এলাকার কিছু স্থানীয় সি, পি, এম নেতা চেষ্টা চালিয়েছেন যাতে করে স্থানীয় সি, পি, এম, নেতারা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মিলে এলাকাবাসীদের উপর আক্রমণ করতে পারে। এবং সেই কারণে ঐ থানবার

আউট পোষ্টের ও, সি, এবং এখান থেকে এস, পি, সাহেব গিয়ে ঐ এলাকাবাসীদের ধমক দেওয়া হয়েছে যে পুলিশ ক্যাম্পটি এখান থেকে তুলে নেওয়া হবে, প্রয়োজন হলে রাত্রির দুইটোর সময়ে এলাকাবাসীদের না জানিয়েই ক্যাম্পটি সেখান থেকে উঠিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— সেখানে কোন প্রকার উগ্রপন্থীর হামলা নেই এবং সেখানে ক্যাম্পটি এখনও আছে, কাজেই সেটি উঠিয়ে নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীরসিক লাল রায়— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই তক্ছাপাড়ায় যে পুলিশ ক্যাম্পটি দেওয়া হয়েছে, সেটি উঠিয়ে নেওয়ার জন্য সেখানকার স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং এস, পি, সাহেব একযোগে সেই এলাকাবাসীদের শাসিয়ে এসেছে যে এখান থেকে পুলিশ ক্যাম্পটি উঠিয়ে নেওয়া হবে। ফলে ঐখানকার এলাকাবাসীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — স্যার, আমি বলেছি যে সেখানে ক্যাম্পটি এখনও আছে এবং থাকবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস — কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার দাস — কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২০, স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, বিগত বন্যায় কমলপুর মহকুমার দোরাইছড়াস্থিত পাকা বাঁধটি ভেঙ্গে গিয়েছে?

২) যদি সত্য হয়, তবে উক্ত বাঁধটি মেরামত করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

৩) ইহা কি সত্য যে বর্তমানে যে স্থানে বাঁধটি করা হয়েছে, তার কিছুটা উপরের দিকে উক্ত বাঁধটি নতুন করে তৈরী করলে আরও বেশী পরিমাণ জমিতে জল দেওয়া যাবে?

৪) যদি তাই সত্য হয়, তবে সরকার তা বিবেচনা করে দেখবেন কি?

উত্তর

১) গত মে মাসের বন্যায় দোরাইছড়া গতি পরিবর্তন করে পাকা বাঁধটির কিছু ক্ষতি করে এক পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

২) প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ বর্ষার পরেই শুরু করা হবে।

৩) এরূপ প্রস্তাব এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয় নাই।

৪) উপরুক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে পাকা বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্ত হল, তা মেরামত করতে কত টাকা লাগবে এবং নতুন করে তার একটু উপরের দিকে আর একটি বাঁধ তৈরী করতে কত টাকা লাগবে, তা পরীক্ষা করে দেখেছেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ -- স্যার, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধটি মেরামত করতে ১,৫০,৩০০ টাকা লাগবে বলে আমরা একটা প্রাথমিক এ্যাসেসমেন্ট করেছি। আর তার পরিবর্ত্তে আর একটা নতুন বাঁধ তো দূরের কথা, একটা ডাইভার্শান স্কীম করতে হলেও কম করে ৪ লাখ টাকা খরচ হবে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আর একটা নতুন বাঁধ তৈরীর কথা বিবেচনা করতে পারছি না

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসঃ - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অবগত আছেন কি যে, এই বাঁধটা যখন করা হয়েছে, তখন বলক থেকে যে সাইট-সিলেকশান করা হয়েছে তা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়েছে। কাজেই এই বাঁধ দিয়ে অতিরিক্ত জলসেচ করার মতো কোন ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। অথচ এর একটু উপরেই যদি বাঁধটা তৈরী করা হত, তাহলে আরও অধিক পরিমাণ কৃষি জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হত। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা একটু অনুসন্ধান করে দেখবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ভাঙ্গা বাঁধগুলি মেরামত করার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি, তবে মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন সেটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বাঁধ মেরামত করার জন্য বলেছেন, কিন্তু এইটির ক্ষেত্রে কিছু মাটি কাটলেই যে হয়ে যাবে তার সুবিধা নাই। কারণ সেখানে মাটি পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই সেখানে রাস্তা করে মাটি আনতে হবে, তাতে অনেক টাকা খরচা পড়বে কাজেই, এই জিনিষটার একটা উদ্যোগ নিয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি না যাতে এটা সুষ্ঠু ভাবে সুরাহা করা যায়?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার স্যার আমার ২ নং প্রশ্নের জবাবে ডেফিনিট এস্যুরেনস আছে যে ভাঙ্গা বাঁধগুলির প্রয়োজনীয় মেরামত বর্ষার পরেই সুরু করা হবে

মিঃ স্পীকার - শ্রীসুবোধ দাস

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস কোয়েশ্চান নং ১৭৬

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — কোয়েশ্চান নং ১৭৩

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর বিভাগের উত্তর পদ্মবিলে দেওছড়ার উপর এল, আই, স্কীমের কাজ সম্পন্ন করতে মোট কত টাকা ব্যয় হবে বলে আশা করা যায়।	আনুমানিক ৩, ৫৫, ৪০০ (তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশ) টাকা।
২। উক্ত স্কীমের কাজ কবে নাগাদ শেষ বলে আশা করা যায়?	৮৫-৮৬ সালে এই কাজ শেগ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পদ্মবিলে এল, আই, স্কীমের কাজ দুই বছর আগেই সুরু করা হয়েছিল এবং কিছুদিন কাজ চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। এতে জনসাধারণ আশংকা করছে যে এই স্কীমটি এখানে বাস্তবায়িত হবে না, এটাকে উইড্ করা হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ — মাননীয় স্পীকার স্যার, এই স্কীমটা এখানে থাকবে। বাকী কাজ আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমতিলাল সাহা — মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহার প্রশ্নগুলি করার জন্য কোন মাননীয় সদস্য ইন্টারেস্টেড কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ — কোয়েশ্চান নং ২৫৯

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ — কোয়েশ্চান নং ২৫৯

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ডিপটিউবওয়েলটি অকেজো অবস্থায় পরে আছে।	ডিপটিউবওয়েলটি ইতিমধ্যেই মেরামত করা হইয়াছে।
২। সত্য হইলে উক্ত ডিপটিউবওয়েলটি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।
৩। থাকিলে উক্ত মেরামতের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়।	এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ডিপটিউ-

বওয়েলটি থেকে জল পাওয়া যায় কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটি' ৭৫ সালে বসান হয়েছিল এবং কিছুদিন আগে এটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গত ৮. ৪. ৮৪ ইং থেকে ১২.৪.৮৪ ইং পর্য্যন্ত এটাকে বন্ধ রেখে প্রয়োজনীয় মেরামর্ত করা হয়েছে। এখন উখান থেকে দৈনিক আড়াই হাজার গ্যালন জল পাওয়া যাবে। তবে আমরা অন্য কোন জায়গায় নূতন ডিপটিউবওয়েল বসানোর কাজ হাতে নেব।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি নিশ্চিত যে ঐ ডিপটিউব-ওয়েলটি থেকে জল পাওয়া যায়। (কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীর কুমার নাথের প্রশ্নটি কেউ করতে ইন্টারেষ্টেড কি না?

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নং ৩১৩

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : কোয়েশ্চান নং ৩১৩

প্রশ্ন	উত্তর
১. বর্তমানে ধর্মনগর বিভাগের কোন কোন এলাকা এম, আই, এফ, সি'র কাজের জন্য নির্দিষ্ট আছে (তার এলাকা ভিত্তিক ও নামের তালিকা)?	বর্তমানে ধর্মনগর বিভাগে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আছে।

জায়গার নাম	স্কীমের প্রকৃতি	মন্তব্য
১. পদ্মবিল	এল, আই	কাজ চলিতেছে
২. কুর্ত্তী	ঐ	কাজ আরম্ভ হয় নাই
৩. প্রত্যেক রায়	ঐ	ঐ
৪. জলেবাসা	ঐ	ঐ
৫. সুব্রতনগর	ঐ	ঐ
৬. উরিছড়া	ঐ	ঐ
৭. সোলেনালা	ঐ	ঐ
৮. করই ছড়া	ঐ	ঐ
৯. সাতসংগম	ঐ	কাজ চলিতেছে
১০. উত্তর-পূর্ব পানিসাগর	ঐ	ঐ
১, তিলথৈ	ডিপটিউবওয়েল	কাজ আরম্ভ হয় নাই

২. রামনগর	ডিপটিউবওয়েল	কাজ চলিতেছে
৩. রাধাপুর	ঐ	ঐ
৪. চন্দ্রপুর	ঐ	কাজ আরম্ভ হয় নাই
৫. রাগনা	ঐ	ঐ
৬. ধনিছড়া	ঐ	ঐ
৭. কৃষ্ণ টিলা	ঐ	ঐ

জুরি ও কাকড়ীর (বন্যা নিরোধক বাঁধ) পেচারথল বাজার ইছাইপাড় (মান্দার নির্মাণের জন্য)

২. ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮৪ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত কোন কোন এলাকায় জলসেচ বাঁধের কাজ করা হইয়াছে তার হিসাব ?

উক্ত সময়ে ধর্মনগর বিভাগে কোন জল সেচের বাঁধের কাজ (ডাইভার্শান স্কীম) করা হয় নাই।

৩. ধর্মনগরের উপর দিয়ে যে কটা নদী প্রবাহিত আছে সেগুলির ভাংগনের হাত থেকে তীরবর্তী অঞ্চল রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

নদীর পাড় ভাংগন রোধের জন্য ধর্মনগর মহকুমার নিম্ন লিখিত জায়গাগুলিতে বিভিন্ন সময়ে মান্দারকার বা হানা নির্মাণ করা হইয়াছে।

১, দশদা
২, সাতনালা
৩, কাঞ্চনপুর
৪, রাজবাড়ী
৫, নয়াপাড়া
৬, প্রত্যেকরায়
৭ ইছাইসোনামুড়া
৮, ইছাইপাড়
৯, দামছড়া
১০, তিলথৈ বাজার

	ইহা ছাড়া পেচারথল বাজার ও ইছাইয়ের পাড়ে মান্দার কার নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হইতেছে।
৪, থাকিলে তাহা কবে পর্য্যন্ত বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?	বর্তমান আর্থিক বছরেই কাজ শেষ হবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জলেবাসা এম, আই, এফ, সির কাজ চলছে। কিন্তু এই কাজ দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ রাখা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি যে নদীর জলে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য ঐগুলি রক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যেমন পেঁচারতল বাজার দেও নদীর জলে বিলীন হতে চলেছে, এখন সে উদ্যোগ কোন পর্য্যায়ে আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন সেটা আমি খোঁজ করে দেখব। দেও নদীর ভাংগনে প্রায় দেড়শো একর জমি ধ্বংস হওয়ার পথে। আমরা এ বৎসরই এটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতি লাল সাহা। উনি নেই। কেহ ইনটারেস্টেড হলে থাকলে বলতে পারেন।

শ্রীরসিক লাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ইনটারেস্টেড। অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৬১, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৬১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) উত্তর চড়িলাম গাঁওসভায় একটি ফিডিং সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?	১) উত্তর চড়িলামে নূতন ফিডিং সেন্টার খোলার কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে নাই।
২) থাকিলে কবে নাগাদ উহা খোলা হবে বলে আশা করা যায়?	২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) না থাকিলে তার কারণ?	৩) এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই।

কিঃ স্পিকার :— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। A question raised by Shri Shyamacharan Tripura regarding allowing a Police Officer in the Officeɪs' Gallery with nniform on 13. 9. 84. I investigated the allegation of Shri Shyama Charan Tripura M.L.A. that one Police Officer on 13. 9. 84 entered into the Officers' Gallery with uniform and I have come to khow that he entered into the Gallery with valid pass. But as he was not conversant with the procedure being a new officer in the Administration, he entered into the Gallery with uniform. But as soon as he entered, coming to know from other officers that Police Officers with uniform is not allowed in the Officers' Gallary, he immediately withdrew himself. The incident happened simply due to his ignorance of Rules of Procedure of the Legislative Assembly. I also called the concerned Officer in my office on 15. 9. 84 and he has regretted his action through ignorance. However, I shall ask ail the Departments to take note that conventions and decorum of the House are strictly adhered to in futre.

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—আমার একটি পয়েন্ট স্যার, এই যে পুলিশ অফিসার এখানে ঢোকেছেন এটা হয়তো ডিউ টু হিজ ইগনোরেন্স হয়েছে। কিন্তু এখানে এসেম্বলির অনেক পার্সোনেল বাহিরের ও অনেক আছেন তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কি করে ঢুকলেন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করলেন না। এ দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় কি না ?

Reference Period

মিঃ স্পীকার :—এ সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের ঘটনা যতে ভবিষ্যতে না ঘটে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। মাননীয় সদস্য কেশব চন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। আমি অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্যকে উনার নোটিশটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :—স্যার, ব্রহ্মকুণ্ড চা-বাগানে মালিক পক্ষের অব্যবস্থায় শ্রমিকদের অকল্পনীয় দুরবস্থা সম্পর্কে জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার:—আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিকালে রিপলাই দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিকালে রিপলাই দেবেন। আরেকটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য সুবোধ দাস এবং এল, পি, মালসাই এর কাছ থেকে আমি মাননীয় সদস্যকে উনার নোটিশটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৩-৯-৮৪ ইং তারিখে সকালে উগ্রপন্থী টি, এন, ভি দল কতৃক দশদা গ্রামীন ব্যাংক হানা এবং লুটপাট করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি মানননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বক্তব্য রাখার জনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজ বিকালে রিপলাই দেব।

মি : স্পীকার :— মামনীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ বিকালে বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল : "গত ২৫শে আগষ্ট উদয়পুর মাতার বাড়ীতে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন স্থানে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের দ্বারা শ্রমিক ইউনিয়নের একটি নূতন বাসে আরোহী পূণ্যার্থীরা আক্রান্ত ও আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৬-৮-৮৪ ইং বিকাল বেলা ৫-৩০ মিঃ এর সময় শ্রীমতি বাসন্তি লতা সেন পতি মৃত নিরঞ্জন সেন সাং টাউন প্রতাপগড় আগরতলা, উদয়পুর মাতার বাড়ীতে পূজা দিবার জন্য আরও অনেক পুণ্যার্থীর সঙ্গে গিয়াছিলেন। ঐ সময় মাতার বাড়ীর পুকুর ঘাটে ঘাট ব্যবহারের ব্যাপার নিয়া স্থানীয় দুই জন বালকের সহিত বচসা হয় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় আরও ১০।১২ জন লোক সেখানে জমায়েত হয় এবং নিম্নলিখিত পুণ্যার্থীদের উপর ইট পাটকেল

ছুঁড়িয়া হামলা চালাইয়া আহত করে।

১) শ্রীমতি সন্ধ্যা দাসগুপ্ত, ৭৯ টিলা, আগরতলা।
২) শ্রীবিশ্বনাথ দাসগুপ্ত ঐ
৩) ,, কেশব দাশ দত্ত ঐ
৪) শ্রীমতি ঝর্না দাসগুপ্ত ঐ
৫) শ্রীঅমৃত বণিক এবং ঐ
৬) ,, চন্দন বণিক ঐ

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—উপরোক্ত সকলেই ২৬-৮-৮৫ইং তারিখে উদয়পুর হাসপাতাল হইতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং একমাত্র ঝর্না দাস গুপ্তার অবস্থা খারাপ বিধায় ঐ দিনই আগরতলায় জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং ৩-৯-৮৫ইং তারিখে ছাড়া পান জি, বি, হাসপাতাল হইতে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতি বাসন্তীলতা সেনের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫ ধারায় উদয়পুর থানায় ২৫৮(৮)৮৫ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয় এবং তদন্তভার গ্রহণ করা হয়।

এই মোকাদ্দমার সংশ্রবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গত ২৬-৮-৮৪ইং তারিখে ধৃত করিয়া গত ২৭-৮-৮৫ইং তারিখে আদালতে প্রেরণ করা হয় এবং ঐ দিনই আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পায়।

১। শ্রীতপন আচার্য্য—পিতা - গৌরাঙ্গ আচার্য্য—মাতারবাড়ী।
২। শ্রীরবীন্দ্র পাল—পিতা মৃত জলধর পাল—মাতারবাড়ী।
৩। শ্রীগোপাল পাল—পিতা মৃত হিমাংশু পাল—মাতারবাড়ী।

স্থানীয় তদন্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ঘটনাটি হঠাৎ বচসার ফল স্বরূপ ঘটিয়াছে।

পূণ্যার্থীরা যে বাসটিতে (টি. আর, এস,—৬৩৬) মাতারবাড়ী যান সেই বাসটি হামলার সময় মাতারবাড়ী দিঘীর নিকটেই ছিল। হামলার দরুন বাসের ৬টি জানালার কাঁচ ভাঙ্গিয়া যায় ও ইহাতে আনুমানিক ১০০০ টাকা ক্ষতি হয়। ইট পাটকেল ছুঁড়ার ফলেই বাসের ক্ষতি হয়।

মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের ব্যক্তিগণের কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত কি না তাহা জানা যায় নাই।

তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীমানিক সরকার:—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই তথ্য জানা আছে কি যে, দুস্কৃতকারীরা সংঘবদ্ধ ভাবে বাসটিতে আক্রমণ করার ফলে যারা পূণ্যার্থী ছিলেন তার মধ্যে বিশেষ ভাবে ঝর্না দাসগুপ্তকেই বিশেষ ভাবে আক্রমণ করা হয়, এবং দুস্কৃতকারী-দের আঘাতে যারা আহত হয়েছিলেন, যারা হাসপাতালে গিয়েছিলেন পুলিশ তাদেরকেই গ্রেপ্তার করেছিলেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, বিষয়টা আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্য যখন এই তথ্য এখানে উপস্থাপিত করেছেন, তখন তা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীমানিক সরকার :—গ্রেপ্তার যাদের করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন চন্দ্রপুর (মাতারবাড়ী)স্কুলের ছাত্র ছিল। ছাত্র গ্রেপ্তারের খবর জানার পর চন্দ্রপুর স্কুল থেকে ছাত্ররা মিছিল করে উদয়পুর আসে। যারা মিছিল করে থানায় আসে তাদের বয়স খুবই কম। ১২।১৩।১৪।১৫ বৎসর তাদের বয়স হবে। যখন মিছিলটি থানার সামনে উপস্থিত হয়, তখন বিনা প্ররোচনায়, ছাত্রদের উত্তেজিত করার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিছিলের উপর লাঠি চালান এবং শূন্যে গুলি নিক্ষেপ করা হয়, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : – স্যার, এটা সরাসরি নোটিশের সঙ্গে যুক্ত নয়। কাজেই বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিয়েছিলাম যে, যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন থানাকে ঘেরাও করা, কিংবা থানার সামনে হৈ চৈ করা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখেছি, আগরতলায় কিংবা অন্যান্য জায়গায়ওদেখেনি এই সব ঘটনাগুলি হচ্ছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে। তবে এটা ঠিক, মাননীয় সদস্য বলেছেন, এটা ছাত্ররা চিন্তা করেন নি। কিন্তু আরগতলা শহরে গেছে, চিন্তা করার মত লোকেরাই করছে। অন্যান্য জায়গয়াও এই জিনিস দেখা গেছে। হাউসের পক্ষ থেকে বলছি, থানা ঘেরাও বা হৈ হল্লা যাতে না হয় তার জন্য লক্ষ্য রাখা দরকার। পুলিশ থানার সামনে অন্যায়ভাবে কিছু করে থাকলে আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন আমাদের আর একটি বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা হবে। গত ১৪-৯-৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়

একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয় বস্তু হলো :— "গত ২৬শে জুলাই, ১৯৮৪ইং ফটিক রায় থানার মরাছড়া গ্রামের থাংপিরাই রিয়াং নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ফটিকরায় থানার অন্তর্গত করাতী ছড়া গ্রামের মৃত হৃতজয় রিয়াংয়ের পুত্র শ্রীথাম্পিরাই রিয়াং (৬০), ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শ্রীথাম্পিরাই রিয়াং টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের পক্ষে এলাকায় চাঁদা আদায় করিতেন বলিয়া বদনাম ছিল। তিনি এলাকাবাসীদের নিকট হইতে জোর জুলুম করিয়া চাঁদা আদায় করিতেন এবং এই রকম একটি গুজব আছে যে থাম্পিরাই রিয়াং আদায়কৃত ৩০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

গোপন সূত্রে ইহা জানা যায় যে, ২৬-৭-৮৪ ইং বৃহস্পতিবার খুব ভোরে শ্রীমিলন মারাক. শ্রীউপেন্দ্র মারাক, শ্রীনবীন ত্রিপুরা, শ্রীরসিয়া দেবববর্মা, শ্রীদীনেশ দেববর্মা, শ্রীআদিয়া দেববর্মা সকলেই ডেমছড়ায় শ্রীথাম্পিরাই রিয়াংকে ডেমাছড়া তাঁর বড় মেয়ে শ্রীমতি ছাবিরুং রিয়াং পতি শ্রীগঙ্গারাম রিয়াং এর বাড়ী হইতে জোরপূর্ব্বক টানিয়া নিয়া যায় এবং তাঁহাকে ভীষণভাবে মারধোর করেন। যাহার ফলে থাম্পিরাই রিয়াংয়ের মৃত্যু ঘটে। থাম্পিরাই রিয়াংয়ের মৃতদেহ ডেমছড়া পুরানো ফরেষ্ট বাগানের রাস্তার পাশে ফেলিয়া যায়। ইহাও জানা যে ৩১-৭-৮৪ইং তারিখে ডেমছড়া গ্রামবাসীরা থাম্পিরাই রিয়াংয়ের গলিত মৃতদেহ রাস্তার পাশে দেখেন।

উগ্রপন্থীরা থাম্পিরাই রিয়াংকে মারিয়াছে এই কথা গোপন করার উদ্দেশ্যে

তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও গায়ের লোকেরা থামপিরাই জ্বর ও আমাশয় রোগে অসুস্থ হইয়া মারা গিয়াছেন এই বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার মৃত দেহ দাহ করিয়া ফেলেন।

এই মর্মে থামপিরাই রিয়াংয়ের মৃত্যু সম্পর্কে ফটিকরায় থানায় ২৫-৮-৮৪ ইং তারিখে ৮৭৪ নং জি, ডি, এন্ট্রি মূলে ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৫৭ (ক) ধারায় তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করেন।

এই ঘটনা সংশ্রবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে ধৃতক্রমে আদালতে প্রেরণ করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণ সবাই জেল হাজতে আছে।

ধৃত ব্যক্তিদের নাম	তারিখ
১। শ্রীপ্লাসিক ওরফে উষা দেববর্মা পিতা মৃত—পদ্ম মোহন দেববর্মা সাং করাতীছড়া, থানা ফটিকরায়।	৮।৯।৮৪ ইং
২। শ্রীউপেন্দ্র মারাক, পিতা মৃত—চন্দ্রকান্ত মারাক, সাং ডেমছড়া থানা—ফটিকরায়।	৮।৯।৮৪ ইং
৩। শ্রীললিত দেববর্মা, পিতা মৃত—কৃশা চন্দ্র দেববর্মা, সাং ডেমছড়া, থানা—ফটিকরায়।	৮।৯।৮৪ ইং
৪। শ্রীহরিচরণ দেববর্মা, পিতা শ্রীভক্ত চন্দ্র দেববর্মা, সাং ডেমছড়া, থানা—ফটিকরায়	৯।৯।৮৪ইং

এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—এটা যেমন ঠিক, থাম্পিরাই রিয়াং উগ্রপন্থীদের দ্বারা খুন হয়েছেন, ঠিক তদ্রূপ, গত ১৫ই আগষ্ট বুদ্ধ দেববর্মা- ডেমছড়া গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়েছেন, গত ২০শে অগাষ্ট রফিক আলী, ধূমাছড়া গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়েছেন, এবং গত ২৭শে অগাষ্ট সাম ত্রিপুরা, সিন্ধুমছড়া থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে কোন তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই সব খবর আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য খুব দায়িত্ব নিয়ে যে সব তথ্য এখানে উপস্থিত করেছেন আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে বিবৃতিতে বলেছেন, উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, পুলিশ উপজাতি যুব সমিতির লোককে এরেষ্ট কেন করেছেন, তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার কে টি, এন, ভি, আর কে উপজাতি যুব সমিতি সেটা বলা মুস্কিল কাজেই আসামী হিসাবে এরেষ্ট করা হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, খুনীদের নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তারপরেও কেন যাদের নাম এফ, আই, আর, এ নাই তাদের এরেষ্ট

করা হল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সবাইকে এরেষ্ট করার চেস্টা হচ্ছে।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ২৬ তারিখ যে ঘটনা ঘটল তার আগে ২৩ তারিখ নবীন ত্রিপুরার বাড়ীতে এই ঘটনার জন্য মিটিং করা হয়েছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমার জানা নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—রেফারেন্স পিরিয়ডের নেক্সট বিষয়বস্তু হচ্ছে গত ১৪-৯-৮৪ ইং তারিখে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আজকে একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি মাননীয় সদস্য শ্রী বসিত আলী কর্তৃক আনা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য শ্রী বসিত আলী উপস্থিত আছেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল : — "উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর বিভাগের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সমশের নগরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করায় কৈলাশহরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনায় রাজ্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে" আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়বস্তুর উপর ওনার স্বীকৃত বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম কোন তথ্য আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে নাই। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করে বলছি যে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের দেখার ব্যাপার। বাংলাদেশে কোন্ জায়গায় ঘাঁটি আছে তার জন্য সিকিওরিটি এরেঞ্জমেন্টের প্রশ্নটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। এটা এই হাউজে আলোচনার বিষয় বস্তু নয়।

বসিত আলী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে কৈলাসহর সংলগ্ন কিছুসংখ্যক জায়গায় বাংলাদেশের ঘাঁটি বসানো সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, এসেম্ব্লির দৃষ্টি আকর্ষন করেছি। বর্তমানে আমাদের বি, এস, এফ, বাহিনী দেখছে কিভাবে বাংলাদেশ থেকে লোকজন এসে এখানকার ক্ষেত-খামার যা আছে তার শস্য নষ্ট করেছে। তারজন্য বি, এস, এফ-বাংলাদেশের গরু ধরার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক নাগরিক ওপার থেকে এসে আমাদের এখানকার কিছু গরু ধরে নিয়ে গেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি সেখানে বি. ডি. আর. পর্য্যন্ত জড়িয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে

চিঠি দিয়েছি যে, দিন দিন বাংলাদেশ থেকে নাগরিকরা এসে এখানকার গরু নিয়ে যাচ্ছে নদী পার হয়ে। তারা এখানকার একজন লোককে ধরে নিয়ে গেছে এবং বলছে যদি তাদের গরুগুলি ফেরৎ না দেওয়া হয় তাহলে তারা লোকটাকে দেবে না। আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে বাংলাদেশের সামশের নগরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাউজে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি আপনার পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশানটা কি বলুন।

সৈয়দ বসিত আলী :— আমরা লক্ষ্য করেছি যে যেকোন সময় কৈলাসহর আক্রান্ত হতে পারে। একদিকে উগ্রপন্থীর হামলা, অন্যদিকে বাংলাদেশের তৎপরতা সে কারণে মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। সেখানে ২।৩ টা বিমান ঘোরাফেরা করছে। অতএব উত্তর ত্রিপুরা আক্রান্ত হতে পারে বলে আমরা শুনছি।

মিঃ স্পীকার ঃ – মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব্ অর্ডার এসেছে।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পর, সংবাদ সরবরাহ করার পর বক্তব্য রাখতে হয়।

সৈয়দ বসিত আলী ঃ – মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে জনগণের মনে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে রাজ্য সরকার কি করবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না আর কি করবেন সেটা রাজ্য সরকার দেখবেন। আমি শুধু অনুরোধ করছি ব্যাপারটা দেখার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য হয়ত ভুলে গেছেন ওনার নোটিশটির বিষয়বস্তু কি ছিল। উনি তুলেছেন বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার সামশেরনগরে সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে। আবার গরু চুরির ব্যাপারটা ত এখানে আলোচনায় আসেনা।

সৈয়দ বসিত আলী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি এখানে উল্লেখ করেছি পরিস্থিতি কিভাবে মোড় নিয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় নাগরিকদের যে অবস্থা সেটা সম্পর্কে বলেছি। সেখানকার উত্তর ত্রিপুরার নিরাপত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি আবেদন করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার। ইট ইজ নট এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বাংলাদেশ সরকার সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে সামরিক ঘাটি নির্মানের ফলে ত্রিপুরার সীমান্তঅঞ্চল-গুলিতে

আমরা দেখেছি বেশ কিছু অবৈধ কাজ হচ্ছে। এই সামরিক তৎপরতার ফলে সীমান্ত-বর্তী এলাকা গুলিতে যে ধরণের ঘটনা ঘটছে, তা চেক্ দেওয়ার জন্য সীমান্তঞ্চল গুলিতে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা এবং হলে পরে তা কি পর্যায়ে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : — স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছেন তা এখানে উঠেনা এবং ত্রিপুরা সরকার বাংলাদেশে কোথায় কি সামরিক ব্যবস্থা রয়েছে সরকার সে সম্পর্কে কোন তথ্য এই হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন না।

Calling Attention

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এবং শ্রীনকুল দাস মহোদয়দ্বয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২ রা জুলাই ১৯৮৪ ইং অমরপুর মহকুমার কাছিমা গ্রামে সশস্ত্র উগ্রপন্থী-দের হাতে ৩জন নিরীহ নাগরিক খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"

নিহত ব্যাক্তিদের নাম :— ১) দীনেশ দেবনাথ ২) আদিত্য দাস

২) পরিতোষ ঘোষ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা ও শ্রীনকুল দাস মহোদয়দ্বয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি —

বিগত ১-৭-৮২ ইং বীরগঞ্জ থানা এলাকর রাঙ্গামাটি গ্রামের শ্রীসুখেন্দু চক্রবর্তীর ছেলে শ্রীখোকন চক্রবর্তী বিকাল ৫ ৩০ মি : এর সময় বীরগঞ্জ থানায় আসিয়া এই মর্মে একটি সংবাদ দেন যে, শ্রীরমণী ঘোষের ২৬ বৎসর বয়স্ক ছেলে শ্রীপরিতোষ ঘোষ যার দুধ বিক্রির ব্যবসা ছিল দুধ সংগ্রহ করার জন্য অন্য দিনের ন্যায় খৃষ্টানবাড়ী কাছিমার দিকে যান। শ্রীপরিতোষ ঘোষ দুধ সংগ্রহ করার পর যে সময়ের মধ্যে বাড়ী ফিরার কথা ঐ সময়ের মধ্যে বাড়ী না ফিরায় তার আত্মীয়দের নানারকম সন্দেহ হয়।

ঐ একই দিনে রাত্রি অনুমান ৭-৩৬ মিঃ পুলিশ আর একটি সংবাদ পান বীরগঞ্জ থানাধীন মৈলাক গ্রামের মৃত ক্ষীরোদ দাসের পুত্র শ্রীআদিত্য দাস, মৃত কার্ত্তিক দেবনাথের পুত্র শ্রীদীনেশ দেবনাথ ঐ গ্রামেরই শ্রীজীবন দাস, শ্রীনিমাই চন্দ্র দাস ও

শ্রীসুরেশ দাস সহ কাছিমা গ্রামের শ্রীচৈতন্য-হরি জমাতিয়ার পুকুরে মাছ ধরার জন্য বেলা অনুমান ১১টায় রওয়ানা হইয়া যান। তাহারাও মাছ ধরার পর তাহাদের স্ব স্ব বাড়ীতে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত ফিরেন নাই, যার ফলে সন্দেহ হইতেছে তাহারা উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত হইয়াছেন কিনা।

বীরগঞ্জ থানার পুলিশ উক্তয় সংবাদ .থানার রোজ নামচায় লিপিবদ্ধ ক্রমে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৫৭ ধারা মতে তদন্ত শুরু করেন।

২-৭-৮৪ইং শ্রীআদিত্য দাস, শ্রীদীনেশ দেবনাথ. শ্রীনিমাই দাস, শ্রীসুরেশ দাস, এবং শ্রীজীবন দাস শ্রীচৈতন্য হরি জমাতিয়ার, লেইকে যখন মাছ ধরায় ব্যস্ত ছিলেন বেলা অনুমান ১টার সময় ১৭/২০ জনের রাইফেলধারী সশস্ত্র একটি উপজাতি উগ্রপন্থী দলকে জলাশয়ের নিকটে ঘুরাঘুরি করিতে দেখেন, জলাশয়ের নিকট যখন উগ্রপন্থী দলটি পৌছায় তখন শ্রীজীবন দাস, শ্রীনিমাই দাস, শ্রীসুরেশদাস ভয়ে মাছ ধরা বন্ধ করিয়া নিকটবর্তী জঙ্গলে পলাইয়া যান। ঐ সময়ে শ্রীদীনেশ দেবনাথ ও শ্রীআদিত্য দাস লেইকটির উত্তর অংশে মাছ ধরিতেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর শ্রীজীবন দাস শ্রীনিমাই দাস ও শ্রীসুরেশ দাস জলাশয়টির কাছে শ্রীআদিত্য দাস এবং শ্রীদীনেশ দেবনাথের খোঁজ করেন, কিন্তু তাহাদের চিহ্নমাত্র দেখিতে পান নাই। কেবল জলাশয়ের ধারে মাছ ধরার জালটি পরিয়া আছে লক্ষ্য করেন। তাহারা কি ঘটনা হইয়াছিল বুঝিতে পারে নাই। উগ্রপন্থী দলটিকে দেখা যায় ৩ জন বাঙ্গালীকে তাদের ২/৩টি কাপড় ও পাটের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাছিমা খৃষ্টান পাড়ার দিক হইতে শ্রীপূর্বধন রিয়াং-এর পাড়ার দিকে বিকাল অনুমান ৪টায় আসিতেছেন। উগ্রপন্থী দলটিকে দেখিতে পাইয়া, ঐ পাড়ার সবাই জঙ্গলে পলাইয়া যান। এক মাত্র শ্রীপূর্বধন রিয়াং ও আরও ২। ৩ জন পাড়ায় ছিলেন। কিছু ক্ষণ পর উগ্রপন্থী দল ঐ পাড়া হইতে ৩জন বাঙ্গালীকে বাধিয়া শ্রীপূর্বধন রিয়াং-এর পাড়া হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাইতেছে দেখা যায়। তারপর উগ্রপন্থী দলটিকে একই রাস্তা দিয়া ফিরিতে এবং কাছকোর দিকে চলিয়া যাইতে দেখা যায়। এই ব্যাপারটি পূর্বধন রিয়াং পাড়া শ্রীপূর্বধন রিয়াং দেখিতে পান। উগ্রপন্থী দলটি চলিয়া যাওয়ার পর শ্রীপরিতোষ ঘোষ, শ্রীআদিত্য দাস ও শ্রীদীনেশ দেবনাথের মৃতদেহ রক্তাক্ত জখম অবস্থায় কাছিমা নামক একটি গ্রামে (অমরপুর কাছকো বাজার রাস্তার উপর) পাওয়া যায়। আঘাতের নমুনা দেখে বুঝা যায় উগ্রপন্থী দলটি শ্রীপরিতোষ ঘোষ, শ্রীআদিত্য দাস ও শ্রীদীনেশ দেবনাথকে ঐ স্থানে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করে।

পুলিশ পরিতোষ ঘোষ, আদিত্য দাস, ও দীনেশ দেবনাথের মৃত দেহ যে স্থানে পরিয়াছিল সেই স্থান হইতে গত ২। ৩-৭-৮৩ইং রাত্রি অনুমান ৩-৩০ মিঃ এর সময় উদ্ধার করেন।

মৃত দেহগুলি যথারিতি ময়না তদন্তের জন্য অমরপুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

উক্ত ঘটনার সংবাদ বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১) (ক) ধারায় ১(৭)৮৪ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয়।

উগ্রপন্থী দলটি টি. এন. ভি, র অন্তর্ভুক্ত বলে পুলিশ মনে করে। ঐ দলের সদস্যদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালান হয়। কিন্তু এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তদন্তকার্য এখনও চলিতেছে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ২রা জুলাই অমরপুর মহকুমার কাছিমাগ্রামে উগ্রপন্থীদের হাতে দীনেশ দেবনাথ, আদিত্য দাস ও পরিতোষ ঘোষ নিহত হয়। যে উগ্রপন্থী দলটির হাতে তারা নিহত হয়, এর আগে উগ্রপন্থী তৎপরতার ফলে রাইবাড়ী এলাকাতে পুলিশ বাহিনীর ৬জন পুলিশ নিহত হয়েছেন এবং ঐ থান থেকে এই উগ্রপন্থী দলটি অমরপুর মহকুমার মধ্যে ঢুকে ১লা জুলাই তারিখে এবং ১লা জুলাই তারিখে সকাল বেলায় পূর্ব ডলুমা গাঁও সভার তৎকালীন সি, পি, এম দলের প্রধান শ্রীশূন্য রাম রিয়াং-এর বাড়ীতে ২০-২৫ জনের উগ্রপন্থী দলটি খাওয়া-দাওয়া করেন এবং খাওয়ার পর ঐ দিনই বেলা ২টার সময় তারা ডালাক গাঁও সভার সি, পি, এম দলের প্রধান শ্রীঅভয় কুমার জমাতিয়ার বাড়ীতে এসে ভাত খান এবং সেখান থেকে অমরপুর এলাকার দিকে যেতে থাকে এবং এ ব্যাপারে থানাতে খবরও দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই দলটি দেখা যায় সকালে পূর্ব মালবাসা গাঁও সভার সি, পি এম দলের প্রধান শ্রীবিভারাম রিয়াং এর বাড়ীতে খাওয়া শেষ করে সকাল বেলাই ৯-৯'৩০মিঃ ১২-১৫ জনের উগ্রপন্থী দলটি পশ্চিম মালবাসার আর একটি গ্রাম, সেটাকে পামাকো বলে। সেই গামাকোতো সি. পি, এম দলের লীডার শ্রীশিবজয় রিয়াং এর বাড়ীতে এসে একটি সভা করে। সেই সভায় মধ্যে আত্মসমর্পনকারী এ' টি, পি, এল, ওর, একজন বিশিষ্ট নেতা শ্রীজগদী জমাতিয়া এবং আরও কয়েক জন সঙ্গী নিয়ে সেখানে প্রায় এক ঘন্টার মতো গোপন মিটিং করে এবং ঐ বাড়ীর চারিদিক দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে দেওয়া হয় যাতে কোন লোক

সেখানে ঢুকতে না পারে এবং সেই দিনই ঐ বাড়ীর পাশ দিয়ে একটি রাস্তা দিয়ে কয়েক জন লোক যেতে থাকলে ঐ এলাকার একজন বয়স্ক উপজাতি মহিলা ঐ লোক গুলিকে নিষেধ করে যে তোমরা ঐ রাস্তা দিয়ে যাবে না, গেলে বিপদ হবে। সেই বাড়ীর পাশে একটি জঙ্গলে তখন কিছু উগ্রপন্থী ডিউটি দিচ্ছিল, তারা যে সমস্ত বাঙ্গালী মৎস্য জীবি কালাবাড়ীর দিকে আসছিল তাদের হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু উপজাতি মহিলার তৎপরতার ফলে তারা লোকগুলিকে হত্যা করতে পারে নি এবং মিটিং শেষ করে সেখান থেকে পশ্চিম মালবাসা গাঁও সভার একজন পঞ্চায়েত সদস্য সি, পি, এম দলের সমর্থক শ্রীকালীচরণ জমাতিয়া এবং শ্রীজগদীশ জমাতিয়া এই উগ্রপন্থী দলটিকে ঘুঙুরিয়া গাঁও সভার দিকে নিয়ে যায় এবং সেই ঘুঙুরিয়া গাঁও সভা এবং বীরগঞ্জ গাঁও সভার মধ্যে একটি মাঠ আছে, সে মাঠকে কালা দেবেন্দ্রের খামার বলে, সেই কালা দেবেন্দ্রের খামারের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পথে ঐ মাঠে যারা গরু চড়াত, উগ্রপন্থী দলটি তাদেরকে মারধর করে।

শ্রীজহর সাহা :—স্যার, যারা উগ্রপন্থীদের হাতে মার খেয়েছে ওরা থানায় এসে দুপুর বেলা ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে খবর দিয়েছে যে একটা উগ্রপন্থী দল অমরপুরের কাছিমা দিয়ে ওদের যেতে দেখেছি এবং আমাদের মেরেছে। তারপর অর্থাৎ বেলা ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে পরবর্ত্তী একটা খবর পাওয়া যায় যে রাস্তার উপরে কিছু লোকের ডেড বডি দেখা যাচ্ছে, এই খবরও কিন্তু থানায় দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি পুলিশ এই ব্যাপারে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ফলে মনে হচ্ছে কাছিমার এই ঘটনাটি একটা পরিকল্পিত হত্যা-কাণ্ড তাই আমি এই হাউসে যে তথ্য দিয়েছি এই ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে যারা এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা এবং এই ব্যাপারে সরকারের জানা আছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে ধরনের ক্লারিফিকেশ্যান চেয়েছেন এটা খুব বিস্ময়জনক, একমাত্র টি, এন, ভির খুব ঘনিষ্ট লোক সমর্থক ছাড়া এই ধরনের বানানো একেবারে অসত্য তথ্য একটা হাউসের সামনে কেউ পরিবেশন করতে পারেন না। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, উগ্রপন্থী যারা আত্মসমর্পন করেছেন তাঁদের ৩ জন এদের মধ্যে খুন হয়েছেন টি, এন, ভির হাতে এবং অন্যান্য অনেকেই ঘর-বাড়ী ছাড়া, ওরা তাঁদের খোঁজে বেড়াচ্ছে। মাননীয়

সদস্য তাতেও খুশী হননি, কেন আত্মসমর্পন করলো এটাই হচ্ছে ক্রোধের কারন? যে ক্রোধ থেকেই মাননীয় সদস্য আজকে এই সব তথ্য যেগুলি একেবারেই বানানো সেগুলি হাউসের সামনে পরিবেশন করেছেন। সি, পি, এমের বিরুদ্ধে এই সব অপপ্রচার করে কোন কাজ হবে না। মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার একমাত্র যারা সংগ্রাম করছে টি, এন, ভির বিরুদ্ধে তাঁরা সি, পি, এম এবং তাঁদের বন্ধু যারা গণতান্ত্রিক শক্তি তাঁরা। স্যার,বন্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রেখেছে, মাননীয় সদস্য কি বলতে পারবেন যে, কোন জায়গায় টি, এন, ভির নামটা উচ্চারণ করেছেন? আমার টি, এন, ভির রিপোর্টে তো তা বলে না, কোন জায়গায় টি, এন, ভির আক্রমণকে কেন্দ্র করে বন্ধ ডেকেছেন যে এই বন্ধটা হচ্ছে বৈরীদের বিরুদ্ধে? কোন জায়গায় মাননীয় সদস্য দেখাতে পারবেন? না, পারবেন না। কাজেই এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বুঝতে কস্ট হয় নি যে কারণে সি, পি, এমকে আক্রমনের লক্ষ্যস্থল করা হচ্ছে, যারা আত্মসমর্পন করেছে তাদের আক্রমনের লক্ষ্যস্থল করা হচ্ছে আর টি, এন, ভি তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে যেমন খুশী খুন-খারাপি করুক ওদের নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে না, খুব দুঃখজনক। মাননীয় সদস্যকে আমি বলবো, এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না।

শ্রীজওহর সাহাঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, আমরা সমস্ত ধরনের হত্যাকাণ্ড

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনি পয়েন্টটা বলুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—স্যার, আমরা সমস্ত ধরনের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করি। আমি যে তথ্যটা এখানে দিয়েছিলাম

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার তথ্য নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছিলেন তার উপরে পয়েন্ট কি আছে সেটা বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :—যে উগ্রপন্থী দলটি কাছিমা বাড়ীতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার আগে শিবজয় জমাতিয়ার বাড়ীতে যে গোপন মিটিং করেছে এই ব্যাপারে থানাতে জানানো হয়েছে এবং সেটা লোকাল লোকেরা জানিয়েছেন। তাই হাউসে বলছি, সেটার নিরপেক্ষ তদন্ত করার এমন কোন ইচ্ছা এই সরকারের আছে কিনা? আমি এই হাউসের মধ্যে এইটুকু বলতে চাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা একবারও টি, এন, ভিদের কথা বলছি না, কারা সি, পি, এম আর কারা টি, এন, ভি.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার পয়েন্টটা কি, যে থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও থানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানা আছে কিনা, এটা তো?

শ্রী জওহর সাহা— স্যার, এই যে জমাতিয়ার বাড়ীতে যে ঘটনা ঘটেছে গোপন সভা হয়েছে সেটা তদন্ত করা হবে কিনা এবং সেখানে তদন্ত করে সেটার প্রকৃত রহস্য উৎঘাটনের ব্যাপারে সরকারের কোন চিন্তা আছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার, উদ্দেশ্য প্রনোদিত কোন ক্ল্যারিফিকেশ্যানের কোন জবাব দেওয়া হয় না, কোন তথ্য দেওয়া হয় না।

শ্রীসমর চৌধুরী— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কাছিমা খ্রীষ্টান পাড়াতে নগেন্দ্র বাবু তাঁর, যখন নাকি অমরপুরে মিজো এটাক হয়েছিল, তাদের সমস্ত মিজো আস্তানা করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সুখদয়াল জমাতিয়া এ ডি সির মেম্বার এবং সেখানকার নেতা কৃষ্ণমোহন এই ২রা জুলাই এই ঘটনার সময় কাছিমাতে ছিলেন এবং টি. এন. ভির সঙ্গী হয়েছিলেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, এই সব তথ্য এখানে আসে না, ঘটনাটি যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা অনেক আগের ঘটনা সেগুলি ত্রিপুরার মানুষ জানেন। আজকে এখানে এই যে নোটিশ এই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আসে না।

শ্রীসমর চৌধুরী – পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে অমরপুর শহরে এবং তার আশেপাশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য শুধু বন্ধ নয়, শ্রীজওহর সাহা এম. এল. এ. তিনি এখানে প্রকাশ্যে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন এবং সেখানকার বাঙ্গালী এবং উপজাতির মধ্যে একটা ব্যাপক উত্তেজনা, সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার সংগ্রহাধীন তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা ঠিক যে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বিধায়ক শ্রীজওহর সাহা বাঙ্গালীদের অমরপুর শহরে আনবার জন্য উস্কানী দেন। এই ঘটনায় মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব উনি যেন আগুন নিয়ে খেলা না করেন। আপনারা ট্রাইবেল এলাকায় দেখবেন, তাদের নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে ঘটনাগুলি হচ্ছে তারা সাম্রাজ্যবাদের চর বা এজেন্ট। সোভিয়েট রাশিয়াতে যেভাবে সেখানে বন্দীদেরকে টিট করা হত সেই আক্রমনের সঙ্গে ঠিক সেটাই মনে হয় ফ্যাসিষ্ট চক্রের দ্বারা এটা হচ্ছে। ফ্যাসিষ্টবাদীরাই এর উস্কানী দিচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের

জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এইটা পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানের মধ্যে আসেনা।

শ্রীজওহর সাহা :-- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে, ২রা জুলাই হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি গাঁওসভার প্রাক্তন প্রধান সি, পি, আই, এম দলের নীহার কুমার ধর রায় ডাক নাম সমীর ধর বলা হয়, তারই প্ররোচনায় সি, পি, এম দলের কর্মী রতি আচার্যা, উনি একজন সাইকেল মেইকার, দোকানও আছে, উপেন্দ্র দেবনাথের ছেলে প্রফুল্ল দেবনাথ, ওরা ঐ সমীর ধরের প্ররোচনায় সেই ৭ জন বাঙ্গালীকে মেরেছে, তার জন্য বলছে তোমাদের ৬ জন ট্রাইবেলকে মারতে হবে। বামপুর গাঁওসভার উপজাতি এবং দেববাড়ীর কিছু উপজাতি বাজারে আসে। তাদের মধ্যে একজনকে ধরে খুন করার জন্য নিয়ে যায়, চীৎকার করার পরিপ্রেক্ষিতে আশেপাশের লোকেরা দৌড়িয়ে এসে পড়ে, ওরা সেখান থেকে পলাইয়া যায়। এই ধরনের কেইস দায়ের করা হয়েছে পুলিশের কাছে। রতি আচার্যা ও প্রফুল্ল দেবনাথকে পুলিশ অ্যারেষ্ট করেছে। এবং এরা সি, পি, এম দলের। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ট্রাইবেল—বাঙ্গালীদের নিয়ে রেশনশপে মিলিত করা হয়েছে। তৎকালীন প্রধান সমীর ধরের নেতৃত্বে সেখানে সি, পি, এমের আর এক কর্মী রতি আচার্যা সাইকেল মেইকার প্রফুল্ল দেবনাথ সেখানে ট্রাইবেলদের হত্যা করার জন্য একটা সাম্প্রদায়িক জিগির করার জন্য তারা চেষ্টা করেছে এবং কয়েকজন ট্রাইবেলকে আক্রমন করেছে, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং যাদের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে তারা সি, পি, এমের সদস্য কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইসব বানানো কথা এইখানে হচ্ছে। এইটা বুঝতে হবে যারা এখানে নিহত হয়েছে তারা সি, পি, এম সমর্থক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদার। এইটা হইতেই পারেনা যে তাদের সমর্থকরা এই ধরনের জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা করতে পারে। মাননীয় সদস্য যেসব তথ্য উপস্থিত করেছেন সি, পি, এমকে জড়িত করে, এইটা মনে রাখতে হবে অমরপুরের মধ্যে ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্প্রীতি আনার জন্য সি, পি, এমই অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। মাননীয় সদস্যদের এটা জানা আছে। কোন দল, কোন মত এইটা বড় কথা নয়, এই অবস্থার মধ্যে যেহেতু অমরপুর একটি ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা সেই জায়গায় বাঙ্গালীদের মধ্যে কেউ আতংক সৃষ্টি করবেন না। সংখ্যার

যারা কম বাঙ্গালী এলাকায় ট্রাইবেল, ট্রাইবেল এলাকায় বাঙ্গালী তাদের নিরাপত্তার জন্য তারা যাতে গণতান্ত্রিক শক্তি সম্পূর্ণ পেতে পারে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সবরকম সহযোগিতা করবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : মাণনীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে যেসমস্ত উগ্রপন্থী হামলা চলছে এবং এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে বিদেশী শক্তির যোগাযোগ রয়েছে, সি, আই, এর যোগাযোগ আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই বিদেশী শক্তিকে আড়াল করতে চাইছেন। সেখানে চীনের মদত রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, আর কেউ করেনি। আজকে ভারতবর্ষের কতগুলি বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন চলছে সেখানে তারা বিরোধিতা করছেন. একটা সময়ে তারা এই আন্দোলনকেই সমর্থন করেছিলেন. আজকেও তারা সেই শক্তিকে উগ্রপন্থী আন্দোলন টি, এন, ভির পেছনে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির হাত এবং এই সমস্ত আন্দোলনগুলির পেছনে শক্তি যোগাচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এইটা পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানের পয়েন্টই হয়না।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :--

"গত ৫ই জুলাই, ১৯৮৪ ইং অম্পির তৈঁতুই গ্রামে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের হামলায় ১ জন এসিষ্ট্যান্ট কম্যাণ্ড্যান্ট সহ ৯ জন জওয়ান নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর যে বিবৃতি দেন সেই বিবৃতিকে অবলম্বন করেই ক্ল্যারিফিকেশান চাইতে হয়. বেশীর ভাগ সদস্য যে সমস্ত ক্ল্যারিফিকেশান চান সেগুলি ক্ল্যারিফিকেশান হয় না, যদিও আমরা এলাউ করে থাকি। মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে আপনারা সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতির উপর লক্ষ্য রেখে ক্ল্যারিফিকেশান দেওয়া হয়।

শ্রীভদ্রেশ্বর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা কি শুধু আমাদেরই হয়,

না কি ট্রেজারী বেন্স থেকেও হয়।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য অনেকেরই হয় আপনাদেরও হয় ট্রেজারী বেঞ্চের ও হয়। তবু আমরা এলাউ করি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৫.৭.৮৪ ইং ত্রিপুরা আরক্ষা বাহিনীর উপ-আরক্ষা-ধ্যক্ষ শ্রী অমিতাভ কর অমরপুর হইতে অম্পি থানার উদ্দেশ্যে বেলা অনুমান ৮২• মিং সরকারী জীপে রওয়ানা হন। জীপটির নাম্বার ছিল টি, আর. জি-৯৫। এই জীপে তার সঙ্গে আরক্ষা বিভাগের হাবিলদার শ্রী অজিত মহুরী, কনেষ্টবল শ্রীচৈতন্য জমাতিয়া, কনষ্টেবল শ্রীরতন মজুমদার এবং কনেষ্টবল শ্রী অমৃতলাল দেবনাথও ছিলেন। জীপটির চালক ছিলেন হোমগার্ড শ্রীমনোরঞ্জন দেবনাথ। উপ-আরক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় অমরপুর অম্পি রাস্তা ধরিয়া অম্পির দিকে আসিতেছিলেন।

ঐদিন একই সময়ে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর ১৩ নং ব্যাটেলিয়নের এ্যাসিঃ কমাণ্ডেন্ট শ্রী ভি. কে. কুলার তার সঙ্গে কনেষ্টবল শ্রী অমর সিং, কনেষ্টবল শ্রীসুলতাং সিং, কনেষ্টবল শ্রীসুভাষ চাঁদকে নিয়া অপর একটি জীপ করে পুর্ব কথিত আরক্ষা বিভাগের জীপের পিছন পিছন অম্পির দিকে আসিতেছিলেন। এই জীপটির চালক ছিলেন ল্যান্স নায়েক শ্রী মোহাম্মদ আসগর ইশা। তারা প্রত্যেকেই সশস্ত্র ছিলেন। জীপটি উপ-আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রী কর মহাশয়ের জীপের অনুমান ৫• গজ ব্যবধানে পিছু পিছু আসিতেছিল। উপ-আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রী কর অমরপুর অম্পি রাস্তার ১৬ কিলো-মিটার পোষ্টের নিকট তেতুঁই গ্রাম নামক স্থানে অনুমান ৯.১• মিঃ যখন পৌছান তখন তিনি তাঁর জীপের উপর পার্শ্ববর্তী টিলা হইতে গুলি ছুঁড়ার আওয়াজ লক্ষ্য করেন। জীপের ড্রাইভার গাড়ী চালনা বন্ধ না করিয়া দ্রুত গাড়ী চালাইতে থাকেন। শ্রী কর তাঁর রিভলভার হইতে ৬ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েন। পিছন দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন জীপের পিছনের সিটে বসা ত্রিপুরা আরক্ষা বাহিনীর কনেষ্টবল শ্রীচৈতন্য জমাতিয়া এবং শ্রীরতন মজুমদার যথাক্রমে তাদের মাথায় ও হাটুতে গুলির আঘাতে আহত হন। তিনি বুঝিতে পারেন উগ্রপন্থীর গুলি করিয়াছিল। শ্রী কর অম্পি পৌছিয়া আহত শ্রী জমাতিয়া ও শ্রী রতন মজুমদারকে চিকৎসার জন্য অম্পি হাসপাতালে পাঠান এবং বিলম্ব না করিয়া তাঁর গাড়ীর পিছনে আসা জীপে শ্রী কুলারের উদ্দেশ্যে অম্পি থানা হইতে ১৩ নং ব্যাটেলিয়ানের ২ (দুই) সেক্শন সি, আর, পি, (সশস্ত্র) এবং আরক্ষা বিভাগের এস আই শ্রীএইচভট্টাচার্য্য, এস, আই,

শ্রী এস, তারন সহ অম্পি অমরপুর রাস্তা ধরিয়া ঘটনা স্থলে তেঁতুই গ্রামের দিকে অগ্রসর হন এবং বাহিনী সহ ঐ স্থানে যখন পৌছান উগ্রপন্থী দল পুলিশ দলকে লক্ষ্য করিয়া অত্যাধুনিক অস্ত্র থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ দলটিও পাল্টা গুলি চালান। পুলিশ দলটি রাস্তার পশ্চিম ধারে টিলাতে পজিসন নেন। সি, আর. পি, এফ, আর একটি দলও বেলা অনুমান ১০-১০ মিঃ এ ঐস্থানে পৌছায় এবং উগ্রপন্থী দলটির অবস্থান লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়েন। পুলিশ দল যখন উগ্রপন্থী দলটির অবস্থান লক্ষ্য করিয়া ৩টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন তখন উগ্রপন্থী দলটি পিছু হটিতে বাধ্য হন এবং পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গা ঢাঁকা দেন। এরপর উপ-আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রীঅমিতাভ কর শ্রীভি কে কুলারে খোঁজ করেন এবং দেখিতে পান এ্যাসি-কমাণ্ডেন্ট মহাশয়ের জীপটি রাস্তার পূর্ব ধারে ধরিয়া আছে। ঐখানেই শ্রীকুলারের মৃত দেহ এবং তৎ সঙ্গে কনেষ্টবল সুলতাং সিং, কনেষ্টবল অমর সিং ও গাড়ী চালক ল্যান্স নায়েক এম. এ ইশা মৃত দেহ উগ্রপন্থীর গুলিতে গুলিবদ্ধ অবস্থায় সরিয়া আছে। এ ছাড়া কনেষ্টবল শ্রীসুভাষ চাঁদ গুলিবিদ্ধ হইয়া আহত অবস্থায় পরিয়া আছেন।

উগ্রপন্থী দলটি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর নিকট হইতে নিম্নোক্ত অস্ত্র লুট করিয়া চম্পট দেন। ১) ভি, কে, কুলারের সঙ্গে থাকা— ৯ এম, এম. পিস্তল ১টি।

২) কনেষ্টবলদের সংগে থাকা এম, এল, আর, বন্দুক – ১টি। ৩) এস, ওল, আর,— ৩ টি ম্যাগজিন। ৪) এম, এল, আর, এর, – ৬০ রাউণ্ড গুলি।

পুলিশ ঘটনাস্থলের নিকট প্রাপ্ত সি. আর, পি, এফ. এর ব্যবহারের নিম্নোক্ত অস্ত্রগুলি হেবাজতে-এ নেন। এম. এল, আর—২টি. ম্যাগাজিন—৬টি ৯ এম' এল পিস্তলের ম্যাগাজিন –১টি, ৯টি গুলি ভর্তী অবস্থায়, ৭৬.২ এম, এম —৩২টি গুলি।

উগ্রপন্থী দলটি রাস্তার পূর্ব ধারে আত্মগোপন করিয়া পুলিশদলের সদস্যদের হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চুড়িয়াছিল। ঐ স্থানে উগ্রপন্থীর ব্যবহার করা নিম্নোক্ত গুলি করা খালি খোল পুলিশ উদ্ধার করেন। (১) ৭.৬২ এম-এম-এর কার্তুজের খালি খোল—৩২টি। (২) ,৩০৩ রাইফেলের কার্তুজের খালি খোল—১০টি। আহত সি. আর. পি কনেষ্টবল শ্রীসুভাষ চাঁদকে যথারীতি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সাহায্যকারী সি, আর, পি, দলের কনেষ্টবল শ্রীমথুরা রাম ও হাবিলদার রাজেন্দর সিং যাহারা উগ্রপন্থী দলকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছিলেন তাহারাও গুলিতে আহত

হন। তাদেরকেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

মৃত ভি, কে, কুলার (এ্যাসিঃ কমাণ্ডেণ্ট) ও সি, আর, পি, অপর ৩ মৃত সদস্য-দের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘটনাটি অম্পি থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬/৩০৭/১২১ (ক) ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৫(১)(ক) ধারায় ৩(৭)৮৪ নং মামলা নথিভূক্ত করা হয়।

আহত সি, আর, পি, সদস্য ত্রিপুরা আরক্ষা বাহিনীর ২ কনেস্টবল বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ।

ঐ এলাকায় ও পার্শ্ববর্তী এলকায় উগ্রপন্থীদের আস্তানা উদ্ধার উগ্রপন্থীদের ধৃত করার জন্য কম্বিং অভিযান চালানো হয়. কিন্তু কোন উগ্রপন্থী ধরা পরে নাই। উগ্রপন্থীরা টি, এন, ভির অর্ন্তভূক্ত বলে পুলিশ মনে করেন।

কম্বিং অভিযান চলাকালীন সি, আর, পি, দল নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা-বাদ করার জন্য ৫-৭-৮৯ ইং ও ৭-৭-৮৪ ইং অম্পি থানায় নিয়া আসেন এবং জিজ্ঞাসা-বাদের পর ছাড়া পান। শ্রীমতিরাম মুলছুম—সাং তৈছালং—থানা—অম্পি, শ্রীমৈথং মুলছুম—সাং—রাইপাশা থানা—অম্পি,শ্রীজহরলাল জমাতিয়াসাং-তৈবকলাই—থানা-অম্পি, শ্রীতোতাপদ জমাতিয়া—সাং—তৈবকলাই থানা—অম্পি, শ্রীবিপদ জমাতিয়া সাং—তৈবকলাই থানা—অম্পি, শ্রীনন্দ জমাতিয়া সাং তৈবকলাই—থানা—অম্পি শ্রীকার্তিক জমাতিয়া সাং—তৈবকলাই থানা—অম্পি, শ্রীচৈত্র জমাতিয়া—সাং—তৈবকলাই—থানা—অম্পি, শ্রীজৈষ্ঠ মোহন জমাতিয়া সাং—তৈবকলাই থানা-অম্পি, শ্রীমুক্তিসাধন জমাতিয়া—সাং—গর্জনপাশা

ত্রিপুরা সরকার মৃত এ্যাসিঃ কমাণ্ডেণ্ট ভি, কে, কুলার ও অপর ৩ জন জোয়ানের পরিবারবর্গকে অনুদানস্বরূপ ২০,০০০ হাজার টাকা করিয়া প্রত্যেককে মঞ্জুর করিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, যেদিন ঘটনা হল সেই দিন পুলিশ ও সি, আর, পি, যৌথভাবে সেই অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তখন সেখানকার স্থানীয় যারা টি, ইউ, জে এস, এর ওয়ার্কার উগ্রপন্থীদের সমস্ত রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল. সিয়ার পি ও পুলিশ আর এগুতে চাননি। বরং কম্বিং এর নাম করে সেখানকার উপজাতি যুব সমিতির লোকদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিলেন এবং সেই সময় সি, আর, পি, ও পুলিশের ভয়ে একজন ত্রিপুরী জলে ঝাপ দিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

জানাবেন কি না যে, এই ঘটনায় যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং যুব সমিতি এই ব্যাপারে সি, আর, পি, ও পুলিশের সঙ্গে সহযোগীতা করেছিল, এটা সি, আর, পির, স্বীকার কাজেই পুলিশ ও সি, আর, পি. কেন এই উগ্রপন্থীদের হাতে পেয়েও তাদের গ্রেপ্তার করল না বা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলেন না ? এমন কি সেই অঞ্চলেও তারা কেন গেলেন, না, এইটা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সি, আর, পি, কোথায় কোথায় তদন্ত করছে এবং কিভাবে করছে তার বিস্তৃতি বিবরণ এখন আমার কাছে নাই প্রথমতঃ। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য সি, আর, পি অত্যাচার সমপর্কে যেটা বলেছেন সে সম্পর্কে তিনি ও তাঁর সহকর্মী যথন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখন আমি বলেছিলাম যে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। কিন্তু তদন্তে সেটা প্রমাণিত হয়নি যে অত্যাচার করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ তিনি তখনও বলেননি যে সি, আর, পি, অত্যাচারে ১ জন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। এসব তথ্য পুলিশের কাছে দিলে তদন্ত করা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, সে যে ঝাঁপ দিয়েছিল সেটা আমি লিখিতভাবে দিয়েছিলাম এবং পুলিশের কাছেও জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোন ব্যাপারে কোন খোঁজ খবর না নেওয়া, তার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীর স্পীকার, এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই তেঁতুই গ্রাম যেটা সেখানে নিয়মিত উগ্রপন্থী ও উপজাতি যুব সমিতি আনাগোনা করছে এবং তাদের সংগঠনের কাজ করছে। এলাকাতে ইতিপূর্বে ৩/৪টি ঘটনায় কয়েকজন খুন হয়েছে। এটা টি, এন, ভির আশ্রয়স্থল এবং টি, ইউ, জে, এ.সের লোকেরা সাংগঠনিক কাজ করে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা। জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, এর আগে এখানে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এসব আমরা পরে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শীরা আমাকে জানিয়েছে বিনন্দ জমাতিয়া ও সারেজারকারী আমাকে উগ্রপন্থীর বেশ কিছু পরিমাণ এই একশনে অংশ নিয়েছিল, সেটা মাননীর মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য নয়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমার : — পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ঘটনার ব্যাপারে কম্বিং অপারেশন হয়েছে তাহলে সেটার ফল কি হয়েছে এবং কোন ফল না হয়ে থাকলে কেন হল না, সরকার তদন্ত করে দেখবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি বা কোন অস্ত্রও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশের মাননীয় শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল। শ্রীজমাতিয়া এখন উপস্থিত আছে। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। নোটিশর বিষয়বস্তু হল :- "গত ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৪ ইং তারিখে গভীর রাত্রে জমাতিয়া সমাজের প্রাক্তন প্রধান হদা অক্রা সিদ্ধিকুমার জমাতিয়া তার নিজ বাড়ীতে (উদয়পুর মহকুমা) কতিপয় সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের গুলিতে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

নোটিশটি হল :

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, — " গত ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৪ ইং তারিখে গভীর রাত্রে জমাতিয়া সমাজের প্রাক্তন হদা-আক্রা সিদ্ধিকুমার জমাতিয়া তার নিজ বাড়ীতে (উদয়পুর মহকুমা) কতিপয় সশস্ত্র দুস্কৃতিকারীদের গুলিতে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

রাধাকিশোরপুর থানাধীন কোয়াইমুড়া সাকিনেয় মৃত সিদ্ধিকুমার জমাতিয়ার পুত্র শ্রীরঞ্জিত কুমার জমাতিয়া অভিযোগ করেন যে গত ১৮-৮ ৮৪ ইং শুক্রাবর রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় খাওয়া দাওদা করিয়া সে তাহার পরিবার নিয়া তাহাদের বাড়ীর পশ্চিমের ভিটার ঘরের পশ্চিমের কোঠায় ঘুমান। তাঁহার বাবা, মা ও ছোট বোন কুলসখি তাহাদের উক্ত ঘরের পূর্বের কোঠায় ঘুমায়। রাত্রি অনুমান ১২ ঘটিকার সময় একটি বিকট আওয়াজ শুনিয়াপ্রথমে বজ্রপাত মনে করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া আলো জ্বালাইয়া বড় কোঠায় অর্থাৎ পূর্বদিকের কোঠায় আসেন। ঘরের মাঝমাঝি মেজেতে বিছানার উপরে শায়িত তাহার পিতা সিদ্ধিকুমারের বাম কাঁধে এবং বুকের নিকট রক্তাক্ত জখম দেখিতে পান। তিনি তাঁহার বাবার কোন সাড়া শব্দ পান না। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে তাহার বাবাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

ডাক চিৎকারে ঘরের লোকজন ঘুম হইতে জাগেন এবং প্রতিবেশীরা আসেন। তাঁহার ছোটবোন, কয়েজন লোক পূর্বদিকে পলাইয়া যাইবার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন। শ্রীরঞ্জিত কুমার জমাতিয়ার উপরোক্ত অভিযোগমূলে রাধাকিশোরপুর থানায় ১৮ (৮) ৮৪ ইং দণ্ডবিধির ৩০২। ২৫ (ক) অস্ত্র আইনে মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয় গত ১৯-৮-৮৪ ইং তারিখে। উক্ত মোকদ্দমা তদন্তভার পিত্রা আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকার গ্রহণ করেন। তৎপরে গত ২২-৮-৮৪ ইং তারিখ সি. আই. ডি উক্ত মোকদ্দমার তদন্তভার গ্রহণ করেন এবং তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থান পরিদর্শন করেন ও স্বাক্ষীদের জবানবন্দী নেন। সিদ্ধিকুমারের মৃত দেহ উদয়পুর হাসপাতালে ময়না তদন্ত করা হয়। ময়না তদন্তে গুলির আঘাতের দরুনই মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে তদন্তকারী অফিসার নিম্নোক্ত তিন ব্যক্তিকে পার্শ্বে লিখিত তারিখে গ্রেপ্তারক্রমে কোর্টে প্রেরণ করেন এবং তাহারা বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

আসামীর নাম ও ঠিকানা	গ্রেপ্তারের তারিখ
১। শ্রীনিকুঞ্জ সাধন জমাতিয়া পিতা—শ্রীযুদ্ধজয় জমাতিয়া, সাং—কোয়াইমুড়া।	২৩-৮-৮৪ ইং
২। শ্রীযুদ্ধজয় জমাতিয়া, পিতা মৃত হৃদয় মোহন জমাতিয়া, সাং—কোয়াইমূড়া	২৩-৮-৮৪ ইং
৩। শ্রীলম্বা ওরফেহুর্য্যীকুমার জমাতিয়া, পিতা—কুন্দিনী কুমার জমাতিয়া, সাং - বুরবুরিয়া, থানা—বীরগঞ্জ, হাং সাং—বদরমুকাম—উদয়পুর।	২১-৯-৮৪ ইং

প্রকাশ থাকে যে ধৃত শ্রীযুদ্ধজয় জমাতিয়া,ও শ্রীনিকুঞ্জ সাধন জমাতিয়া মৃত সিদ্ধিকুমারের বড় ছেলের জামাই ও নাতি। দুষ্কৃতকারীরা ঘটনায় বাড়ী হইতে কোন মালামাল নেই নাই।

এই মোকদ্দমার সংস্রবে সন্দেহভাজন অপর আসামীরা গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক আছে। তদন্তকারী অফিসার তাহাদের গ্রেপ্তারের সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। মোকদ্দমার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া: —পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ১৮-৮-৮৪ ইং তারিখে জগৎলীলা জমাতিয়া ওরফে গালে, পিতা সুধন্য জমাতিয়া, কুয়াইরমূড়া,

শান্তনু জমাতিয়া. পিতা—পঞ্চপদ জমাতিয়া, কুয়াইমূড়া, হৃশীকুমার জমাতিয়া, পিতা-কুন্দিনী কুমার জমাতিয়া, দেওয়ান খামার, নিকুঞ্জসাধন জমাতিয়া, পিতা—যুদ্ধজয় জমাতিয়া, কুয়াইমূড়া, এই চারজন নিকুঞ্জ সাধন জমাতিয়ার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করে এবং সেদিন রাত্রে সিদ্ধকুমার জমাতিয়াকে খুন করে। তার আগে তারা বিনন্দ জমাতিয়ার বাড়ীতে চলে আসেন রাত্রি আনুমানিক ১০ টার সময়ে। তারপর ঘটনরা পরে তারা রাত্রি ১টার সময়ে ভিজা কাপড়ে বিনন্দ জমাতিয়া সহ উদয়পুর কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে আশ্রয় নেয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এসব উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের কোন ক্লেরিফিকেশান হয়না। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে সেখানে সি, আই, ডি, লাগান হয়েছে তাদের কাছে দিলে নিশ্চয়ই পুলিশ তদন্ত করে দেখলেন।

মিঃ স্পিকার :— এই সভা আজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক আনীত বিভিন্ন দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশগুলির উপর মাননীয় ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি দান।

এখন মাননীয় সদস্য, শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া :— স্যার, এখনও কি কলিং এটেন্শান নোটিশের জবাব দেওয়ার সময় রয়েগেছে ? তার জন্য তো একটা সেপসিফিক পিরিয়ড নির্দিষ্ট ছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আজকের লিষ্ট অব বিজনেসে যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশগুলির উপর বিবৃতি দেওয়ার কথা আছে. সেগুলি এখনও শেষ হয় নাই। আরও কয়েকটা এখনও বাকী আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, তাহলে তো আমাদেরও একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাদের তো সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আপনারা যদি সেই সুযোগ না নিয়ে থাকেন, তাহলে তো আমার কিছু করার নেই। আপনারা এর জন্য আগেই অবজেক্শান দিতে পারতেন। যেহেতু সেই রকম কোন

অবজেকৃশান আগে দেন নি, সেহেতু এখন তার সেই সুযোগ নেই।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখন আপনি মাননীয় সদস্য, শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আপনার বক্তব্য রাখুন। মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল -

"গত ২৯শে জুলাই টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী কর্তৃক কমলপুর মহকুমার সেতরাই-ছড়াতে চুলুবাড়ী গ্রামের নতস্যজীবি ইউনিয়নের কর্মী কমঃ নারায়ণ দাস ও কমঃ মোহন লাল দাসের নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : - মাননীয় স্পীকার, স্যার, কমলপুর থানাধীন চুলুবাড়ীর শ্রী অনিল দাসের পুত্র শ্রীনারায়ণ দাস সাধারণ চাউলের ব্যবসা করতেন এবং তিনি সাধারনতঃ ঐ এলাকার সাইকার ও বাক্সমুড়া এলাকার মজুর ও ঠিকেদার গণের নিকট চাউল বিক্রি করিতেন। ২৯/৭/৮৪ ইং শ্রীনারায়ণ দাস, তার অপর বন্ধু মৃত মহিম দাসের পুত্র শ্রী মোহন লাল দাস সহ বিক্রিত চাউলের টাকা আদায় করার জন্য বাড়ী হইতে বেলা অনুমাণ ৬ টায় সৈকার ডালং বস্তির উদ্দেশ্যে বাইর হইয়া যান। তাছাড়া ঐ এলাকার ঠিকাদার শ্রীলাল সোয়ামা ডালং শ্রীনারায়ণ দাসকে খবর দিয়াছিল, শ্রীনারায়ণ দাস যেন তার প্রাপ্য টাকা শ্রীডালং হইতে নিয়ে আসেন। শ্রীনারায়ণ দাস তার বন্ধু শ্রীমোহনলাল দাস ঐ দিন বাড়ীতে না ফিরিয়া আসায় শ্রীনারায়ণ দাসের বাবা শ্রী অনিল দাস, পিতামৃত অশ্বিনী দাস, সাং চুলুবাড়ী, থানা কমলপুর তার আত্মীয়দের নিয়ে শ্রীনারায়ণ দাস ও তার বন্ধু শ্রীমোহনলাল দাসের খোঁজে ৩০.৭।৮৪ইং বেলা অনুমাণ ১১ টায় সাইকার গ্রামের উদ্দেশ্যে বাইর হইয়া যান। উক্ত শ্রী অনিল দাস ও তাঁর আত্মীয়সহ যখন ফটিকরায় রাস্তা ধরিয়া শ্রীনারায়ণ দাস ও শ্রীমোহন-লাল দাসের খোঁজ করিতে করিতে ফটিকরায় ৪ নং পুলের নিকট পৌছান, তখন তাহার ছেলে নারায়ণ দাস ও মোহনলাল দাসের মৃতদেহ ঐ পুলের নীচে সেতছড়ায় কাটা ও জখম অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পান। শ্রী অনিল দাস নারায়ণ দাসের বাবা বুঝিতে পারেন যে তাঁর ছেলেকে ও তার বন্ধু মোহনলাল দাসকে দুষ্কৃতিকারীরা ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কোপাইয়া হত্যা করিয়া পুলের নীচে সেতচড়ায় নিক্ষেপ করিয়াছে। উক্ত ঘটনার সংবাদ কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ ধারায় ১৭(৭)৮৪ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয়।

পুলিশ তদন্তকালীন ঘটনাস্থলে মৃতদেহ পরীক্ষার সময় মৃত নারায়ণ দাসের পরিধেয় কাপড় (আণ্ডার ওয়ার), মুখ আঁটা একটি ওয়েল-পেপারের তৈরী খাম মুখ

আটকানো অবস্থায় উদ্ধার করেন। পুলিশ উভয় মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য কমলপুর হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

এই মকোদ্দমায় পুলিশ কমলপুর থানাধীন বাচ্ছুমুড়া সাকিনের শ্রীরায়ধণ দেববর্মার পুত্র শ্রীপুষ্পরায় দেববর্মা এবং ঐ সাকিনের শ্রীপাষানিয়া দেববর্মার পুত্র শ্রীযোগেশ দেববর্মাকে ৬-৮-৮৪ ইং তারিখে গ্রেপ্তার ক্রমে ৭-৮-৮৪ ইং তারিখে কমলপুর কোর্টে প্রেরণ করেন। ধৃত ব্যক্তিগণ বর্তমানে কোর্ট হইতে জামিনে মুক্ত আছেন।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীপুষ্পরায় দেববর্মা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ২নং ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত তা জানা যায় নাই।

মৃত নারায়ণ দাস ও মোহনলাল দাস গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশানের (সি, পি, আই, এম) সদস্য বলিয়া জানা যায়। মকদ্দমার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— অন এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এই নারায়ণ দাস ও মোহন লাল দাসকে সেতরা ছাড়ায় নিশংস ভাবে হত্যা করার দুই দিন আগেই টি, এন, ভির একটি গ্রুপ সৈইকার ডার্লং বস্তির শ্রীলাল সোয়ামা ডার্লং ও সেখানকার উপজাতি যুব সমিতির স্থানীয় কয়েকজন নেতা সহ পুষ্পরায় দেববর্মার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে নারায়ণ দাস ও মোহনলাল দাসকে মারার জন্য ষড়যন্ত্র করে এবং সেই ষড়যন্ত্র অনুযায়ী নারায়ণ দাস ও মোহনলাল দাসকে ঐ লাল সোয়ামা বাড়ী থেকে টাকা আনার জন্য পুষ্পরায় দেববর্মার মারফত খবর দেয় এবং সেই খবর পেয়ে নারায়ণ দাস ও মোহন লাল দাস সেখানে যাওয়ার পথে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের হাতে নিশংসভাবে খুন হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয়, স্পীকার স্যার, আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি যে এই পুষ্পরায় দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তাকে ইন্টারোগেট করেছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই নারায়ণ দাস ও মোহনলাল দাসকে সেতছড়াতে নিশংস ভাবে খুন করাব পর উগ্রপন্থীরা তাদের মৃতদেহগুলি শেতচড়ার ৪ নং পুলের নীচে আবর্জনা দিয়ে আধা ঢাকা অবস্থায় রেখে দেয়। তারপর তার অত্মীয়স্বজনেরা অনেক খুঁজাখুজি করে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে রাত্রি ১১টার সময় কলমপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ৩১ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল কমলপুর ভিজিট করবেন এবং ডাক বাংলাতে কিছুক্ষণ থাকবেন বলে জানতে পেরে স্থানীয় কিছু কংগ্রেস নেতা ও তাদের সমর্থক সেই মৃতদেহগুলি

রাজ্যপালকে দেখবার জন্য ডাক বাংলাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াহুরা করতে গিয়ে হাসপাতালের কর্মচারী এবং সেখানে পোষ্টেড পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে ঝগরা-ঝাটি করে এমন একটা অপ্রিতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই, তবে মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করার যে চেষ্টা হচ্ছে এটা খুবই দুঃখজনক। আমি সবাইকে অনুরোধ করব এটা যেন তাঁরা না করেন—কারণ এতে মৃতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এখন টি, এন, ভি, দ্বারা মানুষ খুন হচ্ছে আমি অশা করব যারা এইগুলি করা থেকে বিরত থাকবেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বামনছড়ায় ছেত্রাই বাজারে যুব কংগ্রেস ও কংগ্রেস (আই) সভাপতি সেখনে মিটিং করেছিলেন এবং সেই মিটিংয়ে "আমরা বাঙ্গালীর" লোকেরাও ছিলেন। তারা সবাই মিলে সেখানে সাম্প্রদায়িক গোলমাল বাধাবার জন্য উস্কানি দিচ্ছে যার ফলে বাচ্চ্যমুড়া ইত্যাদি এলাকা থেকে নিরীহ ট্রাইবেলরা কমলপুর এবং হালাহালি বাজারে আসতে পারছে না এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেই মোহনলাল দাস ও নারায়ন দাসের খুনের ব্যাপারে মৃত ব্যক্তি যারা তাদের ছাড়িয়ে আনার জন্য সেখানকার বিশিস্ট ব্যক্তিরা চেষ্টা করেছেন এবং তাদের জামিনে ছাড়িয়ে আনার জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে বিশেষ করে মৎসজীবি ও সি, পি, এমের লোকদের ভয় ভীতি দেখান হচ্ছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, এই রকম তথ্যও আমার কাছে নাই। (ইন্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কলিং এটেনশান চলেছে। কাজেই এটা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ কারণ মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া যে কলিং এটেনশান নোটিশটি যার খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে এনেছিলেন তিনি জমাতিয়া সমাজের একজন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং যিনি জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সব মানুষের সেবা করে গিয়েছেন কাজেই তাঁর সম্পর্কে আরও আলোচনার সুযোগ দেওয়া দরকার।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, একটা কলিং এটেনশানের উপর দুই বার আলোচনা হতে পারে না। আমি যখন ঘোষণা করেছিলাম যে, আজ একটি

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস গুপ্ত মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "গত ২৯শে জুলাই টি, এন, ভি উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক কমলপুর মহকুমার সেতরাইছড়াতে ঢুলুবাড়ী গ্রামের মৎস্যজীবি ইউনিয়নের কর্মী কমঃ নারায়ন দাস ও কমঃ মোহনলাল দাসের নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"। আমি যখন সেই ঘোষণা দিয়েছিলাম তখন আপনি ও জানান নাই কেন তখন আপনি সাফিশিয়েন্ট স্কোপ পেতেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এটা ঠিকই (ইন্টারাপশান) কিন্তু (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, যদি এটা কন্টিনিউয়েশান হত তাহলে মাননীয় স্পীকার প্রথম বেলায়ই বলে দিতেন যে এই কলিং এটেনশানের বিষয়বস্তু দ্বিতীয় বেলায়ও চলবে। যেহেতু মাননীয় স্পীকার এটা বলে যাননি তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এটা ধরে নিতে পারেন যে সেই বিষয়টি শেষ হয়ে গেছে। এখন যেহেতু আমাদের সামনে কতগুলি খুন খারাপির ঘটনার প্রশ্ন এসেছে ত্রিপুরার জনসাধারণ এটা আশা করবে এই বিষয়ে সরকারের বক্তব্য কি কাজেই আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা এই সম্পর্কে আর বাধার সৃষ্টি করবেন না। (তারপর মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় কিছু বলতে চেস্টা করলে উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্যগণ সবাই একসঙ্গে কিছু বলতে চেষ্টা করেন—কিছুই বুঝা যায় নাই— টেবিল চাপড়ানি—তারপর সকলে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।)

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—

"গত ২রা জুন' ৮৪ ইং বিলোনীয়া বিভাগের গাবতলী গ্রামের মৎসাজীবি ইউনিয়নের কর্মী অবিনাশ দাস কং(ই) কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত ও গুরুতর আহত হয়ে ৪ঠা জুন জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— "গত ২রা জুন '৮৪ ইং বিলোনীয়া বিভাগের গাবতলী গ্রামের মতসজীবি ইউনিয়নের কর্মী অবিনাশ দাস কং(ই) কর্মীদের দ্বারা অক্রান্ত ও

গুরুতর আহত হয়ে ৪ঠা জুন জি. বি হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

গত ২।৬।৮৪ ইং অনুমান পূর্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় সি. পি. আই. (এর) দলের একটি মিছিল পূর্ব নিদ্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী পুরান রাজবাড়ী থানাধীন নিহারনগর হইতে বাহির হইয়া আনন্দপুর ডিমাতলী ইত্যাদি গ্রাম পরিক্রমা করার পর আবার নীহার-নগরে ফিরিয়া যাইবার পথে অনুমান অপরাহ্ন ২-৩০ মিঃ সময় যখন গাবতলীতে উপস্থিত হয়, তখন সেই স্থানে গাবতলী জুনিয়ার বেসিক স্কুল প্রাংগনে অপেক্ষমান সাইকেল মিছিলে যোগদানকারী কংগ্রেস (আই) দলের আনুমানিক ২৫০ জন লোক যাহাদের পূর্ব্বনিদ্ধারিত কর্মসূচী ছিল বিলোনীয়া থানাধীন বড়পাথরী হইতে বাহির হইয়া পিপরিয়া ও কাসারী রিজার্ভ ফরেষ্ট হইয়া রাজনগরে মিছিল শেষ করা, সি. পি. আই. (এম) মিছিলে যোগদানকারীদের উদ্দেশ্য করিয়া কটূক্তি করিতে থাকে। তখন সেইখানে উপস্থিত সি. পি. আই. (এম) দলের স্থানীয় প্রধান শ্রীযতীন্দ্র কুমার দাস ও আরো কয়েকজন মিলিয়া সি. পি. আই (এম) দলের মিছিলে যোগদানকারীদের বড় রাস্তা হইতে পূর্বদিকে প্রধানের বাড়ীর দিকে ফিরাইয়া দুই দলের মিছিলে যোগদান-কারীদের মধ্যে সম্ভাব্য গোলমাল এড়াইতে চেষ্টা করেন। কংগ্রেস (আই) দলের শ্রীরতন দেবনাথ, শ্রীনিতাই সরকার ও আরো কয়েকজন স্কুল প্রাংগন হইতে রাস্তার আসিয়া সি. পি. আই (এম) দলের মিছিলে যোগদানকারীদেব গালাগালি করিতে থাকেন। তাহাদের মধ্যে অন্য কয়েকজন সি. পি. আই, (এম) দলের মিছিলে যোগ-দানকারীদের লক্ষ্য করিয়া ইটপাটকেল ছুঁড়িতে থাকেন। তাহাতে সি, পি, আই, (এম) দলের কয়েকজন প্রতিবাদ করিলে শ্রীরতন দেবনাথ ও আরো কয়েকজন কংগ্রেস (আই) দলের মিছিলে যোগদানকারীগণ সি, পি, আই, (এম) দলের মিছিলে যোগদানকারীদের আক্রমন করেন এবং তাহাদের হাতে থাকা লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে থাকেন। কংগ্রেস (আই) দলের মিছিলে যোগদানকারীগণ সি, পি, আই (এম) দলের সর্বশ্রী অবিনাশ দাস, সুবোধ ঘোষ, কাজল ত্রিপুরা ও আরো কয়েক-জনকে আঘাত করেন। তাহাদের মধ্যে শ্রী অবিনাশ দাসকে লোহার রড ও ছোড়ার আঘাত করা হয়। তখন সি, পি, আই, (এম) দলের মিছিলে যোগদানকারীগণ গাবতলী বাজারের দিকে দৌড়াইয়া চলিয়া যায় ও সেইখান হইতে পরে রাজনগরের দিকে চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে খবর পাইয়া পুরান রাজবাড়ী থানা হইতে থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকরক ও আরো কিছু পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে অবস্থা আয়ত্বে আসে।

মারাত্মক আহত অবস্থায় শ্রী অবিনাশ দাসকে নীহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে

প্রেরন করা হইলে ঐ দিনই রাত্রিতে তাঁহাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে স্থানন্তরিত করা হয়। গত ৪।৬।৮৩ ইং জি, বি, হাসপাতালে অবিনাশ দাস-এর মৃত্যু হয়। শ্রী অবিনাশ দাস বাদে এই ঘটনায় নিম্নলিখিত আরো ৩ জন সি, পি, আই (এম) মিছিলে যোগদানকারী আহত হন ও নীহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হন।

তাদের মধ্যে শ্রীমধুসূদন দাস সাং গাবতলী ২), শ্রীমন্টু দেবনাথ সাং নীহার নগর, শ্রীকাজল ত্রিপুরা সাং আনন্দপুর। চিকিৎসার পর উক্ত ৭ জন আহত ব্যক্তিকে নীহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হইতে যথাক্রমে ৫-৬-৮৩ ইং ৪-৬-৮৪ইং ও ৭-৬-৮ ইং ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনায় কমলপুর গাঁওসভার প্রধান শ্রীযতীন্দ্র কুমার দাসের এজাহার মুলে পুরান রাজবাড়ী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬ ধারা অনুযায়ী ২(৬) ৮৩ নম্বর মোকাদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়। এখন পর্য্যন্ত মোট দুই জন আসামীকে এই মোকদ্দমায় গত ১০-৮-৮৪ ইং তারিখ গ্রেফতার করা হয় ও বিলোনীয়া আদালতে প্রেরন করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের নাম :— ১), শ্রীনিতাই সরকার, সাং কমলপুর, ২) শ্রী হারাধন দেবনাথ, সাং আনন্দপুর। দুইজন আসামীই এখন পর্যান্ত জেল হাজতে আছেন। বাকী আসামীরা পলাতক থাকাতে এখন পর্যান্ত তাহাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই। মোকদ্দমার তদন্তকার্য্য চলিতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সেখানে কংগ্রেস (আই) প্রার্থী ভুবন দাসের নেতৃত্ব সেই আক্রমনের দিনে ঐ সমস্ত গুণ্ডাবাহিনী যারা সি, পি, আই (এম) মিছিলের উপর আক্রমণ করেছিল তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কংগ্রেস (আই) দলের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী : — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ঘটনার পর বংকল ঘাটে বোম্বাই গুনডাবাহিনী কংগ্রেস নেতা বাবুল দাসের নেতৃত্বে রাজনগর থানার সামনে এই আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল এবং তাতে শিশুরাও বাদ যায় নাই এবং এই আক্রমণের ফলেই ভুবন দাস গুরুতর আহত হন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই সব বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, বাবুল দাস ও রতন

দেবনাথ এদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা স্বত্বেও তারা এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ ধরছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দেবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— ওরা গ্রেপ্তার হয় নি, পুলিশ চেষ্টা করছে গ্রেপ্তার করার জন্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে অবিনাশ দাস নিহত হওয়া সম্পর্কে। সেখানে কংগ্রেস (আই) যে মিছিল বের করেছিল সেই মিছিলের উপর সি, পি. আই (এম) দল আক্রমণ সংগঠিত করেছিল এবং সেই আক্রমণ শিশু, বৃদ্ধ মহিলা কেহই বাদ যায় নি। দ্বিতীয়ত : সেখানকার একজন সি পি, আই (এম) বিধায়ক এবং তাদের কর্মী এই মৃত দেহকে নিয়ে মিছিল করে সেখানে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল এবং ভোটের দিন ভোটারদেরকে ভোট সেন্টার যেতে দেয় নি এবং এইভাবে একটা বিরাট রিগিং-এর পরিকল্পনা নিয়েই তারা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছিল, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রচবর্তী :— আমি বলেছি যে দুটো মিছিলের খবর আছে। কিন্তু সি. পি, আই (এম) দলের আক্রমনে কেউ আহত হয়েছিলেন এরকম তথ্য পুলিশের কাছে নেই। আর বাকী যে সব কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন তা একেবারেই অসত্য এবং তাকে বাচাঁবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু আঘাত গুরুতর বলে তাকে বাঁচানো যায় নি।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রত্যেকটা মিছিলের জন্য সি. পি. আই (এম) দল পার্মিশন নিয়েছে কিন্তু কংগ্রেস (আই) ঐ দিন পার্মিশন নেয় নি এবং উদ্দেশ্য ছিল রাজনগর হয়ে পরে ফিরে আসবে। এর মধ্যে কংগ্রেস (আই) প্রার্থী ভুবন দাস বলেছিল যে আমাদের ওখানে যেতে হবে, সেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমাদের সি, পি. আই (এম) দলের মিছিল যখন একটা টিলা থেকে নীচে নামছিল তখন কংগ্রেস (আই) গুনডা-বাহিনী আক্রমণ করে এই আক্রমণেই অবিনাশ দাস নিহত হন। এই তথ্য মাননীয় মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, আমি আগেই বলেছি, এত বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনকুল দাস :— সামগ্রিকভাবে ঐ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য ঐ রতন

দেব নাথকে ব্যবহার করা হয়। কয়েক দিন আগে গিরিন্দ্র দাস ও চন্দন দত্ত (উভয়ে কর্মচারী আন্দোলনের নেতা) তারা তখন ঘরে বসেছিল, সে সময় তাদের উপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়। তারা বর্তমানে জীবন-মৃত অবস্থায় আছে। আসামী রতন দেবনাথকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ এখনও রতন দেবনাথকে গ্রেপ্তার করেনি। সে ঘুর-ফিরা করছে। এই সব তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, নিহারনগরের সেই বিভৎস ঘটনার কথা আমরা জানি। শিক্ষক আহত হয়েছে সে খবরও আমরা জানি। তবে তাদের আহত হওয়ার সঙ্গে রতন দেবনাথ জড়িত কিনা সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—এই ঘটনার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম পাহাড়ে মাননীয় বিধায়কের নেতৃত্বে সন্ত্রাস চলছে। আমাদের লোকেরা ঘরে ফিরতে পারছেনা। আমি নিজেও সে এলাকায় গিয়াছিলাম। পুলিশকে বলেছি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। এ সম্পর্কে মাননীয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমি আশা করেছিলাম যে, সেখানে যেরকম বিভৎস খুন হয়ে গেছে তা মাননীয় সদস্যগণ সমর্থন করবেন না। যে খুন বহু লোক দেখেছে, সে খুনের আসামী এখনও পলাতক। তবে মাননীয়, সদস্য যে তথ্য এখানে দিয়েছেন তা পুলিশের কাছে নেই। কেহ নালিশও করেনি। নালিশ করলে নিশ্চয়ই দেখা হত। যদি সেখানে সন্ত্রাস চলতে থাকত তবে নিশ্চয়ই এলাকার কিছু লোক হলেও থানায় যেত। কাজেই, যখন থানায় গিয়ে এ ধরনের কোন নালিশ করেনি, সেহেতু আমি বলতে পারি, এই রকম তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : কিন্তু আমাদের নির্বাচন প্রার্থী সেখানে মাভুবন দাস ছিলেন। তাঁর ঘরে আক্রমণ করা হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে তার আত্মীয় স্বজনদেদের, আমি নিজে আই, জি, পি, এর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে বলেছি। তাছাড়া পশ্চিম পাহাড়ে যে সি, আর, পি, ক্যাম্প ছিল। তা সেখানকার মাননীয় বিধায়ক নিজে উদ্যোগী হয়ে তুলে নেবার জন্য চেস্টা করছেন, যাতে সন্ত্রাস চালান সম্ভব হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীনকুল দাস :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি সরাসরি বিধায়কের নাম

করছেন। সেই এলাকায় বিধায়ক আমি নিজে। কাজেই আমি এখানে তাঁর সই সব তথ্যের চ্যালেঞ্জ করছি। তা যদি তিনি প্রমান না, করতে পারেন, তাহলে তাঁকে তার বক্তব্য উইথড্র করতে হবে। তাও তিনি না করলে, তাঁর বক্তব্য হাউসের থেকে এ্যাক্সপান্স করতে হবে।

শ্রীসুধীর মজুমদার :- আমি নাম করিনি। যদিও বিধায়ক বলেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কোন সন্ত্রাস সেখানে নেই।

মি: ডেপুটি স্পীকার : 'আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : -

"গত ২রা সেপ্টেম্বর রাতে আত্ম সমর্পন কারী এ, টি, পি, এল, ও সদস্য সুকুমার রিয়াংকে উগ্রপন্থী ও টি. ইউ. জে, এস, দুর্বৃত্তকর্তৃক তার বাড়ীতে গিয়ে আক্রমণ করে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : - মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২. ৯. ৮৪ ইং শ্রী কার্ত্তিক কুমার রিয়াং, তার ছেলে শ্রীসুকুমার রিয়াং তার স্ত্রী ও তিনটি শিশু পুত্র সহ বীরগঞ্জ থানাধীন রাংগাছড়া গ্রামে জুমের নিকটে একটি ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। রাত্র অনুমান ১২টা থেকে ১২-৩০ মিনিটের সময় অকস্মাৎ একজন অপরিচিত উপজাতি হাতে একটি দেশী বন্দুক নিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকে এবং শ্রীসুকুমার রিয়াংকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক হইতে গুলি ছুড়ে। ইতিমধ্যে অপর একজন উপজাতি লোক ঘরে ঢুকিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়ি দ্বারা সুকুমার রিয়াংকে বাঁধিয়া টানিয়া পশ্চিম দিকে নিয়া যায়। ঘরের বাহিরে আরও ২।৩ জন দুস্কৃতকারী ছিল। শ্রীকার্তিক কুমার রিয়াং চিৎকার করার চেষ্টা করিলে তাহাকে ভয় দেখানো হয়। তাহার ছেলেকে দুস্কৃতকারীরা অপহরন করিয়া নিয়া যাওয়ার পর শ্রীকার্ত্তিক কুমার রিয়াং থাম্পিরাই বাড়ীর লোকজনদের জানান এবং পরদিন শ্রীকার্ত্তিক কুমার রিয়াং সকাল বেলায় গ্রামের লোকজন সহ শ্রীসুকুমার রিয়াং-এর খোঁজ করেন। তাহার ছেলের অনুসন্ধান করিতে করিতে টং ঘর হইতে পশ্চিম দিকে অনুমান আধ মাইল দূরে এক ছড়ায় সুকুমার রিয়াং-এর মৃত দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার

শরীরে দায়ের আঘাত ছিল এবং দায়ের আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটানো হইয়াছিল।

উক্ত ঘটনা বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪।৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় ২(৯)১৪ নং মামলা নথী ভুক্ত করা হয়।

সুকুমার রিয়াং-এর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মকদ্দমার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীসুকুমার রিয়াং গত ২৫/১১/৮৩ ইং কাঁচকোতে (অমরপুর থানা) উগ্রপন্থীর সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্য আত্ম-সমর্পণ করেন এবং আত্ম সমর্পন করার পর সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন (ফায়ার সার্ভিস, অমরপুর)

যতটুকু মনে হয়, সুকুমার রিয়াং উগ্রপন্থী জীবন হইতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া সরকারী চাকুরীতে যোগদান করার কারণেই টি, এন, ভি, দুষ্কৃতকারীরা তাহাকে দা দ্বারা কুপাইয়া হত্যা করিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত কোন গ্রেপ্তার হয় নাই।

শ্রীনকুল দাস :— এইসুমার রিয়াংকে যারা হত্যা করেছে তারা সবাই টি, ইউ, জে, এস-এর সমর্থক। এবং সুখদয়াল জমাতিয়া, যিনি টি, ইউ, জে, এস, এর এ, ডি, সি. এর মেম্বার, তিনি সে দিন ঐ এলাকায় ছিলেন এই রকম তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — এ সব বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আমি বলেছি, টি, এন, ভি, এই কাজ করেছে, এবং যারা আত্মসমর্পন করেছে তারা আজকে টি, এন, ভি, এর আক্রমনের মুখে। ইতিমধ্যে তারা খুন হতে শুরুও করেছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

"গত ১২ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে উদয়পুর মহকুমার বারভাইয়া গ্রামের নারায়ণ শীল, দুলাল দে এবং নেপাল দেবনাথকে দুষ্কৃতিকারীরা ছুরিকাঘাতে আহত করে এবং নারায়ণ শীল জি, বি, হাসপাতালে প্রান হারান এই ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ টির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ১২-৯-৮৪ ইং সকাল ১০-৩০ মিনিটের সময় শ্রী নারায়ণ শীল, পিতা শচীন্দ্র শীল, সাং বারভাইয়া উদয়পুর কলেজের ২য় বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র, শ্রীদুলাল দে, পিতা হরিমোহন দে সাং বারভাইয়া এবং নেপাল দেবনাথ পিতা হরেন্দ্র দেবনাথ সাং বারভাইয়া, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহনের বাসে করিয়া বাগমা হইতে উদয়পুর যাইতে ছিলেন। বাসে যাওয়ার সময় ঐ বাসেরই যাত্রী শ্রীসত্য পাল, পিতা রসিক পাল কে,বি, আই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, শ্রীসুশীল পাল ও শ্রীনিখিল পাল ঐ স্কুলেরছাত্র সকলের বাড়ী বারভাইয়া, তাহাদের মধ্যে কলেজে পাঠরত একজন মেয়েকে বিরক্ত করা নিয়া বচসা শুরু হয় এবং বাসের অন্যান্য যাত্রীরা এই ঘটনাতে হস্তক্ষেপ করায় আর কোন কিছু হয় নাই। সকলেই স্কুল ও কলেজ যথারীতি করিয়া বিকাল ৩টার সময় বাগমা ফিরিয়া আসেন।

পূর্বের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় শ্রীনারায়ণ শীল ও শ্রীসত্য পালের মধ্যে বচসা হয় এবং শ্রীনারায়ণ শীল শ্রীসত্য পালকে একটি চড় মারেন। এই চড় মারা নিয়া সামান্য উত্তেজনা দেখা দেয়।

শ্রীবিনোদ দত্ত প্রধান বারভাইয়া ও শ্রীনেপাল দেব, প্রধান বাগামা, উপরোক্ত ঘটনা জানিয়া ছাত্রদের অভিবাবকদের নিয়া রাত্রি ৮ টার মিমাংসার জন্য এক বৈঠক করেন। এই বৈঠকে কোন ছাত্রই যোগ দেন নাই, তবে সকল অভিবাবকরাই উপস্থিত ছিলেন এবং বৈঠকে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে ১৩-৯-৮৪ ইং সকাল ৮ টার সময় উক্ত ঘটনাটি পরস্পরের মধ্যে মিমাংসা করিয়া ফেলিবেন।

১২-৯-৮৪ ইং রাত্রি প্রায় ৮-৩০ মিঃ সময় সর্বশ্রী নারায়ণ শীল, দুলাল দে এবং নেপাল দেবনাথ যখন তাহাদের বাড়ীতে ফেরার জন্য বারভাইয়া গ্রামের দিকে রওনা দেন তখন সর্বশ্রী সত্য পাল, নিখিল পাল, সুশীল পাল এবং আরও কয়েকজন লাঠি ছোড়া নিয়ে আক্রমন করেন ও আঘাত করেন। ইহার ফলে শ্রীনারায়ণ শীল, শ্রীদুলাল দে ছুরার আঘাত পান এবং শ্রীনেপাল দেবনাথ ও আহত হন। গ্রামের লোকেরা আহত শ্রীনারায়ণ শীল, শ্রীদুলাল দে ও শ্রীনেপাল দেবনাথকে উদয়পুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়া আসেন এবং অবস্থা গুরুতর বিধায় তাহাদিগকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে শ্রীনারায়ণ শীল গত ১৩-৯-৮৪ইং তারিখে জি, বি, হাসপাতালে মারা যান।

উপরোক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২ ধারায় উদয়পুর থানায় ১১(৯)৮৪ মোকদ্দমা নথীভুক্ত করা হয় এবং মোকদ্দমার তদন্তকার্য্য শুরু হয় দুইটি পুলিশ পিকেট বারভাইয়া ও বাগামা গ্রামে বসানো হইয়াছে এবং অবস্থা বর্ত্তমানে স্বাভাবিক এই ঘটনায় শ্রীখোকন পাল, (পিতা শ্রীরসিক পাল) গত ১৩-৯-৮৪-ইং রাত্রে গ্রেপ্তার করা হয় অপরাপর দুষ্কৃতকারীগন পলাতক আছেন এবং তাদের ধারার চেষ্টা চলিতেছে।

মোকদ্দমার তদন্তকার্য্য চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যখন নারায়ণ শীল, দুলাল দে, নেপাল দেবনাথ, ও দিলীপ পাল বাজার থেকে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল, যাওয়ার সময়েতে বারভাইয়ার বাঁশ ঝারের যে জায়গাটিকে এই ঘটনাটি ঘটে, তার আগেই বাজার থেকে তিনজন লোক সর্বশ্রী বিজয় পাল, দীপক শর্মা ও শংকর ভুইয়া ওদের ক্রশ করে গিয়ে বাঁশ ঝারের নীচে যারা ওৎ পেতে ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সব তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার : — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যখন আক্রমন হয়, তখন এই আক্রমনকারীদের হাতে চার জনই আক্রান্ত হয়েছিল। তিন জনই আহত হয় এবং দিলীপ পাল আহত হয়েও কোন রকমে রক্ষা পেয়ে যায় এবং রক্ষা পেয়ে ছুটে গিয়ে সে চিৎকার করে এবং তার চিৎকারে মানুষ জন আসে এবং এই সময় এই তিন জন ছাড়া সর্বশ্রী সত্য পাল, বিজয় পাল, সুশীল পাল, দীপক শর্মা, ক্ষীতিশ পাল, শংকর ভুইয়া খোকন পাল, প্রীতি নন্দী এই আক্রমনের সঙ্গে জড়িত, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং ওদেরকে ধরার জন্য চেষ্টা চলছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই ব্যাপারে এক-জন ধরা পড়েছে, তার নাম হচ্ছে খোকন পাল। অন্য যারা আসামী আছে তাদেরকে ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছেন।

শ্রীমানিক সরকার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, নারায়ন শীল নামে যে ছাত্র বন্ধুটি নিহত হয়েছেন তিনি ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বারভাইয়া পঞ্চায়েত এলাকায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে একজন প্রথম সারির নির্বাচনী কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন

করবার চেস্টা করেছিলেন এবং সেই গাঁও সভায় রমনী নন্দী, প্রীতি নন্দী যিনি এই খুনের সাথে জড়িত বলে এলাকাবাসী সন্দেহ করছেন তার জ্যাঠামহাশয়, কংগ্রেসের একজন প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দীতা করেছিলেন এবং তিনি পরাজিতও হয়েছিলেন, তখন থেকেই নারায়ন শীল যেহেতু একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, শুধু নির্বাচনেই নয়, যে কোন জনসাধারণের সমস্যার সমাধানে তিনি এগিয়ে আসতেন, তাই তার উপর একটা রাজনৈতিক ক্রোধ ছিল, তার সূত্র ধরে এই খুনটা করা হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী - মাননীয় সদস্যরা দেখেছে যে, নারায়ণ শীল একজন আদর্শবান যুবক ছিলেন এবং যারা ইল-টীটিং-এ অংশ নিয়েছিলেন, সেই ইল-টীটিং-এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর বাবা কাল যখন আমার বাসায় আসেন, তার মা অজ্ঞান হয়ে পড়েন বাবা চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারী। সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তিনি এই ছেলেটাকে বি. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়ে ছন, হয়তো এক বছর পরে সে বি, এ, পাস করে বেরুত। আমি শুনেছি যে তার বাসায় এখনও প্রগতিশীল সাহিত্য, এস. এফ, আই-এর সমস্ত কাগজপত্র ক্যানভাস করার সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে এই ছেলেটি অংশীদার ছিল। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে আমরা এরকম একটি ছেলেকে হারালাম। যারা আসামী পুলিশ নিশ্চয়ই তাদের খুঁজে বার করে শাস্তি দেবে।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৫ই আগষ্ট বুধবার অমরপুর বিভাগের কৃষ্ণধন রিয়াংকে তার শ্বশুর বাড়ী দক্ষিন চেলাগাং-এর দুর্গারামবাড়ী থেকে টি, এন, ভি, দুর্বৃত্তরা নিয়ে গিয়ে খুন করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

নূতন বাজার থানাধীন একছড়া গাঁও সভার মেম্বার শ্রীদুর্গামনি জমাতিয়া

১৮-৮-৮৪ইং বেলা অনুমান ১১-৩০মিঃ নূতন বাজার থানায় অবস্থিত হইয়া এই মর্মে সংবাদ জানান যে তাহার নিজ সাকীনের মৃত গবিন্দ চরন জমাতিয়ার পুত্র শ্রীযদু-মোহন জমাতিয়া তাহাকে জানায় যে ১৭-৮-৮৪ইং বিকাল বেলায় একজন উপজাতি যুবকের মৃতদেহ তাহার জমিনে পড়িয়া আছে দেখিতে পায়। শ্রীযদুমোহন জমাতিয়ার সংবাদমূলে তিনি যদুমোহনের জমিনে ১৮-৮-৮৪ইং সকাল বেলা গিয়া দেখিতে পান কৃষ্ণধন রিয়াং-এর মৃতদেহ যদুমোহন জমাতিার জমিতে পচিয়া যাওয়া অবস্থায় পড়িয়া আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : তিনি মৃত দেহটিকে গ্রামের লোকের সাহায্যে পাহাড়ার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীদুর্গামনি জমাতিয়া তৎক্ষনাৎ বলিতে পারেন নাই কৃষ্ণধন রিয়াং-এর মৃত্যু কিভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। এই সংবাদ থানায় জি, ডি, এন্টি ক্রমে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন (জি, ডি, এন্টি নং ১৮-৮-৮৪ইং।

শ্রীকৃষ্ণধন রিয়াং ১৯৮২ ইং সনের শেষ ভাগে উগ্রপন্থী দলে যুক্ত হন। তৎপর ২৫-১১-৮৩ ইং তারিখে উগ্রপন্থী দল পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্য আত্মসমর্পন ক্রমে শ্রীদুর্গারাম রিয়াং-এর মেয়ে বিবাহ করিয়া স্ত্রী সহ দুর্গারাম রিয়াং-এর বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, এবং দিন মজুরী করিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন। ১৩-৮- ৮৪ ইং তারিখ শ্রীকৃষ্ণধন খাঁজারাম রিয়াং-এর বাড়ীতে দিনমজুরের কাজে রত ছিলেন। বিগত ১৪-৮-৮৪ ইং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দুইজন দেশী বন্ধুক হাতে উপজাতি যুবক শ্রীখাঁজারাম রিয়াং এর বাড়ীতে আসেন এবং তাঁকে ডাক দেন এবং শ্রী কৃষ্ণধন রিয়াংকে সঙ্গে নিয়া দুর্গারাম রিয়াং-এর বাড়ী যান। ঐ দিন রাত্রি অনুমান ৯-৩০ মিঃ সময়ে আরও তিনজন অপরিচিত উপজাতি যুবক ডেগার ও লাইট হাতে পূর্ব কথিত দুইজন উপজাতি যুবকের সঙ্গে মিলিত হন। কিছুক্ষণ পর ঐ পাঁচজন উপজাতি যুবক শ্রীকৃষ্ণধন রিয়াং সহ রাত্রি অনুমান দশটার সময় বাহির হইয়া পড়েন এবং দুর্গারাম রিয়াং বাজার চৌকিদার শ্রীগনেশ রিয়াং-এর বাড়ী যান। সেথায় ঐ উপজাতি যুবক দলটি শ্রীগনেশ রিয়াংকে শ্রীদুর্গারাম রিয়াং এর বাড়ী আনিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করেন চৌকিদার শ্রীগনেশ রিয়াং উগ্রপন্থী দলের যাতায়াত ব্যাপারে পুলিশকে সংবাদ জানান কিনা। শ্রীদুর্গারাম সংবাদ পরিবেশনের কথা অস্বীকার করেন। তৎপর উক্ত পাঁচজনের উপজাতি দলটি শ্রীকৃষ্ণধন রিয়াংকে নিয়া ঐ দুর্গারাম রিয়াং-এর বাড়ী হইতে রাত্র অনুমান ১১টার সময় অজানা জায়গার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়েন এবার গত ১৭-৮-৮৪ ইং বিকালে

শ্রীকৃষ্ণধন রিয়াং এর মৃতদেহ বোরাখা ছড়া যতুমোহন জমাতিয়ার জমিনে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়

কৃষ্ণধন রিয়াং এর মৃতদেহ প্রায় গলিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ময়না তদন্তে জানা যায় কৃষ্ণধন রিয়াং এর মৃত্যু কোন সূঁচালো অস্ত্রের সাহায্যে ঘটানো হইয়াছিল এবং উক্ত ঘটনায় পূর্ব কথিত পাঁচজন উপজাতি যুবকই দায়ী। উগ্রপন্থী দলটি টি. এন. ভির অন্তর্ভুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পুলিশ অপরাধীদের ধৃত করার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তারের সংবাদ নাই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরীঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা দেখছি যে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে দুঃখের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে যে, উগ্রপন্থী থেকে যারা আজকে স্বাভাবিক জীবণে ফিরে আসতে চান সেই সমস্ত লোকদের খুন করা হচ্ছে এবং যেজন্য একটা দল বিশেষ আনন্দ উপভোগ করছেন, এইসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের রিপোর্টে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যানের মধ্যে আসে না। এই ধরনের অনেক আলোচনা এখানে হয়েছে, কাজেই এটার মধ্যে আর আসে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ বিকালের দিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় শ্রমমন্ত্রী দুটি রেফারেন্স পিরিয়ডের উত্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

তাই আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১২.৮.৮৪ইং থেকে ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগানে মালিকপক্ষের অব্যবস্থার শ্রমিকদের অকল্পনীয় দুরবস্থা সম্পর্কে"।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—২১.২.৮৪ইং তারিখে শ্রীদিলীপ দেব একটি দরখাস্তে লেবার কমিশনারকে তার বকেয়া রেশন এলাউন্স, ফুড এলাউন্স এবং জানুয়ারী হইতে সেপটেম্বর ১৯৮২ পর্যন্ত বেতন বাবদ মোট ৫১১৫ টাকা৯৮ পয়সা আদায় করে দেবার ব্যবস্থা করিতে আবেদন করেছিলেন। সদরের চিফ লেবার অফিসার ৩১.৭.৮৪ইং তারিখে

এ বিষয়ের উপর ত্রিপাক্ষিক আলোচনা করেন। তিনবার আলোচনা বৈঠক হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগানের পক্ষ থেকে একই মালিকের অধীনে কল্যাণপুর বাগানের ম্যানেজার শ্রীসুধাময় সাহা ৫০০০ টাকা পরিশোধের সর্তে মিমাংসায়, রাজী হন। ৩.৮.৮৪ তারিখের মধ্যে মালিকের সিদ্ধান্ত নিয়ে টাকা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তারিখ অতিক্রম হওয়ার পরও মালিকপক্ষ চুক্তি কার্যকর করেন না। এই অবস্থা ৯.৮.৮৪ইং তারিখে মালিকপক্ষকে চিফ লেবার অফিসার চুক্তি অনুযায়ী শ্রী দিলীপ দেবকে টাকা পরিশোধ করে লেবার অফিসকে সংবাদ দিতে চিঠি লেখেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মালিকপক্ষ টাকা পরিশোধ না করে দিলীপ দেবকে সাসপেণ্ড করে দেয়। তদন্তে এটা জানা গিয়াছিল দিলীপ দেব বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ট্রাকটর ড্রাইভার হিসাবে কাঁচাপাতা কল্যানপুরে নিয়ে যেতো। সদর সাব-ডিভিশনের ব্রহ্ম-কুণ্ড টি এষ্টেটের ম্যানেজিং ডাইরেকটার ১২-৮-৮৪ থেকে বাগানে লক-আউট ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত ৬-৮-১৯৮৪ তারিখে শ্রম দপ্তরকে জানান। লক-আউট ঘোষণার অনুলিপি এখানে রাখা গেল। ম্যানেজমেন্টের যুক্তি হল দিলীপ দেব নামক টাকটার ড্রাইবার সাসপেনশনে আছে এবং তার কতিপয় সহযোগীর দ্বারা ব্রহ্মকুণ্ড হইতে কল্যাণপুরে চা-প্রেরণে বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং এই কাজ শুরু করিয়াছে গত ১৭-৭-৮৪ থেকে। চিফ লেবার অফিসার পুনরায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করেন ১৮-৮-৮৪। কিন্তু মালিকপক্ষ এই বৈঠকে আসেননি। ১২-৮-৮৪ থেকে লক-আউট চলছে। এখন শ্রম দপ্তর থেকে মিমাংসার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ৩৮ জন স্থায়ী শ্রমিক ও প্রায় দশ বার জন অস্থায়ী শ্রমিক বাগানে কাজ করতেন।

অচিরেই মিমাংসা না হলে শ্রম দপ্তর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

মিঃ স্পীকার :—আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয় এনেছিলেন। এই নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৩.৯ ৮৪ইং সকালে উগ্রপন্থী টি, এন, ভি দল কর্তৃক দশদা গ্রামীন ব্যাংকে হানা এবং টাকা পয়সা অন্যান্য জিনিষ লুট করিয়া নেওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, জনস্বার্থে কাঞ্চনপুর থানাধীন দশদা গ্রামে গ্রামীন ব্যাংকের একটি শাখা চালু আছে।

গত ১৩.৯.৮৪ইং তারিখে আনুমানিক ১০-৪০ মিঃ ৫জনের সশস্ত্র ১ট উগ্রপন্থীদল দশদা বাজারের সন্নিকটে দশদা গ্রামীন ব্যাংক চড়াও করিয়া ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজারের দিকে বন্দুক তাঁক করিয়া ভয় দেখাইয়া ব্যাংকে থাকা ষ্ট্রংরুম খুলিতে বাধ্য করেন। গ্রহীতাদের মধ্যে বিলি করার জন্য ক্যাশিয়ার যে টাকা কাউন্টারে রাখিয়াছিল উগ্রপন্থী দলটি ঐ টাকা অর্থাৎ ১৯ হাজার ৭ শত ২৪ টাকা নিয়া যায়। ঐ সময় কর্ম্মরত সিনিয়ার ক্লার্ক, ফিল্ড সুপারভাইজার, ব্যাংকের ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার ব্যাংকের ভিতর ছিলেন। ঐ ৪জন ব্যাংক কর্মী ছাড়া গ্রামের আরো ৪জন লোক টাকা জমা বা তোলার জন্যও ব্যাংকে উপস্থিত ছিলেন। উগ্রপন্থী দলটি নিম্নোক্ত ব্যাংক কর্ম্মী ও যে ৪জন গ্রামের লোক ব্যাংকে উপস্থিত ছিলেন তাহাদের নিকট হইতে হাতঘড়ি কাড়িয়া নেন। তাছাড়া উগ্রপন্থী দলটি ৪জন গ্রামের লোকদের মধ্যে হইতে শ্রীশৈলেন্দ্র নমঃর নিকট হইতে জে, কে, ল্যাম্পসের জমা দেওয়ার জন্য আনীত ১ হাজার ৭ শত ৭০ টাকা কাড়িয়া নেন। তাছাড়া শ্রী শৈলেন্দ্র নমঃর ব্যাক্তিগত ২৫ টাকা নিয়া যান। উগ্রপন্থীদলটি গ্রামীন ব্যাংকের টাকা ও ব্যাংক কর্মী ৪জনের হাতঘড়ি ও অপর ৪ব্যক্তির হাতঘড়ি ও ল্যাম্পসের টাকা নিয়া পালাইয়া যাওয়ার পথে ব্যাংকের দিকে আসিতে থাকা আরো ৩ ব্যক্তির নিকট হইতে ৩টি হাতঘড়ি নিয়া গা ঢাকা দেন। যাহাদের হাত ঘড়ি নিয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

১) শ্রীউমেশ দেববর্মা গ্রামীন ব্যাংক কর্মী, ইনচার্জ গ্রামীন ব্যাংক
২) ,, শশাংক শেখর পাল— ক্লার্ক ঐ
৩) ,, বলাই দে— ক্লার্ক ঐ
৪) ,, নেপাল চন্দ্র দাস ফিল্ড সুপারভাইজার ঐ
৫) ,, চিত্তরঞ্জন সরকার ফরেষ্ট গার্ড সাং লক্ষীপুর ফরেষ্ট অফিস
৬) ,, কেশব চন্দ্র মজুমদার ফরেষ্ট গার্ড ঐ
৭) ,, শৈলেন্দ্র নমঃ—ইনচার্জ দশদা ইউনিট, জে, কে. ল্যাম্পস্
৮) ,, চন্দ্রলাল নাথ সাং দশদা
৯) ,, ভুপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—এসিঃ শিক্ষক দুর্গারাম হাই স্কুল।
১০) ,, জগদীন্দু দে চৌধুরী—এসিঃ শিক্ষক ঐ

১১। শ্রীনরোত্তম দাস :— এসিঃ শিক্ষক দূর্গারাম হাই স্কুল।

উগ্রপন্থী দলটি ব্যাংকের টাকা ও কর্মী ও অন্যান্যদের হাতঘড়ি নিয়া পলাইয়া যাইবার পথে ভয়ভীতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে দুইবার আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া দুইবার গুলি করে। উগ্রপন্থী দলটি ব্যাংকে ৭।৮ মিনিটের ভিতর ঘটনা করিয়া দেওনদী পার হইয়া কামার পাড়া রিয়াং পাড়ার দিকে গা ঢাকা দিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

দশদা বি-এস-এফ ক্যাম্প দশদা বাজার হইতে অনুমান ১ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত এবং অনুমান দেড় কিলোমিটার দূরে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প অবস্থিত।

দশদা গ্রামীন ব্যাংক যে দশদা বাজারে অবস্থিত তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত উপদ্রুত এলাকার অন্তর্গত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োজিত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রাধীন।

উক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৫(১)(ক) ধারায় কাঞ্চনপুর থানার ৫(৯)৮৪ নং মামলা নথীভুক্ত করা হয়,।

ঘটনার তদন্ত কার্য্য সুরু করা হয় এবং উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ঘটনার স্থান পরিদর্শন করিয়া সবরকম ব্যবস্থা নেন,।

তদন্তকালীন ইহা প্রকাশ পায় যে ঘটনার সময় ঘটনা স্থানে সেনাবাহিনীর ২ জন কর্মী ও উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ব্যতিরেকে ঐদিন বেলা (১৩।৯।৮৪ইং) অনুমান ১টার সময় সেনাবাহিনীর জেনারেল টমাস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

কোন ব্যাংক কর্মী বা অন্য কেহ আহত হন নাই। এই মোকদ্দমায় এখন পর্য্যন্ত কোন গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ নাই। দুস্কৃতিকারীদের ধৃত করার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে দশদা গ্রামীন ব্যাংকে ডাকাতি হল, তার কয়েক দিন আগে থেকে দশদা বাজারের নিকটবর্ত্তী উপজাতি যুব সমিতির নেতা দ্রাউকুমার রিয়াং মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রিবেলায় কিছু অপরিচিত লোক মিটিং করেছে, এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী :—এই রকম তথ্য নাই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ২টি ক্যাম্প প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। আসলে ক্যাম্পগুলি আধ কিলো-মিটারের মধ্যে। আরমি ক্যাম্প আর, সি, আর, পি, ক্যাম্প। কাজেই এই ঘটনা ক্যাম্পগুলি থেকে পরিস্কার দেখা যাওয়ার কথা। একটা উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার জন্য যারা চেষ্টা করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ১ বৎসরের মধ্যে এই উপদ্রুত অঞ্চলে কাঞ্চনপুরের রাস্তায়, মাছমারা থেকে কাঞ্চনপুরের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের গাড়ী থেকে হামলা করে হাজার হাজার টাকা উগ্রপন্থীরা নিয়ে গেল, এরপর কাঞ্চনপুর বি, ডি, ও, অফিসে-ও এই ধরণের ঘটনা ঘটল, তারপর দশদাতে ঘটে গেল। সবগুলি ঘটেছে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের প্রায় কাছাকাছি জায়গাতে। এই সব ঘটনার ক্ষেত্রে এই ক্যাম্পগুলি কি ভূমিকা নিয়েছিলেন, এই ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা যেটা বলেছি, সেনাবাহিনীর ক্যাম্পটা একটু দূরে, তার থেকে নিকটবর্তী হল বি, এস, এফ, ক্যাম্প। কিভাবে হঠাৎ করে ঘটনা ঘটেছে। কাজেই তারা কতটা উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এখান থেকে বলা সম্ভব না। নিশ্চয়ই তারা যারা ডাকাত দলে ছিল উগ্রপন্থী তাদের ধরবার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. আমরা দেখেছি এর আগে তুলামুড়াতেও একটি গ্রামীন ব্যাংকে ডাকাতি সংগঠিত হয়ে গেল এবং এই ডাকাতিটা সংগঠিত হওয়ার পরও আমরা দেখেছি রাজ্য সরকার বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কোন উদ্যোগ ছিলনা, যদি থাকতে তাহলে অন্ততঃ দশদার এই ডাকাতিটা সংগঠিত হতনা। এই ঘটনাটা ঘটেছে উপদ্রুত অঞ্চলেই, এই ঘটনা অন্য কিছুই নয়, এইটা একটা সাজানো ঘটনা। এই ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করলেও, আরমি থাকলেও সেখানে কোন রকম ডাকাতি এই সমস্ত বন্ধ করা যায় না। এই ধরণের ধারনা থেকে এইটা হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : – মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিজেকেই নিজে কন্ট্রাডিক্ট করেছেন। তিনি বলেছেন তুলামূড়াতে হয়েছে, এইখানে হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম না যে কোন্‌টা উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য এইটা করা হল। মাননীয় সদস্য জানেন যে দিল্লীতেও বহু ডাকাতি হয়েছে। নিশ্চয়ই দিল্লীতে এইটা

অরগেনাইজ করা হচ্ছেনা। উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য। এইটাকে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, কেউ সংগঠন করছেন, উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার জন্য। আজকে ভারতবর্ষে বহু ব্যাংক ডাকাতি হচ্ছে। সব জায়গায় ব্যাংক ডাকাতি হচ্ছে। ব্যাংক ডাকাতি করার জন্য ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় পাহাড়া দেওয়া, সরকারের পক্ষেও সম্ভব না প্রত্যেক ব্যাংকে সিকিউরিটি দেওয়া। ব্যাংকের শাখা মাননীয় সদস্যরা জানেন, ত্রিপুরাতে ১১০-এর উপরে হবে। যদি সব জায়গায় সিকিউরিটির অ্যারেঞ্জমেণ্ট করতে হয় তাহলে আমাদের যে সিকিউরিটি আছে তা দিয়েও পোষাবে না। কাজেই এটা কোন ক্ল্যারিফি-কেশান নয়। একটা ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে এইটা খুব উদ্বেগের বিষয়। সেটা উপদ্রুত এলাকাতেই হোক, আর উপদ্রুত এলাকার বাইরেই হোক এই সম্পর্কে সরকার সবরকম উদ্যোগ নেবেন যাতে ভবিষ্যতে না হতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা, দশদাতে ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে, উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রচার করা হয়েছে যে উপদ্রত অঞ্চলেও কি করে ব্যাংক ডাকাতি হয়। কাজেই উপদ্রুত অঞ্চল করেও এখানে কোন ফল হবে না। অর্থাৎ উপদ্রুত অঞ্চলের যে দাবী এইটা অর্থহীন এইটা প্রমান করার জন্যই বিশেষ উদ্দেশ্যে এইটা করা হয়েছে। যার জন্য কিছু সদস্য আছেন যারা এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাদের কথায় মনে হচ্ছে যে উপদ্রুত অঞ্চলকে বিরোধীতা করার জন্যই এই ধরনের ঘটনা সংগঠিত করা হয়েছে, এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটাতে কোন ক্ল্যারিফিকেশানের পয়েন্টই কিছু পাচ্ছিনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী মহোদয় গত ১১-৯-৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসৈয়দ বসিত আলি মহোদয়ের আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬ যে লিখিত জবাব সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার কিছু সংশোধন করিয়াছেন।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি যে সেই লিখিত প্রশ্নের সংশোধিত জবাব নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "লেয়িং অব্ রিপ্লাইজটু

পোষ্টপণ্ড কোয়শ্চানস্''। গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৭, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭, মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুদারের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬, ৩০১ এবং মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভায় পেশ করার জন্য।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি''*পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার *২৪৭, *৬৬ *১৬৭ *৩০১ এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ৪৭ এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করছি। (Annxure "A")।

অধ্যক্ষ মহাশয় : - মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আজকের সে সকল পোষ্টপণ্ডস্ কোয়েশ্চানের উত্তরপত্র সভায় পেশ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিলিপি ''নোটিশ অফিস'' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

PRESENTATION OF REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING.

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ—সভার পরবর্তী কর্য্যসূচী হলো,—পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির টুয়েলভ্থ (দ্বাদশতম) রিপোর্ট সভার সামনে উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে (চ্যায়ারম্যান অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস) অনুরোধ করছি রিপোর্টটি (প্রতিবেদনটি) সভার সামনে পেশ করার জন্য''।

শ্রীমানিক সরকারঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ''পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির টুয়েলভথ (দ্বাদশতম) রিপোর্ট সভার সামনে পেশ করছি।''

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আজকের এই সভায় কমিটি রিপোর্ট (প্রতিবেদন) পেশ করা হইয়াছে সেটির প্রতিলিপি ''নোটিশ অফিস'' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

MOTION FOR EXTENTION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF THE PRIVILEGE COMMITTEE.

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—''প্রিভিলেজ্ কমিটির''

চেয়ারম্যান কর্তৃক রিপোর্ট পেশ করার জন্য সময় চেয়ে প্রস্তাব উত্থাপন। আমি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Keshab Majumder :—Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the time for presentation of the Report of the Committee on privileges on the question of alleged Breach of Privilege given notice of by Shri Bidya Chandra Deb Barma, MLA, against the Editor of the 'Syandan' a daily newspaper, as referred to the Committee on 12.3.1984 for investigation, examinatian and report be extended upto the next Session of the Assembly."

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"That the time for presentation of the Report of the Committee on privileges on the question of alleged Breach of Privilege given notice of Shri by Bidya Chandra Deb Barma,MLA, against the Editor of the 'Syandan' daily uewspaper, as referred to the Committee on 12.3.1984 for investigation, examination and report be extended upto the next Session of the Assembly."

(অতএব প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

RULING OF THE HON'BLE SPEAKER ON THE POINTS OF MANNER OF OBTAINING LEAVE OF THE HOUSE TO INTRODUCE PRIVATE MEMBERS' BILLS.

Mr. Speaker :—On 14.9.1984 when the motion for leave to introduce Private Members' Bill to amend Salaries & Allowance Act of the members of the Tripura Legislative Assembly was due to be raised and the mever was asked to move his motion for leave to introduce the Bill, Shri Shayma Charan Tripnra

raised the points about the procedure to be adopted in taking levae of the House. He quoted from some papers that in Parlaament the notice for leave to introduce private Member's Bill from Shri Ajoy Biswas, Shri Chitta Bose and some other Members obtained leave of the House. He was of the opinion that the motion for leave to intruduce the Bill to the House should not be put to vote. The Chief Minister wanted to examine the matter further and requested me to instruct the Assembly Secretariat to examine the rules in this respect and it was suggested by him that the Bill would be taken on 17.9.84. I agreed to the proposal made by the Chief Minister.

I instructed the Assembly Secretariat to put up the Rules of Procedure of Parliament along with the parliamentary practices followed in this respect. I have gone through the Rules of Procedure of Lok Sabha bearing on the question I have also carefully gone through rule 114 of the Rules of procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. Rule 114 of our Rules of procedure contains provisions which are substantially the same as in the Lok Sabha. From Rule 1 4 it is also clear that if a motion for leave to introduce a Bill is opposed such, motion has to be put to vote. In such a case, however, the rule also permits a short discussion in the shape of explanatory statement from the member who moves the motion and the Member who opposes the same. In this House there was also a case of similar nature. The motion for leave to introduce "The Tripura Ministers and Legislatiors (Publication of assets and liabilities Bill), 1977 given notice of by Shri Tapas Dey was put to vote and it was lost.

All the government Bills in our House are introduced after leave motion to introduce such Bills are put to vote and passed.

Perhaps the cases cited by the Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura motion for leave to introduce private Members' Bills in the Lok Sabha were not opposed and leave was granted by the House to introduce the Hills.

I am, therefore, unable to accept the contention of Shri Shyama Charan Tripura and I shall ask him to move his motion for leave to introduce the Bill which will be put to vote as per rule.

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1984." উত্থাপন করার জন্য অনুমতি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1984. "এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

The Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1984. "এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক"।

(এই সভা বিলটি উৎথাপন করার অনুমতি দিলেন।)

মিঃ স্পীকার :— এর পরে ইনট্রোডাকশন মোশানটি মোভ করার কথা ছিল, কিন্তু তার আর প্রয়োজন নাই। আমি ধরে নিচ্ছি বিলটি ইনট্রোডিউসড হলো। আবার আমরা আজকে কনসিডারেশানের ষ্টেইজে যাচ্ছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি কনসিডারেশান মোশানটি সভার বিবেচনার জন্য উত্থাপন করতে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাঃ—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salary

Allowances and pension of Members of the Legislaltive Assembly (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1984 be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে বিলের কপি নাই। কারণ এটা আমি অফিসে জমা দিয়ে দিয়েছি। সেক্রেটারী মহাশয় নিয়ে গেছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ত্রিপুরা এসেমব্লির সদস্যদের পেনশন, বেতন ও এলাউন্সের উপর সংশোধনী এনেছি। কারণ এই বিলটি অনেক দিন আগে তৈরী করা হয়েছিল। এ ছাড়া মেম্বারদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তার চাইতে বেশী অন্য রাজ্যে দেওয়া হয়। একজন মেম্বারের ডিউটি ডিস্চার্জ করতে গেলে, তাদের রেসপনসিবিলিটি যদি তারা পালন করেন তবে তাদের কিছু ফেসিলিটি দরকার হয়। সে কারণে আমি এই বিলটি এনেছি। যেটা ৬০০ টাকা আছে সেটা ২০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৮০০ টাকা করার জন্য চেয়েছি। যেটা কনভিয়েন্স এলাউন্স বলা হয় সেটা বাদ দেওয়ার জন্য চেয়েছিলাম। যেটা কনসোলিডেটেড এলাউন্স সেটা ঠিক আছে। আমাদের এখানে ৩০ টাকা দেওয়া হয়, আগে ২৫ টাকা দেওয়া হত। আমরা গতবার যখন পি, এ, সি, ট্যুরে বাহিরে গিয়েছিলাম তখন আমরা দেখেছি এই ৩০ টাকায় ২ বেলা খাওয়া খরচ হয়না। একবেলা খেতেই ২০/২৫ টাকা খরচ হয়ে যায়। আমরা যেহেতু স্ট্যাট রিপ্রেজেন্টেটিভ সেহেতু আমাদেরকে সেভাবে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, তাই আমরা বলতে পারিনা যে আমাদেরকে ডাল-ভাত দেওয়া হউক। আমরা সিমলা থেকে ফেরার পথে চণ্ডিগড়ে গেলাম। চণ্ডিগড় একটা প্রসপরাস স্টেট্। সেখানে এম, এল, এ, হোষ্টেলে জায়গা পেলাম না, তখন পুলিশের সাহায্য নিয়ে পঞ্চায়েত ভবনে গেলাম। সেখানে আমাদেরকে বলা হল জায়গা পেতে আমাদেরকে মিনিমাম ২০০ টাকা। পার ডে চার্জ দিতে হবে। এ অবস্থায় আমরা একটা সরাইখানায় উঠেছি, কারণ হোটেলের যা অবস্থা। দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে বৃদ্ধি করতে হবে তার কোন মানে নাই। তবু ও যাতে বাহিরে গেলে চলা যায় তারজন্য ৩০ টাকার জায়গায় ৫০ টাকা করার জন্য চেয়েছি। টি, এ, ও ডি, এর ক্ষেত্রে আমাদের মিথ্যা কথা লিখতে হয়। ফুল ট্যাক্সি হায়ারিং না করলে পরে ৬০ পয়সা পার কিলোমিটার পাওয়া যায়না। আমরা মনে হয়, সেখানে ট্যাক্সি কেন

সাইকেলও হায়ার করা যায়না। আমাদেরকে মিথ্যা কথা থেকে অব্যাহতি দিন। না হলে আমাদেরকে পয়সা বাড়িয়ে দিন। প্লেনে যদি যাই তাহলে সেখানে পুরো ফেয়ার দেওয়া হয় আবার ট্যাক্সিতে গেলে দেওয়া হয়না আমি একবার আমার বন্ধুর গাড়ী রিজার্ভ করে নিয়েছি, সেখানে দেখলাম ১০০ টাকায়ও হয়না, অথচ আমাদের দেওয়া হয় ৭৩ টাকা। টি. এর. হার এত কম। অথচ কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফেয়ার দেওয়া হয় আর মহারাষ্ট্রে ডাবল ফেয়ার দেওয়া হয়। ওরা দেড়গুন ফেয়ার পায়। তারা আরও সঙ্গী নিতে পারেন। তাদের ডি, এ, ৫০ টাকা। সেখানে তাদের যে ফেয়ার দেওয়া হয় তাতে তাদের হয়ে যায়। তদুপরি এখানে এম, এল, এদের টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ সেখানে তাদের টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে। অবশ্য ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা এখনই সম্ভব হবে না। এখানে স্ট্যাট গভার্ণমেন্টই চাইলে পান না সেখানে আমাদের বেলায় চাইলে ত হবেই না। তবুও যা সুবিধা আছে তা যেন দেওয়া হয়। কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুতে, মহারাষ্ট্রে আমরা দেখেছি সেখানে এম, এল, এদের বাড়ীতে সরকারী খরচে টেলিফোন ইনস্ট্যাল করা হয়। সারা বছর যা খরচ হয় তা সরকার বহন করে। সেটা অবশ্য লিমিটেড এমাউন্ট প্রতি মাসে ২০০ টাকা। সেজন্য আমি এইটা এই বিলে রেখেছি। অন্য রাজ্যে আরেকটা জিনিষ দেখলাম প্রত্যেক এম, এল, এর একটা করে প্রাইভেট ভেহিকেল আছে। নাগাল্যাণ্ডে দেখেছি প্রত্যেকের একটা করে গাড়ী আছে। ত্রিপুরায় মন্ত্রীরা শুধু গাড়ী পান। তারা গভার্ণমেন্ট রান করছেন সেজন্য পাচ্ছেন। সে সুযোগ তারা তাদের নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারেন। অবশ্য তারজন্য সরকারী কাজ দেখান। সে ক্ষেত্রে আমরা এম, এল, এরা আমাদের এলাকায় যেতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হই। অন্য রাজ্যের কাছে লজ্জাকর ব্যাপার, কারণ সেখানে এক একজন এম, এল, এর, ২। ৩ টা করে গাড়ী আছে।

তাই, সেই কারণে আমি করেছি যে এম, এল, এরা যখন তাদের কনষ্টিটিউন্সীতে ভিজিট করতে যাবে, তাদের যাতে সপ্তাহে দুই দিন অথবা মাসে ৭দিন ভিহিক্যালস লিংস প্রভাইড করা হয়। কারণ এখানে ট্রন্সেপোর্টের ব্যাপারে নানা রকম অসুবিধা আছে। তাছাড়া সরকারের অধীনে একটি মাত্র ট্রেন্সপোর্ট আছে তাতে এ্যাসেম্বলীতে কনষ্টিটিউন্সীতে আসা যাওয়া করতে এম, এল, এদের অনেক অসুবিধা হয়। যেমন এবার আমি ১০ তারিখে হাউসে এটেণ্ড করতে পারিনি, আমাকে ১১ তারিখে আসতে হয়েছে, এই ট্রেন্সপোর্টের অসুবিধার জন্যই। সেজন্য এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য আমি এখানে একটা প্রভিশন রেখেছি, সেটা হল,

টি, আর, টি, সিতে যখন এম, এল, এরা যাতায়াত করবেন, তখন তাদের একটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, যে সুযোগটা আমি গোয়া ট্রেন্সপোর্টে দেখেছি। গোয়া কেন, ইউ, পি, হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাবেও এই ধরনের সুবিধা রয়েছে। সেখানে ট্রোন্সপোর্টের বাসগুলিতে যে দুটো রো থাকে, তার একটা রো-তে কয়েকটা সীট এম, পি, অথবা এম, এল, এদের জন্য রিজার্ভ থাকবে, সেই ক্ষেত্রে যদি কোন এম, পি, বা এম, এল এ, যাত্রী না থাকেন, তাহলে সেগুলিতে সাধারণ যাত্রী বসে যেতে পারবে, কিন্তু কোন এম, পি, বা এম, এল, এ, যদি পথে যাত্রী হয়ে উঠেন তাহলে, সেগুলি সাধারণ যাত্রীদের ছেড়ে দিতে হবে। কাজেই আমাদের এখানেও এম, এল, এ'দের এই সুবিধাটা দেওয়া যেতে পারে, যাতে রাজ্যের কোথাও যাতায়াতের ক্ষেত্রে এম, এল, এ'দের কোন রকম অসুবিধা না হয়। তারপরে আছে, আমাদের এম, এল, এ,দের অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় এবং সেই যোগাযোগ রাখতে গেলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে সরকারের সঙ্গে করেস্পোন্ডেন্স করতে হয়, তার জন্য এম, এল, এ,কে বেশ কিছু টাকা পয়সা খরচ করতে হয়। মহারাষ্ট্রে এই ধরণের যোগাযোগ রাখার জন্য এম, এল, যে খরচ করতে হয়, সেটা সরকার পেমেন্ট করে দেন, অবশ্য এম, এল, এ,কে সেজন্য একটা নির্দিষ্ট হিসাব রাখতে হয়। যদিও আমি মনে করি, আমাদের এখানে এটা ইম্প্রেক্টিক্যাল, তবু যদি একটা লাম্প সাম এ্যামাউন্ট ১০ থেকে ২০ টাকা প্রত্যেক এম, এল, এ,কে এই বাবতে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এম, এল, এদের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হতে পারে। তারপরে আছে চিকিৎস্যার সুযোগ, এবার আমি যখন বাইরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লাম, তখন আমার এই ব্যপারে বিটার এ্যাক্সপেরিয়েন্স হয়েছে, একজন এম, এল, এ, অন্য রাজ্যে গেলে, সেখানে সাধারণ লোকদের মতোই তাদের গাড়ী ঘোড়াই চড়তে হয় এমন কি অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই অজানা অচেনা রাজ্যে চিকিৎস্যার সুযোগ নেওয়া সেই এক দুরূহ ব্যাপার। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে সেখানকার মুখ্য মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করার ফলে কিছুটা সুবিধা আমার হয়েছে। কাজেই একজন এম, এল, এর চিকিৎস্যার ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অত্যন্তদুর্ভাগ্যের। আমি যখন সিমলার চিকিৎস্যার জন্য গেলাম, আমাকে বলেই দিলেন, কে আপনাকে এখানে রেফার করছেন? আমি তো করি নি। দেখি, দেখার পর বললেন' হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি করি নি, আর একজন ডি, এইচ' এস, করেছেন, এতেই চলবে। শেষ পর্যান্ত আমাকে শিলং-এ ডি, এইচ, এস- এর কাছে রেফার করা হল। কাজেই এই যে একটা বিরাট

লাল ফিতার ফাঁস, শেষ পর্য্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আমার কিছুটা সুবিধা হল, কারণ আমি উনার কাছে আবেদন করলাম যে আমার এই অবস্থা আপনি একটু দেখুন, আমি সেই জন্য উনার কাছে কৃত। কাজেই এখানে যেটা লেখা আছে, ডি, এইচ, এস, সেখানে এস, ডি, এম, ও কথাটা লেখা থাকলে, এম, এল, এরা চিকিৎস্যার কিছুটা সুবিধা পাবে, এটাই হলো আমার সংশোধনী। আর একটা হল এম, এল, এদের হোষ্টেলে এ্যাকোমডেশানের ব্যপারে। আমরা যারা এম, এল, এ হয়ে এসেছি, আমরা খুব একটা ধনী লোক নই, আমরাও গরীব, মাত্র ৬০০ টাকা বেতন পাই। এখন তো একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও আমাদের চাইতে বেশী পাচ্ছেন। অথচ আমাদের বাইরে যেতে হবে, এলাকাতে যেতে হবে, এগুলির খরচ যোগান ছাড়াও আমাদের আবার রেন্ট দিয়ে হোষ্টেলে থাকতে হবে। অবশ্য আপনারা বলতে পারেন, হোষ্টেলের রেন্ট তো মাত্র এক টাকা, হ্যাঁ কিন্তু একটা কোয়র্টারে ৩টা সীট আছে, সেই ৩ টা সীটের জন্য মাসে ৯০ টাকা দিতে হবে। তারপরে তো বন্ধু-বান্ধব অনেক আছেন, এছাড়া আছে কনষ্টিটিউন্সীর লোকজন, তারাও মধ্যে মধ্যে দুই চার জন আসেন, তাদের তো থাকতে দিতে হয়। এখন সেই বন্ধু বান্ধব এলে যদি থাকতে দিতে হয়, তাহলে তো তাকে খাওয়াতে হবে, উপরন্তু তার জন্য একটাকার জায়গায় দুই টাকা রেন্ট দিতে হবে, এই দুই টাকা রেন্ট তো আর তার কাছ থেকে চাওয়া যাবে না, কারণ যদি চাই তো বলে বসবে, কি ব্যাপার, আমার বাড়ী গিয়ে তুমি থাক, খাও, আবার আমার কাছে টাকা চাও। কাজেই এটা কোন মতেই হতে পারে না। সেজন্য আমি বলছি যে এম, এল, এ,দের জন্য কোন রেন্ট থাকবে না, তাদের ফ্রি একোমডেশানের ব্যবস্থা করা হউক। আর যদি কোন এম, এল, এ, একটা কোয়াটার চেয়ে বসে, এবং সরকার যদি সেই এম, এল, এ,কে তার পরিবারের লোকজনদের থাকার জন্য কোন কোয়ার্টার এলট করতে চান, তাহলে তাকে সেটা অনপে-মেন্ট দেওয়া যেতে পারে। এবং সেই পে-মেন্টের ক্ষেত্রে আমি এই বিলে একটা রেইটও ফিক্সড করে দিয়েছি। তারপর আছে এম, এল, এ,দের জন্য ফেমিলী পেন্শান একজন এম, এল, এ, উনি যদি এ্যাক্সিডেন্টে মারা যান, তাহলে তাঁর পরিবার কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিক ভাবে একটা আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে পড়ে যান, এটা নিশ্চয় আপনাদের সবারই জানা আছে। হয়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহৃদয় হয়ে তাঁর পরিবারকে একটা লাম্প সাম এ্যামাউন্ট দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি এই বিলে যে প্রভিশনটা রেখেছি, তাহল লাম্প সাম এ্যামাউন্ট না দিয়ে, তার উত্তরাধিকারীকে

প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে একটা পেন্‌নশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। মহারাষ্ট্রেও এই রকম আইন আছে, এবং তাতে লেখা আছে যে ফেমিলী পেন্‌শন উইল বি পেইড টু হীজ লিগ্যাল হায়েরার্স। কাজেই এই বিলে আমি যে, সব সংস্থান করার কথা বলছি, সেই সম্পর্কে হয়তো আপনারা বলবেন যে আমরা জনসাধারণের জন্য আন্দোলন করছি, কারণ আমাদের টাকা নেই। তার উপর ফিনান্‌স কমিশনও এবার আমাদের ৩০ কোটি টাকা কেটে দিয়েছে, তার উপর আবার এম, এল, এ,দের বেশী বেতন চাই, এ কেমন কথা ? কিন্তু আমি বলতে চাই যে, আমরা মহারাষ্ট্রের মতো তত চাই না, সেখানে এক একজন এম, এল, এ, দুই হাজার, আড়াই হাজার টাকা বেতন পান, আমাদের তো মিনিমাম যেটা আছে, সেটা অন্ততঃ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তা না হলে মানুষ মাত্রেরই করাপশান আসবে, করাপ্‌শানটা একটা বিরাট পাপ এবং এটা পাপ জেনেও মানুষ তার মধ্যে চলে যায়। কাজ কর্ম সেই নিজের জন্যই হউক আর পরের জন্যই হউক তা করতে গেলে, আমাদের টাকার প্রয়োজন আছে এবং সেটা অনেক সময় ঋণ করেও যায়। কিন্তু ঋণ করে কতক্ষণ করা যাবে, যদি না সেই ঋণ ফেরত দেওয়ার মতো অবস্থা না থাকে। কাজেই একজন এম, এল, এ, হিসাবে যে দায় দায়িত্ব এবং কর্তব্য, সেটা পালন করতে গেলে আমাদের যে মিনিমাম বেতন ভাতার দরকার, সেটা আমাদের দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

কাজেই সাধারণ ভাবে ত্রিপুরার এম, এল, এ, দের ক্ষেত্রে আমরা জানি, আমাদের এখানে সবাই খুব ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা পান, তথাপি তাদের স্ট্যাটাস নিয়ে তাদের রেসপনসিবিলিটি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাদের ভূমিকা পালন করছেন যা আমরা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই তাঁরা যাতে আরও ভালভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার জন্য আমি আমার বিল এনেছি এবং আশা করি হাউস এটাকে সমর্থন জানাবেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি এই বিলের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। স্যার, এই বিলে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে — আমি এই কথা বলছি না যে ত্রিপুরার এম, এল, এ, দের কোন সমস্যা নাই, নিশ্চয় ত্রিপুরার এম, এল, এ, দের সমস্যা আছে। কিন্তু প্রশ্নটা হল আমরা কোন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছি ? স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে সাড়ে বার কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল

বেকারদের ভাতা দেওয়ার জন্য, ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা শুধু মাত্র পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বর্ষের জন্য চাওয়া হয়েছিল। এখনও ফাইনেল হয় নাই। বাজেট পাশ হয়েছে এখন আমরা জানতে পারছি যে ৭০ কোটি টাকাও পাওয়া যাবে না। ত্রিপুরার জুমিয়াদের সমস্যা ঝুলছে আর এদিকে উপজাতি যুব সমিতির নেতা এম, এল, এ, দের সুযোগ সুবিধা বাড়াবার জন্য প্রস্তাব এনেছেন। স্যার, আমাদের রাজ্যের এম, এল, এ,রা ৪০০ টাকা বেতন পাচ্ছেন ২০০ টাকা কনভেনস এলাউন্স পাচ্ছেন। ৬০ পয়সা করে প্রতি কিলোমিটার টি, এ, পাচ্ছেন। যখন কোন মিটিং হয় তার আগের দুই দিন এবং পরের দুই দিন ৩০ টাকা করে ডি. এ. পাচ্ছেন—তাঁদের মিটিংয়ের কাগজপত্র ইত্যাদি পড়াশুনা করতে এই জন্য। আমরা এছাড়া আরও পাচ্ছি, ত্রিপুরার বাইরে গেলে প্রথম শ্রেণীর রেলের ভাড়া প্লেনের একচ্যুয়েল ফেয়ার এবং সেখানেও ৩০ টাকা ডি, এ, পাচ্ছি। আমরা অসুস্থ হলে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে মেডিকেল রিসার্মেন্ট বিল করে ঔষধের দাম পাচ্ছি। আমরা স্টেশনারী পাচ্ছি, বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেওয়ার জন্য। হোষ্টেল একমডেশান—সিট রেন্ট মাত্র এক টাকা, ফ্রি লাইট পাচ্ছি, জল পাচ্ছি—আমাদের মহারাষ্ট্রের সংগে কর্ণাটকের সংগে তুলনা করলে চলবে না, দিল্লীর অশোকা হোটেলের সঙ্গে ঐ কনিষ্ক হোটেলের সংগে তুলনা করলে চলবে না। তারপর লিডার অব দি অপজিশান তিনি কেবিনেট মিনিস্টারদের মত প্রতি মাসে ১২০০ টাকা বেতন নিচ্ছেন। তিনি হাউসিং এলাউন্স নিচ্ছেন প্রতি মাসে ৫০০ টাকা, আর 500 টাকা করে প্রতি মাসে গাড়ীর জন্য এলাউন্স পাচ্ছেন। অফিস একমোডেশান—এই বিধান সভা চলার সময় তাঁকে একটা অফিস মেন্টেন করতে হয় তার জন্য তাঁকে একটা অফিস করে দেওয়া হয়েছে। গভর্ণমেন্ট চীফ হুইপ তাঁর জন্য আলাদা বেতন নাই, আইনেও নাই, তিনিও গাড়ীর জন্য 500 টাকা মটর ভিকেলস এলাউন্স পাচ্ছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে এম, এল, এরা যদি ৫ বছর এম, এল, এ, হিসাবে কাজ করতে পারেন, তাহলে তাঁরা পেনশান পাবেন, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৪ বছর কাজ করতে পারলেই তাঁরা পেনশান পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা কোন রাজ্যে আছে ? আগে ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহার মৃত্যু হত গত ৬।৭ বছর আমরা এস, আর, ই, পি, ও এন, আর, ই, পি,র কাজ দিয়ে ত্রিপুরা থেকে অনাহার মৃত্যু দূর করতে পেরেছি। স্যার, আমাদের মহারাষ্ট্রের সংগে ঐ কর্ণাটকের সংগে তুলনা করলে চলবে না—দিল্লীতে পার্লামেন্ট

"৮০ সাল পর্য্যন্ত শ্রীমতি গান্ধীর আসার আগে পর্য্যন্ত এম, পি, দের বেতন ছিল ৫০০ টাকা, এলাউন্স ছিল ৫০০ টাকা। "৮০ তে শ্রী মতি গান্ধীর তিনি পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হয়ে আসার পর বেতনের সেই ৫০০ টাকার সংগে আরও ২৫০ টাকা যোগ করে সেখানে করলেন সাড়ে সাত শত টাকা। আর এলাউন্সের ৫০০ টাকার জায়গায় যোগ করলেন আরও ৫০০ টাকা যোগ করে করলেন ১০০০ টাকা। তারপর আরও রয়েছে, ফ্রী কোয়ার্টার এ্যামেনিটিজ কেউ নিলে অবশ্য তিনি ৫০০ টাকা কম পাবেন। মিটিং ইত্যাদির জন্য ডি, এ, আগে ছিল ৫১ টাকা তারপর প্রস্তাব করা হল ১০১ টাকার জন্য, পরে ৭৫ টাকা করা হয়েছে। তারপর আছে সারা ভারতবর্ষের যাতায়াত করার জন্য প্রথম শ্রেণীর রেলের ভাড়া উনার নিজেরই শুধু নয়, বউকে নিয়েও যেতে পারবেন তার সংগে একজন কম্পেনিয়ন। তারপর অতিরিক্ত আছে একটি করে প্রথম শ্রেণীর এবং একটি করে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটের দাম—এটা বাড়তি তাঁরা পাচ্ছেন। তারপর প্লেনের ক্ষেত্রে একচ্যারের ভাড়ার অতিরিক্ত আরও ওয়ান ফোর্থ অব দি একচ্যায়ের ফেয়ার তার উপর ডি, এ,। তাঁরা ধনীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের দলে টিকিয়ে রাখার জন্য উদারহস্তে তাদের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে—৫ লাখ ১০ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে। কারণ, তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা রাখতে হবে—এটা কি আমরা পারি? আমরা ত্রিপুরার জুমিয়াদের প্রতিনিধিত্ব করছি, ত্রিপুরার বেকারদের প্রতিনিধিত্ব করছি, স্যার, মহারাষ্ট্রে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করছে তারা খেতে পায় না তাদের দিকে তাকান হচ্ছে না, কিন্তু এম, পি, দের টি, এ, ডি, এ, র টাকা বাড়ান হচ্ছে। ঐ জুট মিলের শ্রমিকেরা ষ্ট্রাইক করল তাদের দিকে নজর নাই, নজর হচ্ছে এম, পি, এম, এল, এ, কি করে কিনা যায়।

ঠিক একই কায়দায় এখানে কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস, দল বলছে এম, এল, এদের বেতন বাড়াও, ভাতা বাড়াও। এখানে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে আমরা এম, এল, এদের জন্য কতটুকু কি করতে পারি? মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এখানে বলেছেন যে মন্ত্রীরা গাড়ী নিয়ে নির্বাচনের কাজে ঘুরছেন। গত সাত বছরে যে কয়টা নির্ব্বাচন হয়েছে ত্রিপুরার সে নির্বাচনগুলিতে যে গাড়ী ব্যবহার করা হয়েছে তার পাই পয়সা হিসাব করে সরকারের ঘরে জমা দেওয়া হয়েছে। প্রতি কিলোমিটারের জন্য একটি একটি করে পয়সা হিসাব করে জমা দেওয়া

হয়েছে। মন্ত্রীদের সিকিউরিটির দরকার। সরকারী ক্ষমতায় তারা সিকিউরিটি নিয়ে চলতে হয়, প্রচলিত বিধি মেনে চলতে হয় কিন্তু নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে শেষ প্রোগ্রাম পর্যন্ত তারা যে সমস্ত প্রোগ্রাম করেছেন প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের টাকা টু দি পাই হিসাব করে জমা দিয়েছেন। এ রকম ভারতবর্ষের কোথাও আছে? সুযোগ সুবিধা শ্রীমতি গান্ধী ত্রিপুরায় সফরে এসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে গেছেন সরকারী টাকায় এই সমস্ত করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরও দু একটা কথা এখানে বলছি। করাপশান কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে? ইউ, পি, শ্রীমতি গান্ধীর মূল ভিত্তিভূমি, মূল জায়গা যেখানে মারওয়ারীদের টাকায় কংগ্রেস (আই) দল চলে, সেই ইউ পির একটা খবর বেড়িয়েছে "ইনডিয়া টুডেতে"। বিধান সভার খবর সেখানে এম, এল, এ, দের জন্য খরচ হয় ওয়ান ক্রোর থারটি থ্রি লাখস ফর ট্রেবেলিং অ্যালাউন্‌স। কিছুদিন আগে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে গিয়েছিলাম ইউ, পি, তে সেখানে মা-বোনদের থাকতে হয় রাস্তায়, ঘর নেই। অথচ সেই রাজ্যের এম, এল, এ, দের জন্য খরচ হয় এক কোটি ত্রিশ লাখ টাকা ভ্রমনের জন্য।

চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে এখানে। দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ১৯৮২-৮৩ সালে সেখানে এম, এল, এদের জন্য খরচ হয়। কি অসুখ তাদের যার জন্য আড়াই কোটি টাকা খরচ হয়? সেখানে মাথা পিছু ২২ হাজার টাকা এম, এল, এরা খরচ করেন ঔষধের নামে। মেডিসিন। শ্রীমতি গান্ধীর ২০ পয়েন্ট প্রোগ্রাম, গরীবি হঠাও, সবুজ বিপ্লব। এই হচ্ছে ধারা। প্রতিদিন ৩.৩০ কিলোমিটার হিসাবে টি, এ, একজন এম, এল, এ, পাচ্ছেন। এই পারফরমেনসের জন্য ১০ হাজার টাকার কোপন দেওয়া হয়। স্যার, একটা ডিসপেন্‌সারী লক্‌নৌতে আছে সেই ডিসপেন্‌সারী থেকে ৩৪ লক্ষ টাকার ঔষধ সাপ্লাই করছে এম, এল, এ, দেরকে। চীফ মিনিসটার নিজে ১৫ হাজার টাকা খরচ করেছেন। ঔষধের জন্য খরচ করেছেন। এবং বাহির থেকে যে ঔষধ এনেছেন বলে বিল করেছেন তার পরিমাণ আরও বেশী। তারা খুশীমত বিল করছেন। বাস রিজার্ভ করে তারা টি, এ, বিল করছেন।

এটা হচ্ছে স্যার, এম, এল, এ,দের পরিবহন খাতে খরচ। আমরা কি তা আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে করতে পারি? তাই এই বিলের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমি এষ্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ঘুরতে গিয়েছিলাম ট্যুর প্রোগ্রামে। আমার সঙ্গে দুই জন কংগ্রেস

সদস্যও ছিলেন। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় এই সব জায়গায় ঘুরেছি। নাগাল্যাণ্ড কংগ্রেস (আই) সদস্যকে কেন্দ্রীয় সরকার গাড়ী দিচ্ছে, বাড়ী দিচ্ছে, আরো অনেক কিছু দিচ্ছে। আমাদের মাননীয়, সদস্য কেউ কেউ 'কি সাংঘাতিক্' এমন মন্তব্যও করেছেন। আবার বলেছেন, তাহলে আমরা কেন পাব না ? তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করো। তারপর আমরা মেঘালয়ে আসি। সেখানে রাত্রে আলোচনা হচ্ছে। কংগ্রেস (আই) সদস্য সেখানে বললেন, আমরা দুই জন এটেণ্ডেন্ট পাচ্ছি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন পাচ্ছেন ? বললেন, আমাদের বাড়ীতে জামা কাপড় কাঁচতে হয়, রান্না করতে হয়, শরীর খারাপ হয়ে গেলে পরিচর্য্যা করতে হয়, ফাই ফরমাশ খাটতে হয়, বাজার করতে হয়, এই জন্য দুইজন করে এটেনডেন্ট আমরা পাই। স্যার, এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা এই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, এম, এল, এ, কিংবা এম. পি. কিনতে হবে, দল ভাঙ্গা-ভাঙ্গি করতে হবে সে জন্য। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেস (আই) দল এই ভাবে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের লক্ষ্য, দেশকে আরো বিপন্ন করে তোলা এবং দরিদ্র শ্রেণীকে আরো দরিদ্রে পরিণত করা। এই সব দেখে হয়ত শ্যামাচরণ বাবুর লোভ হয়েছে। কাজেই তাঁরাও এখানে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য দাবী তুলছেন। স্যার, মহারাষ্ট্রে আমরা দেখেছি "ইন্দিরা প্রতিভা ট্রাষ্ট" করে কি কেলেংকারী সেখানে হয়েছে। বিভিন্ন ট্রাষ্ট গঠন করে লক্ষ, লক্ষ, কোটি কোটি টাকার খরচা করে এই সব চালান হচ্ছে। এটাই হচ্ছে, কংগ্রেস (আই) রাজত্ব, ইন্দিরা কংগ্রেসের নীতি। কাজে কাজেই, এই বিল আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। বিলের মধ্যে এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিরোধীতা করছি, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য রাজ্য সরকার যে সব পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেই পরকিল্পনাগুলি যাতে সার্থক রূপ নিতে পারে তার জন্য সবার সহযোগিতার দরকার আছে। বেকারসমস্যা দূর করার জন্য, জুমিয়াদের বাঁচার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যে দুঃস্থ মানুষদের বাঁচার জন্য, তাদের কাজের জন্য অধিক টাকা বরাদ্দ চিরদিন থাকুক এই আমাদের দাবী। আমরা যেন ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে চলতে পারি। কারণ, জনসাধারণ আমাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। স্যার, কাজে কাজেই, সেই দিক থেকে চিন্তা করে এই বিলের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি খুশী হতাম

যদি মাননীয় সরকার পক্ষ থেকে এ ধরণের বিল আনা হত। আমরা জানি, প্রাইভেট মেম্বার্সদের দ্বারা আনীত এই ধরণের বিল কখনো পাশ হয় না, যতই বিলের গুরুত্ব থাকুক না কেন। বলা হয় যে, যদি গুরুত্ব থাকে তবে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকেই বিল আনা হবে। কিন্তু, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সে ধরণের প্রতিশ্রুতিও যদি পেতাম, তাহলেও আমরা খুশী হতাম এবং কোন বক্তব্য এর জন্য এখানে রাখায়ও প্রয়োজন হত না। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর বাবু এই বিলের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসকে, ইন্দিরা গান্ধীকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এক হাত নিয়েছেন। সেটা উনার বলার রাইট আছে, সুযোগ আছে তাই তিনি নিয়েছেন। তবে, আমার মনে হয় না, এই বিলে সে সুযোগ ছিল বা আলোচনার সুযোগ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাদের যারা এম, পি, আছেন তাঁরা কি সেই সুযোগগুলি প্রত্যাহার করেছেন? সে সুযোগগুলি কি তাঁরা নিচ্ছেন না? মাননীয় সদস্য উত্তর প্রদেশের অনেক কথার এখানে অবতারনা করেছেন উনার বক্তব্যে। আমি তাঁকে বলতে চাই, উত্তর প্রদেশের মীরাট নামে একটি মহকুমা আছে। এই মীরাট আমাদের তিনটি ত্রিপুরা রাজ্যের সমান। সেই বিরাট রাজ্য উত্তর প্রদেশে কতজন মন্ত্রী আছেন? আর আমাদের এখানে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে যার লোক সংখ্যা মাত্র ২২ লক্ষ সেখানে কতজন মন্ত্রী আছেন? এখানে এই ২২ লক্ষ লোকের বোঝা ১৩ জন মন্ত্রীর উপর চাপান আছে। কাজে কাজেই তাঁরা যদি ত্রিপুরার জনগণের কথা বলেন, তাহলে মনে হয় না, সেটা ঠিক ভাবে করছেন। আপনারা নিজেরা বিবেচনা করে দেখুন না সেটা ঠিক করছেন কিনা। আপনারা যে ত্রিপুরায় জনগণের জন্য এত কথা বলছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনাদের এই হাউসের ২য় সারিতে যারা আছেন, তাঁরা কি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যন নন? প্ল্যানিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে কি প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি নিচ্ছেন না? নিচ্ছেন কিনা তা আমরা যেমন দেখছি, ঠিক তেমনি ত্রিপুরার মানুষও দেখছে। ত্রিপুরাবাসীর জন্য যে টাকা আসছে, আমরা দেখছি, তার শতকরা ৯৯ ভাগ তাঁর হাত থেকেই এরা নিচ্ছে। সেই সাথে আমরা আরো দেখছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন পর পরই দিল্লী যান। যিনি এখানে প্রায়শই বলে থাকেন, ইন্দিরার কালো হাত ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। সেই মুখ্যমন্ত্রীকেই দিল্লীতে গিয়ে হাতজোড় করে বলতে শোনা যায়, আমাকে টাকা দিন। কাজে কাজেই এই সব লোকদের মুখে যদি, জন-স্বার্থের বানী শোনা যায়, তাহলে কি তা সমর্থন করা যায়? সমর্থন করা যায় কিনা তা আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখুন এই আবেদন আপনাদের কাছে করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,

আমি এখানে একটি বিষয়ের অবতারনা করতে চাই। আজকের এই মুখ্যমন্ত্রীই একদিন এই বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। এখানে কোন দলের লোক, কোন দলের লোক নয় সেটা বড় কথা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, নেতার প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও এসেছি। আমরা দেখেছি, বিরোধী দলের নেতাদের কেবিনেট মন্ত্রীর সমপর্য্যায়ে মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও তাঁদের দপ্তর দেওয়া হয় না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রটোকলের প্রশ্ন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে পশ্চিম বঙ্গের কথা তুলতে চাই। আমাদের এখানে যে সরকার রাজত্ব করছেন, পশ্চিবঙ্গেও সেই সরকার রাজত্ব করছেন। সেখানে আমরা দেখেছি, বিরোধী দলের নেতাকে সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয় এবং মর্যাদাও দেওয়া হয়। যে-গুলি আমরা আমাদের এখানে দেখতে পাই না। অবশ্য এটাও বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে স্টেটাস কি হবে? যদি পশ্চিমবঙ্গ স্বীকার করতে পারে, তাহলে আজকে আমাদের ত্রিপুরায় অস্বীকার করবে কেন? আমরা পি, এ, সি, থেকে গিয়েছিলাম ট্যুর প্রোগ্রামে। আমরা প্রশ্ন করে জেনেছি, শুধুমাত্র হাউসের ব্যাপারেই নয়, তাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়। সে জন্য মন্ত্রীরা যেমন ভেহিকল এলাউন্স পেয়ে থাকেন, ঠিক তেমনি বিরোধী দলের নেতাকেও এলাউন্স দেবার প্রভিশান আছে।

সুতরাং মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা আজকে যে বিলটা এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিলটাকে যেহেতু আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাই আমি সরকার পক্ষকে বলছি বিলটার যৌক্তিকতা আপনারা স্বীকার করে নিন। এম, এল, এ,দের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের উপর অর্থনৈতিক অনেক চাপ আসে। আজকে দ্রব্য মূল্য যে হারে বাড়ছে সেটা চিন্তা করে দেখা উচিৎ এবং সেই হিসাবে বিধায়কদের বেতন ও ভাতা যদি বাড়ানো হয় তাহলে অন্যায্য হবে না। আমি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য, বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন হাউসকে আশ্বাস দেন যে তিনি এই বিলটিকে সরকারী বিল হিসাবে পরিগনিত করবেন এবং বিধায়কদের বেতন ও ভাতা বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা নেবেন। এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামা

চরণ ত্রিপুরা কর্তৃক আনীত বিলটিকে পুরাপুরি বিরোধীতা করছি। ব্যাক্তি শ্যামাচরণ বাবুর কোন দোষ নেই, কারণ লোভের বশবর্তী হয়েই তিনি তার দলকে কংগ্রেসের কাছে বিক্রী করে দিয়েছেন। মন্ত্রী, বাড়ী, গাড়ী, দালানকোঠা, ইত্যাদির প্রশ্নে দল ভেংগে চৌচির এবং সেই স্বপ্ন ত্রিপুরার মাটিতে স্বার্থক ভাবে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেওয়া যায় কিনা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বিলটা সভার সামনে উপস্থিত করাটা বিস্ময়কর নয়। ব্যাক্তি শ্যামা চরণ বাবুর সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। এটা নীতির প্রশ্ন। আমি অন্য বিষয়-গুলির প্রতি দৃকপাত করার আগে মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার এই বিলটি সমর্থন করতে গিয়ে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার চেষ্টা করেছেন নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই' সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী তার দলের যে ঘৃন্য চেহারা তা মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় উনার বক্তব্যে উৎঘাটিত করেছেন এবং সেখান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, কিছু কুৎসা, বিভ্রান্তিকর তথ্য তিনি এই সভার সামনে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেছেন যে শাসক দলের বিধায়করা বিভিন্ন করপোরেশানের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসাবে তারা কতগুলি বাড়তি সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদারকে আশ্বস্ত করতে চাই যে,হ্যাঁ, শাসক দলের বিধায়করা বিভিন্ন করপোরেশানের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসাবে সামান্য সুযোগটুকুও তাদের ভোগ করার সুযোগ নেই। ২য় প্রশ্ন তিনি এখানে করেছেন ত্রিপুরার জনসংখ্যা এবং বিধায়কদের সংখ্যা, তার সঙ্গে তুলনা করেছেন মন্ত্রীদের সংখ্যা। ত্রিপুরা রাজ্যে তো ২২ লক্ষ মানুষ, কিন্তু ১০ লক্ষ মানুষের রাজ্যেও দেখা যায় দলকে রাখবার জন্য, মন্ত্রীত্বকে টিকিয়ে রাখবার জন্য ২০/২৫ জন মন্ত্রী করতে হয় এবং সেটা সুধীর বাবুদের দলের দ্বারা পরিচালিত রাজ্যেই। আমি সে জায়গায় যেতে চাই না, মূল্যবোধের প্রশ্ন তুলতে চাই। কংগ্রেস দলের কোন মূল্য বোধ আছে বলে এই ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় না, কোন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই দলের কোন মূল্যবোধ আছে বলে মনে করেন না। গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নেই বলুন সামাজিক মূল্যবোধের প্রশ্নই বলুন, সবচেয়ে নিকৃষ্টতর দলে পরিনত হয়েছে। এর জলন্ত প্রমান হচ্ছে সাম্প্রতিক অন্ধ্র প্রদেশের ঘটনা। এটা জানাবার জন্য বলতে চাই, আত্মপ্রচার নয়, লোকসভার মধ্যে বা বিধান-সভার মধ্যে কংগ্রেস শাসনে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বিধায়কদের দেওয়া হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট বিধায়করা করেন। কিন্তু তাঁরা সেগুলি গ্রহন করেন না তা নয়, গ্রহন করেন কিন্তু ব্যাক্তিগত স্বার্থে নয়। জেনে রাখুন এই

বিধায়করা টাকা নিয়ে বাড়ীতে যান না, দালান বাড়ী তৈরী করেন না, আমাদের পার্টি'র নিয়ম নীতি অনুসারে তিনি যে কোন সরকারী সংস্থায় কাজ করুন না কেন, যেকোন নির্বাচিত প্রতিনিধি হোন না কেন, তিনি যে পয়সা-কড়ি পান তার সব কিছুর মালিক পার্টি। পার্টি কাজ করছে জনসাধারণের জন্য এবং তাঁর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য ন্যুনতম যা না হলে নয়, টাকা পার্টি থেকে দেওয়া হয়। বাকী সমস্ত টাকা পার্টি ফাণ্ডে চলে যায়। আমাদের পার্টি এই ভারতবর্ষে কার জন্য কাজ করছে এটা নূতন করে সুধীর বাবুদের সামনে জবাবদিহি দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। ভারতবর্ষের মানুষের সামনে তার প্রমান রয়েছে। কাজেই এই ভাবে কিছু একটা উপস্থিত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। আমি এই বিলের প্রসঙ্গে বলতে চাই, শ্যামা বাবু এবার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁর দল গত ৬ বছর যাবত এই বিধানসভার মধ্যে কাজ করেছেন। স্বীকৃত বিরোধীদল না হলেও সেখানে ৪ জন বিধায়ক ছিলেন, কংগ্রেসীরা তখন অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু কংগ্রেসীদের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছিলেন এই টি, ইউ, জে, এস। বামফ্রন্ট সরকারের বড় বড় কর্মকাণ্ডের কথা বাদই দিলাম, এবার ৮ম অর্থ কমিশানের কাছে বিধবাদের ভাতা দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব করেছিলাম। বিধবা মা যারা আছেন, তাদের ছেলে মেয়ে আছে, ঘর বাড়ী করে থাকতে পারেন না, ৬০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু এক পয়সাও বরাদ্দ করা হয় নি। অন্ধ, বিকলাঙ্গদের তো কংগ্রেস রাজত্বে কোন ভাতা দেওয়া হত না। বামফ্রন্ট সরকারে এসে তাদেরকে ৩০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং এই বিধানসভার মধ্যে প্রস্তাব আসে এই অর্থ বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা যায় কিনা। কিন্তু সে প্রস্তাব সমর্থিত হয় না, বলা হয় দলবাজী করার জন্য সব টাকা ক্যাডারদের পকেটে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, প্রাইমারী স্কুল-গুলিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করে, তারা বেশীর ভাগই গ্রামের গরীব কৃষক, শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততি। কংগ্রেস রাজত্বে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে যখন ডে-মিড মীলের দাবী করা হত, তখন বলা হত যে, ওরা পাগল হয়ে গেছে, এটা পাগলের দাবী। আর বামফ্রন্ট সরকারে এসে সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের ৪০ পয়সা করে টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন। এই পয়সা আরও বাড়ানোর জন্য দাবী করা হলে, কেন্দ্র থেকে বলে দেওয়া হয়, এটা বন্ধ করে দাও। অন্ধ, বিকলাঙ্গদের লেখাপড়া করার

জন্য ৫০।৬০ টাকা ভাতার দাবী করা হলে সমস্ত কিছুর প্রশ্নে উনারা বিরোধীতা করেন, সব কিছুর মধ্যে উনারা কেডার দেখতে পান। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে লক্ষ লক্ষ শিশু রয়েছে তাদের মধ্যেও তারা কমিউনিষ্ট দেখতে পান। আজকে সমস্যা আছে, সমস্যা থাকবে। এই দেশে জিনিষপত্রের দাম যে ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান, অর্থনৈতিক সংকট চার-পাশ থেকে যে ভাবে গ্রাস করেছে, এর কবল থেকে বিধায়করা মুক্ত নন। কিন্তু এ দেশের ৬৮ কোটি মানুষ যেখানে দরিদ্রসীমার নীচে বাস করেন, এই ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮১ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন, ত্রিপুরা বাসীর স্বার্থে এই সরকার যখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রস্তাব রাখেন, তখন দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকার সে সাহায্য দেন না এবং বিধানসভার বিরোধী দলগুলিও প্রস্তাব-গুলির বিরোধীতা করেন।

আমরা লক্ষ্য করছি সুধীর বাবুরা এমনভাবে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর 'পৈত্রিক সম্পত্তি', পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু রেখে গেছেন যে, মা আমি একদিন মরে যাব,তুই একদিন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবি, এই রকম একটা ভাব। এটা দয়ার দান নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে যে টাকা আছে সেই টাকা ভারতবর্ষের ৬৮ কোটি মানুষের সমান অধিকার। কাজেই এটা দয়ার দান নয়, দাক্ষিণ্যের দান নয়। কংগ্রেস রাজত্বে ১৪ কোটি, ১৫ কোটি টাকার বাজেট আসতো, তাও খরচ করতে পারতেন না, ফেরৎ যেত। কিন্তু বাম-ফ্রন্ট সরকার এসে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জন্য লড়াই করে, সংগ্রাম করে ৪৫ কোটি, ৫০ কোটি করেছেন। কাজেই সমস্যা আছে, সমস্যা থাকবে কিন্তু এই-গুলিকে মেনে নেওয়া ছাড়া এই অবস্থার মধ্যে বিকল্প নেই। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের স্বর্থে-সিদ্ধির জন্য চিন্তা করবেন এটা তো ভাবতে পারি না। এটা তাঁরাই বলেন যারা মুখে জনগণের কথা বলেন আসলে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির কথা চিন্তা করেন এবং তাঁরাই এই ধরনের বিল আনতে পারেন। তাই এই বিলের পুরাপুরি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :--মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিধায়ক শ্রীশ্যামা-চরন ত্রিপুরা যে বিলটা এনেছেন এই বিলটার বিরোধীতা করছি। প্রশ্ন এই নয়, যে, জিনিষপত্রের দাম বাড়ার ফলে যারা বিধায়ক তাঁরা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কিছু

অসুবিধায় আছেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এটা মনে রাখতে হবে অসুবিধা তার চেয়ে বেশী নিচের তলার মানুষের যাদের আয় এর চেয়েও অনেক কম এবং আমরা লক্ষ্য করছি এই হাউসে বার বার এই কথা বলা হচ্ছে বিশেষ করে টি, ইউ, জি, এসের যারা বিধায়ক রয়েছেন তাঁরা বলেছেন, গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুর মিছিল চলছে। তাঁরা এই হাউসে বলেছেন একফোটা ঔষধ পাওয়া যায়না, একটা এস, আর, ই,পির, কাজ নেই, স্কুল ঘর নেই, দুটো মাষ্টার দেওয়ার কথা ছিল সেখানে একটা মাষ্টার দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্যদের কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোস এটাই তো আমাদের পক্ষে বুঝা মুস্কিল, গ্রামে গঞ্জে গেলে গরীবের কথা বলেন আর বিধানসভায় আসলে নিজেদের কথা, এটা ভাল নজীর সৃষ্টি করছেন উনারা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি খুশী হতাম যদি তাঁরা বলতেন যে আমাদের যেসব কমিটমেণ্ট রয়েছে অথচ অষ্টম ফিনান্স কমিশ্যান আমাদের দিলেন না, আমরা সেদিকে যতটুকু টাকা বাঁচাতে পারি সে কাজের জন্য লড়বো। প্রত্যেক মাননীয় সদস্যরা জানেন, আমরা বিধবাদের ভাতার জন্য টাকা চেয়েছিলাম অনাথা বিধবাদের ২।৩ বাচ্চা নিয়ে আজকে একজনের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজও করতে পারেন না, আমরা অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি যে কথা মাননীয় বিধায়ক বলেছেন সেজন্য আমরা আর্জিও করেছি কিন্তু আর্জিটা মন্ত্রীদের বেতন বাড়াবার জন্য নয়, বিধায়কদের বেতন বাড়াবার জন্য নয়। বিধবা, বার্ধ্যক্য ভাতা দেওয়ার জন্য, অন্ধের বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার জন্য, বিকলাঙ্গ বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার জন্য, ৩০ টাকাকে ৬০ টাকা করার জন্য, বেকারদের সামান্য একটু বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য, যেটা সংবিধান স্বীকৃত। এটা সংবিধানের বাইরের কথা নয়, সেইসব সংবিধানের স্বীকৃত যে সমস্ত অধিকার মানুষকে দিয়েছেন সেগুলি আমরা শ্রদ্ধা করি, আমরা সেগুলি মেনে চলতে চাই, আমরা গরীব মানুষের কাছে সেই সব সুযোগ পৌছে দিতে চাই। সেজন্য দিল্লীতে গিয়ে আর্জি করতে আমাদের কোন অপরাধ নেই। ওরা যখন দিল্লীতে যান তখন পায়ে তেল মাখেন আনতুলে হওয়ার জন্য, কাকে মুখ্যমন্ত্রী করবেন, সে জন্য গিয়ে বসে থাকতে হয় দিল্লীতে। আমরা দিল্লীতে বসে থাকবার জন্য যাই না, আমরা যখন যাই এখানকার মানুষের স্বার্থের কথা নিয়েই দিল্লীতে যাই। কাজেই বুঝতে হবে যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কাজ করছি সেই পরিস্থিতিতে যতই বিধায়কদের অসুবিধা হোক না কেন যাদের এর চেয়ে বেশী অসুবিধা হচ্ছে তাদের কথা চিন্তা করেই আমরা এই বিলটা মেনে নিতে পারছিনা। মাননীয় সদস্যরা

জানেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটার পর একটা আসছে, আজকে যখন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল মাননীয় সদস্যদের বুক কি একবারও কাপেনি? এই বছরে তিনটা বন্যা হয়েছে, হয়তো আর একটা বন্যা হচ্ছে অথচ আমরা এখনও জানি না যে, জল কতটুকু বেড়েছে, রাত্রে আবার বৃষ্টি হবে কিনা। এই একটু বৃষ্টি হওয়ার মানে যে, শত শত মানুষ ঘর ছেড়ে স্কুলে এসে ঢুকবে, একটু সাহায্যের জন্য আমাদের কাছে আসবে, সেই টাকা চেয়ে আমরা তো পাই না, সময় মতো পাই না, তার অর্ধেকও দেন না। এমন কি অষ্টম ফিনান্স কমিশ্যান সামান্য একটু টাকা দিয়েই বলছেন, এরপর আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আশা করবেন না। এই সব বলার পরও মাননীয় সদস্যরা কি মনে করেন যে এখানে খরচ করার আর অবস্থা রয়েছে? এই অবস্থা আমাদের এখানে নেই। মাননীয় সদস্যরা জানেন আমরা খরচ কি ভাবে কমিয়েছি, যেহেতু মাননীয় বিধায়ক বলেছেন হোটেলের কথা, এখানে মানুষ আসলে বিশেষ করে ভি, আই, পি, আসেন, এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, মশাই কি একটা রাজ্য করে বসেছেন, এখানে থাকার হোটেল নেই, একটা রাত কাটাবার হোটেল নেই, ভদ্রলোক বাস করতে পারেন না। বাইরের লোক এই রাজ্যে আসবে না, তার কারণ ফাইভ ষ্টার হোটেল করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাকে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলেছিলেন যে, এখন আমাদের আর কাশ্মীর আকর্ষণ করে না, এখন আমাদের আকর্ষণ করে উত্তর পর্বাঞ্চল। এখানে যে সুন্দর সম্পদ রয়েছে, অতীতে তা আবিষ্কার করা যায়নি। আমাদের এখানে হোটেল করার জন্য, হোটেল তৈরী করার সময় আসেনি। ১৫।২০ বৎসর পরে যদি সময় আসে হোটেল রার জন্য তখন দেখা যাবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, গৃহহীন যারা রয়েছেন তাদের ঘর করার জন্য টাকা দিতে পারছিনা। সেখানে হোটেল তৈরী করার মত টাকা আমাদের নাই। এইটা বুঝতে কষ্ট হবে। এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী আর গত ৩০ বৎসরের কংগ্রেসের যে দৃষ্টিভঙ্গী তা সম্পূর্ণ আলাদা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে বলা হয়েছে টেলিফোন দরকার, জীপ দরকার, পোষ্টাল খরচ দরকার, মেডিক্যাল খরচ দরকার। এইগুলি আমরা বানাচ্ছি না কি? বিরোধী দলের বিধায়ক ৪ বার হয়েছি, পায়ে হেটে হেটে পাহাড়ে জঙ্গলে কাজ করেছি। সেটাই জনসংযোগের একমাত্র পথ। আমরাও খুশী হতাম, মন্ত্রীরা খুশী হতাম, যদি টি, এন' ভির সন্ত্রাস না থাকত আমরাও পায়ে হেটে যেতে পারতাম।

গ্রামে পায়ে হেটে যেতে পারতাম। এম, এল, এ,দের এইটা আমি বলতে চাই শুধু বিরোধী দলের বিধায়কদের নয়, আমাদের দলের বিধায়ক যারা আছেন তাদেরও বলছি, আপনারা পায়ে হেটে যাবেন, যেখানে গাড়ীর দরকার হয়না আপনারা গাড়ী ব্যবহার করবেন না। তাতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয়। তাদেরও কথা আছে। তাদের কথাও আমাদের শুনতে হবে, এইটার নাম হচ্ছে ডায়ালগ। আর আমরা যেটা করি তার নাম হচ্ছে মনোলগ। আমরা গিয়ে আমাদের কথাটা বলে আসি, তাদের কথা শোনার সময় আমাদের হয়না। আমরা যাই আমাদের কথা বলবার জন্য। ওদের কথা শোনবার জন্য না। কাজেই এইসব সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করা ছেড়ে দিন। টেলিফোন খুব মূল্যবান জিনিস। টেলিফোন যেখানে আছে সেখানে গিয়ে করা যায়, সেইসব ক্ষেত্রেতে যদি কোন মাননীয় সদস্য বলেন টেলিফোনের জন্য পয়সা দিতে হবে সেইসব আমরা দিতে পারি, তার জন্য কোন আইনের প্রয়োজন হয়না। যদি এই রকম সত্যি সত্যি, জনস্বার্থে কোন জায়গা থেকে খবর পাঠাতে চায় ওয়্যারলেস আছে, সেই ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস ব্যবহার করতে পারবেন। তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ আপনি সেখানে নিজের কথা বলছেন না। কোন জায়গায় যদি খাবার নেই, ম্যালেরিয়া রোগে মানুষ মরছে, এইরকম জরুরী কিছু যদি হয় তাহলে আমি এখানে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি আমরা পুলিশ ওয়্যারলেসকে বলে রাখব মাননীয় সদস্যরা যদি জরুরী তারবার্তা পাঠাতে চান সরকারের কাছে, সে সুযোগ দেওয়া হবে। এইসব খরচ করার জন্য সরকারের পয়সার অভাব হয় না, পয়সার অভাব হবে ব্যাক্তিগত বিভিন্ন রকমের যেসব সুযোগ-সুবিধা এম, পি, এম, এল, এ,দের দেওয়া হয়ে থাকে আমাদের এই সুযোগ নাই। মাননীয় সদস্যদের কাছে এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই বিলকে মুখ্যমন্ত্রী যদিও বিরোধীতা করেছেন, কিন্তু এই সমস্যাটাকে স্বীকার করার জন্যই আমি খুশী। মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরীও এই কথা স্বীকার করেছেন যে বিলের যে সমস্ত ধারা, সুযোগ সুবিধা অ্যামেণ্ডমেন্ট চাওয়া হয়েছে অযৌক্তিক নয় এবং বর্তমান রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা সংকুলান নয় কিংবা তাদের যা মানসিকতা তাতে তারা প্রস্তুত নন। কারণ তারা একটা বিপ্লবী দল হিসাবে ভারতবর্ষে দল গড়ে তুলেছেন। অতএব ক্ষুদ্র

স্বার্থ, ব্যাক্তি স্বার্থ পরিহারের কথা যাতে সোচ্চার হয়ে মানুষের কাছে বলা যায় তাতে বিপ্লবী চরিত্রটা আরও বেশী প্রোজ্বল হবে। এই কারনে অপ্রয়োজনে তাদেরকে এই বিলে বিরোধীতা করতে হয়েছে। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার তিনি বোধহয় স্বপ্নে বিচরন করছেন, তিনি বলেছেন টি, ইউ, জে, এস, বিক্রী হয়েছে এবং দল ভেঙ্গে গিয়েছে। টি, ইউ, জে, এস, বিক্রীর প্রশ্নই উঠেনা, তার দলও ভাঙ্গেনি। বরঞ্চ গতবার বিধানসভায় আমরা ৪টা সিট পেয়ে ছিলাম, এইবার পেয়েছি ৬টা আর গতবারে গাঁও সভার নির্বাচনে ৬২টা পেয়েছিলাম, এইবার ৮৮টায় জিতেছি। সুতরাং সংগঠন আরও বৃহৎ হচ্ছে। বরঞ্চ সি, পি, এম, এর এইযে বুলি-সর্বস্ব নীতি, এইটা মানুষের কাছে খুলে পড়ায়, ধরা পড়ায়, জনগন তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এইটাই রিসেন্টলি গাঁও সভার নির্বাচনের প্রমান। হাজার হাজার টাকা খরচ করে, ভয়-ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেও তারা গাঁওসভার নির্বাচনে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেনি। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার বলেছেন কংগ্রেস শাসিত কোন কোন রাজ্যে ১০ লক্ষ মানুষের জন্য ২৫-২৬ জন মন্ত্রী। হ্যাঁ, নাগাল্যাণ্ডে হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখি ত্রিপুরার মত ছোট রাজ্যে ৩-৪ জন কেবিনেট মিনিষ্টার বাদ বাকী যারা তারা ষ্টেট/ডেপুটী মিনিষ্টার ছিলেন, আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে সবাই কেবিনেট মিনিষ্টার হয়ে গেলেন। তাদের ষ্টেটাস, তাদের বাড়ী, গাড়ী সব হয়ে গেল। এইটা জনগণের পয়সায় নয়? এইটা বিপ্লবের পয়সায়? ওরা বলছেন নৃপেনবাবু আমাদের সংগ্রামী মুখ্যমন্ত্রী, উনি বয়সে প্রবীন, আমি অবশ্য দাদুর বয়সী বলেছি। অন্যদের দাদুর বয়সী না হলেও জ্যাঠার বয়সী তিনি নিশ্চয়ই হবেন। কাজেই তিনি জ্যাঠামি অবশ্যই করুন। আর বুড়ো বয়সে এইরকম হয়, সেটা আমাদের সহ্য করতেই হবে। এছাড়া উপায় নাই। তিনি বলেছেন আমরা ফাইভ ষ্টার, থ্রি ষ্টার হোটেল করিনা। এইটা তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন। হোটেল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। যদি না করে তাহলে টাকাটা পাবেন না। এমন ত নয় যে তোমাদের টাকা দিলাম সেই টাকা দিয়ে তোমরা ফাইভ ষ্টার হোটেল বানাও। এই কথা ত কেন্দ্রীয় সরকার বলেনি। তোমরা যদি বানাতে চাও তাহলে আমরা টাকা দেব। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। ওরা গ্রামে গিয়ে মানুষের কথা বলে, আর বিধানসভায় এসে নিজেদের কথা বলেন। গ্রামের মানুষদের মধ্যে আমরা প্রতারনার নীতি গ্রহণ করিনা। যেটা সত্য আমরা বলি। আপনারা নিজেদের বিপ্লবী বলে জাহির করবেন, আর যত রকম দুর্নীতি আছে তা আপনারা চালিয়ে যাবেন। আমরা আমাদের

যে সমস্যা আছে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই, কারণ এই সমস্যার সমাধান না হলে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের যে সহায়তা তার কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য যে মিনিমাম সুযোগ সেটা আমরা চাইছি তার জন্য জনগণের পয়সা থেকে কেটে বাজেট থেকে কেটে দেওয়ার জন্যতো আমরা বলিনি। আমার বিলে ভুল বসত টাইপের গণ্ডগোলে এখানে ৩৫ লক্ষ টাকা হয়েছে। এই বিলটা যদি কার্য্যকরী হয় তাহলে এখানের ৩৫ লক্ষ টাকাটা ঠিক নয়। এখানে ৩'৫ লক্ষ টাকা হবে। মানে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মত সেখানে খরচ হবে। কাজেই ৪৫ জন এম, এল, এ,দের জন্য টাকা খরচ করা নিশ্চয়ই বেশী মনে হতে পারে, যেখানে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার থেকে দশ লক্ষ টাকা ডাকাতি হয়ে যায়, সেখানে এই প্রতিনিধিদের টাকা দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করার কথা যখন বলা হয় তখন তারা এইটার বিরোধী হয়ে উঠেন। এই বিলটা যদি পাশ হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে টাকা দিতে হবে না তার জন্য, এইটা কনসোলি-ডেইটেড ফাণ্ড থেকে সেটা আসবে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে যে বাজেট এইটার সেন পারসেট সাফসিডাইজড বাজেট-এর প্রতিটি টাকাই কেন্দ্র থেকে আসে। কাজেই গরীবের পয়সা গরীবের পয়সা করে এই যে কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন দেওয়া এইটা হচ্ছে জনগনের সঙ্গে প্রতারনা করার সামিল। বিলে কেন্দ্র থেকে সেংশান হয়, যদি বিল পাশ হয় তাহলে কনসোলিডেইটেড ফাণ্ড থেকে টাকা দেওয়া হবে। কেন্দ্রের টাকা এম, এল, এদেরকে দিতে এম, পিদেরকে দিতে সেখানে এই নেকামী কেন? এইটার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে এখানে যেহেতু তারা সরকারী দলে আছেন, তারা সরকারী দলে থাকায় সরকারের যত রকমের সুবিধা আছে তারা তা ভোগ করতে পারেন। মানিক বাবু বলেছেন যে, আমরা এখানে আনডিউ প্রিভিলেজ নেই নি, আপনারা নেন নি, আমি স্বীকার করি, কিন্তু যারা কর্মচারী আছেন যারা অফিসার আছেন তারা আপনাদেরকে আনডিউ প্রিভিলেজ দিতে বাধ্য হয়। একজন মানিক বাবু আর একজন সুনিল বাবু ওনারা সরকারী দলের লোক ওনারা গিয়ে যদি বলেন যে, আমি এখন খাব না আমি এখন খাব না, তখন অফিসারের ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে এই মানিক বাবুকে তোয়াজ না করে থাকতে পারেন? কিন্তু শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বা ঐ সুধীর মজুমদার যদি কোন ডিউ প্রিভিলেজও চান তাহলে তা তারা বাতিল করে দিতে পারেন, বা অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করার তাদের

অধিকার আছে। কারণ এইটা যদিআমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তদন্তের জন্য দেই তাহলে তিনি বলবেন যে তদন্তে দেখা গেছে এই বিবরণ মিথ্যা। কাজেই শাসক দলের পক্ষে যারা থাকেন তাদের পক্ষে অসুবিধাগুলি থাকলেও এটা অনুভব করা যায় না। যেহেতু ওরা শাসক দলে আছেন তাই বিরোধী দলের প্রতিটি কথা তাদেরকে বিরোধীতা করতেই হবে। মাণিক বাবু বিধবা ভাতার জন্য দাবী করেন, কিন্তু এই বিধান সভাতে যখন জহর সাহা এই কৃষক শ্রমিকদের জন্য ভাতা দাবী করলেন তখন তার বিরোধীতা করলেন, তারা বলেছিলেন এইটা সম্ভবপর নয়। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এই বিলের বিরোধীতা করার অর্থ হচ্ছে একমাত্র জনগণকে ফাঁকি দেওয়া, জনগণকে ভুল পথে বিভ্রান্ত করে এম, এল, এরা যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে না পারেন এবং দায়িত্ব পালন না করতে পারেন, এদিকে এই ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে তারা যদি সরকারের সমস্ত সুযোগ নিতে পারেন এবং সেটাকে হাতিয়ার করে বিরোধীদের অপ্রেশ করতে পারেন। অপ্রেশ এখানে আমি এই অর্থে ব্যবহার করেছি যে, তারা সুবিধা আরও বেশী করে নিতে পারেন, এইটা হচ্ছে তাদের একমাত্র মনোভাব। কাজেই আমি সরকারী দলের সদস্যদের এই বিলকে সমর্থন করতে আবেদন রাখছি, অথবা আমি এই আবেদন রাখব যে যদি আপনাদের যখন কোন সমস্যা নাই বেতন বৃদ্ধির যখন কোন প্রয়োজন নাই, তখন আপনারা যদি বিল থেকে বেতন কথাটা পুরোপুরি কেটে দিন এবং বেতন ভাতা না দিতে রাজি হন তাহলে আমরা আপাদের সঙ্গে রাজি আছি। কাজেই এই দুইটা প্রস্তাব রেখে আমি আপনাদেরকে আমার বিল পাশ করানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—" The Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1984 be taken into consideration"

(ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক বাতিল হয়)

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :-- সর্ট ডিস্‌কাশন অন্ মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি সর্ট

ডিসকাশন নোটিশ আছে। প্রথম নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :— "রাজ্যে বন্যায় ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৭জন মেম্বারের প্রধান ও উপপ্রধানকে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে করা হয়েছে। অথচ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭টি ব্লকে কেন হাত তুলে ভোট নেওয়া হল, এইটা এই হাউজে আমি জানতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে পঞ্চায়েত রুল তিনটি মাত্র করা হয়েছে, এর পরে আরও ২২টা এখানে করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা একটা অগণতান্ত্রিকভাবে করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটার উপর এমেণ্ডমেন্ট আগে আনতে হবে,

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এখানে আমাকে বলার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। এমেণ্ডমেন্টকে এখানে ডিসকাশানের জন্য আমি নোটিশ দিয়েছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, সেখানে ব্লক গুলি থেকে প্রধানকে অপসারনের কোন প্রভিশান নাই, তার জন্য এখানে রুলস তৈরী করা হয় নি। সেখানে লবণ ছড়া গাঁওসভাতে, সাধুছড়ি পাড়া গাঁওসভাতে কি করে অনাস্থা প্রস্তাব-গুলি হাজির করা হয় এইটা আমি জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এখন সর্ট ডিস্কাশানের সময়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এখন আমরা এখানে সর্ট ডিস্-কাশান করব, আমাদের সময় খুব কম।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, যেখানে একটা প্রভিশান আছে—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এইভাবে আলোচনা করা যায় না, এর জন্য এমেণ্ডমেন্ট দিতে হয়। মাননীয় সদস্য আপনাকে আমি বলেছিলাম যে ১৫ দিন ওটা থাকে, কিন্তু যেহেতু সেশান ১৫ দিনের হয়নি তাই পরবর্তী সেশানে এই

সুযোগটা আসে কিনা সরকার রিলে করতে পারেন। সে কথাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম যে, সেই সুযোগ পরবর্তী সেশানে পেতে পারেন।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কাজেই আমি প্রস্তাব করছি যে বিধানসভার কার্যকাল বৃদ্ধি করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য এইটাতো আমি বলতে পারি না, এইটা সভার ব্যাপার, যাই হোক আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারকে অনুরোধ করছি আলোচনা শুরু করার জন্য।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য এইটাকে তো আলোচনা করতে দেওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা : – এতবড় একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ থাকা দরকার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মহোদয়কে আলোচনার সুযোগ দিন। মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদার শর্ট ডিসকাশনের জন্য একটা নোটিশ দিয়েছেন তাই ওনাকে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হউক।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি পিরিয়ড বাড়ান। এটা ত আলোচনার সভা, কেন সময় বাড়ান হবে না ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি সময় এক্সটেনশন করতে পারিনা। হাউজ সময় বাড়াতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, আপনি কি আলোচনা শুরু করবেন ? আপনি আলোচনা করতে চান ত আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : - মাননীয় স্পীকার স্যার, কথাটা ত এটা না; ওনারা যেটা বলেছেন—

(টি, ইউ, জে, এস, সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার যেহেতু আলোচনা করতে চাইছেন না সেহেতু আপনি পরবর্তী আলোচনায় যেতে পারেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা এটা না যেটাআলোচনা করার জন্য চাওয়া হচ্ছে সেটা দেখুন। আর তা না হলে আমিও ওয়াক-আউট করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য আলোচনা করতে রাজী হলেন না, তাই এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া অনুপস্থিত সেহেতু পরবর্তী কার্যসূচীতে উনি যে নোটিশটি এনেছিলেন সেটি আর আলোচনা হচ্ছে না।

এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করছি।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION
NO. 66 (POSTPONED)

Name of M. L. A. :- Shri Monoranjan Majumder.

will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment & Services Department be pleased to state.

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের সংখ্যা কত ? (দপ্তর-ভিত্তিক হিসাব)

২। কতদিন যাবৎ এই পদগুলি শূন্য রয়েছে ?

৩। শূন্য পদগুলি পূরনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Appointment & Services Deptt. (Shri N. Chakraborty) Chief Minister.

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৮৪ ইং ১লা মার্চ পর্য্যন্ত শূন্যপদের সংখ্যা ১০,৩২৬টি, দপ্তর-ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২। শূন্য পদগুলি বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীয় তালিকায় তারিখ যথা সম্ভব দেখানো হয়েছে।

৩। শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা হইতেছে। সংরক্ষিত পদগুলি উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে পূরণ করা যাইতেছেনা। নিয়োগ নীতি অনুসারে প্রার্থীদের তালিকা চাওয়া হইতেছে।

Papers Laid On The Table
(Questions & Answers)

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF VACANT POSTS UNDER VARIOUS DEPARTMENTS OF THE GOVERNMENT UPTO 1-3-1984 :

SL No.	Name of Departments/ Offices.	Number of vacant posts.	Vacant from	Remarks.
1	2	3	4	5
1.	Labour Directorate	13	for 1 years	Action taken to
2.	Chief Electoral Officer	15	for 2 years	fill up the
3.	Dte. of Social Welfare & Social Education.	955	for 6 months	vacancy
4.	Secretariat Admn. Department	88	for 1 year (83-84)	
5.	Inspector General of police	762		Reserved post for SC/ST.
6.	D. M. & Collector, West Tripura	22	since 1983	
7.	Rajya Sainik Board	3	Dec '83	
8.	Directorate of Research	6	Since, 1978	
9,	State planning machinery	11	Since, 1975,82,83	
10.	Asstt. Transport Commissioner	3	Since, 1973,82,84	
11.	Dte. of Civil Defence	2	Since, 1980	Reserved posts
12.	Dte. of Food & Civil Supplies	32	Since, 1981	
13.	C. E., Irrigation & Flood Control	217	Since, 1981	
14.	Chief Inspector of Factories	9	From Sept' 83	

15.	Tripura public Service Commission	7	Recently vacant.	
16.	Dte. of Welfare for Sch. Tribes	88	for 1 year	
17.	Controller of weights & Measure	2	Since 1979,83	
18.	D. M. & Collector, South Tripura	39	Since 1981,83	
19.	Chief Conservator of Forests	237	for 2/3 years.	
20.	Director of Fire Services	36	Since 1979	
21.	District Registrar, West	1	from 8-8-83	
22.	Prisons Directorate	68	Since 1978	
23.	TriPura Forest Dev. & Plant. corpn	69	Since 1982	
24.	Dte. of Higher Education	126		
25.	Tripura Dist. Rural Dev. Agency	7	from 1 year	
26.	District & Sessions Judge, North	1	for 9 months	
27.	C.E. Electrical	199		—do—
28.	Tripura Tribal Autonomous Dist. Council	55	Since 1982	
29.	Adminisrtative Reforms Deptt.	8	Since 1983	
30.	Printing & Stationery Deptt.	61	Since 1979,81,83	
31.	Collector of Excise, West	6	Since 1982	
32.	Relief & Rehab. Deptt.	1	for 3 months	
33.	Directorate of Panchayats	25	Since, 1979,83,81	
34.	Commissioner of Taxes	7	for 2 months	
35.	Dte. of Employment Services & M. P.	17		
36.	Distr & Sessions Judge, West	2	for 6 months	—do—

1	2	3	4	5
37.	Dte of Co-operation	79	Since, 1981	
38.	Dte. of Land records & Settlement	136	1 to 3 years	
39.	Dte. of Animal Husbandry	251	for 10 months	
40.	Dte. of Fisheries	140	Since 1982	
41.	Dte. of Statistics & Evaluation	20	Since, 1979	Due to Court Case.
42.	Dte of Small Savings, Group Insurance & Institutional Finance	2	for 1 year	
43.	Dte. of Information, Cultural Affairs & Tourism	121	Since 1978,79	
44.	Public Works Department	261		
45.	Tripura Road Transport Corporation	215	Since 83	
46.	Dte. of School Education	4,219	Since 66,71,73 74,77,78,79, Feb' 84.	
47.	Department of Agriculture	531		
48.	Directorate of Industries	306		
49.	Directorate of Health Services	824		
50.	Dte. of Welfare for Sch. Castes.	Nil		
51.	Apptt. & Services Department	21		
	Total	10,326		

Postponed Starred Question No. 167.

Name of the Member :— Shri Matilal Sarkar, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Vigilance Department be pleased to state :—

Question	Answer
১। ১৯৭৮ ইং সন থেকে এ পর্য্যন্ত কয়টি কেইস ভিজিলেন্সে পাঠানো হয়েছে ?	১। ১৯৭৮ ইং সন হইতে এ পর্য্যন্ত ৪৭৯টি কেইস (অভিযোগ) ভিজিলেন্সে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
২। উপরিউক্ত কেইস গুলির মধ্যে ভিজিলেন্স দপ্তর কয়টি তদন্ত শেষ করেছেন ?	২। উপরিউক্ত কেইস (অভিযোগ) গুলির মধ্যে ভিজিলেন্স দপ্তর ৩৬২টি কেইসের (অভিযোগের) তদন্ত শেষ করিয়াছে।
৩। এতে কতজন অপরাধীকে সনাক্ত করা ও শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে।	৩। ভিজিলেন্স অরগানিজেসনের তদন্তে বিভিন্ন বিভাগের ৬২ জন গেজেটেড অফিসার এবং ১৩২ জন নন্ গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্য্যায়ে কেইস প্রমানিত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের ১৪ জন গেজেটেড অফিসার ও ১৫ জন নন্ গেজেটেড অফিসারকে আইনানুগ শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

Name of Membr :- Shri Shyama Charan Tripura, Admited Starred Question No. 247 (Postponed) will the Hon' ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased state:-

১। ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় জড়িত কতজন উপজাতি ও অউপজাতি কর্মচারীকে সাস্পেণ্ড করা হয়েছে, (পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

২। তার মধ্যে কতজন উপজাতি ও অউপজাতি কর্মচারীর সাস্পেনশন উইড্র করা হয়েছে ?

৩। ইহা কি সত্য ১৯৮০র দাঙ্গা জনিত কারনে এখন ও অনেক উপজাতি ও অউপজাতি কর্মচারী নিরাপত্তার অভাবে কাজে যোগদান করিতে পারেন নাই ;

৪। যদি সত্য হয় তবে তার জন্য সরকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না ?

ANSWER

Name of the Minister;- Shri Nripen Chakraborty. CHIEF MINISTER.

১ নং ও ২ নং ৭৩ জন উপজাতি সরকারী কর্মচারী কে সাময়ীক বরখাস্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫১ জনের বিরুদ্ধে সাময়ীক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। আদালতে ফৌজদারি মামলায় জড়িত থাকায় অবশিষ্ট কর্মচারীদের সাময়ীক বরখাস্ত আদেশ এখনও প্রত্যাহার করা যায় নাই। সরকার বিবেচনাধীন মামলাগুলির পুনঃ বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন যদিও এই ফৌজদারি মামলাগুলির আদেশ প্রত্যাহার নির্ভর করে অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্বের উপর

৩ নং— না

৪ নং - প্রশ্ন উঠে না।

ADMITED STARRED
QUESTION NO. 301 : (POSTPONED)

Name of M.L.A. :-Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। বর্ত্তমানে সরকারের অধীনে বহিরাজ্য থেকে ডেপুটেশনে কতজন অফিসার রয়েছেন তাহার সংখ্যা ;

২। উপরি উক্ত অফিসারদের জন্য মাসে কত টাকা ডেপুটেশন এ্যালাউন্স দিতে হচ্ছে ;

৩। ডেপুটেশনে যাতে অফিসার না আসতে হয় সেজন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Minister in-charge of the Appointment & Services Deptt. — (Shri N. Chakraborty) Chief Minister.

১। বর্ত্তমানে (১লা মার্চ ১৯৮৪ পর্য্যন্ত) ত্রিপুরা সরকারে অধীনে ডেপুটেশনে বহিরাগত সরকারী অফিসারের সংখ্যা ১৯ জন।

২। ডেপুটেশন এলাউন্স বাবৎ সরকারের মাসে মোট ৩৯৫১, ৫০ টাকা খরচ হচ্ছে।

৩। উপযুক্ত যোগ্য অফিসারের অভাবে শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য রাজ্যের বাহির থেকে অফিসার ডেপুটেশনে আনতে হয়। স্থানীয় অফিসার উপযুক্ত বিবেচিত হলে শূন্যপদগুলি নিয়োগনীতি অনুসারে পূরণ করা হয় এবং বহিরাগত অফিসারদের ফেরত দেওয়া হয়।

ADMITTED UNSTARRED POSTPONED
QUESTION NO. 47.

Name of M. L. A. :— Shri Keshab Majumder.

Will the Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

১। বর্তমান আর্থিক বর্ষে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট কয়টি সৃষ্টি পদ খালি আছে, (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। এই সব খালি পদ পূরণ করার কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

৩। গৃহীত ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্তমান আর্থিক বর্ষে কোন কোন বিভাগে কতজন বেকারকে নিয়োগ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

Minister-in charge of the Appointment & Services Deptt. — (Shri N. Chakraborty) Chief Minister.

১। বর্তমানে সরকারের চলতি আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের সংখ্যা ৭০৬৮ শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব 'সঙ্গীয় তালিকায়' দেওয়া হইল।

২। এই সকল খালি পদগুলি পুরনের যথাযথ নিয়ম মাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩। উপযুক্ত যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

Papers Laid On The Table
(Question & Answers)

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF VACANT POSTS UNDER VARIOUS DEPARTMENTS OF THE GOVERNMENT DURING THE CURRENT FINANCIAL YEAR.

	Name of Departments/ offices.	Number of vacant posts at present				
		Class—I	Class—II	Class—III	Class—Iv	Total
	State Planning Machinery Organisation.		5	6	—	11
2.	Prisons Directorate	—	4	32	32	68
3.	Directorate of Civil Defence	—	—	2	—	2
4.	Inspector General of Police	—	42	718	2	762
5.	S. A. Department	—	—	52	18	69
6.	Directorate of Research	—	—	6	—	6
7.	Deptt. of Welfare for SC/ST	—	—	80	7	87
8.	Tripura Auto. Dist. Council	2	4	37	11	54
9.	Dte. of Food & Civil Supplies	1	12	22	27	62
10.	Chief Conservator of Forest	14	4	132	136	286
11.	Dte. of Employment Services & Manpower	—	6	12	—	18
12.	Asstt. Transport Commissiner	—	2	2	—	4
13.	Director of Industries	4	23	262	79	368
14.	Tripura Public Service Comm.	1	2	3	1	7
15.	Law Department	—	7	5	3	15

16.	Directorate of Panchayats	—	1	13	1	15
17.	Chief Electoral Officer	—	—	13	1	14
18.	D.M. & Collector, West (C A)	—	29+22=51		21	50+24
19.	Public Works Deptt. (RWS)	9	20	303	160	492
20.	D.M. & Collectorl South	—	—	30	4	34
21.	Dist. & Sessions Judge, North	—	—	1	—	1
22.	Chief Engineer, Electrical	4	3	188	23	216
23.	Dte. of School Education	—	143	990	47	1180
24.	Dt. of Co-operation	—	4	66	8	78
25.	Dte. of Fisheries	—	4	105	80	189
26.	Tripura Road Transport Corporation	—	5	171	119	295
27.	Dte. of Information, Cultural Affairs & Tourism	—	8	78	23+16=49	135
28.	Dte. of Small Savings Etc.	—	—	2	—	2
29.	Irrigation & Flood Control Department	—	—	107	93	200
30.	Rajya Sainik Board	—	—	3	--	3
31.	Agartala Municipality	—	—	3	—	3
32.	Commissioner of Taxes	—	1	4	—	5
33.	Dte. of Social Welfare & Social Education	—	16	99	11+964=975	1090
34.	Town & Country Planing Organisation	—	1	4	2	7
35.	Directorate of Agriculture	6	38	384	142	570
		41	355	3985	2043	6424
36.	Dte. of Statisics &	41	355	3985	2043	6424
	Evaluation	1	5	11	—	20

37.	Dte. of Land Records & Settlement	—	3	113	19	135
38.	Dist. & Sessions Judge, West	—	—	2	—	2
39.	Collector of Exaise, West	—	—	4	2	6
40.	Dte. of Higher Education	1	10	44	37	92
41.	Directorate of Animal Husbandry	2	39	255	8	
42.	D.M. & Collector, North	—	—	27	37	64
43.	Apptt. & Services Deptt.	—	12	9	—	21
44.	Directorate of Health Services.	*	*	*	*	*
	TOTAL	45	424	4453	2146	7068

Printed by

The Secretary, Tripura Press Owners' Association

Agartala.